الرسالة القشيرية

في علم التصوف

ইমাম আবুল কাসিম আবদুল করিম বিন হাওয়াজিন কুশাইরী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

রিসালাতুল কুশাইরী

১ম খণ্ড

মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

KAA Publication

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

الرسالة القشيرية في علم التصوف

রিসালাতুল কুশাইরী

মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

KAA Publication
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা ও প্রকাশনার একটি অঙ্গসংগঠন

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

الرسالة القشيرية في علم التصوف

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري-

রিসালাতুল কুশাইরী (১ম খণ্ড)

মূল: ইমাম আবুল ক্বাসিম আবদুল করিম বিন হাওয়াজিন কুশাইরী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ: ৩৭৬-৪৬৫ হিজরি]

অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

পাণ্ডুলিপি: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

Internet Edition
ইন্টারনেট সংস্করণ

পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ:
১৬ জুলাই, ২০১৭ ঈসায়ী
১ শ্রাবণ, ১৪২৪ বাংলা
২১ শাওয়াল, ১৪৩৮ হিজরি

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পবিত্র দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ ‘রিসালাতুল কুশাইরী’র মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়া ও অনুগ্রহে খানক্বার গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে যুগের শ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখ ও লেখক ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘আর-রিসালাতুল কুশাইরী ফী ইলমিত-তাসাওউফ’ নামক গ্রন্থটি সুফি-দরবেশ ও তরীকতের সালিকদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে সুলুকের খুঁটিনাটি বিষয়াদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা তথা তাসাওউফের ওপর এরূপ কোনো প্রমাণ্যগ্রন্থ আজো রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাস্তবে এ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নি, এমন কোনো তাসাওউফশাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ পরবর্তিতে রচিত হয়েছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এরূপ বিরাট মূল্যবান একটি কিতাব কোন্ কারণে আজো বাংলায় অনূদিত হয় নি, সে রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি নি। যা হোক, আল্লাহ তা’আলার অপরিসীম কৃপায় অবশেষে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা আবারও মহান প্রভুর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বাংলা ভাষায় তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর লেখালেখি খুব একটা হয় নি। ইসলামের ‘কল্ব’ নামে খ্যাত এই শাস্ত্রের ওপর প্রচুর লেখালেখির প্রয়োজন। আমরা আশা করবো রিসালাতের বঙ্গানুবাদ এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করবে একটি সহায়ক প্রমাণ্যগ্রন্থ হিসাবে। আর এ কারণেই অনেক পরিশ্রম ও টাকার বিনিময়ে আমরা লেখকের মূল আরবি রচনাও গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। পৃষ্ঠাসংখ্যা বিরাট হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থটিকে দু’টি আলাদা খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে।

তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন অভিলাষী বিদগ্ধ পাঠকবর্গসহ সকল মুসলমান এই অনুবাদ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন এটাই আশা।

সবশেষে, শ্রদ্ধেয় প্রকাশকসহ এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি একান্ত আন্তরিকভাবে। বিশেষ করে গ্রন্থের অনুবাদক খলীফায়ে মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ও তাঁর সহায়ক আমার শায়খ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ মুরীদ ও ভক্ত ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী গ্রন্থটি ভাষান্তরের ক্ষেত্রে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন বছরের পর বছরব্যাপী তা সত্যিই অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও বর্ষণ করুন তাঁদের ওপর স্বীয় রাহমাত ও করুণার রারিধারা। আমীন।

মাওলানা ফরুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট।
১লা নভেম্বর, ২০১৬

بسم الله الرحمٰن الرحيم

অনুবাদকের ভূমিকা

শায়খ আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'রিসালাতুল কুশাইরী': লেখক ও তাঁর গ্রন্থ

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশ্ববিখ্যাত তাসাওউফের কিতাব, 'রিসালাতুল কুশাইরী' গ্রন্থের মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ পাঠকদের হতে তুলে দিতে পেরেছি।

'আর-রিসালাতুল কুশাইরী ফী ইলমিত তাসাওউফ' এর গ্রন্থকার হলেন ইমাম আবুল কাসিম বিন হাওয়াজিন কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হিজরি ৩৭৬ [৯৬৮ ঈ] সনে বর্তমান ইরানের খুরাশান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত 'উস্তুয়া' [বা উস্তাওয়া] অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করনে। তাঁর জন্মস্থান উর্বর ভূমি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলো। তাঁর পূর্বপুরুষরা আরব দেশ থেকে এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের সময় তাঁরা ছিলেন মুসলিম মুজাহিদ। এখানে বসবাস শুরুর সাথে সাথে তাঁদেরকে বিস্তৃত উর্বর ভূমি লাখেরাজ হিসাবে দান করা হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে। এ দান ছিলো সেনাবাহিনীতে তাঁদের অবদানের উপহার হিসাবে।

ইমাম কুশাইরীর জন্মকালে তাঁর পরিবার-পরিজন অবশ্যই ফার্সি ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু উচ্চ বংশের সন্তান হিসাবে অবশ্যই তাঁকে উচ্চতর আরবি সাহিত্যে লেখাপড়া করতে হয়েছিল। আরবি গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ ও আদবের উপর তাঁর বিরাট দখল এটা প্রমাণ করে। অবশ্য লেখাপড়া ছাড়াও সমাজের উচ্চস্তরের সন্তান হিসাবে তাঁকে যুদ্ধবিদ্যা, তীরন্দাজ বিদ্যা, অশ্বারোহণ ইত্যাদিও শিখতে হয়েছিল অল্প বয়সেই। যুবক থাকতেই কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুরাশান প্রদেশের রাজধানী নিশাপুর ভ্রমণ করেন। নিশাপুর তখন মুসলিম জাহানের পূর্বাঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য তাহজিব-তামাদ্দুন, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানাহরণের কেন্দ্র ছিলো। শহরের

গুরুত্ব হিজরি সপ্তম [ত্রয়োদশ ঈসায়ী] শতকে মঙ্গলদের কর্তৃক আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো।

নিশাপুরে তাঁর ভবিষ্যৎ মুর্শিদ শায়খ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির [মৃ. ৪০৫/১০১৫] ওয়াজ-মাহফিলে তিনি নিয়মিত উপস্থিত হতেন ও মনোযোগসহ বর্ণনা শুনতেন। হযরত দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন একটি জনপ্রিয় মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ নিশাপুরী [মৃ. ৩৬৭/৯৭৭] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা। হযরত দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর যুগের খুরাশানের প্রধান সুফি শায়খ ছিলেন। বাগদাদের সুফি শায়খ হযরত জুনাইদ বাগদাদী [মৃ. ২৯৭/৯১০], হযরত আবু বকর শিবলী [মৃ. ৩৩৪/৯৪৬], হযরত সারি সাক্বাতি [২৫১/৮৬৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ জগতখ্যাত মাশাইখবৃন্দের একান্ত অনুসারী ছিলেন হযরত দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাতের কিছুদিন পরই কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। মুর্শিদ তাঁর এই মনেরমতো মুরীদের নিকট নিজের কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ দেন। কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পরবর্তীতে শায়খ দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের প্রধান খলীফা হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হন। এ কারণেই ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁর শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাণী উদ্ধৃত করেছেন। এটা মুর্শিদের প্রতি মুরীদের আনুগত্য, আত্মবিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধের উত্তম নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত। বস্তুত পুরো কিতাবটিই স্বীয় মুর্শিদের বাণীসর্বস্ব বললে অত্যুক্তি হবে না। ইমাম কুশাইরীর সমসাময়িক আরেক সুফি শায়খ খুরাশানের হযরত আবদুর রাহমান সুলামী [মৃ. ৪১২/১০২১] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠতে স্বীয় মুর্শিদের ইঙ্গিত ছিলো। আমরা তাই দেখতে পাই হযরতের রিসালাতে সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরও অনেক বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে।

তাসাওউফের ওপর ক্লাসিক্যাল লেখক হিসাবে সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছে। তিনি যুগের বিশিষ্ট ফকীহ এবং সুফি-দরবেশও ছিলেন। অবশ্য সমকালীন জামানায় আরো বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য সুফি-মাশাইখ জীবিত ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু নাসির শাররাজ তুসী [মৃ. ৩৭৮/৯৮৮], হযরত আবু বকর কালাবাদী [মৃ. ৩৮০/৯৯০], হযরত আবু তালিব মাক্কী [মৃ. ৩৮৬/৯৯৬], হযরত আলী বিন উসমান জুল্লাবী হাজভেরী [দাতা গঞ্জেবখশ- মৃ. ৪৬৫-৪৬৯/১০৭২-১০৭৭], হযরত আবদুল্লাহ আনসারী হরাওয়ী [মৃ. ৪৮১/১০৮৬] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মাশাইখে আজমের নাম উল্লেখযোগ্য। সুফি দরবেশদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর গভীর গবেষণা ছাড়াও নিশাপুরে থাকাকালে ইমাম কুশাইরীর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র আরো অনেক বিস্তৃত ছিলো। শাফিই মাজহাব-ভিত্তিক ফিকহ অধ্যয়ন করেন হযরত মুহাম্মদ বিন বকর তুসী [মৃ.৪২০/১০২৯] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। এছাড়া আশআ'রী কালাম শাস্ত্রের উপর অধ্যায়নে যে দু'জন উস্তাদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর ফুরাক [মৃ. ৪০৬/১০১৫] ও হযরত আবু ইসাক ইসফারাইনী [মৃ'৪১৮/১০২৭] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।

পরবর্তীতে হযরত কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় ভ্রমণ করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তাফসিরবিদ ও হাদীস সংগ্রাহক হযরত আবু মুহাম্মদ জুয়াইনী [৪৩৮/১০৪৭] এবং হযরত আহমদ বাইহাকী [৪৫৮/১০৬৬] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।

হযরত কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও ছিলেন হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সতেরো জন হাদীস বিশারদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিলো ছেষট্টি জন। নিজের মুর্শিদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত থাকাবস্থায় তিনি খুরাশানের বাইরে কোথাও ভ্রমণে যান নি। হিজরি ৪২৯/১০৩৮ সনে সেলজুকরা খুরাশান দখল করে নেয়। এ সময় যুগের দু'টি প্রসিদ্ধ ফিকহ শাস্ত্র ছিলো হানাফী ও শাফিঈ। উচ্চ পর্যায়ের ফকীহদের মধ্যে এই দু'টি শাস্ত্র নিয়ে প্রায়শঃই বাহাস হতো। ইমাম কুশাইরী এ সময় [শাফিঈ মাজহাবের পক্ষে]

বিভিন্ন বাহাসে অংশগ্রহণ করেছেন। হিজরি ৪৩৬/১০৪৫ এর দিকে খুরাশান অঞ্চলে শাফিঈ-আশআ'রী মাজহাবের প্রধান ফকীহ হিসাবে তিনি সর্বজনস্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি দক্ষতার সাথে শাফিঈ মাজহাবের যথার্থতার ব্যাখ্য দেন। স্বপক্ষের আত্মরক্ষার্থে একটি ঘোষণাপত্রও নিশাপুরে প্রকাশ করেন। কিন্তু শক্তিশালী সেলজুক উজির আমিদুল মুলক কুন্দুরী মুতাজিলী বিরুদ্ধবাদীদের উস্কে দেন কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে। কিছু হানাফী ফকীহও এই বিরোধিতায় অংশ নেন। সরকারী নির্দেশে তাঁকে বন্দী করে নিশাপুরের দুর্গে আনা হয়। তবে তাঁর অনুসারীরা ৪৪৬/১০৫৪ সনে সর্বাত্মক বিদ্রোহের হুমকী দেখালে সপ্তাহ খনেকের মধ্যেই তিনি মুক্তি পান। হিজরি ৪৪৮/১০৫৬ সনে বাগদাদের খলিফার প্রাসাদে হাদীসের ওপর বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি এতে যোগ দিয়ে খুরাশানে ফিরে আসেন। নিশাপুর তখনও সেলজুক-হানাফী-মাতুরিদী ফকীহদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তিনি সেখানে অবস্থান নিরাপদ নয় ভেবে চলে যান [বর্তমান ইরানের মোশাদ শহরের নিকটস্থ প্রাচীন শহর] তুসে।

হিজরি ৪৫৫/১০৬৩ সনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ সময় সেলজুক নতুন উজিরে আজম নিযামুল মুলক তাঁর আগের উজিরের পলিসি পাল্টে দেন। তিনি বুঝতে পারলেন শাফিঈ ও হানাফী ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রের মধ্যে আদৌ তেমন পার্থক্য নেই। উভয়টিই মূলত হক্ব। সুতরাং নতুন উজির উভয় দলের মধ্যে সমজোতা ও হৃদ্যতা পুনস্থাপনে সক্ষম হন। সুতরাং বৃদ্ধ ইমাম কুশাইরী [তখন তাঁর বয়স ৭৯ বছর] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশাপুরে ফিরে আসলেন। হিজরি ৪৬৫/১০৭২ সনে এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী ফাতিমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহার গর্ভে ৬ জন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের আলিম ও সুফি-দরবেশ। তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তীতে কুশাইরী পরিবারের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যুগের একজন উচ্চপর্যায়ের সুফী শায়খ ছিলেন। নিশাপুরে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন সুফি খানক্বাহ। এরপরও তাঁর শাগরিদদের সংখ্যা ছিলো খুব অল্প। হযরতের প্রধান খলীফা ছিলেন আবু আলী ফজল বিন মুহাম্মদ ফারমাদী [মৃ ৪৭৭/১০৮৪] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বিখ্যাত ফকীহ, সুফি

শায়খ ও গবেষক ইমাম আবু হামিদ গাযালী [মৃ. ৫০৫/১১১১] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ ও তরীকতের মুর্শিদ ছিলেন হযরত ফারমাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদের মুর্শিদ।

রচনাবলী

ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি খুব বেশি লেখালেখি করেন নি। তবে রিসালাত ছাড়াও তিনি তাফসীরবিদ হিসাবে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রণীত তাফসীর 'লাতাইফুল ইশারাত ফী তাফসিরুল কুরআন' একটি মহান গ্রন্থ। 'তাসাওউফ' শাস্ত্রের আলোকে এই তাফসির গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কুরআন শরীফের গভীর মর্মার্থ উদ্ধারে তিনি যে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন তা তাফসির গবেষণার ক্ষেত্রে বাড়তি বিস্তৃতি যোগ দিয়েছে। এরূপ সুন্দর, প্রাঞ্জল আরবিতে ইতোমধ্যে কেউ কুরআনের তাফসির করেন নি। পরবর্তী যুগেও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। গ্রন্থটি তিনি হিজরি ৪১০/১০১৯ সনে রচনা করেন।

ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আর-রিসালাতুল কুশাইরী ফী ইলমিত-তাসাওউফ' গ্রন্থটি বেশ ক'টি অধ্যায়ে রচিত। প্রথম অধ্যায়ে তিনি সুফি-দরবেশদের পথ ও পাথেয় সম্পর্কে পাঠকদেরকে অবগত করেছেন। ছোট্ট এই অধ্যায়ে আশআরী-মাতুরিদী-সুন্নী কালামশাস্ত্রভিত্তিক তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর তিনি পরিচিতিমূলক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় দীর্ঘ অধ্যায়ে প্রাথমিক থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত বিখ্যাত ৮৩ জন মাশাইখে আজমের জীবন ও কর্মের উপর সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি তুলে ধরেছেন। কিংবদন্তী সুফি-দরবেশ হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম [মৃ. ১৬২/৭৭৮] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুরু করে হযরত আহমদ রুজবারী [৩৬৯/৯৬০] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনাদর্শ ও বাণী এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য লেখক কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্মের ৬ বছর পূর্বে হযরত রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন। ওলিদের জীবন ও কর্মের বর্ণনা জন্ম পরম্পরায় উপস্থাপিত হয়েছে। ঠিক যেমনটি করেছেন হযরত সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'তাবাক্বাতাস সুফিয়্যা' গ্রন্থে। এ গ্রন্থে লেখক ১০৩ জন সুফি-দরবেশের জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা করেছেন।

সুফিদের জীবনবৃত্তান্ত শেষে লেখক তাসাওউফ শাস্ত্রের বেশ কিছু পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন দীর্ঘ আরেকটি অধ্যায়ে। এতে মোট ২৭টি পরিভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। মৃত ও জীবিত সুফি মাশাইখের উদ্ধৃতি ও কুরআন-হাদীসের বাণীসহ ইমাম সাহেব এসব পরিভাষার অর্থ তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে তরীকাতের ওপর ভ্রমণ সংক্রান্ত স্তর [মাক্বামাত] ও অবস্থা [আহওয়াল] সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অংশে তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণকারী হিসাবে লেখক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, মানসিক পরিবর্তনশীলতা এবং সুফি শাস্ত্রের বাস্তবতার হাক্বিক্বাত ইত্যাদি প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য অধ্যায়ের মতো অনেক ছোট-বড় কবিতার উদ্ধৃতি তুলে ধরে সাহিত্যরসের যোগান দিয়েছেন। একজন সাধারণ সালিক থেকে সুফি শায়খের স্তরে উন্নীত হওয়ার বিভিন্ন পথ ও পাথেয় বর্ণিত হয়েছে।

শেষের অধ্যায়ে ইমাম সাহেব এ রাস্তায় ভ্রমণকারীদের জন্য উপদেশবাণী উপস্থাপন করেছেন। তরীকতের ভ্রমণে যে কতো ধরনের মানসিক, শারীরিক, আত্মিক ও আর্থিক সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয় তার বর্ণনা এসেছে। সাথে সাথে এসব ‘পরীক্ষায়’ কিভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তার ওপর উপদেশ প্রদান করেছেন।

ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই সেরা শিল্পকর্ম মূলত দু’টি আলাদা অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ জীবনচরিতমূলক অংশে তাসাওউফ শাস্ত্রের গুণগত মাহাত্ম্য, এর অনুসারীদের পরহেজগারী, পূর্বযুগের সুফি মাশাইখে আজমের বীরত্বপূর্ণ কর্ম ও শরীয়তের উপর দৃঢ়তাবলম্বন, তাঁদের মহাউপকারী বাণী, তাহজিব-তামাদ্দুন ইত্যাদি প্রাঞ্জল সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। বলা যায় এই প্রাথমিক অংশ পুরো ‘রিসালাতের’ সমর্থন [ইসনাদ] হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে এসেছে তাসাওউফের রাস্তায় ভ্রমণ সংক্রান্ত পথ-পাথেয়, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির ওপর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। এ অংশে আমরা সুফি রাস্তায় চলার উপর এই ‘রিসালাতের’ মূল দেহ [মুতন] উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি প্রতিটি তথ্য-উপাত্তের সূত্র কুরআন, হাদীস, মাশাইখে আজমের বাণী ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তুলে

ধরেছেন। ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এরূপ উপস্থাপনার ফলেই হাজার বছর পরও রিসালাতের ওপর কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সমর্থ হন নি। এটা তাসাওউফ শাস্ত্রের হাক্বিক্বাতের সুস্পষ্ট দলীল হিসাবে সর্বযুগে সবার নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

ভাষান্তর একটি জটিল কাজ। অনুবাদকের চেষ্টার কোনো ত্রূটি না থাকলেও লেখার মূল ভাবার্থ কখনো অনূদিত ভাষায় রূপান্তর করা যায় না। কারণ, মূল লেখক যে ভাষায় রচনা করেন তার ভাব, ভঙ্গি, মর্মার্থ ইত্যাদি অপর একটি ভাষায় পূর্ণাঙ্গভাবে ‘নকল’ করার কোনো উপায় নেই। লেখার বিষয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একটি ভাষায় কোনো একটি বিষয় যেরূপ ফুটে ওঠে অপরটিতে অনুরূপ ফুটিয়ে তোলাও সময় সময় সম্ভব হয় না এ কারণে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অনূদিত ভাষার মধ্যে শব্দভাণ্ডারের যথেষ্ট অভাব থাকে। ইমাম কুশাইরীর রিসালাত মূলত তাসাওউফ শাস্ত্রকেন্দ্রিক উচ্চ পর্যায়ের আরবি ভাষার রচনা। ব্যবহৃত অসংখ্য আরবি শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। এছাড়া আধুনিক বাংলায় প্রাচীন আরবি কিতাবের অনুবাদ অতীব জটিল-কঠিন কাজ। এসব প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও আমরা লেখকের মূল কিতাবের ম্যাসেজকে প্রাঞ্জল বাংলায় ভাষান্তরের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আরবি ভাষার ওপর ওয়াকিফহাল পাঠকবৃন্দ আমাদের চেষ্টার সফলতার মাত্রা অনুধাবন করবেন অবশ্যই। উলামায়ে কিরাম ও গুণিজনদের কাছ থেকে ভুল-ত্রূটি ও সংশোধনের দিকনির্দেনা আমাদের কাম্য।

আরো একটি ব্যাপার এখানে স্পষ্ট করার প্রয়াস পাচ্ছি। ইমাম কুশাইরী হাদিস শরীফের বক্তব্য ও বিভিন্ন আওলিয়ায়ে কিরামের বাণী নিজস্ব সদনে লিপিবদ্ধ করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা পূর্ণাঙ্গ সনদের বঙ্গানুবাদ করি নি। যারা আরবি জানেন, সনদগুলো পাঠ করে অতিরিক্ত তৃপ্তিবোধ করতে পারবেন অবশ্যই।

তাসাওউফের ওপর উচ্চ পর্যায়ের এই আরবি কিতাবটির অনুবাদ কাজে আমাকে অনেকেই সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। খাস করে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধেয় শায়খ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী ও প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের

পক্ষ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া অনুবাদের কাজ সম্ভব হতো না। আল্লাহ তা'আলা উভয়কে উত্তম প্রতিদান দিন। শ্রদ্ধেয় প্রকাশকসহ গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে জড়িত সবার কাছেও আমি ঋণী। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

সবশেষে, আমরা ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাক্বামাত ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে আকুল আবেদন জানাই। সেসাথে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করার জন্য আবদার করছি। হে আল্লাহ! এই কিতাব থেকে সবাইকে উপকৃত করুন। আমীন।

অনুবাদক
সিলেট, ২/২০/২০১৬ ঈ।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ইমাম কুশাইরী (রাহ.) -এর রিসালাত

লেখকের মূল ভূমিকা
مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته، وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته، وتقدس بسمو صمديته، وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير، وتنزه في صفائه عن كل تناه وقصور، له الصفات المختصة بحقه، واليات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه. فسبحانه من عزيز، لا حد يناله، ولا عد يحتاله، ولا أمد يحصره، ولا أحد ينصره، ولا ولد يشفعه، ولا عدد يجمع، ولا مكان يمسكه، ولا زمان يدركه، ولا فهم يقدره، ولا وهم يصوره.

تعالى عن أن يقال: كيف هو؟ أو أين هو؟ أو اكتسب بصنعه الزين، أو دفع بفعله النقص والشين؛ إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يغلبه حي، وهو الخبير القدير.

أحمده على ما يولى ويصنع، وأشكره على ما يزوى ويدفع، وأتوكل عليه وأقنع، وأرضى بما يعطي ويمنع.

وأشهد أن لا إلٰه إلا الله وحده لا شريك له، شهادة موقن بتوحيده، مستجير بحسن تأييده.

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده المصطفى، وأمينه المجتبي ورسوله المبعوث إلى كافة الورى صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى، وعلى أصحابه مفاتيح الهدى، وسمل تسليماً كثيراً.

هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعالى عبد الكريم بن هوازن القشيري، إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام، في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة.

أما بعد: رضي الله عنكم فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، وفضلهم على الكافة من عباده، بعد رسله وأنبيائه، صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم معادن أسراره، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره.

فهم الغياث للخلق، والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق.

صفاهم من كدورات البشرية، ورقاهم إلى محال المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية. ووفقهم للقيام بآداب العبودية، وأشهد مجارى أحكام الربوبية.

فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف، وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف.

ثم رجعوا إلى الله، سبحانه وتعالى، بصدق الافتقار، ونعت الانكسار، ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الأعمال، أو صفا لهم من الأحوال. علماً منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد، ويختار من يشاء من العبيد. لا يحكم عليه خلق. ولا يتوجه عليه مخلوق حق، ثوابه: إبتداء فضل. وعذابه: حكم بعدل. وأمره قضاء فصل. ثم اعلموا، رحمكم الله، أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا من هذه الطائفة إلا أثرهم، كما قيل:

أما الخيام فإنها كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها

حصلت الفترة في هذه الطريقة..، لا، بل إندرست الطريقة بالحقيقة: مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء، وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء، وزال الورع وطوى بساطه، واشتد الطمع وقوى رباطه.

وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة، فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام. ودانوا بترك الإحترام.

وطرح الاحتشام، واستخفوا بأداء العبادات، واستهانوا بالصوم والصلاة، وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى انباع الشهوات، وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات، والارتفاق بما يأخذونه من السوقة، والنسوان، وأصحاب السلطان.

ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال، حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، وادعوا أنهم تحروا من رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق، تجري عليهم أحكامه، وهم محو، وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم، وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية، واختطفوا عنهم بالكلية، وزالت عنهم أحكامه للبشرية. وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية، والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا، والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا، بل صرفوا.

ولما طال الابتلاء فيما نحن ف يه من الزمان بما لوحت ببعضه من هذه القصة وكنت لا أبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار، غبرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها بسوء، أو يجد مخالف لثلبهم مساغاً، إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين لعيها شديدة.

ولما كنت أؤمل من مادة هذه الفترة أن تنحسم، ولعل الله سبحانه يجود بلطفه في التنيه لمن حاد عن السنة المثلى في تضييع آداب هذه الطريقة

ولما أبى الوقت إلا استصعاباً. وأكثر أهل العصر بهذه الديار إلا تمادياً فيما اعتادوه واغتراراً بما ارتادوه.

أشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر على هذه الجملة بنى قواعده. وعلى هذا النحو سار سلفه.

فعلقت هذه الرسالة إليكم، أكرمكم الله. وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم، وأخلاقهم، ومعاملاتهم، وعقائدهم بقلوبهم، وما أشاروا إليه من مواجيدهم، وكيفية ترقيهم من بدايتهم إلى نهايتهم؛ لتكون لمريدي هذه الطريقة قوة، ومنكم لي بتصحيح شهادة، ولي في نشر هذه الشكوى سلوة، ومن الكريم فضلاً ومثوبة وأستعين بالله سبحانه فيما أذكره؛ وأستكفيه؛ وأستعصمه من الخط فيه، وأستغفره وأستعينه. وهو بالفضل جدير، وعلى ما يشاء قدير.

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি একক রাজত্বের অধিকারী। শক্তি ও সামর্থে তিনি একক। এককত্বের সম্মানে তিনি ভূষিত। তিনি অমুখাপেক্ষিতার বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। তাঁর সত্তা সর্বপ্রকার সমকক্ষতার ঊর্ধ্বে। সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তিনি পবিত্র। তিনি ব্যতিক্রমী, বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর সিফাত ও বৈশিষ্ট্য বলে দেয় তিনি সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। পবিত্রতা কেবল তাঁরই। তিনি সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে, গণনার বাইরে, সীমা থেকে মুক্ত। কেউ তাঁকে সাহায্য করার নয়। কোনো মানব তাঁর জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না। কোনো সংখ্যা তাঁকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। কোনো স্থান তাঁকে সংকুলান দিতে পারে না। কোনো যুগ তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। কোনো উপলব্ধি তাঁর মূল্যায়ন করতে জানে না। কোনো কল্পনা তাঁকে চিত্রায়িত করতে পারে না। তিনি কেমন, কোথায় আছেন এরূপ প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। কোনো বস্তুর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। তিনি সব শোনেন ও দেখেন। কোনো জীবী তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। তিনি মহাক্ষমতাবান।

আমি এজন্য তাঁর গুণগান করছি, তিনি লালন-পালন ও সৃষ্টি করেন। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, তিনি দান করেন। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি, তিনি যা দেন এবং যা দেন না তাতে আমি সন্তুষ্ট।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর একত্ববাদের একজন বিশ্বাসী হিসাবে সাক্ষ্যদান করছি, তাঁর সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা। নির্বাচিত আমানতের বাহক। গোটা সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত রাসূল। তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতিও সালাত ও সালাম। তাঁরা ছিলেন আঁধারের প্রদীপ। সালাত ও সালাম তাঁর সাথীবৃন্দের উপর, যাঁরা ছিলেন হিদায়াতের চাবি।

এটা একটি রিসালা। আল্লাহর মুখাপেক্ষী এই দাস, আবদুল কারীম ইবনে হাওয়াজিন কুশাইরী কর্তৃক- মুসলিম শহর-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা সুফিদের উদ্দেশ্যে লিখিত। লিখার সন ৪৩৭ হিজরী।

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ তা'আলা এসব সুফিকে তাঁর মনোনীত বান্দা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। নবী-রাসূলগণের পর সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁদেরকে মর্যাদাশীল করেছেন। হৃদয়কে তাঁদের বানিয়ে দিয়েছেন স্বীয় রহস্যের আকর। উম্মাতের মধ্যে তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন তাঁর আলোর তারকাস্বরূপ। মানবিক কলুষতা থেকে তাঁদেরকে পবিত্র রাখেন। একক সত্তার রহস্য-দর্শন স্তরে তাঁদেরকে উন্নীত করেন। ইবাদাত সম্পাদনে শিষ্টতা বজায় রাখার জন্য তাঁদেরকে দিয়েছেন তাওফিক। প্রভুর নির্দেশের ক্ষেত্র ও রহস্য তাঁদেরকে দেখান। আরোপিত দায়িত্ব তাঁরা আদায় করেন। সবসময় তাঁরা থাকেন আল্লাহমুখী নিঃস্বতার সাথে। নিজের আমলের উপর ভরসা তাঁরা করেন না। তাঁদের মধ্যে যেসব হাল ও বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে তার প্রতিও তাঁদের ভরসা নেই। কারণ, তাঁরা জানেন আল্লাহ যা ইচ্ছে তা-ই করেন। বান্দাকে যে কার্য সম্পাদনের তাওফিক দেন, সে তা-ই করতে সক্ষম হয়। কোনো সৃষ্টি তাঁর উপর নির্দেশ জারি করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। জেনে রাখুন, সুফি তত্ত্ববিদদের অধিকাংশই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। আছেন মাত্র সীমিত ক'জন। যেমন কবি বলেন:

তাঁবু তো তাঁদের তাঁবুর মতোই
তাঁবুর ভেতরে যেসব নারী অবস্থান করে- তাঁরা কিন্তু ভিন্ন, তাঁদের নয়।

আত্মশুদ্ধির রাস্তায় এক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। বরং বলবো, এ পথ আজ প্রায় নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম। যেসব মুরুব্বিদের অনুসরণ করা হতো, তাঁরা আর জীবিত নেই। যেসব যুবকদের আদর্শ ছিলো অনুসরণযোগ্য তাঁদের সংখ্যাও আজ অনেক কম। পরহেজগারী শেষ হয়ে গেছে- বাকী আছে শুধু বিছানা। লোভ-লালসা তীব্র রূপ ধারণ করেছে। এর পাহারাদারীও হচ্ছে সুদৃঢ়। হৃদয় থেকে শরীয়তের সম্মান আজ বিলীনপ্রায়। শরীয়তের প্রতি উদাসীনতা আজ মনে করা হচ্ছে আকর্ষণ। হালাল-হারামের পার্থক্যনির্ধারণ মানুষ ছেড়ে দিচ্ছে। ইবাদতকে আজকাল তুচ্ছ ভাবা হয়। নামায-রোযা যেন ছোট্ট একটি কাজ! আলস্যের ময়দানে সবাই ঝাঁপ দিয়ে পতিত হচ্ছে। প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ উদ্গ্রীব। নিষিদ্ধ কাজে তাদের কোনো পরোয়া নেই। রাজদরবার থেকে বিলাসিতার সামগ্রী গ্রহণে সবাই উৎসুক। এসব অপকর্ম করেও তারা অসন্তুষ্ট! মনে করে, পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত। ভাবে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা আরো মনে করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অপকর্মের কোনো ভর্ৎসনা আসবে না। তাঁদের জ্ঞান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, শরীয়তের ভেদ-রহস্য, একত্ব ও সর্বক্ষমতার অধিকারীর মূল রহস্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত। সামাদিয়াতের নূর তাদের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সম্মানিত করুন। আমি এই রিসালা আপনাদের উদ্দেশ্যে লিখেছি। এ পথের মাশাইখগণের আমল-আখলাক, আক্বীদা-বিশ্বাস, লেন-দেন ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি কিভাবে তাঁরা পথের শুরু থেকে শেষপ্রান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলো পাঠ করে এ পথের পথিকরা শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবেন। আমি আল্লাহর কাছে উত্তম বিনিময় কামনা করছি। যাকিছু লিখার ইচ্ছে করেছি, এতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তাঁর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী।

الفصل الأول
بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول
প্রথম অধ্যায়

মৌলিক বিষয়াদিতে সুফিয়ায়ে কিরামের আক্বীদা-বিশ্বাস

علموا، رحمكم الله، أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق القدم. وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم.

ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد، رحمه الله: " التوحيد إفراد للقدم من الحدث ".

وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل، ولائح الشواهد.

كما قال أبو محمد الجريري، رحمه الله: " أن لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهواة من التلف " يريد بذلك: أن من ركن إلى التقليد، ولم يتأمل دلائل الوحيد؛ سقط عن سنن النجاة؛ ووقع في أسر الهلاك.

ومن تأمل ألفاظهم، وتصفح كلامهم، وجد في مجموع أقويلهم ومتفرقاتها ما يثق - بتأمله - بأن القوم لم يقصروا في التحقيق عن شأو، ولم يعرجوا في الطلب على تقصير.

ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الأصول.

ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه في الاعتقاد، على وجه الإيجاز والاختصار، إن شاء الله تعالى.

অনুবাদ: আল্লাহ আপনাদেরকে করুণা করুন। জেনো রাখুন, মাশাইখগণ তাওহিদের ব্যাপারে সঠিক নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছেন। তাঁরা এসব নীতিমালাকে বিদআত থেকে মুক্ত রাখেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদা বিশ্বাস যা আছে- তাঁদের বিশ্বাসও তা-ই। তাঁদের আক্বিদা বিশ্বাসে তামসিল (প্রভু বুঝাতে তুলনা

দেওয়া) ও তা’তিল (আল্লাহর সত্তাগত আকৃতির বর্ণনা) নেই। আক্বীদার মূলনীতিকে তাঁর প্রমাণাদি দ্বারা সুদৃঢ় করেছেন।

এ বিষয়টির উপর সুফি তরীকার বিখ্যাত শায়খ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একত্ববাদের মূল নীতির মধ্যে আছে, চিরস্থায়ীকে নশ্বরতা থেকে আলাদাকরণ।” হযরত আবু মুহাম্মাদ জুরাইরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, “যদি প্রমাণের দ্বারা তাওহিদের জ্ঞান অর্জিত না হয়, তাহলে ধোঁকা ও প্রতারণা দ্বারা পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওহিদের প্রমাণাদি নিয়ে চিন্তা করে না, কেবল তাক্বলিদ এবং অনুসরণের উপর সন্তুষ্ট থাকে সে মুক্তির পথ থেকে সরে পড়ে যায়। ধ্বংসের শেকল এসে নিপতিত হবে। মাশাইখদের কথাবার্তায় যে ব্যক্তি চিন্তা করে, সে দেখতে পাবে তাঁদের কথাবার্তাকে প্রমাণসিদ্ধ করতে তাঁরা ত্রুটি করেন না। অত্র অধ্যায়ে আমরা তাঁদের কিছু কথাবার্তার বর্ণনা দেবো যেগুলো মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। অতি প্রয়োজনীয় আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত এসব বিষয়াদি তুলে ধরবো, ইনশাআল্লাহু তা’আলা।

معرفة الله

মা’রিফাতুল্লাহ [আল্লাহ্-পরিচিতি]

سمعت: الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السمي، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: " الواحد: المعروف قبل الحدود وقبل الحروف " وهذا صريح من الشبلي أن القديم - سبحانه - لا حدَّ لذاته، ولا حروف لكلامه.

سمعت أبا حاتم الصوفي، يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سئل رُويم عن أول فرض افترضه الله عزَّ وجلَّ على خلقه ما هو؟ فقال: المعرفة؛ لقوله جلَّ ذكره: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " . قال ابن عباس: إلا ليعرفون.

وقال الجنيد: إن أول ما يحتاج إليه العبد من الحكمة: معرفة المصنوع صانعه، و المحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، و صفة القديم من المحدث، ويذل لدعوته، ويعترف بوجوب طاعته؛ فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه.

أخبرني محمد بن الحسين، قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا الطيب المراغى يقول: للعقل دلالة، و للحكمة إشارة، وللمعرفة شهادة؛ فالعقل يدل. والحكمة تشير. والمعرفة تشهد: أن صفاء العبادات لاينال بصفاء التوحيد.
وسئل الجنيد عن الوحيد، فقال: إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته: أنه الواحد، الذي لم يلد، ولم يولد. بنفي الأضداد، والأنداد، والأشباه، بلا تشبيه. ولا تكييف، ولا تصوير ولا تمثيل " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. "
أخبرنا محمد بن يحيى الصوفي، قال: أخبرنا عبد الله بن علي التميمي الوصفي، يحكى عن الحسين بن علي الدامغاني، قال: سئل أبو بكر الزاهر اباذي عن المعرفة، فقال: المعرفة: اسم، ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه.

অনুবাদ: হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, একক সত্তাকে চিনতে হবে সংজ্ঞা ও অক্ষরের পূর্বে। এই কথাটি তিনি অন্য ভাষায় বলেন: আল্লাহ হচ্ছেন অবিনশ্বর। তাঁর সত্তার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তাঁর কথাবার্তার কোনো অক্ষর নেই। আমি (লেখক) আবু হাতিম সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে শুনেছি, আবু নসর তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “রুয়াইনকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ সৃষ্টির উপর কোন্ কাজকে সর্বাগ্রে ফরয করেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ‘মা’রিফাত’।” আল্লাহ তা’আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ: “আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।” [সূরা জারিয়াত : ৫৬]

আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “আল্লাহ বলেন: আমার উপাসনা করবে তথা আমাকে চিনবে- আমার মা’রিফাত লাভ করবে।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “বান্দার জন্য সর্বপ্রথম হিকমাত ও প্রজ্ঞা যা আবশ্যক তাহলো, সৃষ্টি তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় অর্জন করবে। সে চিন্তা করবে, তাঁর সৃষ্টি কিভাবে হলো? তখন সে অবশ্যই জানতে পারবে খালিক ও মাখলুকের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে। বুঝতে পারবে নশ্বর ও অবিনশ্বরের মধ্যে

পার্থক্য কি। সে তখনই স্বীকার করবে খালিকের আনুগত্য আবশ্যক। সে যদি তার মালিক ও খালিককে চিনতে না পারে, তখন সে এ আবশ্যকতার স্বীকারোক্তি দেবে না।” মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বলেন: মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু তায়্যিব মারাগীকে বলতে শুনেছেন, “বুদ্ধির কাজ হলো নির্দেশনা। প্রজ্ঞার কাজ হলো ইঙ্গিত প্রদান। মা’রিফাতের কাজ হলো সাক্ষ্য দান। সুতরাং বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং মা’রিফাত একথাই ইঙ্গিত ও সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাওহিদের স্বচ্ছতা ছাড়া ইবাদতের স্বচ্ছতা অর্জিত হয় না।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একত্ববাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন, “সে একক সত্তার একত্বের পূর্ণ সাক্ষ্য দেবে। তিনি তো একক। তিনি সন্তান জন্ম দেন না- তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। সে তাঁর সত্তার মধ্যে সর্বপ্রকার সামঞ্জস্য ও সমকক্ষকে একদম অস্বীকার করবে। সে তাঁর সত্তার সাথে কারো সাথে তুলনা দেবে না। এ সত্তার জন্য কোনো আকার-আকৃতি নির্ধারণ করবে না। তিনি তো অতুলনীয় সত্তা। যিনি সব শোনেন ও দেখেন।” আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আলী ওয়াসফী থেকে, তিনি হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি বলেন: “হযরত আবু বকর জাহিরাবাদীকে মা’রিফাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, মা’রিফাত হচ্ছে একটি নাম, যার মর্মার্থ হলো হৃদয়ে একক সত্তার সম্মান ও ভক্তি বিরাজ করবে। যে বিশ্বাস তা’তির [তাঁর গুণাবলী] ও তাশবিহ [তাঁর পছন্দ] থেকে রক্ষা করবে।”

صفاته

আল্লাহর সিফাত [গুণাবলী]

وقال أبو الحسن البوشنجي، رحمه الله، التوحيد: أن تعلم أنه غير مشبه للذوات، ولا منفيٍّ الصفات.

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله تعالى، قال: سمعت محمد بن محمد بن غالب. قال: سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد الأسفنجاني يقول، قال: الحسين بن منصور: ألزِم الكلَّ الحدث، لأنَّ القدم له. فالذي بالجسم ظهوره

فالعرَض يلزمه، والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه والذي يؤلِّفه وقت يفرقه وقت، والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه. والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه؛ ومن آواه محل أدركه أين، ومن كان له جنس طالبه مكيِّف.

إنه سبحانه لا يظله فوق، ولا يقله تحت، ولا يقابله حد ولا يزاحمه عند، ولا يأخذه خلْف، ولا يحدُّه أمام، ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد. ولم يجمعه كلُّ ولم يوجده كان، ولم يفقده ليس.

وصفه: لا صفة له. وفعله: لا علة له؛ وكونه: لا أمد له تنزَّه عن أ؛وال خلقه. ليس له من خلقه مزاج، ولا في فعله علاج بانيهم بقدمه، كما باينوه بحدوثهم.

إن قلت: متى، فقد سبق الوقتّ كونه. وإن قلت: هو، فالهاء والواو خلْقه. وإن قلت: أي، فقد تقدَّم المكانّ وجوده.

فالحروف آياته. ووجوده إثباته ومعرفته توحيده. وتوحيده تمييزه من خلقه. ما تُصوِّر في الأوهام فهو بخلافه، كيف يحلُّ به ما منه بدأه؟ أو يعود إليه ما هو أنشأه؟ لا نماقة العيون، ولا تقابله الظنون. قربه كرامته، وبُعده إهانته، علوُّه من غير توقُّل ومجيئه من غير تنقُّل.

هو: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن، القريب البعيد، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسيِّ السرَّاجي يحكى عن يوسف بن الحسين، قال: قام رجل بين يدي ذي النون المصري، فقال: أخبرني عن التوحيد: ما هو؟ فقال هو: أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلَّة كل شيء صنعه، ولا علَّة لصنعه. وليس في السموات العلا، ولا في الأرضين السفلى مدبِّر غير الله، وكل ما تصوّر في وهمك فالله بخلاف ذلك.

অনুবাদ: আবুল হাসান বুশঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তাওহিদ হলো, তুমি এ কথার জ্ঞান রাখবে যে, তিনি (আল্লাহ) কোনো বস্তু ও সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রাখেন না। আর সিফাত ও বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যাবে না।"

আবু নসর আহমদ ইসফাঞ্জানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হুসাইন ইবনে মানসুর [হাল্লাজ] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আল্লাহকে কোনো উপরিভাগ ছায়া দেয় না। কোনো নিম্নাংশ তাঁকে হ্রাস করে না। তাঁর কোনো সংজ্ঞা নেই। সামন-পেছন কিছুই তাঁকে বেষ্ঠন করতে পারে না। তাঁর কর্মের কোনো কারণ থাকে না। তাঁর অস্তিত্বের কোনো সীমা নেই। তাঁর বৈশিষ্ট্যে কোনো মিশ্রণ নেই। তাঁর কর্মের কোনো প্রতিকার নেই।"

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওহিদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন: "তুমি এ কথা বিশ্বাস রাখবে যে, প্রতিটি কর্মে আল্লাহর ক্ষমতা বিদ্যমান। এতে অন্য কারো মিশ্রণ নেই। তাঁর কর্মে কোনো কারণ পাওয়া যাবে না। আকাশ ও যমিনে তিনি ছাড়া কোনো ব্যবস্থাপক নেই। তাঁর সম্পর্কে তোমার হৃদয়ে যে কল্পনাই আসুক না কেনো, তিনি তা থেকে ভিন্ন।" হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তাওহিদ হচ্ছে, তুমি এ কথা স্বীকার করবে যে, অবিনশ্বরতায় একমাত্র আল্লাহই একক- এতে অন্য কেউ তাঁর সাথে নেই।"

الإيمان
ঈমান [বিশ্বাস]

وقال أبو عبد الله بن خفيف: الإيمان: تصديق القلوب بما أعلمه الحق من الغيوب.
وقال أبو العباس السياري: عطاؤه على نوعين: كرامة، واستدراج من الغيوب.
وقال أبو العباس السياري: عطاؤه على نوعين: كرامة، واستدراج. فما أبقاه عليه فهو كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج، فقل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى.
وأبو العباس السياري كان شيخ وقته.
سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق، رحمه الله، يقول: غمزّ رَجلٌ رِجل أبي العباس السياري: فقال: تغمز رِجلا ما نَقلتها قط في معصية الله عزَّ وجلَّ!! وقال أبو بكر الواسطي: من قال " أنا مؤمن بالله حقاً " قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف، وإطلاع، وإحاطة، فمن فقده بطل دعواه فيها.
يريد بذلك ما قاله أهل السنَّة: إن المؤمن الحقيقي: من كان محكوما له بالجنة فمن لم يعلم ذلك من سرِّ حكمة الله تعالى، فدعواه: بأنه مؤمن حقاً غير صحيحة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن العنبري يقول: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: ينظر إليه، تعالى، المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.
وقال أبو الحسين النوري: شاهد الحقُّ القلوبَ، فلم ير قلباً أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالمعراج، تعجيلاً للرؤية والمكالمة.
سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك، رحمه الله تعالى، يقول: سمعت محمد بن المحبوب - خادم أبي عثمان المغربي - قول: قال لي أبو عثمان المغربي يوماً: يا محمد، لو قال لك أحد: أين معبودك؟ إيش تقول؟ قال: قلت: أقول حيث لم يزل.
قال: فإن قال: أين كان في الأزل؟ إيش تقول؟ قال: قلت: أقول حيث هو الآن، يعني: أنه كما كان ولا مكان فهو الآن كما كان.قال: فارتضى مني ذلك، ونزع قميصه وأعطانيه.
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك، رحمه الله تعالى، يقول: سمعت أبا عثمان المغربي، يقول: كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي، فكتبت إلي أصحابنا بمكة: أنى أسلمت الآن إسلاماً جديداً.
سمعت محمد بن الحسين السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول، وقد سئل عن الخلق، فقال: قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة.

অনুবাদ: হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ অদৃশ্য থেকে যা কিছু দান করেন, এর প্রতি হৃদয়ের বিশ্বাস পোষণ।”

হযরত আবুল আব্বাস সাইয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আল্লাহর দান দু’প্রকার। একটি হলো সম্মানজনক দান আর অপরটি হলো শিথিলতা।” আবুল আব্বাস সাইয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর যুগের শায়খ ছিলেন। হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “এক ব্যক্তি আবুল আব্বাস সাইয়ারীর পা ঢেকে দিল। তিনি বললেন, তুমি এমন পা ঢেকেছো যা কখনো আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যবহৃত হয় নি।”

হযরত আবু বকর ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "যে ব্যক্তি বলবে, সত্যিকার অর্থে আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি- কথাটির উদ্দেশ্য যদি হয় অবগত করানো- তবে তা ঠিক। অপরার্থে যদি বলা হয় তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা হয়ে গেছে, সে এরকমই মু'মিন- তবে এরূপ বলা সঠিক হবে না।"

শায়খ আবু আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে শুনেছি, তিনি মানসুর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবুল হাসান আম্বরী থেকে বর্ণনা দেন, সহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: "আল্লাহ তা'আলার দিকে মু'মিনগণ চোখ দিয়ে তাকাবে। তাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের সীমা থাকবে না।"

হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আল্লাহ হৃদয়সমূহকে তাঁর সত্তা দর্শন করিয়ে দেন। সমস্ত হৃদয়ের মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় ছিলো আল্লাহর দর্শন লাভে খুবই উদগ্রীব। তিনি যাতে আল্লাহকে দ্রুত দেখেন ও কথা বলেন, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মিরাজে নিয়ে যান।"

আমি ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট শুনেছি, তিনি আবু উসমান মাগরিবীর খাদিম মুহাম্মদ ইবনে মাহবুবের কাছে শুনেছেন। হযরত মাগরিবী একদিন তাকে বললেন: "হে মুহাম্মদ! কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার মা'বুদ কোথায়, কেমন, কোন্ অবস্থায় আছেন? তুমি কী উত্তর দেবে?" মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, 'আমি বলবো তিনি শাশ্বত ছিলেন এবং আছেন।' হযরত মাগরিবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি যদি অবিনশ্বর হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কোথায় থাকেন?" মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, 'তিনি এখন যেভাবে আছেন, সেভাবেই আগে ছিলেন। তাঁর কোনো স্থান নেই।' মুহাম্মদ বলেন: "হযরত মাগরিবী আমার কথায় খুবই খুশী হলেন। তিনি পরিধেয় জামা খুলে আমাকে হাদিয়া দিলেন।"

আবু বকর ইবনে ফুরাকের কাছে আমি শুনেছি, তিনি আবু উসমান মাগরিবীকে বলতে শুনেছেন, “আমি আল্লাহর জন্য দিক নির্ধারণে বিশ্বাসী ছিলাম। যখন আমি বাগদাদে আসলাম তখন এ বিশ্বাস আমি ত্যাগ করি। এরপর আমি মক্কা শরীফে অবস্থানরত বন্ধুদের নিকট চিঠি লিখলাম, আমি তো এখন নতুন মুসলমান হয়েছি!”

মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে শুনেছি, তিনি আবু উসমান মাগরিবীকে বলতে শুনেছেন, “সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিলেন, সৃষ্টি হলো কিছু আকৃতি ও গঠনের নাম। এগুলোর উপর কুদরতের নির্দেশ আরোপিত হয়।”

الأرزاق
আরযাক [অর্জনের উপায়]

وقال الواسطي: لما كان الأرواح والأجساد قامتا بالله، وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لابذواتها، إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح. صرَّح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخالوقة لله تعالى، وكما أنه لا خالف للجواهر إلا الله تعالى، فكذلك لا خالق للأَعراض إلا الله تعالى.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد ابن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر الصيدلاني يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: من ظنَّ أنه ببذل الجهد يصل إلى مطلوبه فمتَنٍ، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمنٍ.

وقال الواسطني: المقامات أقسام قُسِّمت، ونعوت أجريت، كيف تُستجلب بحركات، أو تنال بسعايات؟

অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যে কেউ ভাবে নিজের চেষ্টায় কাঙ্ক্ষিক্ষত স্তরে উপনিত হতে পারবে, সে শুধুমাত্র বৃথা ক্লান্তিতে নিমজ্জিত আছে। অপরদিকে যে ভাবে চেষ্টা ছাড়াই সফল হবে, সে-ও একজন অভিলাষী চিন্তক বৈ নয়।” হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “শরীর ও আত্মা আল্লাহর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে, তাঁর দ্বারাই বিকশিত হয়েছে। তাঁর সত্তার সাথে

এগুলো সম্পৃক্ত নয়। এভাবে নড়াচড়াও আল্লাহর দ্বারা প্রকাশ হয় কিন্তু তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়। একথা দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অর্জিত সবকিছুই মূলত আল্লাহর সৃষ্টি।” তিনি আরো বলেছেন, “স্থান-কালকে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।”

الكفر

কুফর [অবিশ্বাস]

وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو الله، فقال: الكفر والإيمان، والدنيا الآخرة: من الله، وإلى الله، وبالله، ولله: من الله إبتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعاً وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقاً.

وقال الجنيد: سئل بعض العلماء عن التوحيد، فقال: هو اليقين.

فقال السائل: بّين لي ما هو؟ فقال: هو: معرفتك،أن حركات الخلق وسكونهم، فعل الله عزَّ وجلَّ، وحده، لا شريك له فإذا فعلت ذلك فقد وحَّدته.

سمعت محمد بن الحسين رحمه الله، يقول: سمعت عبد الواحد بن علي، يقول: سمعت القساسم بن القاسم يقول: سمعت محمد بن موسى الواسطي يقول: سمعت محمد بن الحسين الجوهري يقول: سمعت ذا النون المصري يقول، وقد جاءه رجل فقال: ادع الله لي فقال.

إن كنت قد أُيدت في علم الغيب بصدق التوحيد، فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا يُنقذ الغرقي.

وقال الواسطي: ادَّعى فرعون الربوبية على الكشف، وادَّعت المعتزلة على الستر، نقول: ماشئت فعلت.

وقال أبو الحسين النوري: التوحيد: كلُّ خاطر يشير إلى الله تعالى، بعد أن لا نزاحمه خواطر التشبيه.

وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله تعالى، قال: سمعت عبد الواحد بن بكر، يقول: سمعت هلال بن أحمد يقول: سئل أبو علي الروذباري عن التوحيد، فقال: التوحيد: إستقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل، وإنكار

التشبيه، والتوحيد في كلمة واحدة: كل ما صوَّره الأوهام والأفكار فالله سبحانه بخلافه، لقوله تعالى: " ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. "

وقال أبو القاسم النصراباذي: الجنة باقية بإبقائه. وذكرُه لك، ورحمته، ومحبته لك باق ببقائه. فشتان بين ما هو باق ببقائه، وبين ما هو باقٍ بإبقائه.

رحم الذي قاله الشيخ أبو القاسم النصراباذي، هو غاية في التحقيق؛ فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه: باقيات ببقائه تعالى. فنبه على هذه المسألة وبين أن الباقي باقٍ ببقائه. بخلاف ما قاله مخالفو أهل الحق فخالفوا الحق.

أخبرنا محمد بن الحسين؛ قال: سمعت النصراباذي يقول: أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، وكلاهما صفته تعالى،على الحقيقة، فإذا هيمَّك في مقام التفرقة قرّنك بصفات فعله، وإذا بلَّغك إلى مقام الجمع قرنك بصفات ذاته. وأبو القاسم النصراباذي كان شيخ وقته.

سمعت الإمام أبا اسحق الاسفرايني، رحمه الله، يقول: لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور مسألة الروح، وأشرح القول في أنها مخلوقة، وكان أبو القاسم النصراباذي قاعداً متباعداً عنا؛ يصغي إلى كلامي، فاجتاز بنا بعد ذلك يوماً ـ بأيام قلائل، فقال لمحمد الفراء: أشهد أني أسلمت جديداً على يد هذا الرجل، وأشار إليَّ.

سمعت محمد بن الحسين السلمي، يقول: سمعت أبا حسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد يقول: متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟! هيهات، هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك، ولا وهّم، ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان.

أخبرنا محمد بن الحسين، رحمه الله تعالى، قال: سمعت عبد الواحد ابن بكر يقول: حدثني أحمد بن محمد بن علي البرعي، قال: حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي، قال: قيل ليحيى بن معاذ: أخبرني عن الله عزَّ وجلَّ.

فقال: اله واحد.

فقيل له: كيف هو؟ فقال: ملك قادر.

فقيل: أين هو؟ فقال: هو بالمرصاد.

فقال السائل: لم أسألك عن هذا!! فقال السائل: لم أسألك عن هذا!! فقال: ما كان غير هذا كان صفةَ المخلوق. فأما صفته فما أخبرتك عنه وأخبرنا محمد بن

الحسين، قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: كل ما توهمه متوهم بالجهل أنه كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلافه.
وسأل ابن شاهين الجنيدَ عن معنى: مع.
فقال مع، على معنيين: مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة، قال الله تعالى: " إنني معكما أسمع وأرى. "
ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال تعالى: " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. "
فقال ابن شاهين: مثلك يصلح أن يكون دالاًّ للأمة على الله.

অনুবাদ: হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কুফরীর অর্থ কি? তিনি জবাব দিলেন, "কুফর এবং ঈমান আল্লাহ থেকে হয়, আল্লাহ পর্যন্ত হয় এবং আল্লাহর জন্য হয়। আল্লাহ থেকেই শুরু এবং তাঁর কাছেই শেষ। স্থিতি-অস্থিতি একমাত্র আল্লাহর নিকটই। রাজত্ব ও সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একজন আলিম তাওহিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, "তাওহিদ হচ্ছে ইয়াক্বীন।" প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই ইয়াক্বীনের অর্থ কি? তিনি বললেন, "সৃষ্টির কাজকর্ম নড়াচড়া ও নীরবতা সবই আল্লাহর কাজ। এ বিশ্বাস যদি তোমার মধ্যে এসে যায় তবেই তুমি তাওহিদপন্থী হয়ে গেলে।"

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একব্যক্তি আরজ করলেন, 'হযরত! আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।' তিনি বললেন: "অদৃশ্য জগতে খালিস তাওহিদের দ্বারা তুমি যদি সাহায্য পেয়ে যাও তবে তো কতো দু'আ এমনও আছে যা প্রার্থনার পূর্বেই কবুল হয়ে গেছে! নতুবা দু'আ প্রার্থনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারবে না।"

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "ফিরাউন প্রকাশ্যে প্রভুত্বের দাবী করেছিল। আর মু'তাজিলা সম্প্রদায় দাবী করেছে গোপনে! আমরা বলবো, যে কাজের ইচ্ছা করি তা-ই আঞ্জাম দিই।"

হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আল্লাহকে নিয়ে কল্পনা করা যেতে পারে। তবে তাশবীহ’র [আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জীবীর মতো] কল্পনা করা যাবে না।”

ইয়াহইয়া ইবনে মু’আজকে প্রশ্ন করা হলো, আমাকে আল্লাহ সম্পর্কে অবগত করুন? তিনি বললেন: “আল্লাহ হচ্ছেন একক মা’বুদ।” আবার প্রশ্ন করা হলো, তিনি কেমন? উত্তর দিলেন: “তিনি ক্ষমতাবান শাসক।” প্রশ্ন, তিনি কোথায় আছেন? জবাব: “তিনি তো অপেক্ষার জায়গায় আছেন!”

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “অজ্ঞতার মাঝে আল্লাহকে যাকিছুই কেউ ভাবুক না কেনো, তাঁর প্রজ্ঞা তাকে দেখিয়ে দেয় যে, তিনি এ থেকে ভিন্ন।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ইবনে শাহীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘মা’আ’ বা সঙ্গ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি উত্তর দিলেন: “সঙ্গের অর্থ দু’টি: ১. আল্লাহ নবীদের সঙ্গে আছেন। এর অর্থ হলো, তিনি তাঁদের সাহায্যসহ আছেন [إنني معكما أسمع وأرى- আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।”]। ২. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা বেষ্ঠন করে আছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন: [ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم -তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন।]।” উত্তর শ্রবণ করে ইবনে শাহীন মন্তব্য করলেন, “আপনার মতো ব্যক্তি এই উম্মাতের পথ-প্রদর্শক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।”

العرش

আরশ [সিংহাসন]

وسئل ذو النون المصري عن قوله تعالى: " الرحمن على العرش استوى. " فقال: أثبتّ ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته، والأشياء موجودة بحكمه، كما شاء سبحانه.

وسئل الشبلي عن قوله تعالى: " الرحمن على العرش استوى " . فقال: الرحمن لم يزل، والعرش محدث والعرش بالرحمن استوي. وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى: " الرحمن على العرش استوي " فقال: استوى علمه بكل شيء فليس شيء اقرب إليه من شيء وقال جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء، أو من شيء، أو على شيء، فقد أشرك؛ إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصوراً، ولو كان من شيء لكان محدثاً.

وقال جعفر الصادق أيضاً في قوله:ثم دنا فتدلّى: من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثَّمَّ مسافة، إنما التدني أنه كلما قرب منه بَعَّده عن أنواع المعارف إذ لا دنوَّ ولا بُعد.

ورأيت بخط الأستاذ أبي عليٍّ أنه قيل لصوفيٍّ: أين الله؟ فقال: أسحقك الله!! تطلب مع العين أين؟! أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا العباس ابن الخشاب البغداي يقول: سمعت أبا القاسم بن موسى يقول: سمعت محمد بن أحمد يقول: سمعت الأنصاري يقول: سمعت الخراز يقول: حقيقة القرب: فقد حِسِّ الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن علي الحافظ يقول: سمعت أبا معاذ القزويني يقول: سمعت أبا عليٍّ الدلال يقول: سمعت أبا عبد الله بن قهرمان يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: إنتهيت إلى رجل، وقد صرعه الشيطان، فجعلت أؤذن في أذنه، فناداني الشيطان من جوفه: عني أقتله؛ فإنه يقول القرآن مخلوق.

وقال ابن عطاء: إن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سراً له، فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر، ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته، فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام بفنون الجريان وفنون اللغات، فجعلها الله صوراً لها صرح ابن عطاء القول بأن الحروف مخلوقة.

وقال سهل بن عبد الله: إن الحروف لسان فعل، لا لسان ذاته؛ لأنها فعل في مفعول.

قال: وهذا أيضاً تصريح بأن الحروف مخلوقة.

وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين: التوكل عمل القلب، والوحيد قول القلب، قال: هذا قول أهل الأصول، إن الكلام: هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي، والخبر، والاستخبار.

قوال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين أيضاً: تفرد الحق بعلم الغيوب، فعلم ما كان، وما يكون، ومالا يكون: أن لو كان كيف كان يكون.
وقال الحسين بن منصور: من عرف الحقيقة في التوحيد سقط عنه: لِمَ وكيف.
أخبرنا محمد بن الحسين، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: قال الجنيد: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان الوحيد.
وقال الواسطي: ما احدث الله شيئاً أكرم من الروح. صرَّح بأن الروح مخلوقة.
قال الأستاذ الإمام زين الإسلام أبو القاسم، رحمه الله: دلَّت هذه الحكايات على أن عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أهل الحق في مسائل الأصول.
وقد اقتصرنا على هذا المقدار خشية خروجنا عما أثرناه من الإيجاز والاختصار.

অনুবাদ: যুনযুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহর কালাম:
الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
অর্থাৎ: "তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন।" [তোয়া-হা : ৫]
-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ তাঁর সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু স্থান ও পাত্রকে অস্বীকার করলেন। তিনি নিজ সত্তার উপরই বিরাজমান আছেন। প্রতিটি বস্তু তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টি হয়।"

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিলেন, "রাহমান হচ্ছেন অবিনশ্বর। আর আরশ হলো নশ্বর। অতএব, আরশ দৃঢ়ভাবে রাহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত [ইসতাওয়া] হয়েছে।"

একই আয়াত সম্পর্কে জাফর ইবনে নুসাইর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলে উত্তর দিলেন, "আল্লাহর ইলম সবকিছুকে বেষ্ঠন করে আছে। তিনি বস্তুর যতো নিকটবর্তী অন্য কোনো কিছুই এতো নিকটবর্তী নয়।"

হযরত জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "যে ব্যক্তি মনে করবে আল্লাহ কোনো বস্তুর মধ্যে, বস্তু থেকে কিংবা বস্তুর উপর তাহলে সে শিরক করলো। 'কোনো

বস্তুর উপরে' কথাটির অর্থ হলো, তাঁকে বহন করা হচ্ছে। 'বস্তুর মধ্যে' অর্থ, তিনি বন্দী অবস্থায় আছেন। আর 'কোনো বস্তু থেকে' অর্থ হলো তিনি অবিনশ্বর নন বরং নশ্বর (আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র)।" হযরত জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআনের আয়াত:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

অর্থাৎ: "অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল।" [নাজম : ৮] -এর ব্যাখ্যায় বলেন: "যে কেউ কল্পনা করবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'নিকটবর্তী হয়েছেন', তাহলে এর অর্থ হবে তিনি দূরে ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে, 'নিকটবর্তী হওয়া' অর্থ হলো, যে সময়ই তিনি [নবী করীম সা.] আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন, প্রতিবারই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে [বাহ্যিক] জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। অবশেষে 'নৈকট্যশীলতা' ও 'দূরত্ব' উভয়টিই বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি লেখায় আমি পড়েছি, একজন সুফিকে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহ কোথায় আছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে দূর করুন! তুমি কি চোখ দিয়ে খোঁজ করছো, আল্লাহ কোথায় আছেন?

হযরত খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "নৈকট্যের আসল নির্যাস হলো, হৃদয় সকল অনুভূতির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একই সময় আত্মা আল্লাহ তা'আলার মধ্যে প্রশান্ত হয়ে স্থিত হয়।"

ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি এক ব্যক্তির কাছে গেলাম। তাকে শয়তান ধরেছিলো। আমি তার কানে আযান দিতে থাকি। তখন সে আওয়াজ দিয়ে কথা বললো, আমাকে ছেড়ে দিন! আমি তাকে মেরে ফেলতে চাই। কারণ, সে কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্ট) বলে।"

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আল্লাহ যখন অক্ষর সৃষ্টি করলেন, তখন তা ছিলো একটি রহস্যপূর্ণ বিষয়। যখন তিনি আদম আলাইহিস্সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর মাধ্যমে এই রহস্য উদঘাটন হয়। কোনো ফিরিশতাই এই রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অক্ষরগুলো আদমের মুখ

দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলা এসব অক্ষরের আকৃতি দান করলেন।" একথা দ্বারা ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্পষ্ট ভাষায় বুঝালেন, "সমূহ অক্ষর হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্ট।"

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "অক্ষর হচ্ছে আল্লাহর কর্মের ভাষা, তাঁর সত্তার ভাষা নয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট, অক্ষর হলো সৃষ্ট।"

হুসাইন ইবনে মানসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তাওহিদের মর্মার্থ যে বুঝতে পারলো, সে আল্লাহ সম্পর্কে এ রকম প্রশ্ন 'কেনো' এবং 'কিভাবে' করতে পারে?"

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তাওহিদের ময়দানে চিন্তাবিদদের বসা হলো সবচেয়ে উত্তম মাজলিস ও সর্বোত্তম উপবেশন।"

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আল্লাহ তা'আলা রূহ থেকে আরো সম্মানের কোনো বস্তু সৃষ্টি করেন নি।" তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "রূহ হলো সৃষ্ট"।

উস্তাদ ইমাম জায়নুল ইসলাম আবুল ক্বাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এসব ঘটনা ও বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, সুফিয়ায়ে কিরামের আক্বীদা বিশ্বাস হক্বপন্থীদের সাথে একদম সামঞ্জস্যশীল।" কলেবর বৃদ্ধি হবে, তাই বিষয়টির সমাপ্তি এখানেই টানছি।

الحق سبحانه

হাক্ব সুবহানাহু

فصل قال الأستاذ زين الإسلام أبو القاسم، أدام الله عزَّه: وهذه فصول تشتمل على بيان عقائدهم في مسائل التوحيد ذكرناها على وجه الترتيب.
قال شيوخ هذه الطريقة، على ما يدلُ عليه متفرقات كلامهم، ومجموعاتهم، ومصنفاتهم في التوحيد: إن الحق، سبحانه وتعالى: موجود، قديم، واحد، حكيم،

قادر، عليم، قاهر، رحيم، مريد، سميع، مجيد، رفيع، متكلم، بصير متكبر، قدير، حيٌّ أحد، باق، صمد.
وأنه عالم بِعِلم، قادر بقدرة؛ مريد بإرادة؛ سميع بسمع؛ بصير ببصر؛ متكلم بكلام؛ حيٌّ بحياة؛ باقٍ ببقاء.
وله يدان هما صفتان؛ يخلق بهما ما يشاء، سبحانه، على التخصيص.
وله الوجه. وصفات ذاته مختصة بذاته، لا يقال هي هو، ولا هي غيار له، بل هي صفات أزلية، ونعوت سرمدية، وأنه إحديٌّ الذات، ليس يشبه شيئاً من المصنوعات، ولا يشبهه شيء من المخلوفات، ليس بجسم، ولا جوهر ولا عرّض، ولا صفاته أعراض، ولا يتصوَّر في الأوهام، ولا يتقدَّر في العقول، ولا له جهة ولا مكان، ولا يجري عليه وقت وزمان، ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان، ولا يخصُّه هيئة وقدٌّ، ولا يقطعه نهاية وحدٌّ، ولا يحله حادث، ولا يحمله على الفعل باعث، ولا يجوز عليه لون ولا كوْن، ولا ينصره مدد ولا عون؛ ولا يخرج عن قدرته مقدور؛ ولا ينفك عن حكمه مفطور؛ ولا يعزب عن علمه معلوم؛ ولا هو على فعله كيف يصنع وما يصنع ملوم؛ لايقال له: أي؛ ولا حيث؛ ولا كيف؛ ولايُستفتح له وجود: فيقال: متى كان: ولا ينتهي له بقاء: فيقال إستوفى الأجل والزمان، ولا يقال: لِمَ فعل ما فعل؛ إذ لا علَّة لأفعاله؛ ولا يقال ما هو؛ إذ لا جنس له فيتميز بأمارة عن أشكاله. يُرى لا عن مماقلة، ويصنع لا عن مباشرة ومزاولة. له الأسماء الحسنى، والصفات العلا، يَفعل ما يريد، ويذل لحكمه العبيد، لايجري في سلطانه إلا ما يشاء، ولا يحصل في ملكه غير ما سبق به القضاء، ما علم أنه يكون من الحادثات أراد أن يكون. وما علم أنه لا يكون. مما جاز أن يكون: أراد أن لا يكون. خالق إكساب العباد: خيرها وشرِّها. ومبدع ما في العالم من الأعيان والآثار: قُلُّها وكُثْرها. ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه.
ومتعبَّد الأنام على لسان الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام؛ بما لا سبيل لأحد باللوم والاعتراض عليه، ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالمعجزات الظاهرة، والآيات الباهرة، بما أزاح به العذر، وأوضح به اليقين والنكر، وحافظ بيضة الإسلام بعد وفاته،صلى الله عليه وسلم، بخلفائه الراشدين، ثم حارس الحق وناصره بما يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه، عصم الأمة الحنفية عن الاجتماع على الضلالة، وحسم مادة الباطل بما نصب من الدلالة، وأنجز

ما وعد من نصرة الدين بقوله: " ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون "
.

অনুবাদ: উস্তাদ জায়নুল ইসলাম আবুল ক্বাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লাহ তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করুন, বলেন: এই বিষয়টি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তাওহিদ বিষয়ের আক্বীদা-বিশ্বাস ধারাবাহিকভাবে এতে আলোচিত হবে।

তরীকাতের মাশাইখের বক্তব্য ও লিখনী থেকে যাকিছু প্রকাশ পেয়েছে তাহলো, মহাসত্য আল্লাহ তা'আলা হলেন সদাবিরাজমান চিরন্তন, একক, মহাবিজ্ঞানী, ক্ষমতাবান, জ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, পরম করুণাময়, সংকল্পকারী, শ্রোতা, পবিত্র, সমুন্নত, বক্তা, দ্রষ্টা, বড়, প্রতাপশীল, চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর এবং অমুখাপেক্ষী। তিনি তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী। তাঁর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। তাঁর ইচ্ছায়ই ইচ্ছা করেন। তাঁর শ্রবণশক্তিতে শোনেন, দৃষ্টিশক্তিতে দেখেন, বাকশক্তিতে বলেন: জীবনেই চিরঞ্জীব। চিরন্তনতায়ই তিনি অবিনশ্বর। তাঁর দু'টি হাত আছে- এ কথার অর্থ তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর সিফাত। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। কোনো সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর সিফাত ও বৈশিষ্ট্য চিরন্তন। সৃষ্টির সাথে তাঁর কোনো তুলনা চলে না। তাঁর না আছে শরীর না আছে আকৃতি। কল্পনা দ্বারা তাঁকে ধারণ করা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে তাঁর উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর কোনো দিক্ বা স্থান নেই। সময় ও কাল তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর শান ও বৈশিষ্ট্যে কোনো প্রকার কমিবেশী করা বৈধ নয়। কোনো অবস্থা ও আকৃতি তাঁকে নির্ধারণ করতে পারে না। কোনো সীমা ও সংজ্ঞা তাঁকে নির্ণিত করতে পারে না। তাঁর কোনো রং নেই। তাঁর সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো ক্ষমতাবান তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়। কোনো মীমাংসিত বিষয় তাঁর নির্দেশের বাইরে নয়। কোনো জানা বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি কিভাবে করছেন, কি করছেন? এরূপ কথা দ্বারা তাঁকে তিরস্কার করা যায় না। তিনি কেনো করেছেন বা কেনো করেন নি? এরূপ প্রশ্ন করা যায় না। কেননা, তাঁর কর্মের কোনো কারণ খোঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর নামসমূহ খুব সুন্দর। তাঁর সিফাত ও বৈশিষ্ট্য অতি উঁচু। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। বান্দাদের উপর নির্দেশ জারি করেন। তাঁর রাজত্বে কারো নির্দেশ চলে না। বান্দার কাজকর্ম ভালো হোক বা মন্দ হোক এগুলোর সৃষ্টিকর্তা তিনি।

বিভিন্ন জাতির কাছে তিনি নবী-রাসূল পাঠান। অথচ নবী-রাসূল পাঠানো তাঁর জন্য আবশ্যক নয়। নবী-রাসূলগণের ভাষায় তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টির একমাত্র সত্তা। নবীগণের এ ভাষা ও আহ্বানে কোনো তিরস্কার চলে না। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্য মু'জিযা দ্বারা সাহায্য করেন। অক্ষমতাও দূর করে দেন। অটল বিশ্বাসকে তিনি উজ্জ্বল করে দেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ইসলামের রজ্জুকে তিনি দৃঢ় করেন তাঁর খুলাফায়ে রাশিদীন দ্বারা। অতঃপর তাঁর আউলিয়াদের ভাষায় ইসলামের প্রমাণাদির প্রকাশ ঘটিয়ে সত্য দ্বীনকে সুদৃঢ় করেন। তিনি উম্মাতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধতা থেকে বিরত রাখেন। বাতিলের শেকড় তিনি উপড়ে ফেলেন। সত্যদ্বীনকে সাহায্য করার যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন তা তিনি পূর্ণ করেন। কারণ তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

-"এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" [৯:৩৩ ও ৬১:৯]

أصول المشايخ

উসুলুল মাশাইখ [শাইখদের মূলনীতি]

فهذه: فصول تشير إلى أصول المشايخ على وجه الإيجاز، وبالله التوفيق.

في ذكر مشايخ هذه الطريقة وما يدلّ من سيرهم وأقوالهم على تعظيم الشريعة

إعلموا، رحمكم الله تعلى، أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتسمّ أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم، سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فضيلة فوقها، فقيل لهم: الصحابة.

ولمَّا أدركهم أهل العصر الثاني سمى من صخب الصحابة: التابعين ورأوا في ذلك أشرف سِمة. ثم قيل لمن بعدهم: أتباع التابعين.

ثم اختلف الناس، وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس مِمَّن لهم شدة عناية بأمر الدين: الزّهاد والعُباد.

ثم ظهرت البدع، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادَّعوا أن فيهم زهاداً.

فانفرد خواصُّ أهل السُّنة المراعون أنفسهم مع الله تعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الفعلة باسم التصوف.
واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة.
ونحن نذكر في هذا الباب أسامي جماعة من شيوخ هذه الطريقة، من الطبقة الأولى إلى وقت المتأخرين منهم، ونذكر جُملاً من سِيَرهم، وأقاويلهم، بما يكون فيه تنبيه على أصولهم، وآدابهم إن شاء الله تعالى.

অনুবাদ: মাশাইখের মূলনীতির উপর এখানে কয়েকটি পরিচ্ছেদ থাকবে। তবে বেশ সংক্ষিপ্তাকারে। আল্লাহ তা'আলাই তাওফিকদাতা।

শরীয়তের প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক মাশাইখের আদর্শ-চরিত্র এবং তাঁদের কথাবার্তার বর্ণনা দেবো। আল্লাহ তা'আলার করুণা আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।

জেনে রাখুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের যুগের পর মুসলমানগণ তাঁদের যুগের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদেরকে বিশেষ কোনো নামকরণ দ্বারা সম্বোধন করেন নি। একমাত্র সাহাবায়ে কিরাম ছাড়া। কারণ, তাঁরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সুহবত লাভে ধন্য। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সুহবত থেকেও আরো উন্নত কোনো ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে না। দ্বিতীয় যুগের মুসলমানগণদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তাঁদেরকে বলা হয় তাবিঈন। এটা ছিলো শ্রেষ্ঠ নাম ও শ্রেষ্ঠ পরিচিতি। আর তাঁদের সান্নিধ্য যারা পেয়েছিলেন, তাঁদেরকে বলা হয় আতবাউত-তাবিঈন (তাবে-তাবিঈন)। এরপর মানুষ বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর। তারপর বিশেষ একদল মানুষ দ্বীনের কাজে বেশী মনোযোগী হলেন। তাঁদেরকে বলা হতো জাহিদীন ও আবিদীন। এরপর বিদআত ছড়িয়ে পড়লো। সৃষ্টি হলো বিভিন্ন দল ও উপদল। প্রতিটি দলই নিজেদেরকে যাহিদ ও আবিদ দাবী করলো। এসময় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীগণ যারা সবসময় নিজেকে আল্লার সঙ্গে রাখতেন। হৃদয়কে কর্মের কৃত্রিমতা থেকে রক্ষা করতেন। তারা 'তাসাওউফ' ধারণ করে ঐসব বিভিন্ন দল-উপদল থেকে আলগে গেলেন।

দু'শ বছর পূর্বে (অর্থাৎ ইমাম কুশাইরীর সময় থেকে দু'শ বছর পূর্বে) ইসলামী মনীষীগণের ক্ষেত্রে এই 'তাসাওউফ' শব্দটি সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আমরা এই অধ্যায়ে এ পথের মাশাইখের নাম ও জীবনী তুলে ধরবো। তাঁদের বক্তব্যের উপর আলোচনা করবো। তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত ও বক্তব্য দ্বারা ফুটে ওঠবে মূলনীতি ও তাঁদের আখলাকের বৈশিষ্ট্যাবলী, ইনশাআল্লাহ।

إبراهيم بن أدهم
হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو إسحق إبراهيم بن أدهم بن منصور من كُورة بلخ، رضي الله تعالى عنه.
كان من أبناء الملوك، فخرج يوماً متصيِّداً، فأثار ثعلباً أو أرنباً وهو في طلبه، فهتف به هاتف: يا إبراهيم، ألهذا خُلقتَ، أم بهذا أمُرت؟.
ثم هتف به أيضاً من قربوس سرجه: والله ما لهذا خُلقت، ولا بهذا أُمرت.
فنزل عن دابته. وصادف راعياً لأبيه، فأخذ جُبَّةً للراعي من صوف، ولبسها وأعطاه فرسه وما معه، ثم إنه دخل البادية، ثم دخل مكة، وصحب بها سفيان الثوري.
والفضيل بن عياض، ودخل الشام ومات بها.
وكان يأكل من عمل يده، مثل: الحصاد، وحفظ البساتين، وغير ذلك.
وأنه رأى في البادية رجلاً علَّمه اسم الله الأعظم فدعا به بعده، فرأى الخضر عليه السلام، وقال له: إنما علَّمك أخي داود اسم الله الأعظم.
أخبرنا بذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن الخشاب قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، قال: حدثنا أبو سعيد الخراز قال: حدثنا إبراهيم بن بشَّار قال: صحبت إبراهيم ابن أدهم، فقلت: خبّرني عن بدء أمرك فذكر هذا.
وكان إبراهيم بن أدهم كبير الشأن في باب الورع، ويحكى عنه أنه قال: أطب مطعمك، ولا حرج عليك أن لا تقوم الليل ولا نصوم النهار.

وقيل: كان عامة دعائه: " اللهم انقلني من ذلِّ معصيتك إلى عزِّ طاعتك " وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا.!!
فقال: أرخصوه أي: لاتشتروه وأنشد في ذلك:
وإذا غلا شيء عليَّ تركته ... فيكون أرخص ما يكون إذا غلا"
أخبرنا محمد بن الحسين، رحمه الله تعالى، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: سمعت أحمد بن خضرويه يقول: قال إبراهيم بن أدْهم لرجل في الطواف: أعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات: أولاها: تغلق باب النعمة، وتفتح باب الشدَّة.
والثانية: تغلق باب العزِّ، وتفتح باب الذلِّ.
والثالثة: تغلق باب الراحة، وتفتح باب الجهد.
والرابعة: تغلق باب النوم؛ وتفتح باب السهر.
والخامسة: تغلق باب الغنى، وتفتح باب الفقر.
والسادسة: تغلق باب الأمل، وتفتح باب الاستعداد للموت.
وكان إبراهيم بن أدهم يحفظ كَرْماً، فمرَّ به جندي، فقال: أعطنا من هذا العنب فقال: ما أمرني به صاحبُه.
فأخذ يضربه بسوطه، فطأطأ رأسه وقال: إضرب رأساً طالما عصى الله. فأعجز الرجل ومضى.
قال سهل بن إبراهيم: صحبت إبراهيم بن أدهم، فمرضت، فأنفق عليَّ نفقته فاشتهيت شهوة، فباع حماره وأنفق عليَّ ثمنه. فلما تماثلت، قلت: ياإبراهيم، أين الحمار؟ فقال: بعناه، فقلت: فعلى ماذا أركب؟ فقال: يا أخي على عنقي. فحملني ثلاث منازل.

অনুবাদ: তাঁর পূর্ণ নাম আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বিন মানসুর। তিনি ছিলেন বলখের অধিবাসী। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন। একজন রাজপরিবারের সদস্য। তিনি একদিন শিকারে বের হলেন। চোখে পড়লো একটি খরগোশ বা শৃঘাল। তিনি এর পেছনে লেগে যান। তখন অদৃশ্য থেকে এক আওয়াজ তাঁর কর্ণগোচর হলো: “হে ইব্রাহিম! তুমি কি এ কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছে? এ কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে?” এরপর তাঁর প্রাণীর লাগাম থেকে উত্তরস্বরূপ আওয়াজ ভেসে আসলো,

"আল্লাহর শপথ! আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি। এ কাজের নির্দেশও দেওয়া হয় নি।" এরপর বাহন থেকে নেমে পড়লেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হলো তাঁর পিতার এক বকরি-রাখালের সাথে। ইব্রাহিম তার গা থেকে পশমের পোশাক খুলে নিলেন এবং নিজের রাজকীয় পোশাক তাকে প্রদান করলেন। এরপর মরুভূমিতে চলে গেলেন।

সেখান থেকে মক্কা শরীফ গিয়ে হযরত সুফিয়ান সওরী এবং হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সন্নিধ্য লাভ করেন। এরপর সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি নিজের হাতে উপার্জন করতেন, ফসল কাটতেন, বাগান পাহারা দিতেন। মরুভূমিতে তিনি এক ব্যক্তিকে পেলেন। তিনি তাঁকে 'ইসমে আযম' শিক্ষা দিলেন। ঐ লোকটি প্রস্থান করলেন। এরপর ইব্রাহিম ইসমে আযমের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকলেন। দেখতে পেলেন হযরত খিজির আলাইহিস্সালামকে। তিনি বললেন, "আমার ভাই দাউদ [আলাইহিস্সালাম] তোমাকে এইমাত্র ইসমে আজম শিক্ষা দিয়েছেন।"

উপরোক্ত ঘটনাটি শায়খ আবু আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ বিন হুসাইন ইবনে কাশশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ইব্রাহিম বাশশার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "আমি ইব্রাহিম ইবনে আদহামের সান্নিধ্যে ছিলাম। আমি একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার জীবনের পরিবর্তনের সূচনা কিভাবে হলো, তার বর্ণনা দিন?' তখন তিনি উল্লেখিত ঘটনার বর্ণনা দিলেন।"

তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর ক্ষেত্রে ইব্রাহিম ইবনে আদহাম ছিলেন খুব উঁচু মাফের ব্যক্তি। কথিত আছে তিনি বলতেন, "খাবার খেতে সতর্ক থাকবে, ফলে তোমাকে রাত্রি জেগে ইবাদত করা কিংবা দিনে [নফল] রোজা রাখার প্রয়োজন হবে না!"

তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার অবাধ্যতার অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনুগত্যের সম্মানে পৌঁছুয়ে দিন।" তাঁকে বলা হলো, গোশতের দাম বেড়ে গেছে। বললেন, এটা ক্রয় করো না। এরপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন:

যখন কোনো বস্তুর দাম আমার জন্য বেশি বেড়ে যায়,
আমি তা পরিত্যাগ করি।
অতএব যতোই তার দাম বেড়ে যাক না কেনো,
আমার জন্য তা ততো সস্তা হয়।

আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাওয়াফরত এক ব্যক্তিকে বললেন, "তুমি ছয়টি পর্বতশৃঙ্গে (প্রতিবন্ধকতা) আরোহণ না করা পর্যন্ত সালিহীন তথা সৎকর্মশীলদের স্তরে উন্নীত হতে পারবে না। ১. তুমি আরাম ও বিলাসিতার দরোজা বন্ধ করবে এবং কঠোরতার দরোজা খুলবে। ২. সম্মানের দরোজা বদ্ধ করবে আর অপদস্থতার দরোজা খুলে দেবে। ৩. বিলাসিতার দরোজা বন্ধ করবে আর প্রচেষ্টার দ্বার উন্মুক্ত করবে। ৪. নিদ্রার দরোজা বন্ধ করে জাগরণের দরোজা খুলবে। ৫. প্রাচুর্যের দ্বার বন্ধ করবে আর দারিদ্র্যের দরোজা খুলে দেবে এবং ৬. আকাঙ্ক্ষার দ্বার বন্ধ করবে আর মৃত্যুর প্রস্তুতির দ্বার খুলবে।"

ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আঙ্গুরের আঁটি (বাগানে কর্মরত অবস্থায়) হিফাজতে রাখতেন। এক সৈনিক তাঁর কাছে এসে এক আঁটি আঙ্গুর চাইল। তিনি বললেন, "আঙ্গুরের মালিক এটা তোমাকে দেওয়ার অনুমতি দেন নি।" সে তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। তিনি বললেন, "মারো! মাথায় মারো! এ লোকটি আল্লাহর নাফরমানী করেছে!" একথা শুনে সৈনিক ব্যর্থমনোরথে সেখান থেকে চলে গেল।

হযরত সাহাল ইবনে ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে ছিলাম। একদা অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

তিনি আমার সেবায় খুব বেশী অর্থ ব্যয় করলেন। এতে আমার মন আরো একটু আরাম চাইলো। তিনি নিজের গাধাটি বিক্রি করে আমার জন্য খরচ করলেন। সুস্থ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, আপনার গাধাটি কোথায়? তিনি বললেন, "তাতো বিক্রি করে দিয়েছি!" আমি বললাম, কিসে আরোহণ করবো? তিনি বললেন, "ভাই! আমার কাঁধে উঠেন।" এরপর আমাকে কাঁধে তুলে তিন মঞ্জিল পর্যন্ত পথ চললেন।"

ذو النون المصري

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الفيض ذو النون المصري وإسمه: ثوبان بن إبراهيم، وقيل الفيض بن إبراهيم، وأبوه كان نوبياً.

تُوفي سنة: خمس وأربعين ومائتين. فائق في هذا الشأن، وأوحد وقته علماً، وورعاً، وحالاً، وأدباً.

سعَوا به إلى المتوكِّل، فاستحضره من مصر، فلما دخل عليه وعظّه فبكى المتوكِّل وردَّه إلى مصر مكرَّماً، وكان المتوكل إذا ذُكر بين يديه أهل الورع يبكي ويقول: إذا ذكر أهل الورع فجهلاً بذي النون.

وكان رجلاً نحيفاً، تعلوهُ حمرة، ليس بأبيض اللحية.

سمعت أحمد بن محمد يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: مدار الكلام على أربع: حبُّ الجليل، وبغض القليل، واتِّباع التنزيل، وخوف التحويل.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله؛ يقول: سمعت سعيد بن أحمد ابن جعفر يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت سعيد ابن عثمان يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: من علامات المحبِّ لله عزَّ وجلَّ: متابعة حبيب الله، صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، وأفعاله، وأوامره، وسننه.

وسئل ذو النون عن السِّفلة فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله، ولا يتعَرَّفه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: حضرت مجلس

ذي النون يوماً؛ وجاء، سالم المغربي، فقال له: يا أبا الفيض، ما كان سبب توبتك؟ قال: عجب لا تطيقه. قال: بمعبودك إلا أخبرتني.

فقال ذو النون: أردت الخروج من مصر إلى بعض القرى، فنمت في الطريق في بعض الصحارى، ففتحت عيني، فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض، فانشقت الأرض، فخرج منها سكرجتان: إحداهما ذهب، والأخرى فضة وفي إحداهما سمسم، وفي الأخرى ماء، فجعلت تأكل من هذا، وتشرب من هذا.

فقلت: حسبي، قد تبت، ولزمت الباب إلى أن قبلني الله عز وجل. سمعت محمد بن الحسين يقول. سمعت على بِّن عمر الحافظ يقول: سمعت ابن رشيف: يقول سمعت أبا دجانة يقول: سمعت ذا النون يقول: لا تسكن الحكمة معدة مُلئت طعاماً.

وسئل ذو النون عن التوبة فقال: توبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواصِّ تكون من الغفلة.

অনুবাদ: তিনি হলেন আবুল ফায়িজ যুননূন মিসরী। কেউ বলেছেন তাঁর নাম সাওবান ইবনে ইব্রাহিম, আর অন্যরা বলেছেন ফায়িজ ইবনে ইব্রাহিম। তাঁর বাবা নাওবী ছিলেন। ২৪৫ হিজরীতে [৮৫৯ ঈ] তাঁর ইন্তিকাল হয়। যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞান, তাকওয়া এবং ভদ্রতায় তিনি ছিলেন অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী। লোকজন তাঁকে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের কাছে নিয়ে গেলো। তিনি খলিফাকে উপদেশ প্রদান করলেন। মুতাওয়াক্কিল কেঁদে ফেললেন। এরপর তাঁকে স্বসম্মানে মিসরে পাঠিয়ে দেন। মুতাওয়াক্কিলের দরবারে যখন মুত্তাকী লোকদের উপর আলোচনা হতো, তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন, "মুত্তাকী লোকদের মধ্যে যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আলোচনা কী হবে না?"

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ক্ষীণকায়। চেহারায় ছিলো রক্তিম আভা। দাড়ি খুব একটা সাদা ছিলো না। আহমদ ইবনে মুহাম্মদের কাছে (লেখক বলেন) শুনেছি, তিনি সাঈদ ইবনে উসমানের নিকট শুনেছেন, তিনি বলেন: "যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আমি একথা বলতে শুনেছি, 'সবকিছুর

ভিত্তিস্থল হলো চারটি বিষয়: ১. মহিমান্বিত একককে [আল্লাহ তা'আলাকে] ভালোবাসা, ২. স্বল্পকে ঘৃণা করা, ৩. কুরআনের অনুসরণ করা ও ৪. এক অবস্থা থেকে অপরটিতে পরিবর্তন হওয়াকে [অর্থাৎ উত্তম থেকে অধমে পরিবর্তন] ভয় করা। হযরত সাঈদ উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত যুননূন মিসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহর মুহাব্বাতের সমূহ নিদর্শনের মধ্যে একটি হলো, আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ-চরিত্র, কাজ-কর্ম, আদেশ-নিষেধ ও সুন্নাতকে মেনে চলা।"

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, নির্বোধ কারা? তিনি উত্তর দিলেন, "যে আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা পেলো না কিংবা পাওয়ার চেষ্টা করলো না, সে-ই নির্বোধ।" ইফসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এসময় সালিম মাগরিবী আসলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে আবুল ফায়েজ! আপনার তাওবার ঘটনার মূল কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, "এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আপনি তা বুঝতেই পারবেন না।" সালিম আবার আবদার করলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ঘটনাটি আমার নিকট বর্ণনা করুন। হযরত যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আমি মিসরের একটি গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একদা বের হলাম। মরুভূমির এক রাস্তায় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙ্গার পর দেখতে পেলাম, আমি একটি অন্ধ কাম্বারার পাশে। এসময় মাটি কিছুটা ফেটে গেল। এরপর চোখে পড়লো সোনা ও রূপার নির্মিত দু'টি খাঞ্জা। একটিতে ছিলো তিল আর অপরটিতে জল। আমি তখন তিলের পাত্র থেকে তা ভক্ষণ করলাম ও পানির পাত্র থেকে পানি পান করলাম। আর এ সময় আমি বলে উঠলাম, আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট! আমি তাওবাহ করলাম। তাওবার দরোজা আমি আঁকড়ে ধরলাম। আর এভাবেই আল্লাহ আমাকে কবুল করলেন।"

হযরত আবু দাজানা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আমি বলতে শোনেছি, "যে ব্যক্তি পেট ভরে খায়, তার মধ্যে কোনো প্রজ্ঞা থাকে না।" তাঁকে তাওবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, "সাধারণ লোক পাপ থেকে তাওবাহ করে আর বিশেষ লোকজন তাওবাহ করে উদসীনতা থেকে।"

أبو علي الفضيل بن عياض
আবু আলী ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

خرساني، من ناحية مرو.

وقيل إنه وُلد بسمرقند، ونشأ بأبيَورد مات بمكة في المحرم سنة: سبع وثمانين ومائة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال: حدثنا الحسن بن عبد الله العسكري، قال: حدثنا ابن أخي أبي زرعة، قال: حدثنا محمد بن إسحق بن راهويه قال: حدثنا أبو عمار، عن الفضل بن موسى، قال: كان الفضيل شاطراً: يقطع الطريق بين ابيورد وسرخس وكان سبب توبته: أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تالياً يتلو: " ألمي أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " فقال: يارب قد آن.

فرجع.. فآراه الليل إلى خرِبة، فإذا فيها رُفقة، فقال بعضهم: ترتحل، وقال قوم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا.

فتاب الفضيل وأمَّنهم. وجاور الحرم حتى مات.

وقال الفضيل بن عياض: إذا أحبَّ الله عبداً أكثر غمَّه، وإذا أبغض عبداً وسَّع عليه دنياه.

وقال ابن المبارك: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن.

وقال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عُرضت عليَّ ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها، كما يَتقّذَر أحدكم الجيفة إذا مرَّ بها أن تصيب ثوبه.

وقال الفضيل: لو حلفت أنِّي مُراء أحبُّ إليَّ من أن أحلف أنيِّ لست بمراء.

وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس هو الرياءُ، والعمل لأجل الناس هو الشرك.

وقال أبو عليِّ الرازي: صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكاً، ولا متبسما، إلا يوم مات ابنه علي، فقلت له في ذلك، فقال: إن الله أحبَّ أمراً فأحببت ذلك.

وقال الفضيل: إني لأعصى الله، فأعرف ذلك في خُلق حماري وخادمي.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন মার্ভ অঞ্চলের খুরাসানের অধিবাসী। কারো কারো মতে তিনি সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আবু ওরদ নামক স্থানে তিনি বড় হোন। ১৮৭ হিজরীর মুহাররম মাসে [৮০৩ ঈ] পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।

ফুজাইল ইবনে মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: ফুজাইল ইবনে আয়াজ প্রথম জীবনে ডাকাত ছিলেন। আবু ওরদ ও সরখসের পথে-ঘাটে তিনি লুটতরাজ করতেন। তাঁর তাওবার ঘটনা হলো, তিনি এক বাঁদি মেয়ের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একদিন মেয়েটির সাথে সাক্ষাতের জন্য টিলার উপর আরোহণ করছিলেন। এসময় তিনি এক ব্যক্তি কর্তৃক পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের শব্দাবলি শুনলেন। ক্বারী তিলাওয়াত করছিলেন:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ: "যারা মু'মিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসে নি?" [সূরা হাদিদ : ১৬]

এটা শ্রবণ করে ফুজাইল বলে ওঠলেন, "হে প্রভু! অবশ্যই সময় হয়ে গেছে!" এরপর মরুভূমিতে চলে গেলেন ও রাত্রি যাপন করলেন। সেখানে একটি কাফিলা অবস্থান করছিলো। কাফিলার একদল লোক বললো, আমরা এখনই যাত্রা শুরু করি। অপররা বললো, আমরা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কারণ এ অঞ্চলে ফুজাইলের দ্বারা আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। ফুজাইল তখনই তওবা করলেন, আর এসব লোকদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন। তাওবাহ করে চলে যান হারাম শরীফে। সেখানেই বাকী জীবন কাটান।

ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আল্লাহ যখন বান্দাকে ভালোবাসেন, তার ওপর তিনি দুঃখ-বেদনা প্রবল করে দেন। আর যখন তিনি বান্দার উপর ক্রোধান্বিত হন, তার প্রতি দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "ফুজাইল যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখনই তাঁর চিন্তার অবসান ঘটে।" ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "গোটা বিশ্ব যদি আমার আয়ত্বে এসে যায়, তবুও

আমি এ দুনিয়াকে ঘৃণা করবো। যেভাবে তোমাদের কেউ লাশ দেখলে ঘৃণা করে, সে লাশের স্পর্শ থেকে নিজের কাপড়কে বাঁচিয়ে রাখে। আমার নিকট এরূপ বলা পছন্দীয় যে, আমি শপথ করে বলতে পারবো আমি রিয়াকার নয়।” তিনি আরো বলতেন, “মানুষ জেনে ফেলবে বা দেখে ফেলবে- এ কারণে আ’মল ছেড়ে দেওয়াও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যদি আ’মল হয় তাতো হবে শিরক!”

হযরত আবু আলী রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি ত্রিশ বছর ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে ছিলাম। আমি কোনোদিন তাঁকে অট্টহাসি কিংবা মুচকি হাসি পর্যন্ত দিতে দেখি নি। কেবলমাত্র যেদিন তাঁর ছেলের মৃত্যু হলো, সেদিন তিনি হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন আপনার হাসার কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ যা ভালোবাসেন আমিও তা ভালোবাসি।”

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলতেন, “আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি, তার প্রভাব আমার গাধা ও খাদিমের মধ্যে পড়বে। তাদের থেকে আমি এই অবাধ্যতার খবর জানতে পারি।”

معروف بن فيروز الكرخي
হযরত মা’রুফ বিন ফিরোজ আল-কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي كان من المشايخ الكبار، مجاب الدعوة، يستشفي بقبره.

وهو من موالى عليٍّ بن موسى الرضا، رضي الله عنه، مات سنة مائتين: وقيل: سنة إحدى ومائتين. وكان أستاذ السري السقطى، وقد قال له يوما: إذا كانت لك حاجه إلى الله فأقسم عليه بي.

سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق، رحمه الله تعالى، يقول: كان معروف الكرخى أبواه نصرانيان، فسلَّموا معروفاً إلى مؤدبهم، وهو صبي،فكان المؤدب يقول له :قل ثالث ثلاث . فيقول:بل هو واحد.فضربه المعلم يوماًضرباًمبرحا،فهرب معروف، فكان أبواه يقولان : ليته يرجع إلينا على أي دين يشاء،فنوافقه عليه.

ثم أنه اسلم على يدي علي بن موسى الرضا..ورجع إلى منزله..ودق الباب .فقيل: من بالباب؟فقال: معروف. فقالوا: على أي دين جئت؟ فقال: على الدين الحنيفي. فأسلم أبواه.
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر الحربي يقول: سمعت سريا السقطي يقول: رأيت معروفا الكرخى في النوم كأنه تحت العرش، فيقول الله عز وجل لملائكته: من هذا؟ فيقولون: أنت أعلم يا رب. فيقول: هذا معروف الكرخى، سكر من حبي، فلا يفيق إلا بلقائي.
وقال معروف: قال لي بعض أصحاب داود الطائي: إياك أن تترك العمل،فإن ذلك الذي يقرّبك إلى رضا مولاك.فقلت: وما ذلك العمل؟ فقال:دوام طاعة ربك،وخدمة المسلمين، والنصيحة لهم.
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعي محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت على بن محمد الدلال يقول:سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: رأيت معروفًا الكرجي في النوم،بعد موته،فقلت له:ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لى.
فقلت بزهدك وورعك ؟ فقال:لا، بقبولي موعظة ابن السماك،ولزوم الفقر،ومحبتي للفقراء.
وموعظة ابن السماك:ما قاله معروف: كنت ماراً بالكوفة.فوقفت على رجل يقال له:ابن السماك وهو يعظ الناس.
فقال في خلال كلامه:من أعرض عنا لله بكلتيه أعرض الله عنه جملة..ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله برحمته إليه ، وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه، ومن كان مرة و مرة فالله يرحمه وقتاً ما.فوقع كلامه في قلبي، فأقبلت على الله تعالى ، وتركت جميع ما كنت عليه، إلا خدمة مولاي على بن موسى الرضا.وذكرت هذا الكلام لمولاي، فقال: يكفيك بهذا موعظة إن اتعظت؟ أخبرني بهذه الحكاية محمد بن الحسين،قال: سمعت على بن عيسى يقول: سمعت سريا السقطى يقول: سمعت معروفاً يقول ذلك.
وقيل لمعروف في مرض موته: أوصِ.
فقال: إذا متُّ فتصدَّقوا بقميصي؛ فإني أَريد أن أخرج من الدنيا عرياناً كما دخلتها عرياناً.

ومرَّ معروف بسقَّاء يقول: رحم الله من يشرب، وكان صائماً، فتقدمَ فشرب، فقيل له ألم تكون صائماً؟ فقال: بلى، ولكني رجوت دعاءه .

অনুবাদ: হযরত আবু মাহফুজ মা'রুফ ইবনে ফিরোজ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উচ্চ পর্যায়ের একজন শায়খ ছিলেন। তাঁর মুনাজাত কবুল হয়ে যেতো। মৃত্যুর পর তাঁর কবরের পাশে গিয়ে মানুষ রোগ বা বিভিন্ন সমস্যা থেকে তাঁর ওয়াসিলাসহ মুক্তি কামনা করতো আল্লাহর দরবারে। তিনি ছিলেন আলী ইবনে মূসার ক্রীতদাস। আল্লাহ হযরত মারুফ খারকীর উপর সন্তুষ্ট হোন। ২০০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেছেন, ২০১ হিজরীতে [৮১৬ ঈ]। তিনি হযরত সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ ছিলেন। একদিন সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মা'রুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমার যদি আল্লাহর কাছে কিছু প্রয়োজন হয়, তবে আমার ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর নিকট আবদার করবে!

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মা-বাবা খৃষ্টান ছিলেন। শৈশবকালে মা-বাবা তাঁকে একজন খৃষ্টান শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করেন। শিক্ষক বললেন, বলো তিনজনের একজন! তিনি বললেন, না! তিনি তো একক! শিক্ষক তাঁকে বেশ প্রহার করলেন। তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। মা-বাবা বললেন, আহ! আমাদের আদুরে সন্তানটি যদি ফিরে আসতো! সে যে দ্বীনই অনুসরণ করুক, আমরা তাঁর দ্বীনই গ্রহণ করতাম। পলায়নরত অবস্থায় আলী ইবনে মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর বাড়িতে ফিরে দরোজায় আঘাত করলেন। ভেতর থেকে প্রশ্ন আসলো, কে? উত্তর দিলেন, মা'রুফ। মা-বাবা বললেন, তুমি কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেছো? তিনি উত্তর দিলেন, ইসলাম। তখন মাতা-পিতাও ইসলামে দীক্ষিত হলেন।"

হযরত সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি মা'রুফ কারখীকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি যেনো আরশের নীচে বসে আছেন। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলছিলেন, ঐ লোকটা কে? তারা বললেন, হে প্রভু! আপনি তাঁকে

বেশী চিনেন। তিনি বললেন, সে হলো মা'রুফ কারখী। আমার ভালোবাসায় সে মত্ত হয়ে যায়। আমার সাথে সাক্ষাৎ ছাড়া তার জ্ঞান ফিরে আসে না।"

হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন সাথী আমাকে (লেখককে) বলেছেন, "মা'রুফ বলতেন, কখনো আ'মল ছেড়ে দিও না। কারণ, এই আ'মলটি তোমার প্রভুর সন্তুষ্টিতে পৌঁছুয়ে দেবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ আ'মলটি কি? তিনি উত্তর দিলেন, সদাসর্বদা তোমার প্রভুর আনুগত্য করবে, মুসলমানদের সেবা করবে। তাদের কল্যাণ কামনা করবে।"

মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি বাবাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) আমি মা'রুফ কারখীকে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পরহেজগারী ও তাকওয়ার কারণেই কি ক্ষমা করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, না। বরং আমি ইবনে সিমাকের উপদেশ গ্রহণ করেছি। দারিদ্র্য মেনে নিয়েছি, নিঃস্ব লোকদেরকে ভালোবেসেছি- এজন্য আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে।"

ইবনে সিমাকের উপদেশ সম্পর্কে মা'রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তখন আমি কুফার রাস্তায় হাঁটছিলাম। ইবনে সিমাক নামক একব্যক্তির মজলিসে এসে থামলাম। তিনি লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি একটি কথা বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর একটি শব্দকে রুখে দেবে, আল্লাহ তার জন্য একটি বাক্য রুখে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে হৃদয়সহ এগিয়ে যাবে, আল্লাহ তার দিকে আসবেন রাহমাত নিয়ে। সমগ্র সৃষ্টিকে তার অভিমুখী করে দেন। যে ব্যক্তি ধাপে ধাপে আল্লাহর জন্য কাজ করে, কোনো এক সময় আল্লাহ তাকে করুণা করবেনই। তাঁর এসব উপদেশ শুনে আমি প্রভাবিত হলাম। আমি আল্লামুখী হয়ে গেলাম। এ পর্যন্ত আমি জীবনের যে অবস্থা ধারণ করেছিলাম তা ছেড়ে দিলাম। তখন কেবলমাত্র আমার সর্দার আলী ইবনে মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাতে নিজেকে নিয়োজিত করি। একদিন আমি আমার সর্দারের কাছে ঘটনাটির বর্ণনা দিলাম। তিনি

বললেন, তুমি যদি কোনো উপদেশের উপর আমল করে থাকো তাহলে, এই একটি উপদেশই যথেষ্ট।”

হযরত সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মৃত্যুর সময় মা’রুফ কারখীকে অনুরোধ করা হলো, কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মৃত্যুর পর আমার জামাটি সদকা করে দেবে। আমি যেভাবে নগ্ন দেহে পৃথিবীতে আগমন করেছিলাম ঠিক সেভাবেই বিদায় হতে চাই।”

একদা মা’রুফ শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি বলছে, ‘যে ব্যক্তি এই পানি পান করবে, আল্লাহ তার উপর করুণা বর্ষণ করুন।’ মা’রুফ ছিলেন রোযাদার। তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে পানি পান করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো রোযাদার! তিনি বললেন, আমি [নফল] রোযাদার ঠিকই। কিন্তু ঐ ব্যক্তির দু’আর প্রত্যাশা করেছি।

سري بن المغلس السقطي
হযরত সারি বিন মুগলিস আস-সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسن سري بن المغلس السقطي خال الجنيد، وأستاذه.
وكان تلميذ معروف الكرخي؛ كان أوحد زمانه في الورع، وأحوال السنة وعلوم التوحيد: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: سمعت أبا العباس بن مسروق يقول: بلغني أن السريَّ السقطي كان يتَّجر في السوق، وهو من أصحاب معروف الكرخي، فجاءه معروف يوماً، ومعه صبي يتيم، فقال: اكسِ هذا اليتيم. قال سري: فكسوته، ففرح به معروف، وقال: بغَّض الله إليك الدنيا، وأَراحك مما أَنت فيه. فقمت من الحانوت وليس شيء أبغض إليَّ من الدنيا.
وكل ما أنا فيه من بركات معروف.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمر الأنماطي يقول: سمعت الجنيد يقول: ما رأيت أعبدَ من السري: أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعاً إلا في علة الموت.

ويحكى عن السري أنه قال: التصوُّف: أسم لثلاث معان: وهو الذي لا يطفىء نورُ معرفته نورَ ورعه.
ولا يتكلَّم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة.
ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله.
مات السري سنة: سبع وخمسين ومائتين.
سمعت الأستاذ أبا عليَّ الدَّقاق يحكى عن الجنيد، رحمه الله، أنه قال: سألني السري يوماً عن المحبَّة، فقلت: قال قوم: هي الموافقة، وقال قوم: الإيثار، وقال قوم: كذا.. وكذا..، فأخذ السري جلدة ذراعه، ومدها، فلم تمتدَّ، ثم قال: وعزَّته تعالى، لو قلت: إن هذه الجلدة يبستْ على هذا العظم من محبته لصدقت.
ثم غشى عليه، فدار وجهه كأنه قمر مشرق، وكان السريُّ به أُدمة.
ويحكى عن السريِّ أنه قال: منذ ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من قولي: الحمد لله مرّة.
قيل: وكيف ذلك؟ فقال: وقع ببغداد حريق، فاستقبلني رجل، فقال لي: نجا حانوتك.
فقلت: الحمد لله. فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على ما قلت، حيث أردت لنفسي خيراً مما حصل للمسلمين.!!
أخبرني به عبد الله بن يوسف قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر الحربي يقول: سمعت السريَّ يقول ذلك.
ويحكى عن السريِّ أنه قال: أنا أنظر في أنفي في اليوم كذا.. وكذا مرَّة، مخافة أن يكون قد اسودَّ، خوفاً من الله أن يسوِّد صورتي لِما أتعاطاه.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن الحسن ابن الخشاب يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السريَّ يقول: أعرف طريقاً مختصراً قصداً إلى الجنة: فقلت له: ما هو؟.
فقال: لا تسأل من أحد شيئاً، ولا تأخذ من أحد شيئاً، ولا يكن معك شيء تعطى منه أحداً.
سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا نصر السرَّاج الطوسي يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت الجنيد ابن محمد يقول:

سمعت السري يقول: أشتهي أن أموت ببلد غير بغداد، فقيل له: ولم ذلك؟ فقال: أخاف ألا يقبلني قبري فافتضح.
سمعت عبد الله بن يوسف الاصبهاني يقول: سمعت أبا الحسن بن عبد الله المغوطي الطرسوسي يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السريَّ يقول: اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذلِّ الحجاب.
سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت يوماً على السريِّ السقطي وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: جائتني البارحة الصبيَّة، فقالت: يا أبتي، هذه ليلة حارَّةٌ، وهذا الكوز أُعلّقه ها هنا.
ثم إني حملتني عيناي فنمت، فرأيت جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماء، فقلت: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرَّج في الكيزان.
فتناولت الكوز فضربت به الأرض فكسرته. قال الجنيد: فرأيت الخزف لم يرفعه ولم يمسَّه، حتى عفا عليه التراب.

অনুবাদ: তিনি হচ্ছেন আবুল সারি ইবনে মুগাল্লাস সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হিনি ছিলেন জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মামা ও শিক্ষক এবং মা'রুফ কারখীর শিষ্য। তাকওয়া, পরহেজগারী, সুন্নাতের অনুসরণ ও তাওহিদের জ্ঞানে যুগের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। আবুল আব্বাস ইবনে মাসরুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "সারি সাকাতী ব্যবসা করতেন। তিনি মা'রুফ কারখীর শিষ্য ছিলেন। একদিন মা'রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে তাঁর দোকানে গেলেন। তিনি বললেন, একে কাপড় পরাও। হযরত সারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাপড় পরালেন। মা'রুফ এতে অত্যন্ত খুশী হলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তোমার নিকট দুনিয়াকে বিতৃষ্ণ করুন। যে অবস্থায় তুমি আছো, এতেই আল্লাহ তোমাকে আরাম দান করুন। হযরত সারি বলেন: আমি তখনই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ি। দুনিয়া আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হয়ে গেল। আমি এখন যে অবস্থায় আছি, তাহলো মা'রুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতের ফল।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "হযরত সারি সাকাতীর মতো এতো ইবাদতগুজার কাউকে আমি দেখি নি। ৯৮ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। বিছানায় শরীর রাখেন নি। কেবলমাত্র মউতের সময় বিছানায় শায়িত হয়েছিলেন।"

সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সুফির মর্ম তিনটি বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর মা'রিফাতের নূর দ্বারা তাকওয়ার নূরকে জ্বালিয়ে দেয় না। ২. যে ব্যক্তি গোপন জ্ঞান দ্বারা কুরআন ও সুন্নার নির্দেশের সঙ্গে বাহ্যিক কোনো দন্দ্ব করে না। ৩. যে ব্যক্তি কারামত দ্বারা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ বা বস্তুর পর্দা উন্মুক্ত করে না।"

হযরত সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৫৭ হিরজিতে [৮৭১ ঈ] ইন্তিকাল করেন। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমাকে একদিন সারি সাকাতী মুহাব্বাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, একদল বলেন: প্রেমাস্পদের সামঞ্জস্যই হচ্ছে মুহাব্বাত। আরেকদল বলেন: নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার নামই হলো মুহাব্বাত। সারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একথা শুনে হাতের চামড়া টানলেন। কিন্তু বেশী পারলেন না। অতঃপর বললেন, আল্লাহর ইযজতের কসম! তুমি যদি বলতে এই চামড়াটি আল্লাহর মুহাব্বাতে একদম কঙ্কালসার হয়ে যাবে, তবেই তোমার কথা পরিপূর্ণরূপে সত্য হতো। একথা বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এসময় তাঁর চেহারা উদীয়মান চন্দ্রের মতো নূরান্বিত হয়ে যায়।"

বর্ণিত আছে, সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "একবার আমি কোনো এক কারণে 'আলহামদুলিল্লাহ!' বলেছিলাম। ফলে ত্রিশ বছর যাবৎ আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।" জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কেমন কথা? তিনি বললেন, "বাগদাদে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্যক্তি এসে বললো, আপনার দোকানটি জ্বলেনি, সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। আমি এসময় বলেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। তখন আমি শুধুমাত্র আমার কল্যাণের কথাই চিন্তা করছিলাম। অথচ অন্যান্য মুসলমানের দোকান অগ্নিদগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, সারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “জান্নাতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমি জানি।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কোনটি? তিনি বললেন, “কোনো মানুষের কাছে কিছু চাইবে না। কারো কাছ থেকে কিছু নেবে না। নিজের এমন কোনো জিনিস রাখবে না যা অন্যকে দেবে।” জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন: “সারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আকাঙ্ক্ষা করে বলতেন, আমি বাগদাদ ছাড়া অন্য কোনো শহরে মরতে চাই। জিজ্ঞেস করা হলো, এর কারণ কি? উত্তর দিলেন, আমার ভয় হয়। যদি কবর আমাকে গ্রহণ না করে তবে তো আমার অবস্থা ফাঁস হয়ে যাবে!”

সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলতেন, “হে আল্লাহ! আমাকে যদি শাস্তি দাও, তবে পর্দার আড়ালে থেকে দিও না!” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একবার আমি সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি কাঁদছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেনো কাঁদছেন। তিনি উত্তর দিলেন, আজ রাত আমার মেয়েটি আমার নিকট এসে বললো, আব্বাজান! রাতটি খুব গরম। এই স্থানে আমি পানির মশকটি ঝুলে রেখেছি। এসময় আমার তন্দ্রা এসে গেল। স্বপ্নে দেখলাম একটি মেয়ে। সৃষ্টির মধ্যে হয়তো সে-ই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্য এসেছ? সে বললো, মশক থেকে যে ব্যক্তি শীতল পানি পান করে না আমি তাঁর জন্য এসেছি! এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঐ মশকটি আমি মাটিতে ছুড়ে ভেঙ্গে দিলাম।” জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি [অবশ্যই] দেখেছি, মশকের ভাঙ্গা অনেক টুকরো ছিটকে পড়ে আছে, যা তিনি আর কখনো স্পর্শ করেন নি। এগুলো ধূলোবালিতে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে যায়।”

بشر بن الحارث الحافي

হযরত বিশর বিন হারিস আল-হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو نصر بشر بن الحارث الحافي أصله من مرو وسكن بغداد، ومات به، وهو ابن أخت عليٍّ بن خشرم. مات سنة سبع وعشرين ومائتين. وكان كبير الشأن.

وكان سبب توبته: أنه أصاب في الطريق كاغدة مكتوباً فيها أسم الله رجلَ قد وطئتها الأقدامُ، فأخذها واشترى بدورهم كان معه غالية، فطيِّب بها الكاغدة، وجعلها في شق حائط فرأى فيها التأ كأن قائلاً يقول له: يا بشر، طيَّبت اسمى، لأطيبنَّ في الدنيا والآخرة.سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: مرَّ بشر ببعض الناس، فقالوا: هذا الرجل لا ينام الليل كلَّه، ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة؛ فبكى بشر، فقيل له في ذلك فقال: إني لا أذكر أني سهرت ليلة كاملة، ولا أني صمت يوماً لم أفطر من ليلته، ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي في القلوب أكثرً مما يفعله العبد لطفاً منه، سبحانه، وكرماً.. ثم ذكر إبتداء أمره: كيف كان علي ما ذكرناه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: بلغني أن بشر بن الحارث الحافي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا بشر، أتدري لم رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت: لا، يا رسول الله.

قال: باتِّباعك لسنَّتي، وخدمتك للصالحين، ونصيحتك لا خوانك، ومحبتك لأصحابي، وأهل بيتي: وهو الذي بلَّغك منازل الأبرار.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت بلالا الخواص يقول: منت في تيه بني إسرائيل، فإذا رجل يماشيني، فتعجبت منه، ثم أُلهمت أنه الخضر عليه السلام، فقلت له: بحقِّ الحقِّ من أنت؟ فقال: أخوك الخضر؛ فقلت له: أُريد أن أسألك، فقال: سل. فقلت: ما تقول في الشافعي رحمه الله؟ فقال: هو من الأوتاد.

فقلت: ما تقول في أحمد بن حنبل رضي الله عنه؟ قال رجل صدِّيق.

قال: فما تقول في بشر بن الحارث الحافي؟ قال: لم يخلق بعده مثله.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله تعالى، يقول: أتى بشر الحافي باب المعافي بن عمران، فدقَّ الحافي عليه الباب، فقيل: من؟ فقال: بشر الحافي.

فقالت لهُ بنيةٌ من داخل الدار: لو اشتريت لك نعلا بدانقين لذهب عنك اسم الحافي.

أخبرني بهذه الحكاية محمد بن عبد الله الشيرازي، قال: حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال: حدثني محمد بن سعيد، قال: حدثني محمد بن عبد الله قال: سمعت عبد الله المغازلي يقول: سمعت بشراً الحافي يذكر هذه الحكاية.

وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين الحجاجي يقول: سمعت المحاملي يقول: سمعت الحسن المسوحي يقول: سمعت بشر بن الحارث يحكي هذه الحكاية.

وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الفضل العطَّار يقول: سمعت أحمد بن علي الدمشقي يقول: قال لي أبو عبد الله بن الجلاء: رأيت ذا النون، وكانت له العبارة، ورأيت سهلاً، وكانت له الإشارة، ورأيت بشر بن الحارث، وكان له الورع.

فقيل له: فإلى من كنت تميل؟ فقال: لبشر بن الحارث أستاذنا.

وقيل: إنه اشتهى الباقلاء سنين، فلم يأكله، فرؤى في المنام بعد وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غَفر لي، وقال: كُلْ يا من لم يأكل، واشرب يا مَنْ لم يشرب.

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، قال: أخبرنا عبيد الله ابن عثمان بن يحيى قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا محمد ابن العباس قال: حدثنا أبو بكر بن بنت معاوية قال: سمعت أبا بكر بن عفان يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: إني لأشتهي الشِّواء منذ أربعين سنة ما صفا لي ثمنه؟؟

وقيل لبشر: بأيِّ شيء تأكل الخبز؟ فقال أَذكر العافية وأجعلها إداماً.

أخبرنا به محمد بن الحسين، رحمه الله، قال: أخبرنا عبيد الله بن عثمان قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا عمر بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: قال رجل لبشر الحكاية المذكورة.

وقال بشر: لا يحتمل الحلالُ السَّرف.

ورؤي بشر في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، وأباح لي نصف الجنة، وقال لي: يا بشر، لو سجدتّ لي على الجمر ما أديتَ شكرً ما جعلت لك في قلوب عبادي.

وقال بشر: لا يجدُ حلاوة الآخرة رجل يُحِبُّ أن يعرفه الناس.

অনুবাদ: আবু নসর বিশর ইবনে হারিস হাফি মার্ভ শহর থেকে বাগদাদে এসে বসবাস করেন। ২২৭ হিজরিতে [৮৪২ ঈ] বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন। তিনি আলী ইবনে খাশরামের ভাগিনা ছিলেন। হযরত হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা

ছিলো উচ্চ পর্যায়ের। তার তাওবার ঘটনা হলো, একদা রাস্তায় এক টুকরো কাগজ পেলেন। এতে লিখা ছিলো আল্লাহর পবিত্র নাম। কাগজটি রাস্তায় পদদলিত হচ্ছিলো। তিনি কাজগের টুকরো তুলে নিলেন। সুগন্ধিযুক্ত করে দেওয়ালের মধ্যে রেখে দিলেন। এ রাতে স্বপ্নে দেখলেন, কেউ একজন তাঁকে বলছেন, হে বিশর! তুমি আমার নামকে শ্রদ্ধা করেছো, সুগন্ধি দ্বারা সম্মানিত করেছো। আমিও এর বদলে তোমার নামের সুগন্ধি দুনিয়া-আখিরাতে ছড়িয়ে দেবো।

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, “বিশর একদা একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এই লোকটি রাতে ঘুমান না। তিনি লাগাতার রোযা রাখেন। একথা শুনে বিশর কেঁদে ফেললেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দিলেন, আমি যে রাত জাগরণ করি ও দিনে রোযা রাখি তা আমার স্মরণে নয়, আমি ভাবছি বান্দা যেটুকু আমল করে এরচেয়েও অধিক করুণা আল্লাহ তাঁদের হৃদয়ে নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি তাঁর জীবনের সূচনা সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দেন।”

আমি উস্তাদ আবু আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রাজিকে বলতে শুনেছি: আমি আবদুর রহমান বিন আবি হাতিমকে বলতে শুনেছি: বিশর ইবনে হাফি বর্ণনা করেন, “আমি এক রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন হে বিশর! তুমি কি জানো, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আল্লাহ তা’আলা কেনো তোমাকে বেশী মর্যাদার অধিকারী করেছেন? আমি বললাম, আমি জানি না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জবাব দিলেন, এর কারণ হলো তুমি আমার সুন্নাতের অনুসারী, সৎ লোকদের সেবাকারী, বন্ধু-বান্ধবদের হিতকামনাকারী এবং আমার সাহাবা ও পরিবার-পরিজনকে মুহাব্বাত করো। এসব কারণে আল্লাহ তোমাকে আবরারদের [সর্বাদিক পরগেজগার ব্যক্তিদের] দরোজায় পৌঁছে দিয়েছেন।”

হযরত বিলাল খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি বনী ইসরাঈলের মরু অঞ্চলে হাঁটছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তিকে আমার সাথে হাঁটতে দেখলাম। আমি আশ্চর্যবোধ করলাম, অতঃপর আমাকে অবগত করা হলো তিনি হচ্ছেন খিজির

আলাইহিস্‌সালাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর শপথ! দয়াকরে আপনার পরিচয় বলুন? তিনি জবাব দিলেন, 'আমি তোমার ভাই খিজির!' বললাম, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। তিনি বললেন, 'করুন।' আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? জবাব দিলেন, 'তিনি তো আওতাদদের [পেরেক] অন্তর্ভুক্ত।' এরপর জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? জবাব দিলেন, 'তিনি হচ্ছেন সিদ্দীকদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর জিজ্ঞেস কলরাম, বিশর ইবনে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? তিনি বললেন, 'তাঁর পরে আর কেউ তাঁর মতো সৃষ্টি হয় নি।"

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "একদা বিশর হাফি, মুআ'ফা ইবনে ইমরানের বাড়িতে এসে দরজায় আওয়াজ দিলেন। প্রশ্ন করা হলো, কে? তিনি উত্তর দিলেন, বিশর হাফি। ভেতর থেকে মুআ'ফার ছোট্ট এক মেয়ে বললো, আপনি যদি দু'টি মাত্র দানিক্বের বিনিময়ে একজোড়া জুতা ক্রয় করতেন তাহলে আপনাকে আর হাফি বলা হতো না"। [উল্লেখ্য, হাফি শব্দের অর্থ হলো, নগ্নপায়ী- অনুবাদক]

হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছি। তিনি ছিলেন বাকপটু। সাহল ইবনে তুসতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছি। তিনি রূপকাত্মক প্রলোভনমূলক বর্ণনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশর ইবনে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও দেখেছি। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিলো, তাকওয়া এবং পরহেজগারী। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কার প্রতি বেশী আকর্ষিত? উত্তর দিলেন, আমাদের উস্তাদ বিশর ইবনে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।"

বলা হয়ে থাকে, হযরত বিশর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মনে শিমের বীচি খাওয়ার আগ্রহ জন্মালো। কিন্তু তিনি এটা খাওয়া থেকে নিজেকে সারা জীবন বিরত রাখলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর একব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ পাক

আমাকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ তা’আলা আমাকে বললেন, হে আহারবর্জনকারী! তুমি এখন আহার করো। হে পানীয় বর্জনকারী! এখন তুমি পান করো।”

বিশর ইবনে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আমি চল্লিশ বছর যাবৎ ভুনা মাংস খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে আসছি। খাওয়া তো দূরের কথা, মাংসের মূল্য কি তা-ও আমি জানি না।” জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি দিয়ে রুটি খান? জবাব দিলেন, “পানির মধ্যে ভিজিয়ে।”

তাঁর ইন্তিকালের পর আরেক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ তা’আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, “আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন। জান্নাতের অর্ধেক আমাকে দান করেছেন। এরপর আল্লাহ পাক বললেন, হে বিশর! আমার বান্দাদের হৃদয়ে তোমার প্রতি যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়েছি, তুমি যদি এর বদলে জ্বলন্ত অঙ্গারে সিজদা দাও- তবুও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় হবে না।”

বিশর হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে পরিচিত হতে চায়, সে কখনো আখিরাতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না।”

أبو عبد الله المحاسبي

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

الحارث بن أسد المحاسبي عديم النظير في زمانه علماً، وورعاً، ومعاملة، وحالاً.

بصريُّ الأصل، مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

قيل: إنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم فلم يأخذ منها شيئاً. قيل، لأن أباه كان يقول بالقدر، فرأى من الورع أن لا يأخذ من ميراثه شيئاً، وقال: صحَّت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا يتوارث أهل ملَّتين شيئاً. "

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت محمد بن مسروق يقول: مات الحارث ابن

أسد المحاسبي وهو محتاج إلى جرهم، وخلف أبوه ضِياعاً وعقاراً، فلم يأخذ منه شيئاً.

سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدقاق، رحمه الله تعالى، يقول: كان الحارث المحاسبي إذا مدَّ يده إلى طعام فيه شبهة تحرَّك على أصبحه عِرق، فكان يمتنع منه.

وقال أبو عبد الله بن خفيف: اقتدوا بخمسة من شيوخنا، والباقون سلِّموا لهم حالهم: الحارث بن أسد المحاسبي، والجنيد بن محمد، وأبو محمد رُويم، وأبو العباس ابن عطاء، وعمرو بن عثمان المكيِّ؛ لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله علي الطوسي يقول: سمعت جعفراً الخلدي يقول: سمعت أبا عثمان البلدي يقول: قال الحارث المحاسبي: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتِّباع السنَّة.

ويحكى عن الجنيد أنه قال: مرَّ بي يوماً الحارث المحاسبي، فرأيت فيه أثر الجوع، فقلت: يا عم، تدخل الدار وتتناول شيئاً؟ فقال: نعم.

فدخلت الدار وطلبت شيئاً أقدِّمه إليه، فكان في البيت شيء من طعام حمل إليَّ من عرس قوم، فقدَّمته إليه، فأخذ لقمة وأدارها في فمه مرات، ثم إنه قام وألقاها في الدهليز، ومرَّ.

فلما رأيته بعد ذلك بأيام قلت له في ذلك، فقال: إني كنت جائعاً، وأردت أن أَسرَّك بأكلي وأحفظ قلبك، ولكن بيني وبين الله، سبحانه، علامة: أن لا يسوغني طعاماً فيه شبهة، فلم يمكنِّي إبتلاعه، فمن أين كان لك ذلك الطعام؟.

فقلت: إنه حُمل إليَّ من دار قريب لي من العرس، ثم قلت: تدخل اليوم؟ فقال: نعم. فقدمت إليه كِسراً يابسة كانت لنا، فأكل وقال: إذا قدمتَّ إلي فقير شيئاً فقدِّم إليه مثل هذا.

অনুবাদ: হারিস ইবনে আছাদ মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর যুগে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া এবং লেনদেনে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পূর্বপূরুষ বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২৪৩ হিজরিতে [৮৫৭ ঈ] বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ওয়ারিসসূত্রে সত্তুর হাজার দিরহামের মালিক হোন। তাঁর বাবা ছিলেন কাদরিয়া মতবাদের অনুসারী। তাকওয়া অবলম্বন করতে যেয়ে, বাবার

মৃত্যুর পর প্রাপ্ত উক্ত সত্তুর হাজার দিরহাম তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, " لا يتوارث أهل ملَّتين شيئاً" -'দুই দ্বীনের অনুসারীদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো মালিকানা হয় না'।"

তিনি গরীব অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হন। অথচ তাঁর বাবা রেখে গিয়েছিলেন সম্পদের এক বিরাট অংশ। তিনি তা থেকে কিছুই গ্রহণ করেন নি। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "হযরত মুহাসিবী যখন কোনো খাবার মুখে দিতে হাত বাড়াতেন, খাদ্যটুকু সন্দেহযুক্ত তথা হালাল না হলে তাঁর হাতে কম্পন শুরু হতো। ফলে তিনি খাবার ত্যাগ করতেন।"

আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমাদের মাশাইখদের মধ্যে ৫ জনকে তোমরা অনুসরণ করবে। বাকীদেরকে তাঁদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে। এই ৫ জন হলেন, হারিস ইবনে আছাদ মুহাসিবী, জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ, আবু মুহাম্মাদ রুয়াইম, আবুল আব্বাস ইবনে আতা এবং আমর ইবনে উসমান মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এই ৫ জনের মধ্যে ইলম ও হাক্বিক্বাতের সমন্বয় ঘটেছে।"

হযরত মুহাসিবী বলতেন, "যে ব্যক্তি তার বাতিনকে মুরাকাবা ও ইখলাস দ্বারা পরিশুদ্ধ করে, আল্লাহ তার জাহিরকে মুজাহাদা এবং সুন্নাতের ইত্তিবা দ্বারা সাজিয়ে দেন।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, "আমার পাশ দিয়ে একদিন হারিস মুহাসিবী যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধার ভাব লক্ষ্য করলাম। বললাম, চাচা! ঘরে আসুন। একটু খাবার গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। ঘরে গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করলাম। খাবারে একটি সম্প্রদায়ের উৎসব থেকে আনিত কিছু খাবার সামগ্রীও মিশ্রিত ছিলো। আমি খাবারগুলো তাঁর সামনে পেশ করলাম। এক লোকমা খাবার মুখে নিয়ে চিবুলেন। এরপর দাঁড়ালেন। বের হয়ে বারান্দায় যেয়ে তা ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। এর কিছুদিন পর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে, এর রহস্য

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমি ঠিকই সেদিন ক্ষুধার্ত ছিলাম। যেহেতু আপনি আহ্বান করেছেন, তাই আপনাকে খুশী করতে খাবার খেতে বসি। বাস্তবে আমি ও আমার আল্লাহর মধ্যে একটি নিদর্শন আছে। খাবারের মধ্যে কোনো সংশয় থাকলে তা গিলে ফেলা আমার জন্য অসম্ভব হয়ে যায়। এবার আপনি বলুন, এই খাবারটি কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন? আমি বললাম, আমাদের প্রতিবেশীর উৎসব থেকে এই খাবারটি আনা হয়েছিল। আরো বললাম, হুজুর! আজকে আমার ঘরে আসুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। একখণ্ড শুকনো রুটি এনে তাঁর সামনে দিলাম। তিনি তা আহার করলেন। এরপর বললেন, যদি কোনো ফকিরকে খাবার দিন- তাহলে এভাবেই দিবেন!”।

داود بن نصير الطائي

হযরত দাউদ ইবনে নাসির তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو سليمان داود بن نصير الطائي وكان كبير الشأن. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا محمد بن المسيَّب قال: حدثنا ابن خُبيق قال، قال يوسف بن سباط: ورث داود الطائي عشرين ديناراً فأكلها في عشرين سنة.

سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدقاق، رحمه الله، يقول: كان سبب زهد داود الطائي: أنه كان يمرُّ ببغداد، فمرَّ يوماً، فنحّاه المطرقون بين يدي حميد الطوسي، فالتفت داود فرأي حميداً، فقال داود: أُفٍّ لدنيا سبقك بها حميد.

ولزم البيت وأخذ في الجهد والعبادة.

وسمعت ببغداد بعض الفقراء يقول: إن سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول:

بأيِّ خديك تبدي البلى ... وأي عينيك إذاً سالا

وقيل: كان سبب زهده: أنه كان يجالس أبا حنيفة، رضي الله عنه، فقال له أبو حنيفة يوماً: يا أبا سليمان: أمَّا الأداة فقد أحكمناها فقال له داود: فأي شيء بقي؟ فقال: العمل به.

قال داود: فنازعتني نفسي إلى العُزلة، فقلت لنفسي: حتى تجالسهم ولا تتكلم في مسألة.

قال: فجالستهم سنة لا أتكلم في مسألة، وكانت المسألة تمرٌّ بي، وأنا إلى الكلام فيها أشد نزاعاً من العطشان إلى الماء البارد ولا أتكلَّم به.
ثم صار أمره إلى ما صار.
وقيل: حجم جنيدُ الحجام داود الطائي، فأعطاه ديناراً، فقيل له: هذا إسراف.
فقال: لا عبادة لمن لا مروءة له.
وكان يقول بالليل: الهي همُّك عطَّل عليَّ الهموم الدنيوية، وحلل بين وبين الرقاد.
سمعت محمد بن عبد الله الصوفيِّ يقول: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سعيد بن عمرو قال: حدثنا عليٌّ بن حرب الموصلي قال: حدثنا إسماعيل ابن زيا الطائيّ قال: قالت دايةُ داود الطائي له.
أما تشتهي الخبز؟ فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءةُ خمسين آية. ولما تُوفي داود رآه بعض الصالحين في المنام وهو يعدو فقيل له: مالك؟ فقال: الساعة تخلَّصت من السجن.
فاستيقظ الرجل من منامه، فارتفع الصياح بقول الناس: مات داود الطائي.
وقال له رجل: وسني. فقال له: عسكرُ الموتِ ينتظرونك.
ودخل بعضهم عليه، فرأى جرَّة ماء انبسطت عليها الشمس، فقال له: ألا تحوِّلها إلى الظل؟ فقال: حين وضعتها لم يكن شمس، وأنا أستحي أن يراني الله أَمشي لما فيه حظٌّ نفسي.
ودخل عليه بعضهم، فجعل ينظر إليه، فقال: أما علمت أنهم كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام؟ أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهانيّ قال: أخبرنا أبو اسحق إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكي: قال: حدثنا قاسم بن أحمد، قال: سمعت ميموناً الغزالي قال: قال أبو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: أوصني.
فقال: صُمْ عن الدنيا، واجعل فطرك الموت، وفرَّ من الناس كفرارك من السبع .

অনুবাদ: আবু সুলাইমান দাউদ ইবনে নাসির আত-তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলি ছিলেন। শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইউসুফ ইবনে সিবাত এর সূত্রে বর্ণনা করেন, "দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

উত্তরাধিকার সূত্রে ২০ দীনার পেয়েছিলেন। এই বিশ দীনার দিয়ে তিনি বিশ বছর আহার করেন।”

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুহদ (আত্মশুদ্ধি) জীবনের সূচনার মূল ঘটনা হলো: তিনি একদা বাগদাদের রাস্তার উপর হাঁটছিলেন। লক্ষ্য করলেন, একদল লোক হামিদ তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চতুর্দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তায়ীর দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে দুনিয়া! হামিদ তো তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন! এদিন থেকে তাঁর জীবনে পরিবর্তন এসে গেল। নির্জনতা অবলম্বন ও রিয়াজত-মুজাহাদার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে দিলেন।”

বাগদাদের অন্য এক দরবেশ হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জুহদের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: “তিনি একটি আওয়াজ শুনলেন: হে দাউদ! তোমার গালের কোন্ অংশ দিয়ে বিপদ দূর হবে? তোমার কোন্ চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরবে?”

আরো বলা হয়ে থাকে: তাঁর জুহদের রাস্তায় চলার কারণ ছিলো ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য। একদিন আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বললেন, “হে আবু সুলাইমান! উপায়-অবলম্বন তো প্রস্তুত করলাম।” একথা শুনে হযরত তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “আর কী বাকী রইলো?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমল, অর্থাৎ সামানা মুতাবিক আমল করা।” এ ব্যাপারটি দাউদ নিজেই বর্ণনা করে বলেন: “আমি মু’তাজিলাদের কঠোর বিরোধী হলাম। মনকে বললাম, হে দাউদ! তুমি তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে পারো, কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে পারবে না! এরপর দীর্ঘ এক বছর তাদের সাথে ওঠাবসা করেছি, কোনো প্রশ্ন করি নি। শীতল পানির প্রতি যেরূপ পিপাসার্ত লোকের আকর্ষণ থাকে, তদ্রূপ তর্ক-বিতর্কে আমি উদগ্রীব থাকতাম, কিন্তু কিছু বলতাম না।”

একদা জুনাইদ হাতিম নামক এক ব্যক্তি শিঙ্গা দ্বারা হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শরীর থেকে রক্ত বের করে চিকিৎসা করলেন। তিনি এর বিনিময়ে জুনাইদকে একটি দিরহাম দিলেন। কেউ একজন মন্তব্য করলেন, খুব বেশি দিয়ে

দিলেন! তিনি জবাব দিলেন, “যার মধ্যে পুরুষত্ব নেই, তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যও নেই।” রাতের গভীরে তিনি দু'আ করতেন: “হে আমার মা'বুদ! তোমার ফিকির আমার যাবতীয় দুনিয়াবী কাজকর্মকে বিস্মৃত করেছে। সুতরাং আমার ও ঘুমের মধ্যে একটি ফায়সালা করে দিন।”

হযরত দাউদ তায়ীকে তাঁর ধাত্রিমা একদা বললেন, “আপনি কি কিছু রুটি খাবেন না?” তিনি উত্তর দিলেন, “রুটি ভক্ষণ ও পানি পান করতে যে সময় যায়, তাতে পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত আমি তিলাওয়াত করতে পারি!”

যে রাত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুবরণ করেন, সে রাত একজন ওলিআল্লাহ স্বপ্নে দেখলেন, হযরত দাউদ তায়ী খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছেন। তাঁকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কেনো দৌড়াচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, “আমি কারাগার থেকে এইমাত্র মুক্তি পেয়েছি!” তাঁর ঘুম ভাঙ্গার পরই শুনলেন, লোকজন চিৎকার করছে। সবাই বলছেন, “দাউদ তায়ী মৃত্যুবরণ করেছেন!”

কোনো এক ব্যক্তি হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উপদেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন: “মৃত্যুর সৈনিক তোমার জন্য অপেক্ষা করছে!”

একব্যক্তি হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। লক্ষ্য করলেন, তিনি রৌদ্রের মধ্যে পানির পাত্র রাখছেন। তাঁকে তিনি বললেন, হযরত! পানির পাত্রটি ছায়ার মধ্যে রাখলে ভালো হয় না? তিনি উত্তর দিলেন, “আমি যখন এ স্থানে পাত্রটি রাখি তখন সূর্যের আলো ছিলো না। এখন আমার লজ্জাবোধ হয় কিভাবে আমি আমার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে এটা সরাবো- কারণ আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে দেখছেন?”

এক ব্যক্তি তাঁর ঘরে গিয়ে তাকালো। তিনি বললেন, “তুমি কি জানো না, আল্লাহওয়ালাগণ যেরূপ কথাবার্তা অপছন্দ করতেন, তদ্রূপ অনর্থক দৃষ্টিপাতকেও পছন্দ করতেন না?”

আবু রাবি ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললাম, হুজুর! আমাকে উপদেশ দিন? তিনি বললেন, "দুনিয়াকে সিয়াম সাধনায় পরিণত করো। মৃত্যুকে বানাও ইফতার। হিংস্র প্রাণী থেকে যেরূপ পলায়ন করো, মানুষ থেকেও অনুরূপ পালিয়ে যাও!"

شقيق بن إبراهيم البلخي

হযরত শাকীক ইবনে ইব্রাহিম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي من مشايخ خراسان. له لسان في التوكُّل، وكان أستاذ حاتم الأصم.

قيل: كان سبب توبته: أنه كان من أبناء الأغنياء، خرج للتجارة إلى أرض الترك، وهو حدث. فدخل بيتاً للأصنام، فرأى خادماً للأصنام فيه؛ قد حلق رأسه ولحيته، ولبس ثياباً أُرجوانية. فقال شقيق للخادم: إنَّ لك صانعاً حيًّا، عالماً، قادراً، فاعبده.. ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضرُّ ولا تنفع.!!

فقال: إن كان كما تقول، فهو قادر على أَن يرزقك ببلدك، فلم تعنَّيت إلى هاهنا للتجارة؟ فانتبه شقيق.. وأخذ في طريق الزهد.

وقيل: كان سبب زهده: أنه رأى مملوكاً يلعب ويمرح في زمان قحط، وكان الناس مهتمين به، فقال شقيق: ما هذا النشاط الذي فيك؟ أما ترى ما فيه الناس من الجدب والقحط؟.

فقال ذلك المملوك: وما عليَّ من ذلك، ولمولاي قريةٌ خالصة يدخل له منها ما يحتاج نحن إليه، فانتبه شقيق، وقال: إن كان لمولاه قرية، ومولاه مخلوق فقير، ثم إنه ليس يهتم لرزقه، فكيف ينبغي أن يهتم المسلم لرزقه ومولاه غني؟! سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله ، يقول: سمعت أبا الحسين بن أحمد العطار البلخي يقول: سمعت أحمد بن محمد البخاري يقول: قال حاتم الأصم: كان شقيق بن إبراهيم موسراً، وكان يفتي ويعاشر الفتيان، وكان عليُّ بن عيسى

بن ماهان أميرَ بلخ، وكان يحب كلاب الصيد، ففقد كلباً من كلابه، فسعى برجل أنه عنده، وكان الرجل في جوار شقيق، فطلب الرجل، فهرب... فدخل دار شقيق مستجيراً، فمضى شقيق إلى الأمير، وقال: خلوا سبيله، فإن الكلب عنيد أرده إليكم إلى ثلاثة أيام.

فخلوا سبيله، وانصرف شقيق مهتما لما صنع. فلما كان اليوم الثالث كان رجل من أصدقاء شقيق غائباً من بلخ فرجع إليها، فوجد في الطريق كلباً عليه قلادة، فأخذه، وقال: أهديه إلى شقيق، فإنه يشتغل بالتفُّتى.

فحمله إليه، فنظر شقيق فإذا هو كل الأمر، فسرَّ به وحمله إلى الأمير وتخلّص من الضمان فرزقه الله الانتباه، وتاب مما كان فيه. وسلك طريق الزهد.

وحكى أنا حاتماً الأصمَّ قال: كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يوم لا نري فيه إلا رءوساً تندر، ورماحاً تنقصف، وسيوفاً تنقطع، فقال لي شقيق: كي ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفّت إليك امرأتك؟ فقال: لا والله.

قال: لكنّي والله أرى نفسي في هذا اليوم مثلَ ما كنتُ تلك الليلة.

ثم نام بين الصفَّين ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه.

وقال شقيق: إذا أَردت أن تعرف الرجل فانظر لى ما وعده الله ووعده الناس، فبأيهما يكون قلبه أوثق؟ وقال شقيق: تُعرف تقوى الرجل في ثلاثة أشياء: في أخذِه، ومنعِه، وكلامِه.

অনুবাদ: আবু আলী শাকীক ইব্রাহিম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন খুরাশানের শায়খ। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন হযরত হাতিমে আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ।

তাঁর তাওবার দিকে ধাবিত হওয়ার বর্ণনা হলো: একজন ধনী পরিবারের সন্তান হিসাবে তিনি একদা বাণিজ্য কার্যে তুর্কিস্তানে যান। সেখানে যে কক্ষে তিনি অবস্থান করছিলেন, তাতে ছিলো অনেক দেবদেবী। তিনি লক্ষ্য করলেন, মূর্তির খাদিম চুল-দাড়ি মু-ন করে সাধনায় রত আছেন। তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার তো

একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি চিরঞ্জীব, মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী। তুমি তাঁরই উপাসনা করো। এসব দেবদেবী তো তোমার কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করতে পারবে না। সুতরাং এগুলোকে উপাসনা করে লাভ কি? তুমি এদের উপাসনা থেকে বিরত থাকো। লোকটি বললেন, যে একক সত্তার কথা আপনি বলছেন, তিনি কি আপনাকে নিজের বাড়িতে রেখেই খাবার দিতে পারেন না? আপনি কেনো বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? একথা শুনে তাঁর মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তিনি সবছেড়ে জুহদের (আত্মশুদ্বির) রাস্তা অবলম্বন করলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর জুহদের ঘটনা হলো, একদা এক গোলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। সে দুর্ভিক্ষের সময় যাযাবর বেশে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতো। অপরদিকে লোকজন দুর্ভিক্ষের কারণে অতিষ্ঠ ছিলো। শাকীক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ওহে! তুমি দেখছি খুশীমনে ঘোরাফেরা করছো অথচ লোকজন দুর্ভিক্ষের কারণে কঠোর জীবন-যাপনে ক্লান্ত? সে উত্তর দিলো, আমার এসবে ভাবনা নেই! আমার মালিকের একটি গ্রাম আছে। যা কিছু প্রয়োজন, তিনি সেখান থেকে আমাকে পূরণ করে দেন! শাকীক একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! ভাবলেন, একজন আল্লাহ-সৃষ্ট ব্যক্তির একটি গ্রাম যদি থেকে থাকে আর এজন্য তার গোলাম তার উপর ভরসা করতে পারে, তাহলে একজন মুসলমান নিজের রিজিকের জন্য কেনো ভাববে? যিনি রিজিকদাতা, তিনিতো অভাবহীন, গণি।

হাতিমে আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "শাকীক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। যুবকদের সাথে সময় কাটাতেন। তখন বলখের আমির ছিলেন আলী ইবনে ঈসা মাহান। শিকারী কতুশতারকে তিনি ভালোবাসতেন। একদা তার এক শিকারী কতুশতারকে হারিয়ে ফেলেন। খোঁজ করে জানতে পারলেন, কতুশতারটি এক ব্যক্তির নিকট আছে। সে ছিলো হযরত শাকীক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিবেশী। আমির যখন লোকটির বাড়িতে গেলেন তখন ঐ লোকটি পালায়ন করে শাকীক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘরে আশ্রয় নিল। এদিকে কতুশতারটিও ঘর থেকে পালিয়ে গেল। শাকীক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমিরকে বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দিন! আপনার কতুশতার আমি তিন দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবো। আমির তাঁর কথায় রাজী হলেন। শাকীক তখন নিজের বাড়িতে ফিরে এসে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা

করছিলেন। তৃতীয় দিন তাঁর এক বন্ধু বলখ শহরে প্রবেশ করছিলেন। রাস্তায় তিনি লাগামধারী একটি কতুশতার দেখতে পান। একে ধরে শাকীক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এনে বললেন, এটি তোমার জন্য উপহার হিসাবে এনেছি, কারণ তুমি তা পছন্দ করো! শাকীক বুঝতে পারলেন, এই কতুশতারটির মালিকই হচ্ছেন আমির আলী ইবনে ঈসা। সুতরাং এটি তার নিকট পৌঁছুয়ে দিয়ে জামিন থেকে মুক্তিলাভ করেন। এ ঘটনার পরই তাঁর মধ্যে পরিবর্তন আসলো। আল্লাহ তাঁকে জাগ্রত করে দিলেন, তাওবাহ করে জুহদের রাস্তায় পাড়ি জমালেন।

হযরত হাতিমে আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি শকীকের সাথে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। ঐ রাত মানুষের কাটা মস্তক, ভেঙ্গে যাওয়া বর্ম ও খণ্ড-বিখণ্ড তরবারি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছিলো না। শাকীক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হাতিম! এরূপ একটি রাতে আপনার অনুভূতি কী, আমাকে বলুন? আপনি কি মনে করেন না, এটা স্ত্রীর সঙ্গে বাসর রাতের মতো একটি রাত?" আমি জবাব দিলাম, আল্লাহর কসম! তাতো অবশ্যই নয়! তিনি বললেন, "কিন্তু আমার নিকট সেই বাসর রাতের মতো রাতই মনে হচ্ছে!" এরপর তিনি যুদ্ধের ময়দানে মাথার নিচে তাঁর ঢাল রেখে নিদ্রামগ্ন হলেন। আমি তাঁর নাকের ডাক পর্যন্ত শুনলাম।"

শাকীক ইবনে বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তুমি যদি মানুষের সঠিক পরিচয় লাভ করতে চাও, তাহলে পরীক্ষা করে দেখবে, সে মানুষের ওয়াদায় বেশী ভরসা করে, না আল্লাহর ওয়াদায় বেশী ভরসা করে?"

তিনি আরো বলতেন, "তিনটি কাজে মানুষের মধ্যে তাক্বওয়ার পরিচয় মিলে: ১. গ্রহণ করার মধ্যে, ২. দমন করার মধ্যে ও ৩. কথাবার্তার মধ্যে।"

أبو يزيد البسطامي
হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو يزيد بن طيفور بن عيسى البسطامي وكان جدُّه مجوسياً أسلم.
وكانوا ثلاثة إخوة: آدم، وطيفور، وعليّ. وكلهم كانوا زهَّاداً عبَّاداً وأبو يزيد كان أجلَّهم حالاً.
قيل مات سنة: إحدى وستين ومئتين، وقيل: أربع وثلاثين ومائتين؟ سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي، يقول: سمعت الحسن بن عليّ يقول: سئل أبو يزيد: بأي شيء وجدتّ هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع، وبدن عار. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئاً أشدَّ عليَّ من العمل ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد.
وقيل. لم يخرج أبو يزيد من الدنيا حتى استظهر القرآن كلَّه.
حدثنا أبو حاتم السجستاني قال: أخبرنا أبو نصر السرَّاج، قال: سمعت طيفور البسطامي يقول: سمعت المعروف بعمِّي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: قال لي أبو يزيد: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية، وكان رجلاً مقصوداً مشهوراً بالزهر، فمضينا إليه؛ فلما خرج من بيته، ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم سلم عليه، وقال: هذا غيرُ مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يكون مأموناً على ما يدَّعيه؟ وبهذا الإسناد قال أبو يزيد: لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، ثم قلت: كيف يجوز لي أن أسأل هذا ولم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه؟ فلم أسأله. ثم إن الله سبحانه وتعالى كفاني مؤنة النساء؛ حتى لا أُبالي استقبلتني امرأة أو حائط.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت الحسن ابن علي يقول: سمعت عمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: سألت أبا يزيد عن ابتدائه وزهده، فقال: ليس للزهد منزلة. فقلت: لماذا؟ فقال: لأني كنت ثلاثة أيام في الزهد.

فلما كان اليومُ الرابع خرجت منه: اليوم الأول: زهدت في الدنيا وما فيه، واليوم الثاني: زهدت في الآخرة وما فيها، واليوم الثالث: زهدت فيما سوى الله، فلما كان اليوم الرابع لم يبق سوى الله.. فهِمْتُ، فسمعت، هاتفاً يقول: يا أبا يزيد لا تقوى معنا. فقلت. هذا الذي أريده.

فسمعت قائلاً يقول: وَجدتَ، وجدت.

وقيل لأبي يزيد: ما أشد ما لقيتَ في سبيل الله؟ فقال: لا يمكن وصفه.

فقيل له: ما أهون ما لقيَت نفسُك منك؟ فقال: أمَّ هذا فنعم، دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني، فمنعتها الماءَ سنة.

وقال أبو يزيد: منذ ثلاثين سنة أصلِّي، واعتقادي في نفسي عند كل صلاة أصلها: كأني مجوسي أريد أن أقطع زُنّاري.

سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت موسى بن عيسى يقول، قال لي أبي: قال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أُعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء، فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وأداء الشريعة.

وحكى عميِّ البسطامي عن أبيه أنه قال: ذهب أبو يزيد ليلة إلى الرباط، ليذكر الله، سبحانه، على سور الرباط، فبقي إلى الصباح لم يذكر، فقلت له في ذلك، فقال: تذكَّرتُ كلمة جرت على لساني في حال صباي، فاحتشمت أن أذْكره سبحانه وتعالى.

অনুবাদ: তিনি হচ্ছেন আবু ইয়াজিদ ইবনে তাইফুর ইবনে ঈসা বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। প্রাথমিক জীবনে তাঁর দাদা ছিলেন অগ্নিপুজক। পরে তিনি মুসলমান হয়ে যান। তাঁর তিনজন ভাই ছিলেন, আদম, তাইফুর এবং আলী। তাঁরা সকলেই ছিলেন যাহিদ এবং আলিম। তবে আবু ইয়াজিদ ছিলেন সকলের মধ্যে অগ্রসর। তিনি ২৬১ হিজরী [৮৭৫ ঈ] ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর মৃত্যুর সন ছিলো ২৩৪ হিজরী [৮৪৮ ঈ]

আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিসের দ্বারা আপনি এই জ্ঞানের অধিকারী হলেন? তিনি উত্তর দিলেন, "ক্ষুধার্ত পেট ও নগ্ন শরীর দ্বারা"।

তিনি আরো বলতেন, "ত্রিশ বছর আমি সাধনা করলাম। কিন্তু এ সময় শরীয়তের জ্ঞানার্জন ও সে মুতাবিক আমল করাটাই বোধ হয়েছে সবচেয়ে কঠিন। যদি উলামায়ে কিরামের ইখতিলাফ না হতো, তাহলে আমি পশ্চাতে থেকে যেতাম। উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য হলো রাহমাত, যদি তা তাওহিদ সম্পর্কিত না হয়।"

আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যতক্ষণ কুরআন পূর্ণাঙ্গভাবে সঠিক ব্যাখ্যাসহ হৃদয়ঙ্গম করেন নি, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াও ত্যাগ করেন নি। হযরত মারুফ 'আম্মিয়ুল বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমার বাবা আমার কাছে বর্ণনা করেন, "আমাকে একদিন আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আসো আমরা ঐ লোকটিকে দেখে আসি যে ওলায়েতের দ্বারা নিজের খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন।" আসলে ঐ লোকটি দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণ হিসাবে বেশ সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা লোকটির কাছে গেলাম। তিনি যখন ঘর থেকে বের হলেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করে কিবলার দিকে থু থু ফেললেন। তা দেখে আবু ইয়াজিদ লোকটিকে সালাম না দিয়েই ফিরে আসলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, ঐ লোকটা তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো শিষ্টাচারিতা পালনে সচেতন নয়! সুতরাং লোকটি যে ওলায়েতের দাবী করছে, তাতে সে কতটুকু নিষ্ঠাবান হতে পারে?"

উপেরর বর্ণনাকারীর সূত্রে জানা যায় হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি আল্লাহর কাছে পানাহার ও নারীর প্রয়োজন থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে চাইলাম। কিন্তু আমি কিভাবে করতে পারি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এরূপ কোনো দু'আ করেন নি। শেষ পর্যন্ত কোনো প্রার্থনা করলাম না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিজেই নারী সংক্রান্ত প্রয়োজনের ব্যাপারে নিষ্কৃতি প্রদান করলেন। এখন আমার সামনে একজন নারী আছে না প্রাচীর আছে তা বুঝতেই পারি না।"

'আম্মিয়ুল বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমার বাবা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, [তিনি বলেন] 'আমি ইয়াজিদকে তাঁর প্রাথমিক জীবন ও যুহদ সম্পর্কে

প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, জুহদের কোনো স্তর নেই। আমি তিনদিন যাবৎ যুহদ অবলম্বন করেছি। চতুর্থদিন যুহদ বর্জন করলাম। প্রথমদিনের যুহদ ছিলো প্রার্থিব মোহ বর্জনের। দ্বিতীয়দিনের যুহদ ছিলো পরকালের মোহ বর্জনের। আর শেষ দিনের যুহদ ছিলো আল্লাহ ছাড়া সবকিছু বর্জন। চতুর্থদিন আমি আল্লাহ ছাড়া নিজের মধ্যে আর কিছুই পাই নি। এদিন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি, এক অদৃশ্য আওয়াজ হচ্ছে: "হে আবু ইয়াজিদ! তুমি তো আমাদের সাথে চলার শক্তি রাখো না!" আমি বললাম, আমি তো এটাই চাই। আওয়াজ আসলো, "হ্যাঁ, তুমি পেয়ে গেছো! পেয়ে গেছো!"'

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর পথে কোন্ কাজটি আপনার নিকট কঠিন মনে হয়? তিনি জবাব দিলেন, "এর বর্ণনা সম্ভব নয়।" আবার প্রশ্ন করা হলো, আপনি নিজের নফেসর জন্য কোন্ কাজটি বেশ পরিতৃপ্তকর বলে মনে করেন? কিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ! এটার উত্তর দেওয়া যায়। আমি আমার নফস্কে কোনো একটি নেক কাজের প্রতি আহ্বান করলাম। কিন্তু সে সাড়া দেয় নি। তখন আমি তাকে এক বছর পানি পান থেকে বঞ্চিত রাখি!"

হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি ত্রিশ বছর যাবৎ নামায পড়লাম। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে আমার বিশ্বাস হলো আমি একজন অগ্নিপুঁজক, যে তার বেল্টকে কেটে ফেলার চেষ্টা করছে (তাঁর যুগে অমুসলিম ও মুশরিকদের কোমরে চিহ্নস্বরূপ বেল্ট থাকতো)!" তিনি আরো বলেন: "কোনো ব্যক্তি যদি কারামতের শক্তিতে আকাশে উড়ে বেড়ায়- তবুও তাতে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। তাকে সঠিকভাবে জানার উপায় হলো, হালাল-হারাম সম্পর্কে তিনি কতটুকু সতর্ক এবং শরীয়তের বিধান পালনে কতটুকু পাওবন্দ সেটা জানা।"

'আম্মিয়ুল বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমার বাবা বর্ণনা করেন, "আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য সীমান্ত এলাকায় চলে গেলেন। সেখানে যেয়ে সকাল পর্যন্ত কাটালেন কিন্তু প্রভুকে স্মরণ করতে ব্যর্থ হলেন। জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন, শৈশবকালে আমার মুখ

দিয়ে একটি অশুভনীয় কথা বের হয়ে যায়। হঠাৎ করে এ কথাটি আমার মনে স্মরণ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমি আল্লাহর জিকির করতে লজ্জাবোধ করছি।"

أبو محمد التستري

আবু মুহাম্মদ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

سهل بن عبد الله التستري أحد أئمة القوم، لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع.

وكان صاحب كرامات، لقي ذا النون المصري بمكة سنى خروجه إلى الحج.

تُوفي، كما قيل، سنة: ثلاث وثمانين ومائتين، وقيل: ثلاث وسبعين ومائتين.

وقال سهل: كنت ابن ثلاث سنين، وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، وكان يقولم بالليل، فربما كان يقول لي: يا سهل، إذهب فنمْ فقد شغلتَ قلبي.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله يقول: سمعت أبا الفتح يوسف ابن عمر الزاهر يقول: سمعت عبد الله بن عبد الحميد يقول: سمعت عبيد الله ابن لؤلؤ يقول: سمعت عمر بن واصل البصري يحكي عن سهل بن عبد الله قال: قال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ فقال لي: قل بقلبك عند تقلُّبك في ثيابك ثلاث مرات. من غير أن تحرِّك به لسانك: الله معي، الله ناظرٌ إليَّ، الله شاهد عليَّ.

فقلت ذلك ثلاث ليال، ثم أعلمته، فقال لي: قل في كل ليلة سبع مرات. فقلت ذلك ثم أعلمت، فقال: قل في كل ليلة إحدى عشرةَ مرَّة، فقلت ذلك، فوقع في قلبي له حلاوة.

فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علَّمتك، ودُم عليه إلى أن ندخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة.

فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لها حلاوة في سرِّي.

ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل، من كان الله معه، وهو ناظر إليه، وشاهدُه، أيعصيه؟ إيَّاك والمعصيةَ.

فكنت أخلو، فبعثوني إلى الكتَّاب، فقلت: إني لأخشى أن يتفرق عليَّ همِّي، ولكن شارطوا المعلِّم: أني أذهب إليه ساعة، فأَتعلَّم، ثم أرجع.
فمضيت إلىالكتَّاب، وحفظتُ القرآن، وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين، وكنت أصوم الدهر، وقوتي خبز الشعير، إلى أن بلغت إثنتي عشرة سنة، فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فسألت أهلي أن يبعثوني إلى البصرة أسأل عنها، فجئت البصرة وسألت علماءها فلم يشف أحد منهم عني شيئاً!! فخرجت إلى عبادان، إلى رجل يُعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله العباداني، فسألته عنها فأجابني. وأقمت عنده مدَّة أنتفع بكلامه وأتأدب بآدابه، ثم رجعت لي تستر فجعلت قوتي اقتصاراً على أن يشتري لي بدرهم من الشعير الفرْق فيطحن ويخبز لي، فأفطر عند السحر كلَّ ليلة على أوقية واحدة بحتاً، بغير ملح ولا إدام فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة.
ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليل، ثم أفطر ليلة، ثم خمساً، ثم سبعاً، ثم خمساً وعشرين ليلة. وكنت عليه عشرين سنة. ثم خرجتُ أسيح في الأرض سنين، ثم رجعت إلى تستر وكنت أقوم الليل كله.
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت إبراهيم بن فراس يقول: سمعت نصر بن أحمد يقول: قال سهل ابن عبد الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، طاعة كان أو معصية، فهو عيش النفس، وكلُّ فعل يفعله بالاقتداء فهو عذابٌ على النفس.

অনুবাদ: তিনি হচ্ছেন সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। জাতির ইমাম হযরত তুশতারী ছিলেন লেনদেন ও পরহেজগারীতে সময়ের এক বিরল ব্যক্তি। কারামাতের অধিকারী হিসাবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যেয়ে হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। হিজরি ২৮৩ [৮৯৬ ঈ] কিংবা ২৭৩ [৮৮৬ ঈ] সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত সাহাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যখন তিন বছরের শিশু ছিলাম তখন রাতে জেগে ওঠে মামা মুহাম্মদ ইবনে সিওয়ার এর নামায পড়ার দিকে লক্ষ্য করতাম। প্রতি রাতেই তিনি জেগে ওঠতেন। কোনো কোনো সময় আমাকে বলতেন, হে সাহাল! তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। তুমি তো আমাকে চিন্তিত করে তুলেছো।

সাহাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন: আমার মামা আমাকে বললেন, "তুমি কি সেই আল্লাহকে স্মরণ করবে না, যিনি তোমার সৃষ্টিকর্তা?" জিজ্ঞেস করলাম, তাঁকে স্মরণ করবো কিভাবে? তিনি জবাব দিলেন, "বিছানায় শুয়ে জিহ্বার নড়াছড়া ছাড়াই হৃদয় দিয়ে বলবে, 'আল্লাহু মায়ী' [الله معي], 'আল্লাহু নাযিরুন ইলায়্যাহ' [الله ناظرٌ إليَّ], 'আল্লাহু শাহিদুন 'আলাইয়্যা' [الله شاهد عليَّ]"। আমি এই কথাগুলোর উপর তিন রাত আমল করার পর তাঁকে অবহিত করলাম। এবার বললেন, "এখন থেকে সাতবার করে এটা পাঠ করবে।" আমি তা-ই করলাম। সাত দিন পর অবগত করলাম। বললেন, "এখন থেকে প্রতি রাত ১১ বার করে পাঠ করবে।" আমি তা করে তাঁকে অবগত করলাম। এরপর থেকেই আমার হৃদয়ে এই আমলের প্রতি এক বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি হলো। এক বছর পর মামা আমাকে বললেন, "আমি তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছি তা খুব বেশী করে স্মরণ রাখবে। কবরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর উপর অটল থাকবে। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে এর দ্বারা তুমি বেশ লাভবান হবে।"

সত্যিই বছরের পর বছরব্যাপী আমি এর উপর অটল রইলাম। ফলশ্রুতিতে আমার অন্তরের অন্তস্থলে এক অনুপম স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করলাম। একদিন মামা আমাকে বললেন, "হে সাহাল! যার সাথে আল্লাহ্ থাকেন, যাকে আল্লাহ দেখেন, সে কী কখনো তাঁর অবাধ্য হতে পারে? সুতরাং তুমি সর্বদা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকো।" এরপর থেকে আমি নির্জন-নিভৃতে থাকতাম। আমার পরিবার আমার শিক্ষকের কাছে পাঠালেন। আমার তখন ভয় জাগলো, শিক্ষকের কাছে অধ্যবসায় হেতু আমার কাজ থেকে আমি গাফিল হয়ে পড়তে পারি। শিক্ষক পরামর্শ দিলেন, আমি যেনো তাঁর কাছে দিনের একসময় যাই এবং অধ্যয়ন শেষে ফিরে আসি। আমি শিক্ষকের নিকট যেতে লাগলাম। ৬-৭ বছর বয়সে কুরআন শরীফ হিফজ করে নিলাম। আমি সারা বছর তখন থেকেই রোযা রাখতাম। যবের রুটি ছিলো আমার খাদ্য।

এভাবে দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেল। যখন তেরো বছরে পদার্পণ করলাম তখন আমার হৃদয়ে এক প্রশ্নের উদয় হলো। অভিভাবকদেরকে বললাম, আমাকে বসরায়

পাঠিয়ে দিন। সুতরাং আমি সেখানে চলে গেলাম। বসরার উলামায়ে কিরামকে ঐ প্রশ্নটি করলাম। কিন্তু কেউ উত্তর দিতে পারলেন না। এরপর চলে গেলাম আবাদানে। সেখানে আবু হাবিব হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ আবাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামক এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বাস করতেন। আমি তাঁকে ঐ প্রশ্ন করলে সন্তোষজনক জবাব দিলেন। আমি দীর্ঘদিন তাঁর নিকট থেকে গেলাম। তাঁর আলোচনা ও কথাবার্তা দ্বারা নিজেকে উপকৃত করলাম। শিখলাম ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতা। এরপর চলে যাই তুশতারে।

সেখানে গিয়ে খাবার গ্রহণে আমি কৃচ্ছ্বতাবলম্বন করলাম। এক দিরহাম দিয়ে যব ক্রয় করতাম। এতে যে একটি রুটি হতো তার ছোট্ট একটি অংশ দিয়ে সেহরী খেতাম- লবণ কিংবা তরকারীর কোনো স্বাদ ছাড়াই। দীর্ঘ এক বছর ঐ এক দিরহামই আমার খাবারের জন্য যথেষ্ট ছিলো। এরপর একাধারে তিন রাত সেহরী ছাড়াই রোযা রাখি। এরপর পাঁচওসাতদিন পর পর সেহরী করতে লাগলাম। অবশেষে একাধারে ত্রিশ দিন পর্যন্ত না খেয়ে রোযা রাখি। এভাবে বিশ বছর আমি আমল করেছি। এরপর পৃথিবীর যমিনে ভ্রমণে বের হলাম। দীর্ঘদিন ঘুরাফেরা শেষে তুশতারে ফিরে আসি। ভ্রমণকালে সারারাতই ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিতাম।

সাহাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "অনুকরণ ছাড়া, মানুষ ভালো কিংবা মন্দ যাই আমল করুক- তা-ই হবে তার প্রবৃত্তির বিলাসিতা। পক্ষান্তরে অনুকরণের [অর্থাৎ সুন্নাতে রাসূল সা. ও সুন্নাতে আসহাবে কিরামের অনুসরণের] মাধ্যমে যেটাই করা হবে তা হবে প্রবৃত্তির [বা নফেসর] জন্য শাস্তি।"

أبو سليمان الداراني

হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

عبد الرحمن بن عطية الداراني وداران قرية من قرى دمشق. مات: سنة خمس عشرة ومائتين.

سمعت محمد الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازيّ يقول: أخبرنا إسحق بن إبراهيم بن أبي حسان يقول: سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول:

سمعت أبا سليمان يقول: مَن أحسن في نهاره كوفيء في ليله، ومن أحسن في ليله كوفيء في نهاره.ومن صدّق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه، والله تعالى كرم من أن يعذِّب قلباً بشهوة تُركت له.

وبهذا الإسناد قال: إذا سكنت الدنيا القلب ترحَّلت منه الآخرة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت الحسين ابن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير، يقول: سمعت الجنيد يقول: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب، والسنَّة.

وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال: خلاف هوى النفس.

وقال: لكلِّ شيء عَلَم، وعَلَمُ الخذلان ترك البكاء.

وقال: لكل شيء صدأ، وصدأ نور القلب شبَعُ البطن.

وقال: كلُّ ما شغلك عن الله تعالى من أهل، أو مال، أو ولد فهو عليك مشئوم.

وقال أبو سليمان: كنت ليلة باردة في المحراب، فأقلقني البرد: فخبَّأت إحدى يدي من البرد، وبقيت الأخرى ممدودة، فغلبتني عيناي فهتف بي هتف: يا أبا سليمان، وقد وضعنا في هذه ما أصابها، ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها.

فآليت على نفسي أن لا أدعو إلا ويداي خارجتان، حرًّا كان الزمن أو برداً.

وقال أبو سليمان: نمت عن وردي، فذا أنا بحوراء تقول لي: تنام وأنا أربي لك في الخدور منذ خمسمائة عام!! أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو عمرو الجولستي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: دخلت علي أبي سليمان يوماً وهو يبكي. فقلت له ما يبكيك؟ فقال: يا أحمد، ولم لا أبكي، وإذا جنَّ الليل، ونامت العيون، وخلا كلُّ حبيب بحبيبه، وافترض أهل المحبة أقدمهم، وجرت دموعهم على خدودهم، وتقّطرت في محاريبهم، وأشرف الجليل؛ سبحانه وتعالى؛ فنادي: من تلذَّذ بكلامي واستراح إلى ذكرى، وإني المطَّلع عليهم في خلواتهم.. أسمع أنينهم.. وأرى بكاءهم، فلم لا تنادي فيهم يا جبريل: ما هذا البكاء؟! هل رأيتم حبيباً يعذِّب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن آخذ قوماً إذا جنّهم الليل تملّقوا لي فإني حلفت: أنهم إذا وردوا عليَّ يوم القيامة لأكشف، لهم عن وجهي الكريم، حتى ينظروا إليَّ وأنظر إليهم.

অনুবাদ: হযরত আবদুর রহমান ইবনে আতিয়া দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দামেস্কোর দারান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরি ২১৫ [৮৩০ ঈ] সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি দিনের বেলা ভালো কাজ করে, রাতে তাকে এর বিনিময় প্রদান করা হয়। আর রাতে ভালো কাজ করলে পরদিনই সে বিনিময়প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জন করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এই ব্যক্তির হৃদয় থেকে প্রবৃত্তির সকল চাহিদা বিলীন করে দেন। যে হৃদয় একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রবৃত্তির চাহিদাকে বর্জন করবে, আল্লাহ তার প্রতি খুবই করুণাময়ী হোন। তাকে শাস্তি দেন না। আর পার্থিব চাহিদা যখন হৃদয়ে স্থান করে নেয় তখন আখিরাত তার হৃদয় থেকে প্রস্থান করে।"

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "মানুষ কর্তৃক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা যে কোনো কথা তখন পর্যন্ত আমি গ্রহণ করি না, যতক্ষণ তা দু'টি মাপকাঠি তথা আল্লাহর কালাম ও সুন্নাতের মাধ্যমে পরীক্ষা না করেছি।" তিনি আরো বলতেন, "প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচরণই হলো সর্বোত্তম আমল। প্রতিটি বস্তুর নিদর্শন আছে। অপদস্থতার নিদর্শন হলো ক্রন্দন ছেড়ে দেওয়া। প্রতিটি বস্তুতে জং ধরে। উদর পূর্ণ করে খাবার খেলে হৃদয়ে জং ধরে যায়। তোমার পরিবার-পরিজন, অর্থ-সম্পদ অথবা কোনো সন্তান যদি আল্লাহ থেকে তোমাকে গাফিল করে দেয়, তাহলে তা-ই হলো তোমার জন্য সর্বাপেক্ষা অশুভ ও অমঙ্গলজনক ব্যাপার।" তিনি বলেন: "আমি এক ঠাণ্ডা রাতে মিহরাবে অবস্থান করছিলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়া আমাকে কাবু করে নিয়েছিল। আমি তখন একহাত আবৃত আর অপরটি প্রসারিত করলাম। এমতাবস্থায় আমি তদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। অদৃশ্য থেকে এক আওয়াজ শ্রবণ করলাম, "হে আবু সুলাইমান! এ হাতের তাকওয়া আমি প্রদান করেছি। আর ঐ হাতের যা বাকী ছিলো তা-ও আমি দিয়ে দিলাম।" এরপর থেকে আমি মনে মনে বললাম, শীত কিংবা গরম হোক। কোনো সময়ই কাপড়ের ভেতরে হাত রেখে দু'আ করবো না।"

দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন: “একরাত আমি অযিফা পাঠ না করে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি এক হুর এসে আমাকে বলছে, আপনি ঘুমোচ্ছেন, অথচ আজ পাঁচশত বছর যাবৎ অন্দর মহলে থেকে আপনাকে পাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি!”

আহমদ ইবনে আবি খাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি আবু সুলাইমান দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, “হে আহমদ! আমি কেনো কাঁদবো না? রাতের আধাঁর এসে গেলে চোখদ্বয় নিদ্রামগ্ন হয়। বন্ধু বন্ধুর সাথে একাকী সাক্ষাৎ করে। প্রেমিকরা এগিয়ে চলে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। নিদ্রা তাদের চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তখন তাঁদের কাছে এসে বলেন: যে নাকি আমার কথার দ্বারা তৃপ্তিবোধ, আমার আলোচনা দ্বারা সান্ত¡না বোধ করে, নীরবে-নিভৃতে আমি তাদের ব্যাপারে অবগত। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দনরত তাদের আওয়াজ আমি শুনি এবং বলি, হে জিব্রাইল! তুমি তাদের মধ্যে এ ঘোষণা দিচ্ছ না কেনো- ‘ওহে! তোমাদের ক্রন্দনের কারণ কি? তোমরা কি মনে করো বন্ধু তাঁর বন্ধুদেরকে কষ্ট দেবে?’ এটা আমার জন্য কিভাবে সম্ভব যে, একজন মানুষকে আমি কষ্ট দেবো, যে রাতের গভীরে আমার জন্য গড়াড়ড়ি করে? শপথ করে বলছি, কিয়ামতের দিন যখন আমার নিকট তার আগমন ঘটবে, তখন আমি নিজের চেহারা তার সামনে উন্মোচন করবো। সে আমাকে দেখবে, আমিও তাকে দেখবো।”

أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان

আবু আবদুর রহমান হাতিম ইবনে ’উলওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ويقال حاتم بن يوسف الأصم، من أكابر مشايخ خراسان.

وكان تلميذ شقيق، وأستاذ أحمد بن خضرويه. قيل: لم يكن أصمَّ، وإنما تصامم مرَّة فسُمِّي به.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يقول: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة، فاتفق أنه خرج منها في تلك الحالة صوت، فخجلت، فقال حاتم: ارفعي صوتك. فأرى من نفسه: أنه أصمُّ، فسرَّت المرأة بذلك، وقالت: إنه لم يسمع الصوت، فغلب عليه اسم الصمم.

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، قال: سمعت أبا عليّ سعيد بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت خالي محمد بن الليث يقول: سمعت حامداً اللقاف يقول: سمعت حاتماً الأصمَّ يقول: ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ماذا تأكل؟ وماذا تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول له، آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر.

وبإسناده قيل له: ألا تشتهي؟ فقال: أشتهي عافية يوم إلى الليل.

فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ فقال: إن عافية يومي، أن لا أعصي الله فيه.

وحكي عن حاتم الأصمَّ، أنه قال: كنت في بعض الغزوات، فأخذني شخص فأضجعني للذبح فلم يشتغل به قلبي، بل كنت أنظر ماذا يحكم الله تعالى فيَّ.

فبينما هو يطلب السكين من حقِّه أصابه سهم غرْب. فقتله، وطرحه عني فقمتً.

سمعت بعد الله بن يوسف الأصبحاني يقول: سمعت أبا نصر منصور ابن محمد بن إبراهيم الفقي يقول: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن نصير يقول: روي عن حاتم أنه قال: من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: موتاً أبيض، وهو الجوع.

وموتاً أسود، وهو: إحتمال الأذى من الخلق.

وموتاً أحمر، وهو: العمل الخالص من الشوْب في مخالفة الهوى.

وموتاً أخضر، وهو: طرح الرقاع بعضها على بعض.

অনুবাদ: তিনি হতিম ইবনে ইফসুফ আছম নামেও পরিচিত। তিনি খুরাশানের মাশাইখদের অন্যতম। শাকীক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ছিলেন। আর আহমদ ইবনে খাদরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ। বর্ণিত আছে, তিনি আসলে বধির ছিলেন না। একদা তিনি বধির হওয়ার ভান করেছিলেন। তাই তিনি 'আছম' অর্থাৎ বধির নামে পরিচিত হন।

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "একদা এক মহিলা তাঁর কাছে এসে একটি প্রশ্ন করেন। ঘটনাক্রমে মহিলার পায়ুপথে সশব্দে বায়ু এসে যায়! এতে তিনি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলেন। হাতিম [মহিলাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে যেয়ে] বললেন, "জোরে কথা বলুন!" নিজেকে বধির হিসাবে প্রকাশ করাই ছিলো

উদ্দেশ্য। সুতরাং মহিলাটি এতে বেশ স্বস্থি বোধ করলেন। তিনি ধারণা করলেন, ভাগ্যিস! হযরত আওয়াজ শুনেন নি! এই ঘটনার পর থেকেই তিনি 'আছম' নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।"

হাতিম আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আমি এমন কোনো সকাল যাপন করি নি, যে সকালে শয়তান এসে আমাকে বলে নি, 'তুমি কি খাবে, পরবে ও কোথায় বসবাস করবে?' আমি তাকে সর্বদাই জবাব দিই, আহার করবো মৃত্যু, পরবো কাফনের কাপড় আর বাস করবো কবরে।"

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনার কি বিলাসিতার ইচ্ছে হয় না?" জবাব দিলেন, "আমি একদা এক দিবারাত্রের জন্য আরামবোধ চেয়েছি।" আবার প্রশ্ন করা হলো, "কেনো প্রত্যহের জন্য আরামা চান নি?" জবাব দিলেন, "যেদিন আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করবো না, সেদিনই হচ্ছে আমার জন্য আরামদায়ক।"

হযরত হাতিম আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন: "একদা আমি এক যুদ্ধের ময়দানে ছিলাম। এক শত্রু আমাকে ধরে মাটিতে ফেলে জবাই করতে চাইলো। এ অবস্থায়ও আমার মধ্যে কোনো ভীতির সঞ্চার হলো না। আমার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা কি হয় তা দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ করে লোকটি ছুরি খুঁজতে লাগলো। আর তখনই অদৃশ্য থেকে একটি তীর এসে তার শরীরে প্রবেশ করলো। সে এতেই মৃত্যুবরণ করলো। এরপর আমি উঠে দাঁড়ালাম।"

হাতিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলতেন, "যে ব্যক্তি আমাদের রাস্তার পথিক হবে, সে যেনো তার জীবনে মৃত্যুর চারটি রং ধারণ করে নেয়: ১. সাদা মৃত্যু- এটা হলো ক্ষুধা। ২. কালো মৃত্যু- এটা হলো সৃষ্টির নির্যাতন সহ্য করা। ৩. লাল মৃত্যু- এটা হচ্ছে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে মিশ্রণমুক্ত পরিশুদ্ধ আমল। ৪. সবুজ মৃত্যু- এটা হলো এক তালির উপর আরেক তালি মারা কাপড় পরা।"

أبو زكريا الرازي الواعظ
আবু জাকারিয়া রাযী ওয়াইজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ نسيج وحدّه في وقته، له لسان في الرجاء خصوصاً، وكلام في المعرفة. خرج إلى بلخ، وأَقام بها مدَّة.
ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة: ثمان وخمسين ومائتين.
سمعت محمد بن الحسين رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله بن محمد ابن أحمد بن حمدان الكعبري يقول: سمعت أحمد بن محمد بن السرَّي يقول: سمعت أحمد بن عيسى يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: كيف يكون زاهداً من لا وَرع له؟! تورّع عما ليس لك، ثم ازهد فيما لك.
وبهذا الإسناد قال: جوع التوَّابين تجربة، وجوع الزاهدين سياسة، وجوع الصدِّيقين تكرمة.
وقال يحيى: الفوت أشد من الموت؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق.
وقال يحيى: الزهد ثلاثة أشياء، القلَّة، والخلوة، والجوع.
وقال يحيى: لا تربح على نفسك بشيء أجلّ من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها.
وقيل: إن يحيى بن معاذ تكلم ببلخ في تفضيل الغنى على الفقر، فأعطي ثلاثين ألف درهم، فقال بعض المشايخ: لا بارك الله له في هذ المال فخرج إلى نيسابور، فوقع عليه اللص وأخذ ذلك المال منه.
أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أبنأنا أبو القاسم عبد الله ابن الحسين بن بالويه الصوفي قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت الحسين بن علويه يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: من خان الله في السرِّ هتك الله ستره في العلانية.
سمعت عبد الله بن يوسف يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد العزيز المؤذَّن يقول: سمعت محمد بن محمد الجرجاني يقول: سمعت عليّ بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: تزكية الأشرار لك هُجْنة بك، وحبُّهم لك عيب عليك، وهانَ عليك من إحتاج إليك.

অনুবাদ: আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাযী ছিলেন 'ওয়াইজ' নামে প্রসিদ্ধ। যুগের এক বিরল ব্যক্তিত্ব, আল্লাহর রাহমাতের আশাপ্রাপ্তি এবং আল্লাহর মা'রিফাত লাভের কথাবার্তা বুঝিয়ে বলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ। তিনি বলখে চলে যেয়ে সেখানে দীর্ঘকাল থাকার পর নিশাপুরে আসেন। এখানে ১ বছর অবস্থান করে ২৫৮ হিজরিতে [৮৭২ ঈ] ইন্তিকাল করেন।

আবু জাকারিয়া রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে কিসের যাহিদ? তোমার অধীনে যা কিছু নেই তা থেকে তুমি পরহেজ করো। এরপর তোমার নিকট যা কিছু আসে তা থেকেও বৈরাগ্য অবলম্বন করো!"

তিনি আরো বলতেন, "অভিজ্ঞতা হলো তাওবাকারীদের ক্ষুধা। যাহিদদের ক্ষুধা হলো সিয়াসত। সিদ্দীকদের ক্ষুধা হলো সম্মানবোধ। হারিয়ে যাওয়া মৃত্যু থেকেও কঠিন। এর কারণ, হারিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো সত্যবিচ্যুত হওয়া। আর মৃত্যুর মর্ম হলো, সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।"

তিনি বলতেন, "যুহদ তিনিটি বৈশিষ্ট্যের সমষ্টির নাম: স্বল্পতা, নির্জনতা ও ক্ষুধার্ততা।"

একদা বলখে থাকাকালে তিনি দারিদ্র্যতার উপর ধনাঢ্যতার ফজিলত বর্ণনা করছিলেন। লোকে তাঁকে ত্রিশ হাজার দীনার হাদিয়া দিল। একজন শায়খ বললেন, আল্লাহ যেনো এই সম্পদের উপর কোনো বরকত নাজিল না করেন! রাযী এরপর নিশাপুরের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একদল দস্যু তাঁর উপর হামলা করে ও ত্রিশ হাজার দীনারসহ সর্বস্ব লুটে নেয়।

রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহর খিয়ানত করে, আল্লাহ তার গোপন পাপ প্রকাশ করে দেন।"

তিনি আরো বলতেন, “দুষ্ট লোকেরা যদি তোমার প্রশংসা করে, তাহলে তা তোমার জন্য অশুভ। তোমার প্রতি তাদের ভালোবাসাও দুষনীয়। তোমার মুখাপেক্ষী ব্যক্তি, তোমার জন্য অপদস্তকারী।”

أبو حامد بن خضرويه البلخي
আবু হামিদ ইবনে খাজরাওয়ী আল-বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخي من كبار مشايخ خراسان، صحب أبا تراب التخشبي.
قدم نيسابور، وزار أبا حفص، وخرج إلى بسطام في زيارة أبي يزيد البسطامي وكان كبيراً في الفتوَّة.
وقال أبو حفص: ما رأيت أحداً أكبر همَّة، ولا أصدق حالاً من أحمد بن خضرويه.
وكان أبو يزيد يقول: أستاذنا أحمد.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: كنت جالساً عند أحمد بن خضرويه، وهو في النزع، وكان قد أتي عليه خمس وتسعون سنة.
فسأله بعض أصحابه عن مسألة؛ فدمعت عيناه، وقال: يا بني، بابٌ كنت أدقه منذ خمس وتسعين سنة، وهو ذا يُفتح لي الساعة لا أدري أبباب السعادة يُفتح أم بالشقاوت؟ أنَّي لي أوان الجواب؟ قال: وكان عليه سبعمائة دينار، وغرماؤه عنده، فنظر إليهم. وقال: اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال، وأنت تأخذ عنهم وثيقَتَهم فأدّعنيِّ.
قال: فدّق داقٌّ الباب وقال: أين غرماء أحمد؟ فقضي عنه.
ثم خرجت روحه، ومات، رحمه الله، سنة أربعين ومائتين.
وقال أحمد بن خضرويه: لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة عليك لما ظفرت بك الشهوة.

অনুবাদ: আবু হামিদ আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী বলখী ছিলের খুরাশানের উচ্চপর্যায়ের একজন শায়খ। তিনি আবু তুরাব তাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভ করেন। নিশাপুরে গমন করে আবু হাফসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে বিস্তামে চলে যান। তিনি ছিলেন বীরত্বের অধিকারী।

আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, আমি আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী আর কাউকে দেখি নি।

আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন আমাদের উস্তাদ।

মুহাম্মদ ইবনে হামিদ বলেন, মৃত্যুর সময় আমি আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাশে ছিলাম। তখন তাঁর বয়স ৯৫ বছর। উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। এতে তাঁর চোখদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে ওঠলো। বললেন, “হে বৎস! ৯৫ বছর যাবৎ যে দরোজায় নাড়া দিয়ে আসছি, আজ তা খুলে যাওয়ার সময় এসে গেছে! আমি জানি না, এটি সৌভাগ্যের না দুর্ভাগ্যের দরোজা হবে। সুতরাং তোমার প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবো?” অসুস্থ থাকাকালে তিনি ৭০০ দীনারের ঋণগ্রস্ত ছিলেন। ঋণদাতারা পাশেই ছিলেন। তাদের দিকে চেয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি ধানঢ্যদেরকে প্রমাণপত্র হিসাবে বন্ধক দিয়েছ। সুতরাং তুমি এই প্রমাণপত্র গ্রহণ করো ও আমার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দাও।” কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে দরোজায় নাড়া পড়লো। একজন লোক এসে বললেন, কোথায় আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঋণদাতারা? এরপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। এর পরমুহূর্তেই তাঁর আত্মা বেরিয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাঁর মৃত্যুর সন ছিলো ২৪০ হিজরি [৮৫৫ ঈ]।

হযরত খাজরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “উদাসীনতার চেয়ে আর কঠিন কোনো ঘুম নেই। আর প্রবৃত্তির গোলোমির চেয়ে অধিক কঠিন কোনো গোলামি নেই।

সুতরাং তোমার মধ্যে যদি উদাসীনতার বোঝা না থাকে, তাহলে তোমার উপর প্রবৃত্তি কখনো জয়লাভ করতে পারবে না।"

أبو الحسين بن أبي الحواري
হযরত আবু হুসাইন ইবনে আবু হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسين أحمد بن أبي الحواري من أهل دمشق، صحب أبا سليمان الداراني وغيره، مات سنة: ثلاثين ومائتين. وكان الجنيد يقول: أحمد بن أبي الحواري: ريحانة الشام.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلبي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحبّ لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه.

وبهذا الإسناد يقول: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباطل عمله.

وبهذا الإسناد قال أحمد بن أبي الحواري: أفضل البكاء: بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقةَ.

وقال أحمد: ما ابتلي الله عبداً بشيء أشد من الغفلة والقسوة.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন দামেস্কোর অধিবাসী। আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য মাশাইখের সান্নিধ্য লাভ করেন। হিজরি ২৩০ সনে [৮৪৫ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হচ্ছেন শামের সৌরভ।"

আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি সংকল্প ও প্রেমের টানে দুনিয়ার প্রতি লক্ষ্য করবে, আল্লাহ তার অন্তর থেকে ইয়াকীন ও জুহদের নূর বিলুপ্ত করবেন।"

তিনি আরো বলতেন, "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের খেলাফ আমল করবে, তার আমল বাতিল।"

হযরত আরো বলতেন, “অহেতুক কাজে যে সময়টুকু ব্যয় হয়, তার জন্য আক্ষেপ করে কাঁদাই হলো শ্রেষ্ঠ ক্রন্দন।”

আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উদাসীনতা ও হৃদয়ের কঠোরতা থেকে আরো কোনো কঠিন বিষয় দিয়ে পরীক্ষা করেন না।”

أبو حفص الحداد

আবু হাফস হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد من قرية يقال لها كورداباذ على باب مدينة نيسابور، على طريق بخارى.

كان أحد الأئمة والسادة. مات سنة نيِّف وستين ومائتين.

قال أبو حفص: المعاصي يريد الكفر، كما أن الحمَّى يريد الموت.

وقال أبو حفص: إذا رأيت المريد يحب السماع فأعلم أن فيه بقية من البطالة.

وقال: حُسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن.

وقال: الفتوَّة: أداءالإنصاف، وترك مطالبة الإنصاف.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن موسى يقول: سمعت أبا علي الثقفي يقول: كان أبو حفص، يقول: من لم يزن أفعاله وأَحواله في كل وقت بالكتاب والسنَّة، ولم يتهم خواطره، فلا نعُده في ديوان الرجال.

অনুবাদ: আবু হাফস উমর ইবনে মাসলামাহ হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরাদাবাদ নামক গ্রামের বাসিন্দা। এটি নিশাপুর শহরে বুখারার রাস্তায় অবস্থিত। তিনি ছিলেন একজন সুফি ইমাম, ২৬০ হিজরিতে [৮৭৩ ঈ] ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: ১. পাপাচার হলো কুফরের ডাকঘর সদৃশ, যেরূপ জ্বর হলো মৃত্যুর ডাকঘর। ২. তুমি যখন মুরীদকে দেখবে সামা’ পছন্দ করছে, তখন মনে করবে তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান আছে কর্মহীনতা। ৩. বাহ্যিক শিষ্টাচারিতা অভ্যন্তরীণ শিষ্টাচারিতার নিদর্শন। ৪. ফুতুওয়াত [বাহাদুরী]

হলো নিজে ইনসাফের সাথে কার্য সম্পাদন করা। আর অন্যের কাছ থেকে ইনসাফ লাভের প্রত্যাশা বর্জন করা। ৫. যে ব্যক্তি তার কাজকর্মকে সর্বদা কুরআন-সুন্নার আলোকে যাচাই করবে না, আমরা তাকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকায় সম্পৃক্ত করবো না।

أبو تراب النخشبي

আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو تراب عسكر بن حصين النخشبي صاحب حاتماً الأصمَّ، وأبا حاتم العَّار المصري.

مات سنة: خمس وأربعين ومائتين.قيل: مات بالبادية نهسته السباع.

وقال ابن الجلاء: صحبت ستمائة شيخ، مالقيت فيهم مثل أربعة: أوَّلهم: أبو تراب النخشبي.

قال أبو تراب: الفقير قُوتُه: ما وجده، ولباسه: ماستره، ومسكنه: حيث نزل.

وقال أبو تراب: إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله، فإذا أخلص فيه وجد حلاوته ولذَّته وقت مباشرة الفعل.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت جدِّي إسماعيل بن نجيد يقول: كان أبو تراب النخشبي إذا رأى من أصحابه ما يكره زاد في اجتهاده وجدَّد توبته ويقول: بشؤمي دفعوا إلى ما دُفعوا إليه، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغيِّر ما بقوم حتى يغِّيروا ما بأنفسهم قال: وسمعته يقول أيضاً لأصحابه: من لبس منكم مُرَقعة فقد سأل، ومن قعد في خانقاه أو مسجد فقد سأل، ومن قرأ القرآنِ من مصحف، أو كيما يسمع الناس فقد سأل.

قال: وسمعته يقول: كان أبو تراب يقول: بيني وبين الله عهد أن لا أمد يدي إلى حرام إلا قصرت يدي عنه.

ونظر أبو تراب يوماً إلى صوفيٍّ من تلامذته قد مدَّ يده إلى قشر بطيخ، قد طوى ثلاثة أيام، فقال له أبو تراب: تمد يدك إلى قشر البطيخ؟ أنت لا يصلح لك التصوف، الزم السوق.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت أبا عبد الله القارسي يقول: سمعت أبا الحسين الرازي يقول: سمعت يوسف ابن الحسين يقول: سمعت أبا تراب النخشبي يقول: ما تمنت نفسي عليّ شيئاً قط، إلا مرة واحدة: تمنت عليَّ خبزاً وبيضاً، وأنا في سفري، فعدلت عن الطريق إلى قرية، فوثب رجل وتعلق بي وقال: كان هذا مع اللصوص، فبطحوني وضربوني سبعين خشبة. قال: فوقف علينا رجل صوفي، فصرخ وقال: ويحكم هذا أبو تراب النخشبي، فخلوني واعتذروا إليَّ وأدخلني الرجل منزله، وقدَّم إليَّ خبزاً وبيضاً، فقلت: كلْها بعد سبعين جلدة.

وحكى ابن الجلاء قال: دخل أبو تراب مكة طيِّب النفس، فقلت: أين أكلت أيُّها الأستاذ؟ فقال: أكلة بالبصرة، وأكلة بالنباج، وأكلة هاهنا.

অনুবাদ: আবু তুরাব আসকার ইবনে হুসাইন নাশখাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হাতিম আছম ও আবু হাতিম মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার শিষ্য। তিনি ২৪৫ হিজরিতে [৮৫৯ ঈ] ইন্তিকাল করেন। কথিত আছে, তিনি অরণ্যের ভেতর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেখানকার হিংস্র প্রাণী তাঁর লাশ ছিড়ে ফেলে। হযরত ইবনুল জালা' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি ৬০০ শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেছি। এদের মধ্যে চারজন ছিলেন অতুলনীয়। হযরত আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হচ্ছেন এই চারজনের শীর্ষে।"

আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ফকিরের জন্য তা-ই যথেষ্ট যেটুকু খাবার সে সামনে পেয়ে যায়। তার জন্য ঐটুকু লেবাসই যথেষ্ট যদ্বারা সে কোনমতে আবৃত হতে পারে। আর সেটাই হবে তার বাসস্থান যেখানেই সে অবস্থান করে।" তিনি আরো বলতেন, "মানুষ যখন কাজেকর্মে সত্যপথ অবলম্বন করে তখন কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই সে এর স্বাদ পেয়ে যায়।"

আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি খানক্বায় কিংবা মসজিদে বসবে, তাকেও প্রশ্ন করা হবে। আর যে মুসহাফ দেখে কুরআন তিলাওয়াত করে তাকেও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।"

আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি এবং আমার আল্লাহর মধ্যে একটি চুক্তি আছে। তাহলো, হারাম কোনো কাজের প্রতি হাত প্রসারিত করলে তা বেটে হয়ে যাবে।” একদা তাঁর এক সুফী শিষ্যের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, দীর্ঘ তিনদিন পর্যন্ত উপোস থাকার পর একখণ্ড তরমুজের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বললেন, “তুমি তরমুজ খাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছ। তোমার পক্ষে তাসাওউফচর্চা মানানসই নয়! তুমি বাজারে চলে যাও!”

হযরত আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “একদা আমার মনে রুটি ও ডিম খাওয়ার ইচ্ছা হলো। এ সময় আমি সফররত ছিলাম। রাস্তা ছেড়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম ও হাটতে লাগলাম। এক ব্যক্তি আমার উপর হামলা করলো। সে বললো, আমি নাকি চোরদের একজন সাথী। এরপর লোকজন আমাকে ধরে সত্তুরটি বেত্রাঘাত করলো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক সুফি ব্যক্তি। তিনি চিৎকার দিলেন, সর্বনাশ! ইনি তো আবু তুরাব নাখশাবী! একথা শোনে তারা আমাকে ছেড়ে দিল ও তাদের অন্যায় স্বীকার করলো। এরপর ঐ সুফি ব্যক্তি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খাওয়ার জন্য রুটি ও ডিম পরিবেশন করলেন। আমি মন্তব্য করলাম, এগুলো তো সত্তুরটি বেত্রাঘাতের বিনিময়!”

ইবনে জালা’ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি একদা মক্কা মুয়াজ্জমায় হযরত আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বেশ উৎফুল্লচিত্ত হিসাবে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘উস্তাদ! আপনি কোথায় আহার করেছেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এক লোকমা বসরায়, এক লোকমা নাবাজে এবং এক লোকমা এখানে!’”

أبو محمد عبد الله بن خبيق
আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে খুবায়িক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

من زهَّاد المتصوِّفة، صحب يوسف بن أَسباط. كان كوفيَّ الأصل. ولكنه سكن أَنطاكية.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الفرج الورثاني يقول: سمعت أبا الأزهر الميافارقيني يقول: سمعت فتح بن شخرف يقول: حدثني عبد الله ابن

حبيق أول ما لقيته فقال لي: يا خراساني، إنما هي أربع لا غير: عينك، ولسانك، وقلبك، وهواك.. فانظر عينك، لا تنظر بها إلى ما لايحل، وأنظر لسانك، لا تقل به شيئاً يعلم الله تعالى خلافه من قلبك؛ وانظر قلبك، لا يكن فيه غلٌّ ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوي به شيئاً من الشرِّ، فإذا لم يكن فيك هده الأربع من الخصال، فاجعل الرماد على رأسك؛ فقد شقيت.

وقال ابن خُبيق: لا نعتَمّ إلا من شيء يضرك غداً، ولا تفرح إلا بشيء يسرُّك غداً.

وقال ابن خبيق: وحشة العباد عن الحق، أو حشتْ منهم القلوب، ولو أنهم أنسوا بربِّهم لأنس بهم كل أحد.

وقال: أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي، وأطال منك الحزن على ما فاتك، وألزمك الفكرة في بقية عمرك. وأنفع الرجاء: ما سهَّل عليك العمل.

وقال: طول الاستماع إلى الباطل يطفىء حلاوة الطاعة من القلب.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন একজন যাহিদ ও সুফি। ইফস্ূফ ইবনে আসবাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভে ধন্য হোন। মূলত তিনি ছিলেন কুফী বংশদ্ভুত। তবে বসবাস করেন, আন্তাকিয়ায়।

আমি মুহাম্মদ বিন হুসাইনকে বলতে শুনেছি: আমি আবুল ফারাজ ওয়ারাতানীকে বলতে শুনেছি: আমি আবুল আজহার মাইয়্যাফারিক্বানিকে বলতে শুনেছি: আমি ফতেহ ইবনে শাহরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: "আবদুল্লাহ ইবনে খুবায়িক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর প্রথম যে কথাটি তিনি বলেছিলেন তাহলো, "হে খুরাশানী! মূল বিষয় হলো চারটি: [১] তোমার চোখ, [২] মুখ, [৩] অন্তর এবং [৪] প্রবৃত্তি। চোখের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। অবৈধ কোনো কিছুর উপর তা দ্বারা দৃষ্টিপাত করবে না। মুখের দিকে লক্ষ্য রাখো। তুমি এমন কোনো কথা বলো না, যার উল্টো ভাব হৃদয়ে পোষণ করো। আর আল্লাহ এর প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। হৃদয়ের প্রতি খেয়াল রেখো। তাতে কোনো মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের স্থান যেনো থাকে না। প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো। কোনো প্রকার অকল্যাণের সংকল্প করবে না। এ চারটি বৈশিষ্ট্য যদি তোমার মধ্যে না থাকে, তোমার মাথায় আগুনের অঙ্গার রাখো! তুমি বড়োই দুর্ভগ্যবান!"

তিনি আরো বললেন, "আগামীকাল যে জিনিসটি তোমাকে কষ্ট দেবে শুধু তা নিয়ে তুমি চিন্তিত হও। আগামীকাল যে বিষয়টি তোমাকে আনন্দ দেবে শুধু তা নিয়ে আনন্দবোধ করবে।"

তিনি বলতেন, "বান্দা যদি সত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হয় তখন তার হৃদয় অপরিচিত হয়ে ওঠবে। আর যদি রবের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সবাই তার সাথে সম্পর্ক গড়তে ইচ্ছুক হবে।"

হযরত আরো বলেন, "যে ভীতি তোমাকে পাপ থেকে বিরত রাখে, সেটাই হচ্ছে উপকারী ভীতি। যে প্রত্যাশা দ্বারা তোমার কাজ সহজ হয়, তা-ই হলো উপকারী প্রত্যাশা। অনর্থক কাজের প্রতি দীর্ঘ মনোনিবেশের দ্বারা অন্তর থেকে আনুগত্যের স্বাদ মিটে যায়।"

أبو علي الأنطاكي
আবু আলী আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي من أقران بشر بن الحارث، والسريِّ السقطي، والحارث المحاسبيّ.
وكان ابو سليمان الداراني يسميه: جاسوس القلب، لحدة فراسته.
وقال أحمد بن عاصم: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك.
وقال أحمد بن عاصم: قال الله تعالى: " إنما أموالكم وأولادكم فتنة " ونحن نستزيد من الفتنة.

অনুবাদ: আবু আলী আহমদ ইবনে আছিম আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন বিশর ইবনে হারিস, সারি সাকাতী ও হারিস মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সমসাময়িক সুফি। তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির জন্য আবু সুলাইমান দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে 'অন্তরের গোয়েন্দা' বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত আহমদ ইবনে আছিম আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যদি তুমি অন্তরের সংশোধনের প্রত্যাশী হও তাহলে মুখ নিয়ন্ত্রণে রেখে তাকে সাহায্য করো। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা’আলা ‘সম্পদ ও সন্তানকে’ ফিৎনা বলেছেন। আর আমরা এই ফিৎনা কেবল বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক!”

أبو السري منصور بن عمار
আবু সারী মানসুর ইবনে আম্মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

من أهل مرو، من قرية يقال لها: يرانقان. وقيل إنه من بوشنج أقام بالبصرة: وكان من الواعظين الأكابر. وقال منصور بن عمار: من جزع من مصائب الدنيا تحوَّلت مصيبته في دينه.

وقال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد: التواضع، والانكسار، وأحسن لباس العارفين: التقوي، قال الله تعالى: " ولباس التقوى ذلك خير. "

وقيل: إن سبب توبته أنه وجد في الطريق رقعة مكتوباً عليها " بسم الله الرحمن الرحيم " ، فرفعها، فلم يجد لها موضعاً فأكلها، فرأى في المنام كأن قائلا قال له: فتح الله عليك باب الحكمة؛ باحترامك لتلك الرقعة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا العباس القاصّ يقول: سمعت أبا الحسن الشعراني يقول: رأيت منصور بن عمار في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال قال لي: أنت منصور بن عمار؟ فقلت: بلى يا رب.

قال: أنت الذي كنتَّ تزهدِّ الناس في الدنيا وترغب فيها؟ قلت: قد كان ذلك يا رب، ولكني ما اتخذت مجلساً إلا بدأت بالثناء عليك وثنَّيت بالصلاة على نبيك؛ صلى الله عليه وسلم، وثلَّثت بالنصيحة لعبادك.

فقال: صدق، ضعوا له كرسياً، يمجدني في سمائي بين ملائكتي، كما كان يمجِّدني في أرضي بين عبادي.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন মারু নামক স্থানের অধিবাসী। তাঁর গ্রামের নাম ছিলো ইরানাকান। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বুশাঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। তবে থাকতেন বসরায়। খুব বড়ো মাপের বক্তা ছিলেন হযরত মানসুর ইবনে আম্মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলতেন, "দুনিয়ার কোনো মুসিবত হেতু যে ব্যক্তি হা-হতাশ করে, এই মুসিবতই তার জন্য দ্বীনের সম্মুখে এক বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।"

তিনি বলেন, "অনুনয়-বিনয় হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা সুন্দর পোশাক। তাকওয়া হচ্ছে 'আরিফদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, " وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ" - অর্থাৎ "তাক্বওয়ার লেবাস হলো সর্বোত্তম।" [সূরা আ'রাফ : ২৬]

হযরত সারী মানসুর ইবনে আম্মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাওবার ঘটনা হলো, একদা তিনি রাস্তার মধ্যে এক টুকরো কাগজ দেখতে পেলেন। এতে লিখা ছিলো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তিনি তা তুলে নিলেন। কোথায় রাখবেন তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি এটা ভক্ষণ করে ফেললেন! এ রাতে স্বপ্নে দেখলেন, অদৃশ্য থেকে আওয়াজ উঠছে, "ওহে! এই কাগজ টুকরোকে যেভাবে তুমি সম্মান করলে, তার বিনিময় স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দরোজা খুলে দিলেন।"

হযরত আবুল হাসান শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি একদা মানসুর ইবনে আম্মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করলেন? জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বললেন, তুমি কি মানসুর ইবনে আম্মার? বললাম, হাঁ- হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'তুমি লোকদেরকে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে আর নিজে ছিলে দুনিয়া-অনুরাগী!' বললাম, হাঁ- হে আমার প্রভু! তবে আমি যে মজলিসেই বসেছি, সেখানে প্রথমে তোমার গুণগান গেয়েছি। দ্বিতীয়ত তোমার নবীর উপর সালাত ও সালাম পেশ করেছি। আর তৃতীয়ত তোমার বান্দাদেরকে সদোপদেশ দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তখন বললেন, 'আমার বান্দা সত্য বলেছে। হে ফিরিশতারা! তোমরা তার জন্য আসন তৈরি করো। দুনিয়াতে বান্দাদের মধ্যে

সে যেভাবে আমার গুণগান করতো, ঊর্ধ্বজগতে ফিরিশতাদের মধ্যেও সে সেরূপ গুণগান করতে থাকবে।’”

أبو صالح القصار

আবু সালেহ আল-কাসসার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار نيسابوري، منه انتشر مذهب الملامتية بنيسابور صحب سلمان الباروسي، وأبا تراب النخشبي.

مات: سنة إحدى وسبعين ومائتين.

سئل حمدون: متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ فقال: إن تعين عليه أداء فرض من فرائض الله تعالى في علمه، أو خاف هلاك إنسان في بدعة، وهو يرجو أن ينجيه الله تعالى منها.

وقال: من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون، فقد أظهر الكبر.

وقال: مذ علمت أن للسلطان فراسة في الأشرار، ما خرج خوف السلطان من قلبي.

وقال: إذا رأيت سكرناً فتمايل؛ لئلا تبغي عليه، فتبتلي بمثل ذلك.

وقال عبد الله بن منازل: قلت لأبي صالح: أوصني.

فقال: " إن استطعت أن لا تغضب لشيء من الدنيا، فافعل. "

ومات صديق له، وهو عند رأسه، فلما مات أطفأ حمدون السراج. فقالوا له: في مثل هذا الوقت يزاد في السراج الدهنُ.

فقال لهم: إلى هذا الوقت كان الدهن له ومن هذا الوقت صار الجهن للورثة.

وقال حمدون: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال.

وقال: لا تفش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك.

অনুবাদ: আবু সালেহ হামদুন ইবনে আহমদ ইবনে উমারা কাসসার নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে ‘মালামাতিয়া’ সুফি তরীকার বিস্তার লাভ করে। তিনি সালমান বারুচী এবং আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সান্নিধ্য

লাভ করেন। তিনি ২৭১ হিজরিতে [৮৮০ ঈ] ইন্তিকাল করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একজন মানুষের জন্য কখন অন্য কারো সমালোচনা বৈধ হবে? তিনি জবাব দিলেন, "যদি তুমি মনে কারো এই সমালোচনা দ্বারা সমালোচিত ব্যক্তি একটি ফরয ইবাদাত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন, অথবা বিদআতের মধ্যে থেকে তার ধ্বংসের আশঙ্কা থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দেবেন, এরূপ প্রত্যাশা করলে তোমার জন্য তার সমালোচনা বৈধ হবে।"

আবু সালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "যে নিজেকে ফিরাউন থেকে উত্তম ভাবে, সে অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটালো।" তিনি বলেন, "আমি যখন থেকে জানতে পারলাম, বাদশার একটি অনিষ্টকর অন্তর্দৃষ্টি আছে, তখন আমার অন্তর থেকে তার ভয় আর বের হয় নি।"

আবদুল্লাহ ইবনে মানাযির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি আবু সালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আরয করলাম, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'পার্থিব কোনো বিষয়ের কারণে যদি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখো তাহলে তুমি সেটাই করো।'"

একদা তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় পাশে উপস্থিত ছিলেন। বন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন। উপস্থিত অন্যান্যরা জিজ্ঞেস করলেন, এ মুহূর্তে আপনি এ কী করলেন? এখন তো উচিত বাতির আলো বৃদ্ধির জন্য আরো তৈল প্রদান করা! তিনি জবাব দিলেন, "মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাতিটির মালিক তিনি ছিলেন। এখন এর মালিক তার উত্তরাধিকারীগণ।"

তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি পূর্বসুরী মনীষীদের জীবনচরিত পাঠ করবে সে তার নিজের ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতা উপলব্ধি করবে।" তিনি আরো বলতেন, "অন্যের দোষ-ত্রুটি যেগুলো নিজের হলে তুমি গোপন রাখতে পছন্দ করো, তা তুমি প্রকাশ করো না।"

أبو القاسم الجنيد بن محمد

আবুল ক্বাসিম জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

سيد هذه الطائفة وإمامهم. أصله من نهاوند. ومنشؤه بالعراق. وأبوه كان يبيع الزجاج؛ فلذلك يقال له: القواريري. وكان فقيهاً على مذهب أبي ثور وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة. صحب خاله السري، والحارث المحاسبي ومحمد بن علي القصاب. مات سنة: سبع وتسعين ومائتين.

سمعت محمد بن الحسين؛ رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن الحسين البغدادي يقول: سمعت الفراغاني يقول: سمعت الجنيد؛ وقد سئل: من العارف؟ قال: من نطق عن سرَّك وأنت ساكت.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد ابن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع؛ وترك الدنيا، وقطع المألوفات والمستحسنات.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة بالله: يصلون إلى ترك الحركات من باب البرِّ والتقربُّ إلى الله عزَّ وجلَّ.

فقال الجنيدِّ: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى، وإليه رجعوا فيها، ولو بقيتُ ألف عام لم أنقص من أعمال البرِّ ذرَّة إلا أن يحال بي دونها.

وقال الجنيد: إن أمكنك أن لا تكون آلة بينك إلا خزفاً، فأفعل.

وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من أقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا عمر الأنماطي يقول سمعت الجنيد يقول: لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة، ثم أعرض عنه لحظة، كان ما فاته أكثر مما ناله.

وقال الجنيد: من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيَّد بالكتاب والسنَّة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول عن الجنيد: مذهبنا هذا: مقيَّد بأصول الكتاب والسنَّة.

وقال الجنيد: علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنبأنا محمد بن الحسين رحمه الله، قال: سمعت أبا الحسين بن فارس يقول: سمعت أبا الحسين علي بن إبراهيم الحداد يقول: حضرت مجلس القاضي أبي العباس بن شريح، فتكلَّم في الفروع والأصول بكلام حسن عجبت منه، فلما رأي إعجابي قال: أتدري من أين هذا؟ قلت: يقول به القاضي.

فقال: هذا ببركة مجالسة أبي القاسم الجنيد.

وقيل للجنيد: من أين استفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسي بين يدي الله ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة. وأومأ إلى درجة في داره.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يحكي ذلك، وسمعته يقول: رؤى في يده سبحة، فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟! فقال: طريق به وصلت إلى ربي لا أفارقه.

سمعت الآستاذ أبا عليّ، رحمه الله يقول: كان الجني يدخل كل يوم حانوته، ويسبل الستر، ويصلي أربعمائة ركعة، ثم يعود إلى بيته.

وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد حين مات، فرأيته ختم القرآن.. ثم ابتدأ من البقرة. وقرأ سبعين آية ثم مات رحمه الله.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন আওলিয়াদের সর্দার। তাঁর পূর্বপূরুষরা নাহাওন্দের অধিবাসী ছিলেন। তবে তিনি জন্মগ্রহ করেন ইরাকে। সেখানেই প্রতিপালিত হন। তাঁর বাবা কাচ বিক্রি করতেন। এজন্য তাঁকে ‘কাওয়ারিরী’ বলা হতো। জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু সওর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। ২০ বছর বয়সে মজলিসে বসে ফাতওয়া প্রদান করতেন। তিনি তাঁর মামা সারী সাকাতী, হারিস মুহাসিবী এবং মুহাম্মাদ ইবনে আলী কাসসাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। ২৯৭ হিজরিতে [৯১০ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত ফারাগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, আরিফ কে? আমি তাকে উত্তর দিতে শুনেছি, "যে নাকি তোমার গোপনীয়তা সম্পর্কে কথা বলে আর তুমি তাতে নীরব থাকো- সে-ই আরিফ।" তিনি বলতেন, "আমরা অধিক কথাবার্তা ও প্রশ্ন দ্বারা তাসাওউফ লাভ করি নি। বরং ক্ষুধা, দুনিয়া বর্জন এবং আরাম-বিলাসিতা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তাসাওউফ অর্জন করেছি।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ঐসব লোকই হলেন আল্লাহর মা'রিফাতের অধিকারী যারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার পর চাঞ্চল্যতা বর্জন করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "একদল লোক আমল বর্জনের কথা বলে। এটা আমার নিকট বিরাট একটি ব্যাপার। যে ব্যক্তি চুরি-ব্যভিচার করে, সে-ও এরূপ বক্তব্যধারীদের থেকে উত্তম! আল্লাহর মা'রিফাত লাভকারী লোকজন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আমল করেন। আমি যদি হাজার বছর বেঁচে থাকি তবুও এক কণা পরিমাণ নেক আমল বর্জন করবো না।"

তিনি বলেন, "যদি সম্ভব হয় নিজেকে একটি মৃত কায়া মনে করো।" হযরত আরো বলতেন, "সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, কেবলমাত্র তার জন্য বন্ধ হয় নি, যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।"

জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "কোনো সত্যবাদী মানুষ যদি হাজার হাজার বছর আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন, এরপর একটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহ থেকে মুখ ফিরান, তাহলে তার প্রাপ্তি থেকে হারানোর মাত্রাই হবে বেশী।" তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন [অল্প হলেও- অনুবাদক] মুখস্ত করে নি। হাদীস লিপিবদ্ধ করে নি। তাসাওউফ অধ্যায়ে তাকে অনুসরণ করা যাবে না। কারণ, আমাদের ইলম কুরআন ও সুন্নার সাথে সম্পৃক্ত।"

হযরত আবুল হুসাইন হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি কাজী আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইহের মজলিসে উপস্থিত হতাম। তিনি মূলনীতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সুগভীর আলোচনা করতেন। আমার মাঝে আশ্চর্যবোধের চিহ্ন লক্ষ্য

করে তিনি বললেন, "তুমি কি জানো আমি এ জ্ঞান কোথায় পেয়েছি?" বললাম, আপনিই উত্তর দিন। তিনি বললেন, "এটা হলো আবুল ক্বাসিম জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভের বরকত।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনি এই জ্ঞান কোত্থেকে অর্জন করলেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি ঐ সিড়িতে ত্রিশ বছর যাবৎ আল্লাহ তা'আলার সামনে বসা ছিলাম।" কথাটি বলার সময় তিনি নিজের কক্ষের একটি সিড়ির দিকে ইশারা করলেন।

এদকা তার হাতে তাসবিহের ছড়া দেখা গেল। প্রশ্ন করা হলো, এতো সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেনো এটা হাতে ধারণ করছেন? তিনি জবাব দিলেন, "আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছি এ রাস্তায়ই। সুতরাং আমি তা কখনো বর্জন করবো না।"

জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যহ নিজের দোকানে যেয়ে পর্দা ফেলে দিতেন। চারশ' রাকআত নামায আদায় করতেন। এরপর বাড়িতে চলে যেতেন।

আবু বকর আতাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মৃত্যুকালীন সময় আমি জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাশে বসা ছিলাম। তিনি তখন কুরআন পাঠরত ছিলেন। যখন সূরাতুল বাক্বারার সত্তুর আয়াত পড়ে শেষ করেন তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।"

أبو عثمان الجبري

আবু উসমান জাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الجبري المقيم بنيسابور. وكان من الري صحب شاه الكرماني، ويحيى ابن معاذ الرازي ثم ورد نيسابور، مع شاه الكرماني؛ على أبي حفص الحداد وأقام عنده، وتخرَّج به، وزوجه أبو حفص ابنته.
مات سنة ثمان وتسعين ومائتين، وعاش بعد أبي حفص نيفا وثلاثين سنة.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا عمر بن حمدان يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لا يكمل إيمان الرجل حتى يستوي في قلبه أربعة أشياء: المنع، والإعطاء، والعزّ، والذلُّ.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول: سمعت بعض أصحاب أبي عثمان قول: سمعت أبا عثمان، يقول: صحبت أبا حفص مدَّة، وأنا شاب، فطردني مرَّة، وقال: لا تجلس عندي.
فقمت، ولم أوَله ظهري، وانصرفت إلى ورائي، ووجهي إلى وجهه.. حتى غبت عن عينيه، وجعلت على نفسي: أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج منها إلا بأمره. فلما رأي ذلك أدناني، وجعلني من خواصِّ أصحابه. قال: وكان يقول في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم: أبو عثمان: بِنيسَابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد الله بن الجلاء بالشام.
وقال أبو عثمان: منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حال فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخته.
سمعت الشيخ أبا الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: سمعت عبد الله ابن محمد الشعراني يقول: سمعت أبا عثمان يقول ذلك.
ولما تغيَّر على أبي عثمان الحال مزّق ابنه أبو بكر قميصاً على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: خلاف السُّنة يا بني في الظاهر، علامة رياء في الباطن.
سمعت محمد بن الحسين، يقول: سمعت محمد بن أحمد الملامتي يقول: سمعت أبا الحسين الوَّراق يقول: سمعت أبا عثمان يقول: الصحبة مع الله: بحسن الأدب؛ ودوام الهيبة، والمراقبة.
والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتِّباع سنَّته، ولزوم ظاهر العلم.
والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة.
والصحبة مع الأهل: بحسن الخلق.
والصحبة مع الأخوان: بدوام البشر ما لم يكن إثما.
والصحبة مع الجهَّال: بالدعاء لهم والرحمة عليهم.
سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله يقول: سمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من أمَّر السنَّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة،

ومن أمَّر الهوي على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة، قال الله تعالى: ون تطيعوه تهتدوا.

অনুবাদ: আবু উসমান সাঈদ ইবনে ইসমাঈল জাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশাপুরের বাসিন্দা ছিলেন। রায়ের অধিবাসী এই ওলি শাহ কিরমানী এবং ইয়াহইয়া মুআজ রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সান্নিধ্য লাভ করেন। শাহ কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে নিশাপুরে গমন করেন। এখানে আবু হাফস হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে অবস্থান করেন। তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২৯৮ হিজরিতে [৯১০ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "একজন মানুষের অন্তরে যদি চারটি বিষয় সমানভাবে বিদ্যমান না থাকে তাহলে তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এগুলো হলো: অস্বীকৃতি, দান, সম্মানবোধ ও অপদস্ততা।" তিনি বলেন, "আমি যুবক থাকতে আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে ছিলাম। একদিন তিনি আমাকে স্বীয় মজলিস থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বললেন, তুমি আমার কাছে আর বসবে না। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তাঁর মুখের দিকে মুখ রেখে পেছন দিকে হাঁটতে থাকি। এভাবে আমি তাঁর সামন থেকে চলে যাই। মনে মনে ভাবলাম, তাঁর দরোজার সামনে একটি কামরা তৈরী করবো। নির্দেশ ব্যতীত একবারও ঐ কামরা থেকে বের হবো না। আমি ঠিক তা-ই করলাম ও এভাবে থাকতে লাগলাম। আমার অবস্থা দেখে দয়া করলেন, পুনরায় কাছে ডেকে নিলেন ও বিশেষ সাথীদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।"

আবু উমর ইবনে হামদান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "পৃথিবীতে কেবল তিনজন মানুষই আছেন, চতুর্থ আর কেউ নেই! এরা হলেন নিশাপুরের আবু উসমান, বাগদাদের জুনাইদ ও শামের আবু আবদুল্লা ইবনে জালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।" হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কোনো অবস্থায় রাখেন নি, যা আমার নিকট অপছন্দনীয় ছিলো।"

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার পর ছেলে এসে তাঁর জামাটি ছিড়ে ফেললো। আবু উসমান চোখ খুলে বললেন, "হে বৎস! বাহ্যত এটা সুন্নাতের খেলাফ আর অভ্যন্তরীণভাবে তাহলো রিয়ার আলামত।"

তিনি বলতেন, "আল্লাহর সঙ্গে সান্নিধ্য লাভ হবে ভদ্রতা, ভয় ও মুরাক্বাবার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সান্নিধ্য লাভ হবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। আল্লাহর ওলিদের সন্নিধ্য হয় তাঁদের প্রতি সম্মান ও খিদমাত দ্বারা। পরিবার পরিজনের সান্নিধ্য লাভ হয় সদাচরণের মাধ্যমে। বন্ধুদের সান্নিধ্য হবে আনন্দের দ্বারা যতক্ষণ না তা পাপে পরিণত হয়। আর মূর্খদের সান্নিধ্য হয় তাদের জন্য দু'আ ও করুণা কামনা দ্বারা।"

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে সুন্নাতের অনুসরণ করবে, তার মুখ দিয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা বের হবে। অপরদিকে যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে তার দ্বারা সৃষ্টি হবে বিদআত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: " وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا"- অর্থাৎ: "তোমরা যদি তাঁর [রাসূলের] আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে"। [সূরা নূর : ৫৪]

أبو الحسين النوري

আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسين أحمد بن محمد النوري بغدادي المولد والمنشأ، بغوي الأصل. صحب السريَّ السقطي، وابن أبي الحواري. وكان من أقران الجنيد رحمه الله. مات سنة: خمس وتسعين ومائتين. وكان كبير الشأن، حسن المعاملة واللسان.

قال النوري، رحمه الله: التصوُّف: ترك كل حظ للنفس.

وقال النوري: أعزُ الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقة.

سمعت أبا عبد الله الصوفي، رحمه الله، يقول: سمعت أحمد بن محمد البرذعي يقول: سمعت المرتعش يقول: سمعت النوري يقول: من رأيته يدَّعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربنَّ منه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول: منذ مات النوري لم يخْبِر عن حقيقة الصدق أحد.

وقال أبو أحمد المغازلي: مارأيت أعبد من النوري، قيل: ولا الجنيد. قال: ولا الجنيد.

وقال النوري: كانت المواقع غطاءً على الدرِّ، فصارت اليوم مزابل على جيّف.

وقيل: كان يخرج كلَّ يوم من داره، ويحمل الخبز معه. ثم يتصدَّق به في الطريق، ويدخل مسجداً يصِّلي فيه إلى قريب من الظهر؛ ثم يخرج منه ويفتح باب حانوته، ويصوم.

فكان أهله يتوهَّمون أنه يأكل في السوق، وأهل السوق يتوهَّمون أنه يأكل في بيته. وبقي على هذا في ابتدائه عشرين سنة.

অনুবাদ: আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগাভী বংশের লোক ছিলেন। সারি সাকাতী এবং ইবনে আবি হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক যুগে জীবিত ছিলেন। হিজরী ২৯৫ সালে [৯০৭ ঈ] মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত উঁচু মানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। লেনদেন ও কথাবার্তায় অত্যন্ত স্বচ্ছতাবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন, “প্রবৃত্তির বিলাসিতা ছেড়ে দেওয়ার নামই হচ্ছে তাসাওউফ। আমাদের যুগে দু’টি বিষয় খুবই কঠিন: ১. আলিমের জন্য ইলম অনুযায়ী আমল করা ও ২. আরিফের জন্য হাক্বিকাত নিয়ে কথা বলা।”

হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তিকে তুমি লক্ষ্য করবে সে আল্লাহর সাথে আছে বলে দাবী করছে, অথচ তার জীবন শরীয়তের গণ্ডির বাইরে, তুমি কখনো তার নিকটবর্তী হবে না।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের পর থেকে হাক্বিকাত সম্পর্কে আর কেউই সংবাদ প্রদান করেন নি।" হযরত আবু আহমদ মাগাজালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির থেকে এতো বেশী ইবাদাতগুজার আর কাউকে দেখি নি।" প্রশ্ন করা হলো, জুনাইদ থেকেও? জবাব দিলেন, "হাঁ, জুনাইদ থেকেও।"

কথিত আছে নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যহ রুটি হাতে নিয়ে বের হতেন এবং রাস্তার লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিতেন। প্রায় যুহর পর্যন্ত মসজিদে নামায আদায়রত থাকতেন। মসজিদ থেকে বের হয়ে দোকানে চলে যেতেন কিন্তু রোযাদার থাকতেন। ঘরের লোকজন ভাবতো, তিনি বাজারে যেয়ে খাওয়া-দাওয়া করছেন। অপরদিকে বাজারের লোকজন মনে করতো, তিনি ঘরে যেয়ে খানাপিনা করছেন। জীবনের প্রারম্ভিক বিশ বছর তাঁর এভাবেই কেটে যায়।

أبو عبد الله الجلاء

আবু আবদুল্লাহ আহমদ জাল্লা' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء بغداديٌّ الأصل، أقام بالرملة ودمشق. من أكابر مشايخ الشام.

صحب أبا تراب، وذا النون، وأبا عبيد البُسري؛ وأباه يحيى الجلاَّء.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن عبد العزيز الطبري يقول: سمعت أبا عمر الدمشقي، يقول: سمعت ابن الجلاَّء يقول: قلت لأبي وأمي: أحبُّ أن تهباني لله عزَّ وجل. فقالا: قد وهبناك لله عز وجلَّ.

فغبت عنهما مدَّة، فلما رجعت كانت ليلة مطيرة، فدققت الباب، فقال لي أبي: من ذا؟ قلت: ولدك أحمد.

فقال: كان لنا ولد، فوهبناه لله تعالى، ونحن من العرب لا نسترجع ما وهبناه.
ولم يفتح لي الباب.
وقال ابن الجلاَّء: من استوى عنده المدح والذم، فهو زاهد. ومن حافظ على الفرائض في أول موافيتها فهو عابد، ومن رأى الأفعال كلها من الله، فهو مُوحِّد لا يرى إلا وَاحداً.
ولما مات ابن الجلاَّء نظروا إليه، وهو يضحك: فقال الطبيب: إنه حي.
ثم نظر إلى مجسَّته فقال: إنه ميت. ثم كشف عن وجهه، فقال: لا أدري أهو ميت أم حي!! وكان في داخل جلده عِرق على شكل الله.
وقال ابن الجلاَّء، رحمه الله، كنت أمشي مع أستاذي، فرأيت حدثاً جميلاً فقلت: يا أستاذي، تُرى يعذِّب الله هذه الصورة؟ فقال: أوَ نظرت إليهّ ستری غبَّه.
قال: فنسيت القرآن بعده بعشرين سنة.

অনুবাদ: আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া জাল্লা’ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে বসবাস করেন রামলা ও দামেস্কোতে। শামদেশের একজন উচ্চ পর্যায়ের শায়খ হিসাবে গণ্য ছিলেন। তিনি আবু তুরাব [নাখশাবী], যুননূন মিসরী, আবু উবায়দ বসরী এবং স্বীয় পিতা ইয়াহইয়া জাল্লা’ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন।

ইবনুল জাল্লা’ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি পিতা-মাতার নিকট আরজ করলাম, আমার ইচ্ছা হলো আপনারা আমাকে আল্লাহর জন্য দান করে দিন! তাঁরা জবাব দিলেন, অবশ্যই, আমরা আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লার জন্য তোমাকে দান করে দিলাম। এরপর থেকে আমি দীর্ঘদিন তাঁদের থেকে দূরে ছিলাম। বৃষ্টিকালীন এক রাতে আমি বাড়িতে ফিরে গেলাম। দরোজায় করাঘাত করলাম। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি জবাব দিলাম, তোমার ছেলে আহমদ। তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের একটি সন্তান ছিলো, তাকে আমরা আল্লাহর জন্য দান করে দিয়েছি। আমরা আরব জাতি দানকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেই না। একথা বলে তিনি দরোজা খোলা থেকে বিরত রইলেন।”

ইবনুল জাল্লা' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যার কাছে প্রশংসা ও নিন্দা সমান রূপ লাভ করে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত যাহিদ। যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে ফারাইয আঞ্জাম দিতে যতœবান থাকে, সে-ই প্রকৃত আবিদ। আর যে ব্যক্তি সকল কাজকর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে বলে প্রত্যক্ষ করে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত মুয়াহিহদ তথা একত্ববাদী। সে একক সত্তা ছাড়া আর কাউকে দেখে না।"

হযরত ইবনুল জাল্লা' রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে আসলো। লোকজন দেখলো তিনি হাসছেন। চিকিৎসক বললেন, তিনি জীবিত। এরপর যখন তাঁর শরীর পরীক্ষা করা হলো, তখন সকলে ঘোষণা দিলেন তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর মুখের কাপড় সরিয়ে চিকিৎসক বললেন, আমি জানি না তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, না এখনো জীবিত আছেন। তাঁর চামড়ার ভেতর 'الله' শব্দের আকৃতিধারী একটি ধমনী দৃশ্যমান ছিলো।

ইবনুল জাল্লা' বলেন, "একদা আমি আমার উস্তাদের সাথে হাঁটছিলাম। অত্যন্ত সুদর্শন এক ছেলে চোখে পড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে উস্তাদ! আপনি কি মনে করেন এরূপ সুন্দর আকৃতিকেও আল্লাহ শাস্তি দেবেন? তিনি জবাব দিলেন, তুমি কি এর প্রতি দৃষ্টিপাত করছো? দেখবে এর পরিণাম কী হয়? সত্যি বলতে কি, এরপর বিশ বছরের জন্য আমি কুরআন শরীফ ভুলে যাই!"

أبو محمد رويم بن أحمد
আবু মুহাম্মাদ রুয়াইম ইবনে আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

بغداديٌّ، من أجلَّة المشايخ. مات: سنة ثلاثة وثمانمائة.
وكان مقرئاً، وفقيها على مذهب داود.
قال رويم: من حِكم الحكيم، أن يوسِّع على إخوانه في الأحكام، ويضيِّق على نفسه فيها، فإن للتوسعة عليهم اتباع العلم، والتضييق على نفسه من حكم الورع.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الواحد ابن بكر يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: سألت رويما، فقلت: أوصني.

فقال: ما هذا الأمر، إلا ببذل الروح، فإن أمكنك الدخول فيه مع هذا، وإلا فلا تشتغل بترَّهات الصوفية.
وقال رويم: قعودك مع كل طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية، فإن كل الخَلق قعدوا على الرسوم، وقعدت هذه الطائفة على الحقائق وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع، وطالب هؤلاء أنفسَهم بحقيقة الورع، ومداومة الصدق، فمن قعد معهم وخالفهم في شيء مما يتحققون به نزع الله نورَ الإيمان من قلبه.
وقال رويم: اجتزت ببغداد وقت الهاجرة ببعض السكك، وأنا عطشان، فاستقيت من دار، ففتحت صبيَّة بابها، ومعها كوز، فلما رأتني قالت: صوفيٌّ يشرب بالنهار!! فما أفطرتُ بعد ذلك اليوم قط.
وقال رويم: إذا رزقك الله المقال، والفعال، فأخذ منك المقال وأبقى عليك الفعال فإنها نعمة، وإذا أخذ منك الفعال، وأبقى عليك المقال، فإنها مصيبة، وإذا أخذ منك كليهما فهي نقمة وعقوبة.

অনুবাদ: বাগদাদ শহরের বাসিন্দা এই উচ্চ পর্যায়ের শায়খ ৩০৩ হিজরিতে [৯১৫ ঈ] মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং দাউদ আল-জাহিরীর মাজহাবের ফকীহ ছিলেন। রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "জ্ঞানী লোকের জ্ঞানের পরিচয় হলো, তিনি তার ভাইয়ের প্রশস্ততা ও নিজের জন্য সংক্ষীর্ণতার পন্থাবলম্বন করেন। কারণ বন্ধু-বান্ধবদের জন্য প্রশস্ত করে দেওয়া হলো জ্ঞানের দাবী। আর নিজের জন্য সংক্ষীর্ণতার পন্থাবলম্বন হচ্ছে তাক্বওয়ার দাবী।"

আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আরয করলাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "রূহকে তাসাওউফের জন্য ব্যস্ত করে দিতে হবে। যদি এটা তোমার জন্য সম্ভব হয় তাহলে তাতে তুমি অগ্রসর করো, অন্যথায় সুফিদের সাধনায় লিপ্ত হয়ো না।" তিনি আরো বলতেন, "সুফিদের মজলিসের চেয়ে অন্যান্য ব্যক্তিদের মজলিসে বসা তোমার জন্য নিরাপদ। কারণ সাধারণ লোকের মজলিস হয় রুসম ও রিওয়াজের ভিত্তিতে। অন্যদিকে সুফিদের জামাআত অনুষ্ঠিত হয় হাক্বিক্বাত নিয়ে। জনসাধারণ শরীয়তের বাহ্যিক দিক নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর সুফিরা থাকেন তাকওয়ার হাক্বিকাত

নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং কেউ যদি এদের সাথে বসে এবং যেসব ব্যাপার নিয়ে তারা কথাবার্তা বলেন, তা শ্রবণ করে ঐ সাধারণ শ্রোতা ভুল বুঝে ফেলেন, তাহলে তাঁর ঈমানের নূর হৃদয় থেকে আল্লাহ তা'আলা ছিনিয়ে নিতে পারেন।"

হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "আমি একদা দুপুর বেলা বাগদাদের রাস্তার উপর হাঁটছিলাম। আমি বেশ পিপাসার্ত হলাম। একটি বাড়িতে যেয়ে পানি চাইলাম। একটি ছোট্ট বালিকা পানির পাত্র নিয়ে বের হয়ে আসলো। সে আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলো, সুফিরাও কি দিনের বেলায় পানি পান করেন? এরপর থেকে আমি কখনো রোযা রাখা থেকে বিরত থাকি নি।"

তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি শব্দ ও আমল প্রদান করেছেন। তিনি যদি তোমার থেকে শব্দ ছিনিয়ে নেন ও আমলের সাথে রাখেন, এটা একটি দয়া। আর তিনি যদি আমল ছিনিয়ে নেন এবং তোমার প্রতি শব্দ রেখে দেন, তাহলে এটা হবে দুর্ভোগ। তিনি যদি উভয়টি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন তাহলে তো এটা হবে ভয়ঙ্কর শাস্তি।"

أبو عبد الله البلخي

আবু আবদুল্লাহ বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي ساكن سمرقند: بلخي الأصل، أخرج منها، فدخل سمرقند، ومات بها.

وصحب أحمد بن خَضْرويه، وغيره، وكان أبو عثمان الحيري يميل إليه جداً.

مات سنة: تسع عشرة وثلاثمائة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أحمد ابن محمد القرَّاء، يقول: سمعت أبا بكر بن عثمان يقول: كتب أبو عثمان الحيري إلى محمد بن الفضل يسأله: ما علامة الشقاوة؟ فقال: ثلاثة أشياء: يُرزق العلم ويحرم العمل، ويرزق العمل ويحرم الإخلاص، ويرزق صحبة الصالحين ولا يحترمُ لهم.

وكان أبو عثمان الحيري يقول: محمد بن الفضل سمسار الرجال.

سمعت محمد الحسين يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت محمد ابن الفضل يقول: الراحة في السِّجن من أماني النفوس.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون مالا يعلمون، ويمنعون الناس من التعلم.

وبهذا الإسناد، قال: العجب ممن يقطع المفاوز ليصل إلى بيته، فيرى آثار النبوة، كيف لا يقطع نفسه وهواه، ليصل إلى قلبه فيرى آثار رِّبه عزَّ وجلّ؟ وقال: إذا رأيت المريد يستزيد من الدنيا، فذلك من علامات إدباره.

وسئل عن الزهد، فقال: النظر إلى الدنيا بعين النقص والإعراض عنها تعزُّزاً، وتظرفاً، وتشرفاً.

অনুবাদ: তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফজল বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলখে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর সমরকন্দ যেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী এবং অন্যান্য শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেন। আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। হিজরি ৩১৮ সনে [৯৩১ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাম্মদ বিন ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পত্রযোগে প্রশ্ন করলেন, হযরত! [আখিরাতে] দুর্ভাগ্যের নিদর্শন কি বলুন? তিনি উত্তর লিখলেন, "দুর্ভাগ্যের নিদর্শন হলো তিনটি: ১. ইলমের অধিকারী হবে, কিন্তু আমল থেকে বঞ্চিত থাকবে। ২. আমল করতে সক্ষম হবে কিন্তু ইখলাস থেকে বঞ্চিত হবে। ৩. নেক লোকদের সুহবত পাবে কিন্তু তাঁদের প্রতি সম্মান থাকবে না।"

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: "মুহাম্মদ বিন ফজল হলেন মানবের 'দালাল'।"

মুহাম্মদ বিন ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: "প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ থেকে কারাগারের জীবন উত্তম।" তিনি বলেন, "চার ধরনের লোক থেকে ইসলাম চলে যায়: ১. যারা যা আমল করে তার জন্য ইলম অর্জন করে না। ২. যারা এমন আমল করে যার উপর তাদের কোনো জ্ঞান নেই। ৩. যাকিছু জানার তা জানার চেষ্টা করে না। ৪. যারা লোকদেরকে জ্ঞানার্জন থেকে বাঁধাদান করে।" তিনি বলতেন, "ঐ লোকের জন্য আমি আশ্চর্যবোধ করি যে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে এবং নবুওয়াতের কিছু নিদর্শন অবলোকন করে। অথচ সে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে- সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় না, যেখানে সে তার রবের নিদর্শন অবলোকন করতে পারে।" তিনি বলেন: "তুমি যখন দেখবে মুরীদ কেবল দুনিয়ার স্বার্থের আধিক্য চায়, তখন মনে করবে, এটাই তার পশ্চাদগামিতার নিদর্শন।"

তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো যুহদ কি? তিনি জাবাব দিলেন, "হীন দৃষ্টিতে দুনিয়াপানে তাকানো এবং অহঙ্কার, মর্যাদা ও অবজ্ঞার সাথে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।"

أبو بكر الزقاق الكبير
আবু বকর জাক্কাক কাবীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير كان من أقران الجنيد. من أكابر مصر.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت الحسين بن أحمد يقول: سمعت الكتاني يقول: لما مات الزَّقاق انقطعت حُجَّةِ الفقراء في دخولهم مصر.
وقال الزقاق: من لم يصحبه التقّي في فقر أكل الحرام المحض.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد ابن عبد الله بن عبد العزيز يقول: سمعت الزقّاق يقول: تهت في تيه بني إسرائيل مقدار خمسة عشر يوماً، فلما وقعتُ على الطريق استقبلني إنسان جندي، فسقاني شربة من ماء، فعادت قسوتها على قلبي ثلاثين سنة.

অনুবাদ: আবু বকর আহমদ ইবনে নসর জাক্কাক কাবীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ছিলেন মিসরের বড় শায়খ। কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত জাক্কাক যখন

ইন্তিকাল করলেন, তখন থেকে মিসরে দরবেশদের আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হযরত জাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে কেউ [তার] দারিদ্র্যতার সঙ্গে পরহেজগারী যুক্ত রাখে না, সে হারাম খাবার খাচ্ছে!”

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আবু বকর জাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: [জাক্কাক বলেন] “আমি একদা বনী ঈসরাইলের উপত্যকায় ১৫ দিন পর্যন্ত হারিয়ে যাই। একদিন রাস্তায় বসা ছিলাম। এসময় এক সৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি আমাকে পানি পান করালেন। পরবর্তীতে এই পানি পানের কারণে দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ আমার হৃদয়ে কাঠিন্যতা বিরাজ করছিলো।”

أبو عبد الله المكي

আবু আবদুল্লাহ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي لقي أبا عبد الله النباجي، وصحب أبا سعيد الخرَّاز وغيره.

شيخ القوم، وإمام الطائفة في الأصول والطريقة.

مات ببغداد سنة: إحدى وتسعين ومائتين.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن عبد الله ابن شاذان، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت عمرو ابن عثمان المكي يقول:كل ما توهمه قلبك، أو رسخ في مجاري فكرتك، أو خطر في معارضات قلبك من حسن، أو بهاء، أو أنس، أو جمال، أو ضياء، أو شبح، أو نور، أو شخص، أو خيال، فالله تعالى بعيد من ذلك، ألا تسمع إلى قوله تعالى: " ليس كمثله شيء؛ وهو السميع البصير " وقال: " لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد " .

وبهذا الإسناد قال: العلم قائد، والخوف سائق، والنفس حَرون بين ذلك، جَموح، خدَّاعة، مراوغة، فأحذرها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد.

وقال: لا تقع على الواجد عبارة، لأنه سر الله عند المؤمنين .

অনুবাদ: আবু আবদুল্লাহ আমর ইবনে উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবদুল্লাহ নাবাজী এবং আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাসহ অনেক বুজুর্গের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হোন। তিনি ছিলেন যুগের উম্মার শায়খ এবং ফিকহ ও তরীকাতের ইমাম। তিনি বাগদাদে ২৯১ হিজরিতে [৯০৩ ঈ] ইন্তিকাল করেন।

হযরত উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তোমার হৃদয়ে যতো প্রকার সৌন্দর্য, ঘনিষ্ঠতা, আলো, আকৃতি এবং কল্পনার উদয় হোক না কেনো, আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি কি আল্লাহর ঐসব বাণী শুনতে পাওনা: "ليس كمثله شيء؛ وهو السميع البصير" - "কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।" এবং "لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد" - "তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই"?

একই সূত্রে জানা যায়, তিনি বলতেন, "ইলম টেনে নেয়, ভয় তাড়িয়ে দেয় আর নফস্ হলো এ উভয়ের মধ্যে ঘুর্ণনরত ধোঁকাবাজ। সুতরাং জ্ঞানের নীতি দিয়ে তাকে সাবধান করো আর ভয় দিয়ে তাকে তাড়াও! এতেই তোমার লক্ষ্যার্জন হবে।"

হযরত মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "উয়াজ্দগ্রস্ত [আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের অনুভূতিসম্পন্ন] ব্যক্তির উপর কোনো আলোচনা চলে না। কারণ এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনের জন্য একটি নিগূঢ় রহস্য।"

سمنون بن حمزة
হযরত সামনূন ইবনে হামযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

وكنيته: أبو الحسن، ويقال: أبو القاسم. صحب السرَّي، وأبا أحمد القلانسي، ومحمد بن علي القصَّار؛ وغيرهم. قيل إنه أنشد:

وليس لي في سواك حظ ... فكيفما شئت فاختبرني

فأخذه الأسر من ساعته فكان يدور على المكاتب، ويقول: ادعوا لعمِّكم الكذَّاب.

وقيل: إنه أنشد هذه الأبيات، فقال بعض أصحابه لبعض: سمعت البارحة، وكنت في الرُستاق صوت أستاذنا سمنون يدعو الله، ويتضَرَّع إليه، ويسأله الشفاء.
فقال آخر: وأنا أيضاً، كنت سمعت هذا البارحة، وكنت بالموضع الفلاني.
فقال ثالث، ورابع، مثل هذا، فأخبر سمنون، وكان قد امتُحن بعلّة الأسر، وكان يصبر ولا يجزع، فلما سمعهم يقولون هذا؛ ولم يكن هو دعا؛ ولا نطق بشيء من ذلك، علم أن المقصود منه إظهار الجزع تأدُّباً بالعبودية، وستراً لحاله، فأخذ يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعمَّكم الكذَّاب.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا العباس محمد ابن الحسن البغدادي يقول: سمعت جعفراً الخلدي يقول: قال لي أبو أحمد المغازلي.
كان ببغداد رجل فرق على الفقراء أربعين ألف درهم، فقال لي سمنون: يا أبا أحمد، ألا ترى ما قد أنفق هذا، وما قد عمله؟ ونحن ما نجد شيئاً!! فامض بنا إلى موضع نصلِّ فيه بكل درهم أنفقه ركعة.
فمضينا إلى المدائن، فصلّينا أربعين ألف صلاة.
وكان سمنون ظريف الخلُق، أكثر كلامه في المحبَّة. وكان كبير الشأن مات قبل الجنيد، كما قيل.

অনুবাদ: তাঁর উপনাম [কুনিয়াত] ছিলো আবুল হাসান। কেউ বলেছেন আবুল কাসিম। তিনি হযরত সারি সাকাতী, আবু আহমদ কালানিসী এবং মুহাম্মদ ইবনে আলী কাস্সার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ অনেক শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেন। বর্ণিত আছে, তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন:

وليس لي في سواك حظ ... فكيفما شئت فاختبرني

অর্থাৎ: "তুমি ছাড়া আমার কিছুই নেই। তাই যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ আমাকে পরীক্ষা করো!" - একথা উচ্চারণের পর থেকে তাঁর মধ্যে ভাবান্তরের সৃষ্টি হলো। তিনি বিভিন্ন পাঠাগারে ঘুরতে শুরু করলেন। [উপস্থিতদেরকে] বলতে লাগলেন, "তোমরা তোমাদের মিথ্যুক এই চাচার জন্য দু'আ করতে থাকো!"

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি পূর্বোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তাঁর এক সাথী মন্তব্য করলেন, আমি গ্রামাঞ্চলে [রুস্তাক্ব] ছিলাম। সেখান থেকে আমাদের উস্তাদ

সামনূনের দু’আর আওয়াজ শোনলাম। তিনি আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে প্রার্থনা করছেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে আরোগ্য লাভের কামনা করছেন। অপর আরেক ব্যক্তি বলেন, আমিও অমুক স্থান থেকে অনুরূপ দু’আ শ্রবণ করেছি। তৃতীয় ও চতুর্থ আরো লোকজনও অনুরূপ বললেন। সামনূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন তাঁদের এসব বক্তব্য শুনলেন তখন তিনি ভাবলেন, রহস্য সম্ভবত উন্মোচন হয়ে পড়বে! কারণ তিনি তো এরূপ কোনো দু’আও করেন নি, কথাও বলেন নি! তিনি তো উক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন মাত্র। তিনি লোকদেরকে ডেকে বললেন, “ওহে! তোমরা তোমাদের এই মিথ্যুক চাচার জন্য দু’আ করো!”

আবু আহমদ মুগাজিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বাগদাদের জনৈক ব্যক্তি দরিদ্র লোকদের মধ্যে চল্লিশ হাজার দিরহাম বিতরণ করে দেন। হযরত সামনূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে ডেকে বললেন, “হে আবু আহমদ! তুমি কি দেখো না লোকটি কিভাবে দান করছে, অথচ আমাদের (দান করার) কিছুই নেই! তুমি আমাকে এমন একটি স্থানে নিয়ে যাও যেখানে প্রতিটি দিরহামের বদলে এককে রাকাআত নামায আদায় করি!” আমরা তখন সত্যিই মাদায়িনে চলে গেলাম এবং চল্লিশ হাজার রাকাআত নামষ আদায় করি।

হযরত সামনূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুশ-মেজাজী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর মুহাব্বাত নিয়ে বেশী আলোচনা করতেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তারা বলেন, হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

أبو عبيد البسري
হযরত আবু উবায়দ বুসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

من قدماء المشايخ صحب أبا تراب النخشَبي. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله بن عليٍّ يقول: سمعت الدُّقي يقول: سمعت ابن الجلاَّء يقول: لقيت ستمائة شيخ فما رأيت مثل أربعة: ذي النون المصري، وأبي، وأبي تراب، وأبي عبيد البُسري.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أحمد بن محمد البَغوي يقول: سمعت محمد بن معمر يقول: سمعت أبا زرعة الحسني يقول: كان أبو عبيد البسري يوماً على جرجر يدرس قمحاً له. وبينه وبين الحج ثلاثة أيام؛ إذ أتاه رجلان، فقالا: يا أبا عبيد، تنشط للحج؟ فقال: لا. ثم إلتفت إليّ وقال: شيخك على هذا أقدر منهما. يعني نفسه.

অনুবাদ: তিনি প্রবীণ শায়খদের মধ্যে একজন ছিলেন। আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভ করেন। ইবনুল জাল্লা' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি ৬ শত শায়খের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তাঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন অতুলনীয়। ১. হযরত যুননূন মিসরী, ২. আমার বাবা জাল্লা', ৩. আবু তুরাব এবং ৪. আবু উবায়দ বুসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।"

আবু জুরআ'হ হাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আবু উবায়দ বুসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা জরজর নামক স্থানে গম পিষছিলেন। তখন পবিত্র হজ্জের মাত্র তিনদিন বাকী। এ সময় দু'ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে আবু উবায়দ! আপনি কি হজ্জের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? তিনি বললেন, "না"। এরপর তিনি আমার দিকে (বর্ণনাকারী) লক্ষ্য করে বললেন, "তোমার এই শায়খ নিজের নফেসর উপর এই উভয় লোক থেকেও শক্তিশালী।"

أبو الفوارس الكرماني
আবুল ফাওয়ারিস কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني كان من أولاد الملوك. صحب أبا تراب النَخْشَبيّ، وأبا عُبيد البُسْري، وأولئك الطبقة. وكان أحد الفتيان كبير الشأن، مات قبل الثلاثمائة.

وقال شاه: علامة التقوى الورع، وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات. وكان يقول لأصحابه: اجتنبوا الكذب، والخيانة، والغيبة، ثم اصنعوا ما بدالكم.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت جدِّي ابن نجيد يقول: قال شاه الكرماني: من غَضَّ بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتِّباع السنة، وعوّد نفسه أكل الحلال لم تخطىء له فراسة.

অনুবাদ: আবুল ফাওয়ারিস শাহ ইবনে সুজা কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাজ পরিবারের সন্তান ছিলেন। আবু তুরাব নাখশাবী, আবু উবায়দ বুসরী এবং যুগের অন্যান্য শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি উঁচু মাফের ব্যক্তি ছিলেন। ৩০০ হিজরির [৯১২ ঈ] পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

শাহ সাহেব বলতেন, "তাকওয়ার পরিচয় হলো সাবধানতা অবলম্বন করা, আর সাবধানতার পরিচয় হলো সন্দেহযুক্ত বস্তুর সামনে থেমে যাওয়া (পরহেজ করা)।" তাঁর বন্ধুদেরকে বলতেন, "তোমরা মিথ্যা, খিয়ানত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকো। এরপর তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু ইচ্ছার উদ্রেক হয় তা-ই করো।" তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি হারাম থেকে চোখ হিফাজত রাখলো, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজকে রক্ষা করলো, ধ্যান ও মুরাক্বাবার দ্বারা নিজের ভেতরের অবস্থাকে আবাদ রাখলো, সুন্নাতে নববীর দ্বারা নিজের বাহ্যিক অবস্থাকে শুশোভিত করলো এবং হালাল খাবারের উপর নিজেকে অভ্যস্ত বানালো, তার অন্তর্দৃষ্টি কখনো ভুল করবে না।"

يوسف بن الحسين

হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

شيخ الرَيِّ والجبال في وقته. وكان نسيج وحَده في إسقاط التصنُّع. وكان عالما أديباً، صحب ذا النون المصري، وأبا تراب النخشبي، ورافق أبا سعيد الخرَّاز مات سنة: أربع وثلاثمائة.

قال يوسف بن الحسين: لأن ألقي الله تعالى بجميع المعاصي أحبُّ إلى من أن ألقاه بذرَّةٍ من التصنّع.

وقال يوسف بن الحسين: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص، فاعلم أنه لا يجيء منه شيء.
وكتب إلى الجنيد: لا أذانك لله طعم نفسك فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيراً أبداً.
وقال يوسف بن الحسين: رأيت آفات الصوفية في صحبة الأحداث، ومعاشرة الأضداد، ورِفق النسوان.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের রায় ও জিবাল এলাকার শায়খ। বিলাসিতা ও কৃত্রিমতা বর্জনে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি ছিলেন আলিম ও সাহিত্যিক। যুননূন মিসরী ও আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সুহবত লাভে তিনি ধন্য হোন। আবু তুরাব খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো। ৩০৪ হিজরিতে [৯১৬ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “কৃত্রিমতার একটি কণাসহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে পাপের বোঝা নিয়ে সাক্ষাৎ করাই আমার নিকট অধিক শ্রেয়।” তিনি আরো বলতেন, “মুরীদকে যখন দেখবে, সে শিথিলতার পথ অবলম্বন করছে তখন মনে করবে তার দ্বারা কোনো কাজই হাসিল হবে না।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট তিনি পত্র লিখলেন, “আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে তোমার প্রবৃত্তির স্বাদ গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছি না। কারণ তুমি যদি তা গ্রহণ করো তাহলে কল্যাণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকবে।”

তিনি বলতেন, “আমি তো দেখছি কিশোরদের সাথে ওঠাবসা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গ এবং নারীদের সাথে বন্ধুত্বের মধ্যেই সুফিদের ধ্বংস নিহিত।”

أبو عبد الله الترمذي

হযরত আবু আবদুল্লাহ তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي من كبار الشيوخ، وله تصانيف في علوم القوم. صحب أبا تراب النَّخشبي، وأحمد بن خضرويه؛ وابن الجلاّء، وغيرهم. سئل محمد بن عليَّ: عن صفة الخَلْق، فقال: ضعف ظاهر، ودعوى عريضة. وقال محمد بن عليٍّ: ما صَّنفت حرفاً عن تدبير، ولا لينسب إلىَّ شيء منه ولكن كان إذا اشتّد عليَّ وقتي أتسلى به.

অনুবাদ: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী তিরমিযী ছিলেন একজন বড়ো মাপের শায়খ। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর রচনা বিদ্যমান। তিনি আবু তুরাব নাখশাবী, আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী এবং ইবনুল জাল্লা' রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ অনেক শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে? তিনি বললেন, "বাহ্যিক দুর্বলতা আর প্রকাশমান দাবী-দাবাই হলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যতা।"

তিনি বলতেন, "কারো নির্দেশে আমি একটি অক্ষরও লিখি নি। আর এজন্যও লিখি নি যে, তা আমার দিকে সম্বন্ধ করা হবে। বরং আমার বেলায় সময় যখন কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তা থেকে স্বস্তি লাভের জন্য আমি লিখি।"

أبو بكر الوراق الترمذي

আবু ওয়াররাক তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي أقام ببلخ. وصحب أحمد بن خضرويه، وغيره، وله تصانيف في الرياضيات سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول: سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن محمد البلخي يقول: سمعت أبا بكر الورَّاق يقول: من أرضي الجوارح بالشهوات غرس في قلبه شجر الندامات. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يقول: سمعت أبا بكر

البلخي يقول: سمعت أبا بكر الورّاق يقول: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذلِّ.
ولو قيل: ما غايتك؟ قال: الحرمان. وكان أبو بكر الورّاق يمنع أصحابه عن الأسفار والسياحات ويقول: مفتاح كل بركة الصبر في موضع إرادتك إلى أن تصحَّ لك الإرادة، فإن صَحت لك الإرادة، فقد ظهرت عليك أوائل البركة.

অনুবাদ: আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে উমর ওয়াররাক তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলখের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আহমদ ইবনে খাজরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অন্যান্য শায়খের সুহবত লাভ করেন। শরীরবিদ্যায় তিনি লেখালেখি করেন।

আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রবৃত্তির খাহেশ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখে তার হৃদয়ে অনুতাপের একটি বৃক্ষ গজিয়ে ওঠে।" তিনি আরো বলেন, "লোভকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার বাবা কে? সে উত্তর দিবে তাকদীর নিয়ে সংশয়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার পেশা কি? সে জবাব দেবে, অপদস্ততা অর্জন। যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার গন্তব্যস্থল কোথায়? সে বলবে, বঞ্চিত হওয়া।"

হযরত আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের সাথীদেরকে সফর ও ভ্রমণ করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন: "বরকত লাভের চাবি হলো নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকা ও সবর অবলম্বন করা। সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছুয়ে গেলেই বরকতের নিদর্শন তোমার উপর প্রকাশ হতে থাকবে।"

أبو سعيد الخراز
আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد. صاحب ذا النون المصري، والنباجي، وأبا عبيد البسريَّ، والسري، وبشراً، وغيرهم.. مات سنة: سبع وسبعين ومائتين. قال أبو سعيد الخرّاز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا

العباس الصياد يقول: سمعت أبا سعيد الخرّاز يقول: رأيت إبليس في النوم، وهو يمرّ عني ناحية، فقلت له: تعال، مالك؟ فقال: إيش أعمل بكم، وأنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس!! فقلت: وما هو؟ قال: الدنيا.
فلما ولى عني، التفت إليّ، وقال: غير أن لي فيكم لطيفة. فقلت: وما هي؟ قال: صحبة الأحداث. وقال أبو سعيد الخرَّاز: صحبت الصوفية ما صحبت، فما وقع بيني وبينهم خلاف. قالوا: لِمَ؟ قال: لأني كنت معهم على نفسي.

অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ আহমদ ইবনে ঈসা খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। যুননূন মিসরী, নাবাজী, আবু উবায়দ বুসরী, সারি সাকাতী, বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ অনেক শায়খের সুহবত লাভ করেন। তিনি ২৭৭ হিজরিতে [৮৯০ ঈ] ইন্তিকাল করেন।

হযরত খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হবে, তা সম্পূর্ণ অহেতুক।” আরো বলেন, “আমি একদা স্বপ্নে ইবলিসকে দেখতে পেলাম। সে একটি কোণ ঘেষে চলে যাচ্ছিলো। আমি বললাম, তোর কি হলো? এদিকে আয়। সে জবাব দিলো, হযরত! আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি! আপনারা তো অন্তর থেকে ঐ বস্তুকে বের করে ফেলে দিয়েছেন যা দিয়ে আমি মানুষকে ধোঁকা দিই। জিজ্ঞেস করলাম, ঐ জিনিসটা কি? সে বললো, এটা হলো দুনিয়া। যখন সে পুনরায় চলতে লাগলো তখন মুখ ঘুরিয়ে বললো, তবে আপনার মধ্যে একটি সূক্ষè বিষয় বিরাজ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেটা কি? সে বললো, কিশোর-তরুণদের সান্নিধ্য।”

তিনি বলতেন, “আমি সাধ্যমত সুফিয়ায়ে কিরামের সুহবত লাভ করেছি। তাঁদের সাথে আমি কোনো মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ি নি। লোকজন বললো, এর কারণ কি? আমি জবাব দিলাম, আমি তাঁদের নিকট আমার নফস্কে বিলিয়ে দিয়েছি।”

أبو عبد الله المغربي

আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي أستاذ إبراهيم بن شيبان، وتلميذ عليّ بن رزين.

عاش مائة وعشرين سنة. ومات سنة: تسع وتسعين ومائتين. كان عجيب الشأن، لم يأكل مما وصلت إليه يد بني آدم سنين كثيرة، وكان يتناول من أصول الحشيش أشياء تعوّد أكلها.

وقال أبو عبد الله المغربي: أفضل الأعمال عمارة الأوقات بالموافقات. وقال: أعظم الناس ذلا فقير داهن غنياً، أو تواضع له. وأعظم الخلق عزا غنيّ نذلل للفقراء، وحفظ حرمتهم.

অনুবাদ: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ঈসমাইল মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইব্রাহিম ইবনে শায়বান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ এবং আলী ইবনে রাযীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র। তিনি ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। ২৯৯ হিজরি [৯১১ ঈ] সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে যাকিছু খাওয়ার, তা তিনি ভক্ষণ করতেন না। সবুজ ঘাসের মূল খেতেন। এটা আহারে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। হযরত মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম দ্বারা সময়কে সজীব রাখাই হলো শ্রেষ্ঠ কাজ।” আরো বলতেন, “ঐ দরিদ্রই হচ্ছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি যে ধনী লোককে তেলমালিশ করে এবং তার নিকট অনুনয়-বিনয়ে ব্যস্ত। সৃষ্টির সেরা ঐ ব্যক্তি যে দরিদ্রদের সামনে বিনয় অবলম্বন ও তাদের মর্যাদা রক্ষা করে।”

أبو الحسن الأصبهاني

হযরত আবুল হাসান ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسن علي بن سهل الأصبهاني من أقران الجنيد. قصده عمرو بن عثمان المكيِّ في ديْن ركبه، فقضاه عنه، وهو ثلاثون ألف درهم. لقي أبا تراب النخشبي والطبقة.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن عبد الله الطبري يقول: سمعت عليَّ بن سهل يقول: المبادرة إلى الطاعة من علامة التوفيق..

والتقاعد عن المخالفات من علامات التيقظ.. وإظهار الدعاوي من رعونات البشري. ومن لم تصح مبادىء إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه.

অনুবাদ: আবুল হাসান আলী ইবনে সাহল ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ৩০০০ দিরহামের ঋণগ্রস্ত ছিলেন। আমর ইবনে উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে ঋণমুক্ত করেন। হযরত ইসফাহানী, আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ যুগের অন্যান্য সুফিয়ায়ে কিরামের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

আলী ইবনে সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আনুগত্যের কাছে দ্রুততাবলম্বন হলো তাওহীদের একটি নিদর্শন এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা হচ্ছে সততার একটি নিদর্শন।" তিনি বলেন, "কর্মের শুরুতে যার নিয়ত শুদ্ধ থাকে না, তার এই কর্মের পরিণামও ভালো হয় না।"

أبو محمد الجريري

আবু মুহাম্মদ জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو محمد بن محمد بن الحسين الجريري من كبار أصحاب الجنيد. وصحب سهل بن عبد الله. أُقعد بعد الجنيد في مكانه وكان عالماً بعلوم هذه الطائفة. كبير الحال. مات سنة: إحدى عشرة وثلاثمائة.

سمعت أبا عبد الل الشيرازي، يقول: سمعت أحمد بن عطاء الروذباري يقول: مات الجريري سنه الهبير، فجزت به بعد سنة، فذا هو مستند جالس وركبته إلى صدره، وهومشير إلى الله بأصبعه.

من استولت عليه النفس صار أسيراً في حكم الشهوات، محصوراً في سجن الهوى، وحرّم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذُّ بكلام الحق تعالى؛ ولا يستحيله ون كثر ترداده على لسانه؛ لقوله تعالى: " سأصرف عن آياتي الذين يتكبَّرون في الأرض بغير الحق. "

وقال الحريري:رؤية الأصول باستعمال الفروع، وتصحيح الفروع بمعارضة الأصول، ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأصول إلا بتعظيم ما عظَّم الله من الوسائط والفروع .

অনুবাদ: আবু মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হুসাইন জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন শীর্ষ শাগরিদ ছিলেন। তিনি সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলবর্তী হন। তিনি ছিলেন সুফিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান-প্রজ্ঞার বাহক। অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকরী। ৩১১ হিজরিতে [৯২৪ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

আহমদ ইবনে আতা রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘হাবির’ এর বছর ইন্তিকাল করেন। এর এক বছর পর আমি এই জায়গার উপর দিয়ে ভ্রমণকালে দেখলাম, তিনি হাঁটুদ্বয় বুকের উপর রেখে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আঙ্গুল উঁচিয়ে কেবল আল্লাহ তা’আলার দিকে ইশারা করছেন।

[তিনি বলতেন] “যার উপর তার প্রবৃত্তি বিজয় লাভ করে, বিলাসিতার শেকলে যে বন্দী হয়ে পড়ে এবং যার হৃদয়কে আল্লাহ তা’আলা কল্যাণের পথে চলা বন্ধ করে দেন, সে কখনো আল্লাহর কালাম থেকে স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তা’আলা বলেন:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

অর্থাৎ: “আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে।” [আ’রাফ : ১৪৬ (প্রথমাংশ)]”

হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলতেন, “নিয়ম-কানুনকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে তার শাখা-প্রশাখা দ্বারা, আর শাখা-প্রশাখাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে নিয়ম-কানুনের আলোকে। আইন-কানুনের জ্ঞানার্জন তখনই সম্ভব, যখন তা আল্লাহর সম্মানিত নিয়মনীতির আলোকে হবে।”

أبو العباس بن عطاء الآدمي

আবুল আব্বাস ইবনে আতা আদিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم، كان الخرّاز يعظِّم شأنه.وهو من أقران الجنيد، وصحب إبراهيم المارستاني. مات سنة: تسع وثلاثمائة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا سعيد القرشي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: من ألزم نفسه آداب الشريعة نوَّر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، في أوامره؛ وأفعاله، وأخلاقه.

وقال ابن عطاء: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربِّه عز وجلّ، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الرحمن ابن أحمد الصوفيَّ يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: كل ما سئلتَ عنه فاطلبه في مفازة العِلم، فإن لم تجده، ففي ميدان الحكمة، فإن لم تجده فزِنه بالتوحيد، فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان.

অনুবাদ: আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাহাল ইবনে আতা আদিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন উচ্চ পর্যায়ের সুফি শায়খ ও আলিম ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে খুব বেশী শ্রদ্ধা করতেন। তিনি হযরত জুনাইদ বাগদাদীর যুগে জীবিত ছিলেন। হযরত ইব্রাহিম মারিসতানী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভ করেন। হিজরি ৩০৯ সনে [৯২২ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি শরীয়ত নির্দেশিত শিষ্টাচারিতাকে আবশ্যক করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে মা'রিফাতের নূর দিয়ে আলোকোজ্জ্বল করে দেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ, কাজকর্ম ও আদর্শ-চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণের চেয়ে আর কোনো উত্তম স্তর হতে পারে না।"

তিনি আরো বলেন, "মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উদাসীনতা হলো, তার প্রভু ও তাঁর আদেশ-নিষেধ এবং ভদ্রতা-শিষ্টাচারিতা থেকে উদাসীন থাকা।"

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আহমদ সুফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আহমদ ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, "তোমাকে যে বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তুমি তা ইলমের আলোকে যাচাই-বাছাই করে নাও। যদি তা ইলমের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে হিকমাত দিয়ে পরীক্ষা করো। আর যদি হিকমাতের মধ্যেও খুঁজে না পাও তাহলে তাওহীদ দিয়ে তা মেপে নাও। যদি এই তিনটি স্থানে এর অস্তিত্ব খুঁজে না পাও তাহলে তা শয়তানের মুখে নিক্ষেপ করো!"

أبو إسحق الخواص

হযরত আবু ইসহাক খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو إسحق إبراهيم بن أحمد الخواص من أقران الجنيد والنُّوري، وله في التوكل والرياضات حظٌّ كبير. مات بالري سنة: إحدى وتسعين ومائتين. كان مبطوناً؛ فكان كلما قام توضأ، وعاد إلى المسجد، وصلى ركعتين، فدخل مرَّة الماء فمات. رحمه الله.

سمعت محمد بن الحسين، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الخوّاص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، نما العالم من أتَّبع العلم واستعمله؛ واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أحمد بن علي ابن جعفر يقول: سمعت الأزديَّ يقول: سمعت الخوّاص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل؛ والتضرع عند السَحر، ومجالسة الصالحين.

অনুবাদ: আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে আহমদ খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জুনাইদ ও নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সমসাময়িক ছিলেন। তাওয়াক্কুল এবং দেহতত্ত্বে তিনি বিরাট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রায়ে ২৯১ হিজরিতে [৯০৩ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি পেটের অসুখে আক্রান্ত ছিলেন। যখনই নামাযের জন্য দাঁড়াতেন অযু সেরে নিতেন। মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। এ অবস্থায় অযুখানায় প্রবেশ করেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর করুণা বর্ষণ করুন।

হযরত আবু বকর রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি খাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, "অধিক হারে রিওয়ায়েত করার নামই ইলম নয়, বরং সে-ই হলো প্রকৃত আলিম যে ইলমের আলোকে আমল করে ও সুন্নাতের অনুসারী থাকে, যদিও না সে অল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়"।

হাযদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, "হৃদয়ের ঔষধ পাঁচটি কাজে নিহিত: ১. মনোযোগসহ কুরআন তিলাওয়াত করা, ২. পেট খালি রাখা, ৩. রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকা তথা ইবাদত করা, ৪. সেহরীর সময় আল্লাহর দরবারে আহাজারি করা এবং ৫. সালিহ ও সত্যবাদীদের সঙ্গে ওঠাবসা করা"।

أبو محمد الخراز

আবু মুহাম্মদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو محمد عبد الله بن محمد الخراز من أهل الريِّ. جاور بمكة. صحب أبا حفص، وأبا عمران الكبير. وكان من المتورعين. مات قبل العشرة والثلاثمائة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت الدقي يقول: دخلت على عبد الله الخرَّاز، ولي أربعة أيام لم آكل، فقال: يجوع أحدكم أربعة أيام فيصبح ينادي عليه الجوع.

ثم قال: إيش يكون لو أن كلَّ نفس منفوسة تلفت فيم تؤمِّله عند الله ترى يكون ذلك كثيراً. وقال أبو محمد عبد الله الخرَّاز: الجوع طعام الزاهين، والذكر طعام العارفين.

অনুবাদ: আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রায়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মক্কা শরীফ বসবাস করেন। হযরত আবু হাফস এবং আবু ইমরান কাবীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সুহবত লাভ করেন। পরহেজগারদের মধ্যে তিনি ছিলেন বেশ উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তি। ৩১০ হিজরির [৯২৩ ঈ] পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত দুক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একদা আবদুল্লাহ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি দীর্ঘ চারদিন তাঁর সুহবতে ছিলাম কিন্তু কিছুই খেলাম না। তিনি বললেন, “কেউ যদি একনাগাড়ে চারদির উপবাস করে তখন ক্ষুধা স্বয়ং নিজেই চিৎকার শুরু করে।” এরপর আরো বললেন, “অন্তর যদি আল্লাহর নিকট আশা পূরণের প্রত্যাশা করে তবে তা আল্লাহর কাছে অনেককিছু পেয়ে যাবে।” তিনি বলতেন, “ক্ষুধা হলো যাহিদদের খাদ্য, আর আরিফদের খাবার হচ্ছে জিকির।”

أبو الحسن الحمال

আবুল হাসান হাম্মাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسن بنان بن محمد الحمال واسطي الأصل. أقام بمصر، ومات بها سنة: ست عشرة وثلاثمائة. كبير الشأن، صاحب الكرامات. سئل بُنان عن أجلّ أحوال الصوفية، فقال: الثقة بالمضمون؛ والقيام بالأوامر، ومراعاة السر، والتخلي من الكوفيين. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسن بن أحمد الرازي، يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: ألقي بنان الحمال بين يدي السبع، فجعل السبع يشمه ولا يضره.

فلما أخرج، قيل: ما الذي كان في قلبك حيث شمَّك السبع؟ قالوا: كنت أفكر في اختلاف العلماء في سؤر السبع.

অনুবাদ: আবুল হাসান বুনান ইবনে মুহাম্মদ হাম্মাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসিতী বংশের লোক ছিলেন। তিনি মিসরে বসবাস করেন। ৩১০ হিজরিতে সেখাইে [৯২৮ ঈ] শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত হাসান হাম্মাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উচ্চতর বৈশিষ্ট্যাবলী ও বহু কারামতের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, সুফিদের সুউচ্চ বৈশিষ্ট্য কি? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর নির্দেশ পালনে সদাপ্রস্তুত থাকা, গোপন রহস্যের ব্যাপারে সতর্কতাবলম্বন এবং কুফিদের (বাতিলপন্থীদের) নিকট থেকে দূরে থাকা।"

আবু আলী রুজাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি বুনান হাম্মাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একটি হিংস্র প্রাণীর সামনে দেখতে পেলাম। জন্তুটি তাঁর ঘ্রাণ নিচ্ছিল কিন্তু কোনো ক্ষতি করছিলো না। যখন তিনি সেখান থেকে সরে আসলেন তখন জিজ্ঞেস করলাম, ঐ হিংস্র জন্তু যখন আপনার ঘ্রাণ নিচ্ছিলো তখন আপনি কি ভাবছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি হিংস্র জন্তুর লালা [হালাল না হারাম] সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলাম!"

أبو حمزة البغدادي البزاز
হযরত আবু হামযা বাগদাদী বাযজায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
مات قبل الجنيد، وكان من أقرانه. صحب السريَّ، والحسن المسوحي. وكان عالماً بالقراءات، فقيهاً. وكان من أولاد عيسى بن أبان، وكان أحمد بن حنبل يقول له في المسائل.
ما تقول فيها يا صوفي؟ قيل: كان يتكلم في مجلسه يوم جمعة فتغير عليه الحل، فسقط عن كرسيه: ومات في الجمعة التالية. وقيل: مات سنة تسع وثمانين مائتين.
قال أبو حمزة: من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله، وأفعاله وأقواله.
وقال أبو حمزة: من رُزق ثلاثة أشياء، فقد نجا من الآفات: بطن خال من قلب قانع، وفقر دائم معه زهد حاضر، وصبر كامل معه ذكر دائم.

অনুবাদ: তিনি জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক যুগে জীবিত ছিলেন। তবে হযরত জুনাইদের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইলমে কিরআতের আলীম ও ফকীহ ছিলেন। ঈসা ইবনে আবান ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ।

আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাসাইলের প্রশ্নে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, "ওহে সুফি! এ মাসআলাটির উপর আপনার মতামত কি?" হযরত বাযজায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জুমুআর দিন লোক সমাগমে আলোচনা করতেন। শেষ বয়সে সময় সময় হোচট খেয়ে পড়ে যেতেন। একদা আসন থেকে তিনি পড়ে যান এবং পরবর্তী জুমুআর দিন ইন্তিকাল করেন। তিনি ২৮৯ হিজরি [৯০১ ঈ] সনে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আবু হামযা বলতেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার রাস্তার জ্ঞান পেয়ে যায়, তার জন্য যাত্রা অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের অসুসরণ ছাড়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার অন্য কোনো রাস্তা নেই।"

তিনি আরো বলতেন, “যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস পেলো, সে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হলো। এই তিন জিনিস হলো: ১. পেট খালি হবে কিন্তু হৃদয় থাকবে পরিপুষ্ট, ২. সব সময় গরীব থাকবে কিন্তু সেসাথে বিরাজ করবে যুহদ এবং ৩. পরিপূর্ণ সবর থাকবে এবং এর সাথী হবে জিকির।”

أبو بكر الواسطي

হযরত আবু বকর ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو بكر محمد بن موسى الواسطي خراسني الأصل من فرغانة صحب الجنيد والنوري عالم كبير الشأن. أقام بمرو، ومات بها بعد العشرين والثلاثمائة.

قال الواسطي: الخوف والرجاء زمامان يمنعان العبد من سوء الأدب.

وقال: الواسطي: إذا أراد الله هوان عبد القاه لى الأنتان والجيف، يريد به صحة الأحداث.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن عبد العزيز المروزي، يقول: سمعت الواسطي يقول: جعلوا سوء أدبهم إخلاصاً، وشره نفوسهم انبساطاً؛ ودناءة الهمم جلادة، فعموا عن الطريق، وسلكوا فيه المضيق، فلا حياة تنموا في شواهدهم، ولا عبادة تزكوا في محاضرتهم، إن نطقوا فبالغصب وإن خاطبوا فبالكبر، وثب أنفسهم ينبىء عن خبث ضمائرهم، وشرهم في المأكول يظهر ما في سويداء أسرارهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقَّاق، رحمه الله، يقول: سمع بعض المراوزة إنساناً صيدلانياً، يقول: اجتاز الواسطيُّ يوم جمعة بباب حانوتي، قاصداً إلى الجامع. فانقطع شسع نعله، فقلت: أيها الشيخ، أتأذن لي أن أصلح نعلك؟ فقال: أصلح. فأصلحت شسعه، فقال: أتدري لم أنقطع شسع نعلي؟ فقلت: حتى تقول. قال: لأني ما اغتسلت للجمعة!! فقلت له: ياسيدي، هاهنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فأدخلته الحمَّام فاغتسل .

অনুবাদ: আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মূসা ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুরাশানের ফারগানার লোক ছিলেন। তিনি জুনাইদ বাগদাদী ও আবুল হুসাইন নূরী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সুহবত লাভে ধন্য হন। খুব বড় মাফের এই আলিম মারু নগরীতে বসবাস করতেন। তিনি হিজরী ৩২০ [৯৩২ ঈ] সনের পরে ইন্তিকাল করেন।

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ভয় ও প্রত্যাশা হলো দু'টি লাগাম। এগুলো মানুষকে অপকর্ম ও অভদ্রতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ যখন কোনো মানুষকে অপদস্ত করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে তিনি দুর্গন্ধময় স্থানে নিক্ষেপ করেন।" দুর্গন্ধময় স্থান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিশোর-তরুণদের সান্নিধ্য।

হযরত আবদুল আজিজ মারওয়াজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: "তারা খারাপ আচরণকে উপস্থাপন করেছে সততা হিসাবে। নফ্সের লালসাকে উপস্থাপন করেছে কর্মের স্বাধীনতা দ্বারা এবং নীচ আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থাপন করেছে চারিত্রিক দৃঢ়তা হিসাবে। এভাবেই তারা সত্যিকার রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে সংকীর্ণ একটি বিন্দুতে পৌঁছে গেছে। তাদের [রূহানী] দূরদৃষ্টিতে কোনো সজীবতা অবশিষ্ট নেই। না আছে কোনো ধর্মানুরাগ তাদের কথার মাঝে। যখনই তারা কোনো শব্দ উচ্চারণ করে, উন্মোচন করে রাগ; কোনো ওয়াজ মাহফিলে বয়ান পেশ করাকালে, তারা দেখায় অহমিকা। তাদের অভ্যন্তরস্থ আত্মার উগ্রতা হেতু নিজেদের মন থেকে আসে বিশ্বাসঘাতকতার বাক্য। খাদ্যের প্রতি রাক্ষুসে জৈবাকাঙ্ক্ষা সাক্ষ্য বহন করে তাদের হৃদয়ের অন্ধকারাচ্ছন্নতা। আল্লাহ তাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করুন! কী বিপথগামী তারা!"

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একজন চিকিৎসককে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) "আমি ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে জুমুআর দিন মসজিদে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তাঁর জুতোর ফিতা ছিড়ে গেল। বললাম, হে শায়খ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তা ঠিক করে দিই। তিনি বললেন, "হাঁ, ঠিক করে দাও।" এরপর বললেন, "তুমি কি জানো জুতার পিতা কেনো ছিড়ে গিয়েছে?" বললাম, হযরত! দয়া করে আপনি বলুন? তিনি জবাব দিলেন, "আমি জুমুআর জন্য গোসল করি নি।" বললাম, হে সায়্যিদ! এখানে একটি গোসলখানা

আছে। আপনি এতে প্রবেশ করুন। তিনি বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই।” এরপর তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করে গোসল সেরে নিলেন।”

أبو الحسن بن الصائغ

আবুল হাসান ইবনে ছায়িগ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

واسمه: علي بن محمد بن سهل الدِّينوري. أقام بمصر، ومت به، وكان من كبار المشايخ. قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوري، ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن الصائغ.

مات سنة: ثلاثين وثلاثمائة سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظير؟!

وسئل عن صفة المريد، فقال: ما قال الله عز وجل: " إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم " الآية.

وقال: الأحوال كالبروق، فإذا ثبتت فهو حديث النفس وملازمة الطبع.

অনুবাদ: তাঁর পূর্ণ নাম আলী ইবনে সাহাল দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন মিসরবাসী এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের শায়খ ছিলেন। আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি মাশাইখদের মধ্যে আবু ইয়াকুব নহরযুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে আলোকপ্রদ এবং আবুল হাসান ইবনে ছায়িগ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর কোনো মানুষ দেখি নি।” তিনি ৩৩০ হিজরিতে [৯৪১] ইন্তিকাল করেন।

ইবনে ছায়িগ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, প্রত্যক্ষ দ্বারা কিভাবে পরোক্ষের উপর প্রমাণ সাব্যস্ত করা যায়? তিনি উত্তর দিলেন, “অদৃশ্য এবং পরোক্ষ সত্তাকে কিভাবে গুণ দ্বারা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব? তিনি তো অদ্বিতীয়, তুলনাহীন।”

মুরীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা উত্তর দিলেন, আল্লাহ আযজা ওয়াজাল্লা বলেন:

إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

"যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠলো।" [তাওবাহ : **১১৮** (অংশ)]

তিনি আরো বলতেন, "হাল [সালিকের বিভিন্ন হালত] হলো বিজলির চমকের মতো। যদি এটা অনড় হয়ে যায়, সেটা হবে হৃদয়ের কল্পনা।"

أبو إسحق الرقي

হযরত আবু ইসহাক রাকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو إسحق إبراهيم بن داود الرقي من كبار مشايخ الشّام. من أقران الجنيد، وابن الجلاَّء. وقد عمر، وعاش إلى سنة: ست وعشرين وثلاثمائة. وقال إبراهيم الرقي: المعرفة: إثبت الحق على ما هو، خارجا عن كل ما هو موهوم. وقال: القدرة ظاهرة، والأعين مفتوحة. ولكن أنوار البصائر قد ضعفت. وقال: أضعفَ الخلق: من ضعف عن ردّ شهواته، وأقوى الخلق: من قوي على ردِّها.
وقال: علامة محبة الله: إيثار طاعته، ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم.

অনুবাদ: আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে দাউদ রাকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শামদেশের খুব বড়ো একজন শায়খ ছিলেন। তিনি জুনাইদ বাগদাদী ও ইবনু জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সমসাময়িক যুগে জীবিত ছিলেন। হিজরী ৩২৬ [৯৩৭ ঈ] সালে ইন্তিকাল করেন।

ইব্রাহিম রাকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "মহান সত্তাকে তুমি তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপলব্ধি করো। তাঁর সম্পর্কে যেরূপ কল্পনাই করো না কেন, তিনি তার ঊর্ধ্বে।"

তিনি বলেন, "ক্ষমতা ঠিকই আছে, চক্ষুও খোলা কিন্তু হৃদয়ের আলো ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।" তিনি আরো বলতেন, "যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির প্রতিরোধে দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে হলো সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা দুর্বল। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি দমনে যে ক্ষমতা রাখে সেই হলো

সৃষ্টির সেরা শক্তিধর।” তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর মুহাব্বাতের পরিচয় হলো তাঁর আনুগত্যে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা”।

ممشاد الدينوري

হযরত মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

من كبار مشايخهم. مات سنة: تسع وتسعين ومائتين. قال ممشاد. أدب المريد في التزام حُرمات المشايخ، وخدمة الإخوان، والخروج عن الأسباب، وحفظ آداب الشرع على نفسه.

وقال ممشاد: ما دخلت قط على أحد من شيوخي، إلا وأنا خال من جميع مالي أنتظر بركات ما يَرد عليّ من رؤيته وكلامه، فإن من دخل على شيخ بحظه انقطع عن بركات رؤيته ومجالسته، وكلامه.

অনুবাদ: এই উচ্চ পর্যায়ে শায়খ ২৯৯ [৯১১ ঈ] হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। মুমশাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “মুরীদের ভদ্রতা হলো মাশাইখদের মর্যাদা রক্ষা আবশ্যক মনে করা, ভাইয়ের সেবা করা, জরুরী বস্তু ছাড়া সবকিছু পরিত্যাগ করা এবং শরীয়তের নিয়ম-নীতি রক্ষা করার মধ্যে নিহিত থাকা।” তিনি আরো বলেন, “আমি যখনই কোনো শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তখনই নিজেকে একদম বরকতশূন্য ভেবেছি। এর কারণ হলো, তাঁর সাক্ষাৎ ও কথার মাধ্যমে যেনো বরকত লাভ করতে পারি। যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান-গরিমা ও ব্যক্তিত্ব লালন করে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে তাঁদের দর্শন, সান্নিধ্য ও কথাবার্তার বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে।”

خير النساج

হযরত খাইরুন নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ومنهم: خير النساج صحب أبا حمزة البغداديَّ، ولقي السري، وكان من أقران أبي الحسن النوري إلا أنه عمرَّ عمراً طويلاً. وعاش، كما قيل، مائة وعشرين سنة. وتاب في مجلسه: الشبلي، والخوَّاص. وكان أستاذ الجماعة.

وقيل: كان اسمه محمد بن إسماعيل، من سامرة، وإنما سُمي خير النسْاج، لأنه خرج إلى الحج، فأخذ رجل على باب الكوفة وقال: أنت عبدي، واسمك خير. وكان أسود - فلم يخالفه. واستعمله الرجل في نسج الخز، فكان يقول له: يا خير فيقول: لبَّيك. ثم قال له الرجل بعد سنين: غلطت، لا أنت عبدي ولا أسمك خير فمضى وتركه، وقال: لا أغيرِّ اسماً صماني به رجل مسلم. وقال: الخوف سوط الله يقوّم به أنفساً قد تعودت سوء الأدب.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا الحسن القزويني يقول: سمعت أبا الحسين المالكي، يقول: سألت من حضرَ موت خير النساج عن أمره؟ فقال: لما حضرت صلاةُ المغرب غشى عليه، ثم فتح عينيه، وأومأ في ناحية البيت وقال: قف، عافاك الله، فإنما أنت عبد مأمور وأنا عبدٌ مأمور. وما أُمرت به لا يفوتك وما أمرت به يفوتني. ودعا بماء فتوضأ للصلاة، ثم تمدّد. وغمض عينيه، وتشهَّد، ومات فرؤى في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال لسائله: لا تسألني عن هذا، ولكن استرحت من دنياكم الوضرة!!

بنيسابور، أصله من محَّلة ملقاباذ. من أقران الجنيد، والخرَّاز وأبي تراب النخشبي. وكان ورعاً، ديِّناً. قال أبو حمزة: من استشعر ذكر الموت حبب الله إليه كل باق، وبغّض إليه كل فان: وقال: العارف بالله يدافع عيشَه يوماً بيوم، ويأخذ عيشه يوما ليوم. وقال له رجل: أوصني.

فقال: هيىء زادك للسفر الذي بين يديك. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا الطيب العكي يقول: سمعت أبا الحسن المصري يقول: سمعت أبا حمزة الخراساني، يقول: كنت قد بقيت محرماً في عباء، أسافر كل سنة ألف فرسخ تطلع الشمس علي وتغرب، كلما حللت أحرمت. توفي سنة: تسعين ومائتين.

অনুবাদ: তিনি হযরত আবু হামজা বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভে ধন্য হন। সারি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। খাইরুন নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। কথিত আছে তিনি ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। শিবলি ও খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা তাঁর মজলিসে বসে তাওবাহ করেন। সুফি জামাআতের উস্তাদ এই মহান বুজুর্গের পুরো নাম ছিলো মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল। তবে খাইরুন নাসসাজ নামকরণের পেছনে একটি ইতিহাস আছে। তিনি হজ্জে ভ্রমণ করছিলেন। যখন কুফা নগরীর ফটকে পৌঁছুলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর হাত ধরে বললো, "তুমি হচ্ছো আমার ক্রীতদাস! তোমার নাম খায়ের।" তিনি কৃষ্ণকায় ছিলেন। লোকটির কথার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। এরপর সে তাঁকে সুতা বুনানোর কাজে লাগিয়ে দিল। সে যখন তাঁকে ডকতো "হে খায়ের!" তিনি জবাব দিতেন "লাব্বায়িক!"। এভাবে কয়েক বছর চলে যাওয়ার পর একদা লোকটি বললো, আমার ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। তুমি আমার গোলাম নও, তোমার নাম খায়েরও নয়। এরপর সে তাঁকে ছেড়ে দিল। কিন্তু তিনি বললেন, "আমি আমার নাম বদলাতে পারি না। কারণ, একজন মুসলমান আমার নাম রেখেছেন!" এরপর থেকে "খাইরুন নাসসাজ" বা উত্তম সুতা বুনলেওয়ালা নামে তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

তিনি বলতেন, "ভয় হলো আল্লাহর লাঠি। অভদ্র মানুষকে এটা দিয়ে তিনি সংশোধন করে দেন।" হযরত আবুল হাসান মালিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, খাইরুন নাসসাজের মৃত্যকালীন সময়ের প্রত্যক্ষকারী এক ব্যক্তিকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "মাগরিবের ওয়াক্তে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ পরে চোখ খোললেন। ঘরের কোণের দিকে ইশারা করে বললেন, থামো! আল্লাহ তোমাকে প্রশান্ত দিন। তুমি একজন আদিষ্ট দাস আর আমিও একজন আদিষ্ট দাস। তবে তুমি যে কাজের আদেশ পেয়েছো, তা কখনো শেষ হবে না। পক্ষান্তরে আমি যে কাজের আদেশ পেয়েছি তা তো শেষ হয়ে যাবে। এরপর পানি চাইলেন। নামাযের জন্য ওযু করলেন। এরপর সমস্ত শরীর লম্বা করে চোখ বুঝে নিলেন। অতঃপর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। এক লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার সঙ্গে কিরূপ

আচরণ করেছেন? জবাব দিলেন, আমাকে একথা জিজ্ঞেস করো না। আমি তো তোমাদের ক্ষতিকর জগৎ থেকে রেহাই পেয়েছি!”

أبو حمزة الخراساني

হযরত আবু হামযা খুরাশানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

بنيسابور، أصله من محَّلة ملقاباذ. من أقران الجنيد، والخرَّاز وأبي تراب النخشبي. وكان ورعاً، ديِّناً. قال أبو حمزة: من استشعر ذكر الموت حبب الله إليه كل باق، وبغّض إليه كل فان: وقال: العارف بالله يدافع عيشَه يوماً بيوم، ويأخذ عيشه يوما ليوم. وقال له رجل: أوصني.

فقال: هيىء زادك للسفر الذي بين يديك. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا الطيب العكي يقول: سمعت أبا الحسن المصري يقول: سمعت أبا حمزة الخراساني، يقول: كنت قد بقيت محرماً في عباء، أسافر كل سنة ألف فرسخ تطلع الشمس علي وتغرب، كلما حللت أحرمت. توفي سنة: تسعين ومائتين.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষ মালাকাবাজ মহল্লার নাগরিক। হযরত জুনাইদ বাগদাদী, খাররাজ, আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সমসাময়িক যুগে জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ব্যক্তি।

আবু হামযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “মাউতের স্মরণকে যে ব্যক্তি মূল্যায়ন করে আল্লাহ তার কাছে চিরস্থায়ী জগৎ ও বস্তুকে প্রিয় বানিয়ে দেন এবং ক্ষণস্থায়ীর প্রতি বিতৃষ্ণ করে দেন।” তিনি আরো বলতেন, “আরিফ বিল্লাহ হলো ঐ ব্যক্তি যে আজকের দিনের বিলাসিতাকে বর্জন করে এবং আগামীকালের জীবন ধারণের প্রস্তুতি নেয়।”

এক ব্যক্তি আরয করলো, আমাকে উপদেশ দিন। হযরত হামযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "তোমার সামনে যে দীর্ঘ জীবনের ভ্রমণ সে জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করো।"

আবু হামজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি একটি পশমের জামা পবিত্র [মুহরিম] অবস্থায় পরেছি। সুতরাং বছরের পর বছর আমি হাজার ফারসাখ ভ্রমণ করলাম। সূর্য আমার ওপর উদয় ও অস্ত গেল। যখনই আমি আমার পবিত্রাবস্থা থেকে ফারিগ হয়েছি তখনই আমি পুনরায় সে [মুহরিম] অবস্থায় ফিরে যেতে তাড়াহুড়ো করেছি।" তিনি ২৯০ হিজরি [৯০২ ঈ] সালে ইন্তিকাল করেন।

أبو بكر بن جحدر الشبلي

হযরত আবু বকর ইবনে জাহদার শিবলী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি

بغداديُّ المولد والمنشأ. واصله من أُسرٌ وشنْة. صحب الجنيد ومن في عصره، وكان شيخ وقته: حالاً، وظرفاً، وعلماً. مالكي المذهب. عاش سبعاً وثمانين سنة، ومات سنة: أربع وثلاثين وثلاثمائة. وقبره ببغداد. ولما تاب الشبلي في مجلس خير النسَّاج أتى دماوند، وقال: كنت وإلى بلدكم، فاجعلوني في حل. وكانت مجاهداته في بدايته فوق الحدّ.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق؛ رحمه الله، يقول: بلغني أنه اكتحل بكذا. وكذا.. ومن الملح؛ ليعتاد السهر، ولا يأخذه النوم ولو لم يكن من تعظيمه للشرع إلا ما حكاه بكران الدينوري في آخر عمره لكان كثيراً.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: كان الشبلي، رحمه الله، يقول في آخر أيامه:

وكم من موضع لو مت فيه ... لكنت به نكالا في العشيرة وكان الشبلي إذا دخل شهر رمضان جد فوق جدّ من عاصره، ويقول: هذا شهر عظمه ربي، فأنا أوَّل من يعظِّمه. سمعت الأستاذ أبا عليٍّ يحكي ذلك عنه.

অনুবাদ: বাগদাদে এই মহান বুজুর্গ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ওশনা এলাকার অধিবাসী। হযরত জুনাইদ বাগদাদী ও

সমসাময়িক মাশাইখের সন্নিধ্য লাভে তিনি ধন্য হন। আদর্শ চরিত্র, অনুপম বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন যুগের শায়খ। তিনি মালিকী মাজহাব অনুসরণ করতেন। ৮৭ বছর বয়সে ৩৩৪ হিজরীতে [৯৪৬ ঈ] ইন্তিকাল করেন। বাগদাদ নগরীতে তাঁর সমাধি অবস্থিত।

খাইরুন নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তওবা করার পর তাঁকে দামাউন শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি বললেন, "আমি তোমাদের নগরের শাসক! এখন তোমরা আমাকে মুক্তি দাও।" সূচনা থেকেই রিয়াযত-মুজাহাদায় তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি শোনেছি হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাত্রি জেগে থাকার উদ্দেশ্যে লবণ ইত্যাদি চোখে লাগিয়ে দিতেন। ঘুম একদম বর্জন করেছিলেন। শায়খ আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শেষ জীবনে সর্বদা একটি কবিতা আবৃত্তি করে বলতেন, "এমন অনেক জায়গা আছে, আমি সেখানে মৃত্যুবরণ করলে মানুষের জন্য তা আপদ হয়ে দাঁড়াবে।"

পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়ে গেলেই হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব বেশী করে রিয়াযত-মুজাহাদায় লেগে যেতেন। সমসাময়িক সকলের চেয়ে তিনি সর্বাগ্রে থাকতেন। তিনি বলতেন, "এটা হলো রমযান মাস! আমার প্রভু এই মাসকে সম্মান করেন। সুতরাং আমিও সম্মানকারীদের মধ্যে প্রথম হতে চাই।" উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই এ কথাটি বর্ণনা করতেন।

أبو محمد المرتعش

হযরত আবু মুহাম্মদ মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش نيسابوري، من محَّلة الحيرة. وقيل: من ملقاباذ.

صحب أبا حفص، وأبا عثمان، ولقي الجنيد، وكان كبير الشأن. وكان يقيم في مسجد الشُّونزيّه. مات ببغداد سنة: سمان وعشرين وثلاثمائة.

قال المرتعش: الإرادة: حبس النفس عن مراداتها، والإقبال على أوامر الله تعالى، والرضا بموارد القضاء عليه.
وقيل له: إن فلاناً يمشي على الماء. فقال: عندي أنَّ من مكَّنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي في الهواء.

অনুবাদ: আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুরতাইশ নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিরা শহরের অধিবাসী ছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি মালাকাবাজে বাস করতেন। তিনি আবু হাফস [হাদ্দাদ] ও আবু উসমান [হিরী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সান্নিধ্য লাভ করেন। হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। বেশ উঁচু মাপের বুজুর্গ এই ওলি [বাগদাদের] সুনিজিয়া মসজিদে অবস্থান করতেন। তিনি ৩২৮ হিজরী [৯৩৯ ঈ] সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

হযরত মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ইরাদার মর্মকথা হলো, প্রবৃত্তিকে তার চাহিদা থেকে ফিরিয়ে রাখা। আল্লাহর বিধান পালনে এগিয়ে যাওয়া এবং তাকদীরের ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।” একদিন তাকে বলা হলো, “জনৈক ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে।” তিনি বললেন, “যাকে আল্লাহ তা’আলা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতা দিয়েছেন সে আমার কাছে বাসাতের উপর দিয়ে হাঁটে এমন ব্যক্তির চাইতেও অধিক সম্মানিত।”

أبو علي الروذباري
হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو علي أحمد بن محمد الروذباري بغداديٌّ، أقام بمصر. ومات بها سنة: اثنتين وعشرين وثلاثمائة. صحب الجنيد، والنوري، وابن الجلاء، والطبقة. أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول: سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال، لأني وصلت إلى درجة لا تؤثِّر في اختلاف الأحوال. فقال: نعم، قد

وصل، ولكن إلى سقر!! وسئل عن التصوف، فقال: هذا مذهب كله جدٌّ، فلا تخلطوه بشيء من الهزل.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: من علامة الاغترار أن تسيء فيحسن الله إليك، فتترك الأنابة والتوبة، وهما أنك تسامَح في الهفوات، وترى أن ذلك من بسط الحق لك..
وقال: كان أستاذي في التصُّوف: الجنيد. وفي الفقه: أبو العباس ابن شريح، وفي الأدب: ثعلب، وفي الحديث: إبراهيم الحربي.

অনুবাদ: হযরত আবু আলী আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রুজবারী বাগদাদী মিশরের অধিবাসী ছিলেন। ৩২২ হিজরীতে [৯৩৩ ঈ] সেখানেই ইন্তিকাল করেন। হযরত জুনাইদ, হযরত নূরী, হযরত ইবুনুল জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ সুফি-মাশাইখের সুহবত লাভ করেন। মাশাইখের মধ্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং এই রাস্তা সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন হযরত রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, যে ব্যক্তি গান-বাজনা শোনে বলে, এটা আমার জন্য বৈধ, আমি যে স্তরে উপনীত হয়েছি, আমার জন্য তা মোটেও অবৈধ নয়। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, সে ঠিকই স্তরে পৌঁছুয়ে গেছে, পৌঁছুয়েছে সে জাহান্নামে!" তাসাওউফ শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, "এটা হলো বাস্তবতার পথ। সুতরাং অহেতুক একে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে মিশ্রণ করো না।" তিনি আরো বলেন, "প্রতারিত হওয়ার নিদর্শন হলো, তুমি পাপ করবে, আর আল্লাহ তোমাকে করুণা করবেন। তাঁর করুণা দেখে তুমি তাওবাহ ও অনুশোচনা থেকে গাফিল থাকবে। কারণ তুমি ভাববে তিনি [আল্লাহ] তো তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন, এটা তোমার প্রতি তাঁর করুনা।" তিনি বলেন, "জুনাইদ হলেন আমার তাসাওউফের উস্তাদ, আবুল আব্বাস ইবনে শুরায়হ্ হলেন ফিকহের উস্তাদ, সাহিত্যের উস্তাদ সা'আলাব এবং ইব্রাহিম হারবী হলেন হাদীসের উস্তাদ।"

أبو محمد عبد الله بن منازل

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুনাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

شيخ الملامتية، وأوحد وقته. صحب حمدون القصّار. وكان عالماً وكتب الحديث الكثير. مات بنيسابور سنة: تسع وعشرين، أو ثلاثين وثلاثمائة. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله المعلم يقول: سمعت عبد الله بن منازل يقول: لم يضيّع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السنن، لم يْبلَ أحد بتصنيع السنن إلا وشك أن يبتلي بالبدع.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يقول: سمعت أبا أحمد بن عيسى يقول: سمعت عبد الله بن منازل يقول: أفضل أوقاتك: وقت تسلم فيه من هواجس نفسك، ووقت تسلم فيه من سوء ظنِّك.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন মালামাতিয়া তরীকার শায়খ। যুগের এক অতুলীয় এই ব্যক্তি হামদুন কাসসার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি বেশ বড় আলিম ছিলেন। প্রচুর হাদীসের লেখক এই বুজুর্গ ৩২৯ কিংবা ৩৩৯ হিজরীতে নিশাপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত ইবনে মুনাযিল বলতেন, “যে ব্যক্তি ফরয ইবাদত বিনষ্ট করে, আল্লাহ তা’আলা তাঁকে সুন্নাত বিনষ্টকরণে লিপ্ত করে দেন। যে ব্যক্তি সুন্নাতের প্রতি অবহেলা দেখাবে সে বিদআতে আক্রান্ত হবে।” তিনি আরো বলেন, “যে সময় তুমি প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকবে এবং পড়শীরা তোমার কু-ধারণা থেকে নিরাপদ হবে, সে সময়টাই হবে তোমার জীবনের সর্বোত্তম সময়।”

أبو علي الثقفي

হযরত আবু আলী সাক্বাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي إمام الوقت. صحب أبا حفص، وحمدون القصَّار.

وبه ظهر التصُّوف بنيسابور: مات سنة: ثمان وعشرين وثلاثمائة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا علي الثقفي يقول: لو أني رجلاً جمع العلوم كلها، وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة: من شيخ، أو إمام، أو مؤدِّب ناصح. ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريَه عيوب أعماله، ورعونات نفسه، لايجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات.

وقال أبو علي رحمه الله: يأتي على هذه الأمة زمان لا تطيب المعيشة فيه المؤمن إلا بعد إستناده إلى منافق.

وقال: أف من أشال الدنيا إذا أقبلت، وأف من حسراتها إذا أدبرت، والعاقل من لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلاً، وإذا أدبر كان حسرة.

অনুবাদ: আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব সাক্বাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগের ইমাম। তিনি আবু হাফস এবং হামদুন খাসসার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। নিশাপুরে তাসাওউফের প্রচার-প্রসার তাঁর দ্বারাই হয়েছিল। হিজরী ৩২৮ [৯৩৯ ঈ] সালে ইন্তিকাল করেন।

তিনি বলতেন, “একজন লোক যতোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হোক, যতোই লোকসমাজে ওঠাবসা করুক, যদি সে কোনো শায়খের সান্নিধ্যে থেকে রিয়াযত মুজাহাদা করে না, তাহলে কখনো পূর্ণাঙ্গ স্তরে উপনীত হতে পারবে না।”

হযরত সাক্বাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি এমন শিক্ষকের নিকট থেকে ভদ্রতা শিখে না যিনি তার ভুল-ত্রূটি দেখিয়ে দেন, কাজকর্মের সংশোধনী কল্পে এ ব্যক্তিকে অনুসরণ জায়িয হবে না।” হযরত আরো বলতেন, “এই উম্মত এমন এক সময়ের সম্মুখীন হবে যখন কোনো মুনাফিকের সহযোগিতা

ছাড়া মু'মিনের জন্য জীবনধারণ সহজ হবে না।" তিনি আরো বলেন, "আফসোস ঐ লোকের জন্য, যার নিকট দুনিয়া আসে আর সে চোখ তুলে এর প্রতি তাকায়। জ্ঞানী তো ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না।"

أبو الخير الأقطع

হযরত আবুল খায়ির আকতা' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

مغربيٌّ الأصل، سكن تينَات. وله كرامات، وفراسة حادَّة. كان كبير الشأن، مات سنة: نيف وأربعين وثلاثمائة.

قال أبو الخير: ما بَلغ أحد إلى حالة شريفة إلاَّ بملازمة الموافقة، ومعانقة الأدب، وأداء الفرائض، وصحبة الصالحين.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন মাগরিবী (মরক্কো) বংশোদ্ভুত। তাইনাত এলাকায় বাস করতেন। বেশ কারামতের অধিকারী এই বুজুর্গ তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের এই দরবেশ ৩৪০ হিজরীর [৯৫১ ঈ] পরে ইন্তিকাল করেন।

তিনি বলতেন, "ভদ্রতার চর্চা, ফরয আদায় করা এবং সৎ লোকদের সান্নিধ্য ছাড়া কোনো মানুষই উন্নত গুণাবলীর অধিকারী হতে পারবে না।"

أبو بكر الكتاني

হযরত আবু বকর কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو بكر محمد بن علي الكتاني بغدادي الأصل. صحب الجنيد، والخراز، والنوري. وجاور بمكة إلى أن مات سنة: اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: نظر الكتَّاني إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل الناس، فقال: هذا رجل أضاع حق الله في صِغره، فضيعَّه الله في كبره.

وقال الكتَّاني الشهوة زمام الشيطان، فمن أخذ بزمامه كان عبده.

অনুবাদ: আবু বকর মুহাম্মদ আলী ইবনে কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জুনাইদ বাগদাদী, হযরত খাররাজ এবং আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি মক্কা শরীফ বসবাস করতেন এবং ৩২২ হিজরীতে [৯৩৩ ঈ] সেখানেই মারা যান।

আবু বকর রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেখতে পেলেন সাদা চুলদাড়িওলা এক বৃদ্ধ মানুষের নিকট ভিক্ষা চাচ্ছে। তিনি বললেন, "এ লোকটি বাল্য জীবনে আল্লাহর হক নষ্ট করেছে, তাই বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহও তাঁকে অপদস্ত করছেন।" তিনি বলতেন, "প্রবৃত্তি হলো শয়তানের লাগাম। সুতরাং যে ব্যক্তি এই লাগামকে আকড়ে ধরবে সে-ই হবে শয়তানের দাস।"

أبو يعقوب اسحق بن محمد النهرجوري

হযরত আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ নহরজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

صحب أبا عمرو المكيَّ، وأبا يعقوب السوسي، والجنيد، وغيرهم.
مات بمكة مجاوراً بها، سنة: ثلاثمائة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين أحمد بن علي يقول: سمعت النهرجوري، يقول: الدنيا بحر، والآخرة ساحل، والمركب التقوي، والناس سفْرَ.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازيَّ يقول: سمعت النهرجوري يقول رأيت رجلاً في الطواف بفردعين، يقول أعوذ بك منك. فقلت: ما هذا الدعاء؟ فقال: نظرت يوماً إلى شخص فاستحسنته، وإذا لطمة وقعت على بصري، فألست عيني، فسمعت هاتفاً يقول: لكمة بنظرة.. ولو زدت لزدناك.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن عليٍّ يقول: سمعت النهرجوري يقول: أفضل الأحوال ما قارن العلم.

অনুবাদ: তিনি আবু আমর মক্কী, আবু ইয়াকুব সুসী এবং জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ অন্যান্য মাশাইখের সুহবত লাভ করেন। মক্কা শহরে বসবাস করতেন এবং সেখানেই ৩০০ হিজরী [৯১২ ঈ] সনে ইন্তিকাল করেন।

তিনি বলতেন, “দুনিয়া হলো সমুদ্র, আখিরাত হলো তীর, তাকওয়া সমুদ্রযান এবং মানুষ এর যাত্রীদল।” তিনি আরো বলেন, “তাওয়াফরত অবস্থায় ফারদাআইন নামক জায়গায় এক ব্যক্তিকে দু’আ করতে শুনলাম। তিনি বলছেন, আমি তোমার নিকট তোমার কাছ থেকে আশ্রয় চাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেমন দু’আ? তিনি উত্তর দিলেন, একদা আমি এক লোকের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলাম। তার সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করে তুলে। তখন হঠাৎ আমার চোখে আঘাত লাগলো এবং এক অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পেলাম, ওহে! একবার তাকালে একবার থাপ্পড়! যতোবার তাকাবে ততোবার থাপ্পড় খাবে!”

হযরত নহরজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে চরিত্র ইলমের আলোকে হবে তা-ই হবে সর্বোত্তম চরিত্র।”

أبو الحسن علي بن محمد المزين
হযরত আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ মুজাইয়িন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

من أهل بغداد، من أصحاب سهل بن عبد الله، والجنيد، والطبقة.
مات بمكة مجاوراً سنة: ثمان وعشرين وثلاثمائة. وكان ورعاً كبيراً.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت المزِّين يقول: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الأوَّل، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة الأولى.
وسئل المزين عن التوحيد، فقال: أن تعلم أن أوصافه تعالى بائنة لأوصاف خلق، بَايَنَهم بصفاته قدْماً كما باينوه بصفاتهم حدثاً.
وقال: من لم يستغن بالله أحوجه الله إلى الخلق، ومن استغنى بالله أحوج الله الخلق إليه.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। সহল ইবনে আবদুল্লাহ, জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাসহ অন্যান্য মাশাইখের সুহবত লাভ করেন। তিনি

মক্কা মুয়াজ্জমায় ৩২৮ হিজরী [৯৩৯] সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি হলেন।

হযরত মুজাইয়িন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “একটি গোনার পর আরেক গোনাহ প্রথমটির শাস্তি স্বরূপ। আর একটি নেক কাজের পর আরেকটি নেক কাজ প্রথমটির উপহার স্বরূপ।” তাঁকে তাওহিদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, “আল্লাহর সিফাতকে সৃষ্টির সিফাত থেকে ভিন্ন মনে করবে। তাঁর সিফাত চিরন্তন আর সৃষ্টির সিফাত অস্থায়ী, ধ্বংসশীল।” তিনি আরো বলতেন, “যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর মুখাপেক্ষী মনে করে না। আল্লাহ তা’আলা তাকে সৃষ্টির মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর মুখাপেক্ষী মনে করে, সৃষ্টিকে আল্লাহ তা’আলা তার মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন।”

أبو علي بن الكاتب

হযরত আবু আলী ইবনে কাতিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

واسمه الحسن بن أحمد. صحب أبا علي الروذباري، وأبا بكر المصري، وغيرهما. كان كبيراً في حاله. مات سنة: نيف وأربعين وثلاثمائة. قال ابن الكاتب: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه.

وقال ابن الكاتب: المعتزلة تزهوا الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا، والصوفية نزَّهوه من حيث العلم فأصابوا.

অনুবাদ: তাঁর আরেক নাম ছিলো হাসান ইবনে আহমদ। তিনি আবু আলী রুজবারী এবং আবু বকর মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাসহ আরো অনেক মাশাইখের সুবহত লাভ করেন। বেশ উচ্চপর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ৩৪০ হিজরীর [৯৫০ ঈ] পর ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইবনে কাতিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “হৃদয়ে যখন ভীতি স্থায়ী হয়ে যায় তখন মুখ দিয়ে অহেতুক কোনো কথা বের হয় না।” তিনি বলেন: “মু’তাজিলারা মানবিক গুণাবলী থেকে আল্লাহকে আলাদা করেছে যুক্তির মাধ্যমে

এবং ভুল করেছে। অপরদিকে সুফিরা আল্লাহকে মানবিক গুণাবলী থেকে আলাদা করেছেন [ঐশি] জ্ঞানের মাধ্যমে এবং তারাই সঠিক।

مظفر القرمسيني
হযরত মুজাফফর কিরমিসিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
من أشياخ الجبل. صحب عبد الله الخرَّاز، وغيره. قال مظفر الفرمسيني: الصوم على ثلاثة أوجه: صوم الروحِ بقصر الأمل، وصوم العقل بخلاف الهوى، وصوم النفس بالإمساك عن الطعام والمحارِم.
وقال مظفر: أَخَسُّ الإرفاق: أرفاق النسوان، على أيِّ وجه كان. وقال: الجوع إذا ساعدته القَشاعة فهو مزرعة الفِكرة، وينبوع الحكمة، وحياة الفطنة، ومصباحُ القلب. وقال: أفضل أعمال العبيد: حفظُ أوقاتهم الحاضرة، وهو أن لا يقصروا في أمر، ولا يتجاوزوا عن حدٍّ. وقال: من لم يأخذ الأدب عن حكيم لم يتأدَّب به مريد.

অনুবাদ: তিনি জাবালের [সুফি] শায়খ ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অন্যান্য মাশাইখের সুহবত লাভ করেন। হযরত কিরমিসিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সিয়াম হলো তিন প্রকার: ১. রূহের সিয়াম হয় আকাঙ্ক্ষার সংকোচন দ্বারা, ২. বুদ্ধির সিয়াম অর্জিত হয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা এবং ৩. নফেসর সিয়াম হচ্ছে খাদ্য ও হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা।” তিনি আরো বলতেন, “নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট বন্ধুত্ব।” হযরত আরো বলেন, “ক্ষুধা হলো ফিকিরের ক্ষেত্রস্থল, হিকমাতের ঝরণা, বুদ্ধির সঞ্জিবনী এবং হৃদয়ের বাতি।”

হযরত কিরমিসিনী আরো বলতেন, “মানুষের সবচেয়ে উত্তম আমল হলো বর্তমান সময়ের হিফাজত করা, আল্লাহর নির্দেশ পালনে শিথিলতা থেকে দূরে থাকা এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করা।” হযরত আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো হাকিমের নিকট থেকে আদব শিখে না, তার কাছ থেকে কোনো মুরীদও আদব শিখতে সক্ষম হবে না।”

أبو بكر الأبهري

হযরত আবু বকর আবহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهري من أقران الشبليِّ. من مشايخ الجبل. عالم وَرِع، صحب يوسف بن الحسين، وغيره. مات بقرب من الثلاثين والثلاثمائة.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله، يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: من حُكم الفقير أن لا يكون له رغبة، فإن كان ولابد، فلا تجاوز رغبتَه كفايتُه يعني المحتاج إليه. وبهذا الإسناد قال: إذا أحببت أخاً في الله، فاقلل مخالطته في الدنيا.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে তোহির আবহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো। তিনি জাবালের একজন শায়খ, বড় আলিম ও পরহেজগার ওলি ছিলেন। হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ বিভিন্ন মাশাইখের সান্নিধ্য লাভ করেন। আনুমানিক ৩৩০ হিজরীতে [৯৪১ ঈ] তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি বলতেন, "দরবেশের জন্য উচিৎ হলো তাঁর মধ্যে (কোনো কিছুর প্রতি) আগ্রহ থাকবে না। আর যদি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ই তা হবে একান্ত প্রয়োজনের কারণে।" হযরত আবহারী আরো বলেছেন, "কোনো মুসলমান ভাইকে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবেসে থাকো তাহলে দুনিয়ার জীবনে তার সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা থেকে দূরে থাকবে।"

أبو الحسين بن بنان

হযরত আবুল হুসাইন ইবনে বুনান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ينتمي إلى أبي سعيد الخرَّاز. من كبار مشايخ مصر. قال ابن بُنان: كل صوفيٍّ كان همُّ الرزق قائماً في قلبه فلزومُ العمل أقرب إليه.
وعلامة سكون القلب إلى الله: أن يكون بما في يد الله أوثقُ منه بما في يده. وقال: اجتنبوا دناءة الأخلاق كما تجتنبون الحرام.

অনুবাদ: তিনি হযরত আবু সাঈদ খারজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন মিসরের বড় একজন শায়খ। হযরত বুনান বলতেন, “যে সুফির অন্তরে রিজেকের চিন্তা থাকে, তার জন্য কাজকর্ম করাই উত্তম। হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হলো নিজের কাছে যাকিছু আছে তার ভরসা না করে একমাত্র আল্লাহ তা’আলার উপরই ভরসা করা।” তিনি আরো বলেন, “তোমরা হারাম থেকে যেভাবে বেঁচে থাকো, ঠিক তদ্রূপ অসুন্দর আচার-আচরণ থেকেও বেঁচে থাকো।”

أبو إسحق القرمسيني

হযরত আবু ইসহাস কারমিসিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو اسحق إبراهيم بن شيبان القرمسيني شيخ وقته. وصحب أبا عبد الله المغربيَّ، والخوَّاص، وغيرهما. سمعت محمد بن الحسين، يقول: سمعت أبا يزيد المروزي الفقيه يقول سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: من أراد أن يتعطَّل أو يتبطل فليلزم الرُّخص.

وبهذا الإسناد قال: عِلم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية، وصحةِ العبودية وما كان غير هذا، فهو المغاليط والزندقة. وقال إبرهيم: السِّفلة من يعي الله عزّ وجلَّ.

অনুবাদ: তিনি হলেন আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে শাইবান কারমিসিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। যুগের শায়খ। আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য মাশাইখের সুহবত লাভে ধন্য হন।

তিনি বলতেন, “ফানা এবং বাকার ইলম ওয়াহদানিয়াতের একনিষ্ঠতা এবং উবুদিয়াতের বিশুদ্ধতার মধ্যে নিহিত। তাছাড়া যাকিছু হবে তা সবই হলো জিন্দিকিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।”

হযরত ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন: “নীচ লোকেরা হলো ওরা, যারা আল্লাহ ’আজ্যা ওয়াজাল্লার নির্দেশকে অমান্য করে।”

أبو بكر بن يزدانيار
হযরত আবু বকর ইবনে ইয়াজদানিয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
أبو بكر الحسين بن علي بن يزدانيار من أرمينية. له طريقة يختص بها في التصوف. وكان عالماً ورعاً، وكان ينكر على بعض العارفين في إطلاقات وألفاظ لهم.
قال ابن يزدانيار: إيَّاك أن تطمع في الانس بالله وأنت تحب الأنس بالناس. وإيَّاك أن تطمع في حبِّ الله وأنت تحب الفضول. وإيَّاك أن تطمع في المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس.

অনুবাদ: হযরত আবু বকর হুসাইন ইবনে আলী ইবনে ইয়াজদানিয়ার ছিলেন আরমেনিয়ার অধিবাসী। তাসাওউফ শাস্ত্রের বিশেষ একটি তরীকাপন্থী হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বড় মাপের একজন পরহেজগার আলিম ছিলেন। আরিফদের বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দকে অস্বীকার করতেন।

তিনি বলতেন, “তুমি মানুষের ঘনিষ্ঠতাকে পছন্দ করো আবার আল্লাহরও সান্নিধ্য কামনা করো- তা কিভাবে সম্ভব?” তিনি আরো বলেন, “তুমি অহেতুক কার্যাদির প্রতি আকর্ষণ বোধ করো, আবার আল্লাহর ভালোবাসা চাও- তা কিভাবে সম্ভব? তুমি মানুষের নিকট মর্যাদার প্রত্যাশী, আবার আল্লাহর কাছ থেকে মর্যাদা লাভ করতে চাও- এটা কিভাবে সম্ভব?”

أبو سعيد بن الأعرابي
আবু সাঈদ ইবনে আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
واسمه: أحمد بن محمد بن زياد البصريِّ. جاور الحرم، ومات به سنة: إحدى وأربعين وثلاثمائة.
صحب الجنيد، وعمرو بن عثمان المكيِّ، والنوري، وغيرهم.

قال ابن الأعرابي: أخْسَر الأخسرين من أبدي للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد.

অনুবাদ: তাঁর পুরো নাম ছিলো আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জিয়ার বসরী। হারাম শরীফে তিনি বসবাস করতেন এবং ৩৪১ হিজরীতে [৯৫২ ঈ] সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী, হযরত আমর ইবনে মক্কী, হযরত আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ অনেক মাশাইখের সান্নিধ্য লাভ করেন।

হযরত ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে মানুষের সামনে ভালো কাজ করে অথচ, যে সত্তা তাঁর শাহরগ থেকেও নিকটবর্তী তাঁর সামনে অপকর্মে লিপ্ত হয়।"

أبو عمرو الزجاجي النيسابوري

আবু আমর জুযাজী নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري جاور بمكة سنين كثيرة ومات بها. صحب الجنيد، وأبا عثمان، والنوريَّ، والخوَّاص، ورويماً. مات سنة: ثمان وأربعين وثلاثمائة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت جدِّي أبا عمرو بن نجيد يقول: سئل أبو عمرو الزجاجي: ما بالك تتغير عند التكبيرة الأولى في الفرائض؟ فقال: لأني أخشى أن أفتتح فريضتي بخلاف الصدق، فمن يقول: الله أكبر، وفي قلبه شيء أكبر منه، أو قد كبرَّ شيئاً سواءه على مرور الأوقات، وفقد كذّب نفسه على لسانه.

وقال: من تكلم عن حالٍ لم يصل إليها كان كلامه فتنة لمن يسمعه، ودعوى تتولد في قلبه، وحرَمه الله الوصول إلى تلك الحال. وقد جاور بمكة سنين كثيرة لم يتطهرَّ في الحرم، بل كان يخرج إلى الحلِّ ويتطهرَّ فيه.

অনুবাদ: আবু আমর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম জুযাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্কা শহরে দীর্ঘদিন বসবাস করে সেখানেই ইন্তিকাল করেন। হযরত জুনাইদ, হযরত আবু উসমান, হযরত আবুল হুসাইন নূরী, হযরত খাওয়াস এবং হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সুহবত লাভ করেন। হিজরী ৩৪৮ [৯৫৯ ঈ] সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলন, হযরত! ফরয নামাযে তাকবীরে উলার সময় আপনার মধ্যে এতো বেশী পরিবর্তন সংঘটিত হয় কোন্ কারণে? তিনি জবাবে বললেন, “আমি যে বাক্য দ্বারা নামায শুরু করি, যদি তার উল্টো ভাব হৃদয়ে এসে পড়ে, তা নিয়ে আমি ভীষণ ভয় করি। যে ব্যক্তি “আল্লাহু আকবার!” বলে স্বীকারোক্তি উচ্চারণের পর তার হৃদয়ে যদি অন্য কোনো কিছুর বড়ত্বের ধারণা রয়ে যায়, তাহলে তো সে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো।” তিনি আরে বলেন, “যে ব্যক্তি এমন হালের দাবী করে যা সে অর্জন করে নি, তার এই দাবীটি অপদস্ততার একটি কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ তা’আলা তাকে কখনো এই হালের প্রকৃত অধিকারী বানাবেন না।”

হযরত জুযাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘদিন মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। কিন্তু কোনদিনই হারাম শরীফের অভ্যন্তরে মলমূত্র ত্যাগ করেন নি। তিনি হিল্ (হারামের বাইরের এলাকার নাম) এলাকায় চলে যেতেন এবং সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা সেরে পবিত্র হয়ে আসতেন।

أبو محمد بن نصير
হযরত আবু মুহাম্মদ ইবনে নুসায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بغدادي المنشأ والمولد.
صحب الجنيد، وانتمى إليه، وصحب النوري، ورويما، وسمنون، والطبقة. مات ببغداد سنة: ثمان وأربعين وثلاثمائة.
قال جعفر: لا يجد العبد لذّة المعاملة مع الله مع لذة النفس، لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق التي تقطعهم عن الحق، قبلأن تقطعهم العلائق.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت جعفراً يقول: إن ما بين العبد وبين الوجود أن تسكن التقوى قلبه، فإذا سكنت التقوى قلبه نزلت عليه بركات العلم، وزالت عنه رغبة الدنيا.

অনুবাদ: হযরত আবু মুহাম্মদ জাফর ইবনে মুহাম্মদ নুসায়ির বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি লালিতপালিত হন। হযরত জুনাইদ বাগদানী, হযরত আবুল হুসাইন নূরী, হযরত সামনূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ বহু মাশাইখের সুহবত লাভ করেন। তিনি ৩৪৮ হিজরীতে [৯৫৯ ঈ] বাগদাদেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি বলতেন, “প্রবৃত্তির স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ পাওয়া যায় না। যারা প্রকৃত মানুষ, তারা আল্লাহর পথে বাধাসৃষ্টিকারী যতো সম্পর্ক আছে সবকিছু বর্জন করে দেন।” হযরত ইবনে নুসায়ির আরো বলেন, “বান্দার জীবনের সার্থকতা হলো হৃদয়ের মধ্যে তাকওয়া থাকা। হৃদয়ে তাকওয়া বিরাজ করলে তাতে ইলমের বরকত অবতীর্ণ হবে, আর দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ একদম নিঃশেষ হয়ে যাবে।”

أبو العباس السياري

হযরত আবুল আব্বাস সাইয়্যারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

واسمه: القاسم بن القاسم. من مرو صحب الواسطي، وانتمي إليه في علوم هذه الطائفة. وكان عالماً. مات سنة: اثنتين وأربعين وثلاثمائة. سئل أبو العباس السيَّاري: بماذا يروض المريد نفسه؟ فقال: بالصبر على فعل الأوامر، واجتناب النواهي، وصحبة الصالحين، وخدمة الفقراء.

وقال: ما التذَّ عاقل بمشاهدة الحق قد، لأن مشاهدة الحق فناء، ليس فيها لذة.

অনুবাদ: তাঁর নাম ছিলো কাসিম ইবনে কাসিম। তিনি মারু নামক স্থানে বসবাস করতেন। হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভ করেন। তাসাওউফ শাস্ত্রের একজন অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি ও বড় মাপের আলিম ছিলেন হযরত আব্বাস সায়্যিরী। তিনি ৩৪২ হিজরী [৯৫৩ ঈ] সনে ইন্তিকাল করেন।

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কিভাবে মুরীদের আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়? তিনি জবাব দিলেন, "মুরীদ আল্লাহর আদেশ পালনে অটল থাকবে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে। সৎ লোকের সঙ্গ ধরবে আর গবীরদের সেবা করবে।" তিনি আরো বলেন: "বুদ্ধিমান ব্যক্তি আল্লাহর ধ্যানমগ্নতার মধ্যে কোনো আনন্দবোধ করেন না। কারণ, আল্লাহর ধ্যানমগ্নতার ফলাফল হলো নিজের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া। সুতরাং এর মধ্যে তো [নিজের অস্তিত্বহীনতার ফলে] কোনো আনন্দ অনুভূব হওয়ার কথা নয়।"

أبو بكر الدينوري
হযরত আবু বকর দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقيّ. أقام بالشام وعاش أكثر من مائة سنة. مات بدمشق بعد الخمسين والثلاثمائة.
صحب أبن الجلاَّء، والزقَّاق. قال أبو بكر الدقيّ.
المعدة موضع يجمعُ الأطعمة، فإذا طرحتَ فيها الحلال صدرت الأعضاء بالأعمال الصالحة، وإذا طرحت فيها الشبهة اشتب عليك الطريق إلى الله تعالى - وإذا طرحت فيها التبعات كان بينك وبين أمر الله حجاب.

অনুবাদ: তিনি হলেন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে দাউদ দীনাওয়ারী মা'রুফী। তিনি দ্বাকী নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং শামদেশে বসবাস করতেন। শত বছরের বেশী হায়াত পান। ৩৫০ হিজরির পর [৯৬১ ঈ] দামেস্কে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইবনুল জাররা এবং জাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সুহবত লাভে তিনি ধন্য হন।

হযরত দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "পেট হলো খাদ্য সঞ্চয়েল জায়গা। যদি তুমি এতে হালাল বস্তু জমা রাখো তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৎকাজে জড়িত হবে। এতে যদি সন্দেহযুক্ত বস্তু রাখো তাহলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা তোমার জন্য কঠিন হবে। আর হারাম বস্তু রাখলে আল্লাহর নির্দেশ ও তোমার মাঝখানে একটি পর্দা পড়ে যাবে।"

أبو محمد الرازي
হযরত আবু মুহাম্মদ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي مولده ومنشؤه بنيسابور. صحب أبو عثمان الحيريَّ، والجنيد، ويوسف بن الحسين، ورويماً، وسمنوناً، وغيرهم. مات سنة: ثلاث وخمسين وثلاثمائة.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول وقد سئل: ما بال الناس يعرفون عيوبهم ولا يرجعون إلى الصواب؟ فقال: لأنهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم، ولم يشتغلوا باستعماله، واشتغلوا بالظواهر ولم يشتغلوا بآداب البواطن، فأعمى الله قلوبهم، وقيد جوارحهم عن العبادات.

অনুবাদ: তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। তিনি আবু উসমান হিরী, জুনাইদ বাগদাদী, ইফস্ূফ ইবনে হুসাইন, রুয়াইম এবং শামনুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ যুগের বিশিষ্ট মাশাইখের সান্নিধ্য লাভ করেন। হিজরী ৩৫৩ সনে [৯৬৪ ঈ] ইন্তিকাল করেন।

হযরত রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, মানুষ নিজের দোষ-ত্রূটি বুঝতে পারার পরও কেনো সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না? জবাবে তিনি বললেন, “তারা তো জ্ঞান নিয়ে অহঙ্কারে ব্যস্ত আছে- জ্ঞানের প্রয়োগ তাদের মধ্যে নেই। তারা বাহ্যিক নিয়ে ব্যস্ত- ভেতরের সংশোধনে তারা অনাগ্রহী। আল্লাহ তা’আলা তাদের হৃদয়কে করেছেন অন্ধ। ইবাদত থেকে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রুখে দিয়েছেন।”

أبو عمرو إسماعيل بن نجيد
হযরত আবু আমর ইসমাঈল ইবনে নাজিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
صحب أبا عثمان، ولي الجُنيد. وكان كبير الشأن. آخر من مات من أصحاب أبي عثمان. توفي بمكة سنة: ست وستين وثلاثمائة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت جدِّي أبا عمرو بن نجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم؛ فإن ضررَه على صاحبه أكثر من نفعه. قال: وسمعته يقول: من ضيع في وقت من أوقاته فريضة افترضها الله عليه حرِمَ لذَّة تلك الفريضة، ولو بعد حين.
قال: وسئل عن التصوف، فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. قال، وقال: آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فيه.

অনুবাদ: তিনি আবু উসমান [হিরী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভ করেন। জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বন্ধু ছিলেন। হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যদের মধ্যে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী এই ওলী সবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। মক্কা শরীফে ৩৬৬ হিজরী [৯৭৬ ঈ] সনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

হযরত আবু আমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তির হাল নিজের ইলম অনুযায়ী হবে না, তার জন্য ইলম উপকারী না হয়ে ক্ষতিকর হবে।" তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত কোনো ফরয ইবাদতকে বিনষ্ট করে, কিছুদিন পরে হলেও আল্লাহ তা'আলা এই ফরযের স্বাদ উপভোগ তার জন্য একদম হারাম করে দেবেন।"

হযরতকে তাসাওউফ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে অটল থাকার নামই হলো তাসাওউফ।" তিনি আরো বলতেন, "মানুষ যাকিছু [জ্ঞান] অর্জন করে তাতেই যদি সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এটা তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।"

أبو الحسن البوشنجي
হযরত আবুল হাসান বুশঞ্জী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسن علي بن أحمد بن سهل البوشنجي أحد فتيان خُراسان. لقي أبا عثمان، وابن عطاء، والجريري، وأبا عمر والدِّمشقيَّ. مات سنة: ثمان وأربعين

وثلاثمائة. وسئل البوشنجي عن المروءة فقال: هي ترك استعمال ما هو محرَّم مع الكرام الكاتبين.
وقال له إنسان: ادع الله لي.
فقال: أعاذك الله من فتنتك.
وقال: أوَّل الإيمان منوط بآخره.

অনুবাদ: তিনি ছিলেন আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাহল বুশঞ্জী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। খুরাশানের শায়খ ছিলেন। তিনি আবু উসমান, ইবনে আতা, জারিরী এবং আবু আমর দামেস্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সঙ্গ লাভে ধন্য হন। হযরত বুশঞ্জী ৩৪৮ হিজরী [৯৫৯ ঈ] সনে মারা যান।

হযরত বুশঞ্জী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, "কিরামান-কাতিবীনের উপস্থিতিতে যে কাজ করা নিষিদ্ধ তা ছেড়ে দেওয়ার নামই হলো ব্যক্তিত্ব।" একব্যক্তি আবদার করলো, আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার ফিৎনা থেকে রক্ষা করুন।"

তিনি বলতেন, "ঈমানের প্রথম অংশ শেষ অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত।"

أبو عبد الله الشيرازي
হযরত আবু আবদুল্লাহ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي صحب رويماً، والجريري، وابن عطاء، وغيرهم. مات سنة: إحدى وسبعين وثلاثمائة.
وهو شيخ الشيوخ وواحد وقته. قال ابن خفيف: الإدارة استدامةُ الكدِّ وترك الراحة. وقال: ليس شيء أضر على المريد من مسامحة النفس في ركوب الرحل وقبول التأويلات. وسئل عن القرب، فقال: قُربك منه بملازمة الموافقات، وقُربه منك بدوام التوفيق. سمعت أبا عبد الله الصوفيَّ، يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: ربَّما كنت أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة عشرة آلاف مرةً

قل هو الله أحد وربما كنت أقرأ في ركعة واحدة القرآن كله، وربما كنت أصلي من الغداة إلى العصر ألف ركعة. سمعت أبا عبد الله بن باكويه الشيرازي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا أحمد الصغير يقول: دخل يوماً من الأيام فقير، فقال الشيخ أبي عبد الله أبن خفيف. بي وسوس!! فقال الشيخ: عهدي بالصوفيَّة يسخرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر منهم.
وسمعته يقول: سمعت أبا العباس الكرخي يقول: سمعت أبا عبد الله ابن خفيف يقول: ضعفت عن القيام في النوافل، فجعلت بدل كل ركعة من أورادي ركعتين قاعداً، للخبر: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

অনুবাদ: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাফীফ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রুয়াইম, জারিরী এবং ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ আরো অনেক মাশাইখের সুহবত লাভে ধন্য হন। তিনি ৩৭১ হিজরী [৯৮২ ঈ] সনে ইন্তিকাল করে। শায়খদের শায়খ এই মহান ব্যক্তি যুগের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তিনি বলতেন, “ইরাদা শব্দের অর্থ কঠোর পরিশ্রম ও বিলাসিতা বর্জন করা।” আরো বলতেন, “মুক্তমনে যে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা মুরীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।” তাঁকে আল্লাহর নৈকট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, “আল্লাহর সঙ্গে তোমার নৈকট্যের অর্থ সর্বদা তাঁর অনুকুলে কাজ করা। আর তোমার সঙ্গে আল্লাহর নৈকট্যের অর্থ হলো তিনি তোমাকে সব সময় তাওফিক প্রদান করবেন।”

হযরত সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “কোনো সময় আমি এক রাকাআতে ১০ হাজার বার কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করতাম। কোনো সময় এক রাকাআতে পুরো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতাম। কোনো কোনো যুহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক হাজার রাকাআত নামায পড়তাম।” একদিন এক দরবেশ তাঁর নিকট আসলেন। বললেন, “আমার মধ্যে কুমন্ত্রণা আসে, কী করবো?” তিনি জবাব দিলেন, “আমাদের তো এক যুগ ছিলো, যখন সুফিয়ায়ে কিরাম শয়তানকে নিয়ে মশকরা করতেন। আর এখন শয়তানই তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রƒপ করে।”

হযরত সিরাজী আরো বলতেন, “আমি নফল নামাযে দাঁড়াতে যখন অক্ষম হয়ে পড়ি তখন প্রতি রাকাআতের বিনিময়ে আরো দু’রাকাআত বসে বসে পড়ি। এতে আমি পূর্ণ সওয়াবের ভাগীদার হই। কারণ, বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পেয়ে থাকেন।”

أبو الحسين الشيرازي

হযরত আবুল হুসাইন সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي كان عالماً بالأصول، كبيراً في الحال. صحب الشبلي. مات بأرَّجان سنة: ثلاث وخمسين وثلاثمائة.

قال بُندار بن الحسين: لا تخاصم لنفسك، فإنها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يريد. وقال بُندار: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال بُندار: اترك ما تهوى لما تأمل.

অনুবাদ: আবুল হুসাইন বুনদার ইবনে হুসাইন সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন উসূলের একজন বড় আলিম। অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই ওয়ালি হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভ করেন। তিনি ৩৫৩ হিজরী [৯৬৪ ঈ] সনে বাররাযান নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

তিনি বলতেন, “তুমি তোমার প্রবৃত্তির পক্ষে ঝগড়া করো না। এটা তো তোমার নয়- যিনি এর মালিক, তাঁর কাছে একে ছেড়ে দাও! তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন।” তিনি আরো বলতেন, “বিদআতীদের সাথে ওঠাবসা করলে হক থেকে বঞ্চিত থাকার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।” তিনি বলেন, “তোমার প্রবৃত্তি যা চায় এবং যাকিছু প্রত্যাশা করে তা বর্জন করো।”

أبو بكر الطمستاني

হযরত আবু বকর তামাস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

صحب إبراهيم الدَّباغ، وغيره. وكان أوحد وقته علماً، وحالاً مات بنيسابور بعد سنة: أربعين وثلاثمائة قال أبو بكر الطمِّستاني: النعمة العظمة الخروج من النفس، والنفس أعظم حجاب بينك وبين الله سمعت أبا عبد الله الشيرازي، رحمه الله، يقول: سمعت منصور ابن عبد الله الأصبهانيِّ، يقول: سمعت أبا بكر الطمِّستاني يقول: إذا هَم القلب عوقب في الوقت.

وقال: "الطريق واضح، والكتاب والسنَّة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم؛ لسبقهم إلى الهجرة، ولصحبتهم؛ فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرَّب عن نفسه والخلق، وهاجر بقلبه إلى الله، فهو الصادق المصيب"

অনুবাদ: তিনি ইব্রাহিম দাব্বাগ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অন্যান্য মাশাইখের সুহবত লাভ করেন। ইলম ও হালে তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় ব্যক্তি। ৩৪০ হিজরী [৯৫১ ঈ] সনে নিশাপুরে পরলোকগমণ করেন।

হযরত আবু বকর বলতেন, "প্রবৃত্তি থেকে বের হওয়াই হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ, আল্লাহ ও তোমার মধ্যে এটাই হলো বড় পর্দা।" তিনি আরো বলতেন, "রাস্তা পরিষ্কার! কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের সামনে। সাহাবায়ে কিরামের ফজিলত কী তা আমাদের জানা। তাঁরা হিজরত করেছেন, নবীজীর সুহবত লাভ করেছেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে থাকে, আমিত্ব ও সৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসে, নিজের অন্তরসহ আল্লাহর দিকে হিজরত করে, সে-ই হলো হকপন্থী ও সত্যপথের যাত্রী।"

أبو العباس الدينوري

হযরত আবুল আব্বাস দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري صحب يوسف بن الحسين، وابن عطاء، والجريريَّ. وكان عالماً فاضلاً؛ ورد نيسابور وأقام بها مدّضة، وكان يعظ

الناس، ويتكلم على لسان المعرفة، ثم ذهب إلى سمرقند، ومات بها بعد الأربعين وثلاثمائة.
قال أبو العباس الدَّينوري: أدْنى الذكر أن تنسى مادونه، ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر. وقال أبو العباس: لسان الظاهر لا يغيِّر حكم الباطن.
وقال أبو العباس الدينوري: أدنى الذكر أن تنسى ما دونه، ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر. وقال أبو العباس: لسان الظاهر لا يغيِّر حكم الباطن.
وقال أبو العباس الدينوري: نقضوا أركان التصوف، وهدموا سبيلها، وغيروا معانيها بأسامي أحدثوها: سمُّو الطمع زيادة، وسوء الأدب إخلاصاً والخروج عن الحق شطحاً والتلذذ بالمذموم طيبة، واتباع الهوي ابتلاء والرجوع إلى الدنيا وصلا،وسوء الخلق صولة، والبخل جلادة والسؤال عملاً وبذاءة اللسان ملامة. وما هذا كان طريق القوم.

অনুবাদ: হযরত আবুল আব্বাস আহমদ ইবমে মুহাম্মদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইফসুফ ইবনে হুসাইন, ইবনে আতা এবং জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সুহবত লাভে ধন্য হন। অত্যন্ত বিজ্ঞ আলিম ও বিচক্ষণ এই ওয়ালি নিশাপুরে এসে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন, মা'রিফাতের উপর আলোচনা করতেন। এক পর্যায়ে সমরকন্দ চলে যান এবং সেখানেই ৩৪০ হিজরীর [৯৫১ ঈ] পরে ইন্তিকাল করেন।

তিনি বলতেন, “জিকিরের নিম্নস্তর হলো তুমি যাকে স্মরণ করবে তাকে ছাড়া অন্য সবকিছু ভুলে যাবে। এর চূড়ান্ত স্তর হলো স্মরণকারী জিকিরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে।”

হযরত দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলতেন, “বাহ্যিক কথাবার্তা অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরির্তন করতে পারে না।” তিনি আরো বলেন, “লোকজন তাসাওউফের খুঁটি ভেঙ্গে ফেলেছে! এর পথঘাট ধ্বংস করে দিয়েছে! নিজের আবিষ্কৃত নাম ও শব্দ দ্বারা এর মূল অবস্থাকে বিকৃত করে ফেলেছে! তারা বে-আদবীকে নিষ্ঠা নামকরণ করেছে! ঘৃণিত কাজের স্বাদ হয়ে ওঠেছে তাদের কাছে পবিত্র! প্রবৃত্তির অনুসরণ তাদের জন্য পরীক্ষা। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকে তারা

মনে করে আল্লাহর নিকট উপনীত হয়ে গেছে! কৃপণতাকে নৈপুণ্য ভাবে! প্রশ্ন করাই হয়ে গেছে তাদের কাজ। এসব তো ছিলো না- সুফিয়ায়ে কিরামের পথ?"

أبو عثمان المغربي

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي واحد عصره، لم يوصف مثله قبله. صحب ابن الكاتب، وحبيباً المغربيَّ، وأبا عمرو الزجاجيَّ، ولقي النهرجوري وابن الصائغ وغيرهم. مات بنيسابور سنة: ثلاث وسبعين وثلاثمائة.

وأوصى بأن يُصلى عليه الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى. سمعت الأستاذ أبو بكر بن فورك يقول: كنت عند أبي عثمان المغربي حين قرب أجله، وعليّ القوال الصغير يقول شيئاً، فلما تغير عليه الحال أشرنا على عليّ بالسكوت، ففتح الشيخ أبو عثمان عينيه، وقال: لم لا يقول عليّ شيئاً؟ فقلت لبعض الحاضرين: سلوه، علام يسمع المستمع، فإني أحتشمه في تلك الحالة فسألوه، فقال: إنما يسمع من حيث يسمع.

وكان في الرياضة كبير الشأن. وقال أبو عثمان: التقوى، هي: الوقوف مع الحدود، لا يُقصر فيها ولا يتعدَّاها. وقال: من آثر صحبة الآغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب.

অনুবাদ: হযরত আবু উসমান সাঈদ ইবনে সালাম মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগের অতুলনীয় ব্যক্তি। তাঁর মতো লোক ইতোপূর্বে জন্ম নিয়েছেন খুব কম। ইবনুল কাতিব, হাবীব মাগরিবী এবং আবু আমর জুযাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সুহবত লাভে তিনি ধন্য হন। এছাড়া নহরজুরী এবং ইবনুস সায়িগ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাসহ অন্যান্য মাশাইখের সাথেও সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি ৩৭৩ হিজরী [৯৮৩ ঈ] সনে নিশাপুরে ইহলোগ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে অসিওত করেছিলেন, ইমাম আবু বকর ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেনো তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন।

ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মৃত্যুকালে আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাশে ছিলাম। তাঁর চতুর্দিকে লোকজন কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলো। তাঁর চেহারা এতে কিছুটা মলিল হয়ে পড়লো। আমাদেরকে নীরব থাকার নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন, “তিনি কেনো আমার কাছে এ কথাটি বলেন না?” আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে বললাম, জিজ্ঞেস করো তিনি কি শোনতে পাচ্ছেন? কারণ আমি তাঁকে এ অবস্থায় কোনো প্রশ্ন করতে পারছিলাম না, আমার লজ্জাবোধ হচ্ছিলো। সুতরাং লোকটি তাঁকে প্রশ্ন করার পর তিনি জবাব দিলেন, “আমি যেখান থেকে যা শোনার শুনতে পাচ্ছি!”

রিয়াযত-মুজাহাদায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত বলতেন, “তাকওয়া হলো নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করা। তাতে শিথিলতা না করে সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে থাকা।” তিনি আরো বলতেন, “যে ব্যক্তি গরীবদের থেকে ধনীর সান্নিধ্য লাভকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাঁর হৃদয়কে মেরে অপদস্ত করবেন।”

أبو القاسم النصراباذي

হযরত আবুল কাসিম নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي شيخ خراسان في وقته. صحب الشبليَّ، وأبا علي الروذباريَّ، والمرتعش. جاور بمكة سنة: ست وستين وثلاثمائة. ومات بها سنة تسعٍ وستين وثلاثمائة.

وكان عالماً بالحديث، كثير الرواية. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت النصراباذي يقول: إذا بدا لك شيء من بوادي الحق، فلا نلتفت معها إلى جنَّة، ولا إلى نار، فإذا رجعت عن تلك الحال فعظِّم ما عظمه الله.

وسمعت محمد بن الحسين يقول: قيل للنصراباذي: إن بعض الناس يجالس النسوان، ويقول: أنا معصوم في رؤيتهن. فقال: ما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والهي باق، والتحليل والتحريم مخاطب به؛ ولن يجترىء على الشبهات إلا من تعرض للمحرمات.

وسمعت محمد بن الحسين، رحمة الله، يقول: قال النصراباذي: أصل التصوف: ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعذار الخلق، والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات

অনুবাদ: হযরত আবুল কাসিম ইব্রাহিম মুহাম্মদ ইবনে নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুরাশানের শায়খ ছিলেন। হযরত শিবলী, আবু আলী রুজবারী এবং মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সুহবত লাভ করেন। তিনি ৩৬৬ হিজরী [৯৭৬ ঈ] সনে মক্কা শরীফে চলে যান এবং সেখানেই তিনি ৩৬৭ হিজরীতে [৯৭৭ ঈ] চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। প্রচুর হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, একদল লোক নারীদের সাথে ওঠাবসা করে এবং বলে আমরা নিষ্পাপ- এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি জবাব দিলেন, "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হওয়াতে কোনো পরওয়া করে না, হারামে লিপ্ত হওয়া তার জন্য খুবই সম্ভব।" তিনি আরো বলতেন, "তাসাওউফের মূল কথা হলো, কুরআন-সুন্নাহকে আকড়ে ধরা, প্রবৃত্তি এবং বিদআত বর্জন করা, দ্বীনের মাশাইখকে শ্রদ্ধা করা, লোকজনের ভুলত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা, অযিফা নিয়মিতভাবে আদায় করতে থাকা এবং শিথিলতা ও কাল্পনিক ব্যাখ্যার পথ বর্জন করা।"

أبو الحسن الحصري البقري

আবুল হাসান হুসরী বাকারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري البقري سكن بغداد. عجيب الحال واللسان، شيخ وقته. ينتمي إلى الشبليِّ. مات ببغداد سنة: إحدى وسبعين وثلاثمائة.

قال الحصري: الناس يقولون: الحصري لا يقول بالنوافل، وعلى أوراد من حال الشباب لو تركت ركعة لعوقبت. وقال: من ادَّعى في شيء من الحقيقةُ كذَّبته شواهد كشف البراهين.

অনুবাদ: আবুল হাসান আলী ইবনে ইব্রাহিম হুসরী বাকারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মধ্যে অদ্ভুত হাল প্রকাশ পেতো। তিনি অত্যন্ত বাকশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং যুগের শায়খ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত পান এবং ৩৭১ হিজরী [৯৮১] সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

তিনি বলতেন, “লোকজন নাকি অভিযোগ করে, হুসরী নফল সম্পর্কে কিছু বলেন না। অথচ, আমি ছোট থেকেই ফরয আমল পালন করে আসছি, কারণ এক রাকাআত ফরয তরক করলে শাস্তি দেওয়া হয়, তাই আমি ফরযের কথাই বলি।” তিনি আরো বলতেন, “কেউ যদি হাক্বিক্বাত সম্পর্কে মিথ্যা দাবীদার হয়, তাহলে তার এ মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ হবে যখন অকাট্য ঐশী প্রমাণাদি উন্মোচন হয়ে যাবে।”

أبو عبد الله الروذباري

হযরত আবু আবদুল্লাহ রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

أبو عبد الله بن أحمد بن عطاء الروذباري ابن أخت الشيخ أبي علي الروذباري. شيخ الشم في وقته مات بصور سنة: تسع وستين وثلاثمائة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت على بن سعيد المصيصي، يقول: سمعت أحمد بن عطاء الروذباري يقول: دعوة في دور السوقة، ومن ليس من أهل التصوف لا يُخْبر الفقراء بذلك، وكان يطعمهم شيئاً، فإذا فرغوا أخبرهم، ومضى بهم فكانوا قد أكلوا في الوقت فلا يمكنهم أن يمدوا أيديهم إلى طعام الدعوة إلا بالتعزز. وإنما كان يفعل ذلك، لئلا تسوء ظنُون الناس بهذه الطائفة فيأثموا بسببهم.

وقيل: كان أبو عبد الله الروذباري يمشي على أثر الفقراء يوماً، وكذا كانت عادته أن يمشي على أثرهم، وكانوا يمضون إلى دعوة فقال إنسان بقَّال: هؤلاء المستحلون وبسط لسانه فيهم، وقال في اثناء كلامه: إن واحداً منهم قد استقرض منيِّ مائة درهم. ولم يردها عليَّ ولست أدري أين أطلبه؟ فلما دخلوا دار الدعوة، قال أبو عبد الله الروذباري لصاحب الدار وكان من محِّبي هذه الطائفة.

إثنتي بمائة درهم إن أردت سكون قلبي. فأتاه بها في الوقت فقال لبعض أصحابه: أحمل هذه المائة إلى البقَّال الفلانيِّ، وقل له: هذه المائة التي استقرضها منك بعض أصحابنا، وقد وقع له في التأخير بها عذر، وقد بعثها الآن.. فأقبل عذره!! فمضى الرجل، وفعل، فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقَّال، فأخذ البقال في مدحهم يقول: هؤلاء هم الثقاةُ الأمناء الصلحاء، وما أشبه ذلك. وقال أبو عبد الله الروذباري: أقبح من كل قبيح صوفي شحيح. قال أبو القاسم الأستاذ الإمام جمال الإسلام، رضي الله عنه هذا هو ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة. وكان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم مجمعون على تعظيم الشريعة؛ متصفون بسلوك طرق الرياضة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آداب الديانة، متفقون على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبن أمره على أساس الورع والتقوى كان مفترياً على الله سبحانه وتعالى، فيما يدعيه، متفونا، هلك في نفسه، وأهلك من أغتر به ممن ركن إلى أباطيله. ولو تقصينا، وتتبعنا ما ورد عنهم: من ألفاظهم، وحكاياتهم، ووصف سيرهم مما يدل على أحوالهم، لطال به التاب، وحصل منه الملال: وفي هذا القدر الذي لوحنا به في تحصيل المقصود غنية، وبالله التوفيق.

فأما المشايخ الذين أدركناهم، وعاصرناهم، وإن لم يتفق لنا لقياهم، مثل: الاستاذ الشهيد، لسان وقته، وأوحد عصره، أبي عليِّ الحسن بن علي الدقاق، والشيخ، نسيج وحده في وقته، أبي عبد الرحمن السلمي، وابي الحسن علي بن جَهضم مجاور الحرم والشيخ أبي العباس القصار بطبرستان. وأحمد الأسود بالدينور؛ وابي القاسم الصيرفي بنيسابور، وابي سهل الخشاب الكبير بها. ومنصور بن خلف المغربي، وأبي سعيد الماليني، وأبي طاهر الخوزندي، قدس الله أرواحهم، وغيرهم، فلو اشتغلنا بذكرهم، وتفصيل أحوالهم، لخرجنا عن المقصود في الإيجاز وغير ملْتَبَس من أحوالهم حسن سيرتهم في معاملاتهم. وسنورد من حكاياتهم طرفاً في مواضع من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى.

অনুবাদ: হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আতা রুজবারী হলেন শায়খ আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাগিনা। শামের মধ্যে তিনি ছিলেন যুগের শায়খ। ৩৬৯ হিজরী [৯৮০ ঈ] সনে সুরে ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আমি একদা এক উটে আরোহণরত ছিলাম। এক পর্যায়ে হঠাৎ করে উটের পা বালির ভেতর ঢুকে পড়লো। আমি সাথে সাথে বললাম 'জাল্লাল্লাহ!' উটটিও বলে ওঠলো, 'জাল্লাল্লাহ!'।"

যখনই হযরত রুজবারী ও তাঁর সাথীদেরকে কোনো সাধারণ ব্যক্তি তার বাড়িতে দাওয়াত করতো, তিনি প্রথমে অন্যান্য দরবেশদের এ ব্যাপারে কিছুই বলতেন না। প্রথমে তিনি এদেরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে আপ্যায়ন করাতেন। এরপর সকলকে নিয়ে মেজবানের বাড়িতে গমন করতেন। তারা ক্ষুধার্ত না থাকায় সেখানে অত্যল্প খাবার খেতেন। এরূপ করার কারণ ছিলো, যাতেকরে সাধারণ মানুষ সুফিদেরকে পেটুক ভাবে না এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

একদা হযরত রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দরিদ্র [দরবেশ] লোকদের পেছনে চললেন। তাঁরা কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক মুদি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার দিল, "এই পাপিষ্ঠদেরকে দেখো!" সে তাদের বেশ গালিগাজ করলো। এরপর বললো, "এদের মতো একজন আমার কাছ থেকে ১০০ দিরহাম কর্জ নিয়েছিল। কিন্তু সে তা আমাকে ফিরিয়ে দেয় নি। আমার জানা নেই, তাঁকে কোথায় খুঁজবো?"

সবাই যখন বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখন হযরত রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুফিদের প্রতি মুহাব্বাত পোষণকারী মেজবানকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার হৃদয়ে প্রশান্তির কামনা করে থাকলে আপনি আমাকে ১০০ দিনার কর্জ দিন"। তিনি সাথে সাথে তা দিয়ে দিলেন। এরপর রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক সাথীকে বললেন, "এই ১০০ দিরহাম নিয়ে অমুক মুদির কাছে যাও। তাকে বলবে, আমাদের এক ভাই তোমার কাছ থেকে এই টাকা কর্জ নিয়েছিলেন, তুমি তা ফেরৎ নাও এবং তার অপারগতা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো"। লোকটি মুদির নিকট যেয়ে ঠিক এরূপ কথা বলে টাকা প্রদান করলে সে মন্তব্য করলো, "এরাই হচ্ছেন আমানদতার, সৎকর্মী ও নির্ভরশীল!"

হযরত ররুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলতেন, "কৃপণ সুফি হলো নিকৃষ্টের মধ্যে নিকৃষ্ট"।

উপসংহার

ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির পথের কিছু মাশাইখের জীবন ও আদর্শ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। আলোচনার দ্বারা এটাই তুলে ধরতে চেয়েছি, শরীয়তের সম্মান প্রদর্শনে এসব মনীষী ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। আত্মশুদ্ধি ছিল তাদের ভূষণ, সুন্নতের উপর তারা ছিলেন অটল, তাদের জীবনে ছিল ভদ্রতা ও সভ্যতার অপূর্ব সমাহার। যে ব্যক্তি রিয়াজত-মুজাহাদা করে না, তাকওয়ার আলোকে তার কর্মকে যাচাই-বাছাই করে না, মাশাইখবৃন্দের মতে এ লোকটি আল্লাহর কাছে মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে। সে নিজে ধ্বংস হলো। আর তার প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে যারা ভ্রান্ত মত ও পথের অনুসারী হবে তারাও ধ্বংস হবে।

আমরা যদি উল্লেখিত মাশাইখগণের কথাবার্তা, ঘটনাবলী ও জীবনচরিতের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করি তাহলে পাঠকের মনে বিরক্তিবোধের জন্ম নিতে পারে। আমরা যাকিছু আলোচনা করেছি, লক্ষ্যর্জনে তা-ই যথেষ্ট মনে করি। আল্লাহ তা'আলা তাওফিকদাতা।

এছাড়া যেসব ওলির সাক্ষাৎ পেয়েছি অথবা সমকালীন যুগ পেয়েছি কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ হয় নি যেমন: যুগের অতুল ভাষ্যকার উস্তাদ আবু আলী হাসান আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মহান মনীষী শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবুল হাসান আলী ইবনে জাহযাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- যিনি ছিলেন হারাম শরীফের বসবাসকারী, তিবলিস্তানের শায়খ আবুল আব্বাস খাসসার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, দ্বীনুরের শায়খ আহমদ আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নিশাপুরের আবুল কাসিম সায়ের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবু সাহল খাশশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মানসুর ইবনে মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবু সাঈদ মারইয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আবু তাহির খুজানদি

কাদ্দাসাল্লাহু আরওয়াহাহুম। এসব মাশাইখের জীবনচরিত নিয়ে যদি আমরা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করি তাহলে আমাদের লক্ষ্যর্জন সম্ভব হবে না। তবে ইনশাআল্লাহ! কিতাবের বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা সঙ্গত কারণেই তাঁদের আলোচনা প্রয়োজনে তুলে ধরবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়
تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة
সুফি মাশায়িখদের পারিভাষিক শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

وبيان ما يشكل منها أعلم أنَّ من المعلوم: أن كلَّ طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونها - فيما بينهم - انفردوا بها عمن سواهم، تواطئوا عليها؛ لأغراض لهم فيها: من تقريب الفهم على المخاطبين بها، أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم، بإطلاقها. وهذا الطائفة يستعملون ألفاظاً فيما بينهم، قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم؛ لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف، واستخلص لحقائقها اسرار قوم.

ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ: تسهيل الفهم على من يريد الوقوف على معانيهم من سالكي طرقهم، ومتبعي سنَّنهم.

অনুবাদ: প্রথমত কঠিন শব্দাবলীর উপর আলোচনা করবো। জেনে রাখুন, প্রত্যেক শাস্ত্রবিদের নিকট নিজ নিজ শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ থাকে। এগুলো অন্য শাস্ত্র থেকে আলাদা হয়। এসবের উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার কাছে বিষয়টি অতি সহজে তুলে ধরা। অনুরূপ সুফি-মাশাইখদের নিকটও কিছু পারিভাষিক শব্দ মওজুদ আছে। এগুলো বিশেষ বিশেষ অর্থে তাঁদের কাছে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমরা এখন এসব শব্দের ব্যাখ্যা তুলে ধরছি, যাতেকরে এই পথের যাত্রীদের নিকট এগুলো সহজবোধ্য হয়।

الوقت

ওয়াক্ত (সময়)

حقيقة الوقت عند أهل التحقيق: حادث متوهِّم علق حصوله على حادث متحقق فالحادث المتحقق، وقت للحادث المتوهم، تقول: آتيك رأس الشهر، فالإتيان متوهم، ورأس الشهر حادث متحقق. فرأس الشهر وقت الإتيان.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول:الوقت: ما أنت فيه، إن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى وإن كنت بالسُّرور فوقتك السرور وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن.

يريد بهذا: أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان.

وقد يعنون بالوقت: ما هو فيه من الزمان، فإن قوماً قالوا: الوقت ما بين الزمانين، يعني الماضي والمستقبل.

ويقولون: الصوفي ابن وقته، يريدون بذلك: أنه مشتغل بما هو أولى به من العبادات في الحال، قائم بما هو مطلوب به في الحين.

وقيل: الفقير لا يهمه ماضي وقته وآتيه، بل يهمه وقته الذي هو فيه.

ولهذا قيل: الاشتغال بفوات وقت ماض. تضبيع وقت ثان.

وقد يريدون بالوقت: ما يصادفهم من تصريف الحقِّ لهم، دون ما يختارونه لأنفسهم.

ويقولون: فلان بحكم الوقت. أي: أنه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير أختيار له.

وهذا فيما ليس لله تعالى عليهم فيه أمر أو اقتضاء بحق شرع، إذ التضييع لما أمرت به: وإحالة الأمر فيه على التقدير وتركُ المبالاة بما يحصل منك من التقصير: خروج عن الدين.

ومن كلامهم: الوقت سيف. أي: كما أنَّ السيف قاطع فالوقت بما يمضيه الحق ويجريه غالب.

وقيل: السيف لين مسه، قاطع حده، فمن لاينهُ سلم، ومن خاشنه اصطلم. كذلك الوقت: من استسلم لحكمه نجا، ومن عارضه انتكس وتردي.

وأنشدوا في ذلك:

وكالسيف إن لاينته لان مسه ... وحدَّاه إن خاشنته خشنان

ومن ساعده الوقت: فالوقت له وقت.
ومن ناكده الوقت: فالوقت عليه مقت.
وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الوقت مبرد يستحقك ولا يمحقك.
يعني: لو محاك وأفناك لتخلصت حين فنيت. لكنه يأخذ منك ولا يمحوك بالكلية
- وكان ينشد في هذا المعنى: كل يوم يمر يأخذ بعضي يورث القلب حسرة ثم يمضي وكان ينشد أيضاَ:
كأهل النار إن نضجت جلود ... يورث القلب حسرة ثم يمض
وكان ينشد أيضاً:
كأهل النار إن نضجت جلود ... أعيدت للشقاء لهم جلود
وفي معناه:
ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميِّت ميت الأحياء
والكيِّس: من كان بحكم وقته؛ إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة، ون كان وقته المحو، فالغالب عليه أحكام الحقيقة.
ومن ذلك:

অনুবাদ: তত্ত্ববিদদের কাছে সময়ের মর্ম হলো, বিমূর্ত ধারণা। তবে এটা বাস্তব কিছু অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন তুমি বললে, “মাসের শুরুতে আমি আসবো”- এখানে ‘আসা’ কল্পনা, ‘মাসের শুরু’- হলো বাস্তব অবস্থা এবং এটাই হলো আসার সময়।

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, “তুমি যে স্থানে আছো- সেটাই সময়। তুমি যখন দুনিয়াতে- দুনিয়া তোমার সময়। যখন আখিরাতে- আখিরাত তোমার সময়। যখন আনন্দে- তখন আনন্দ তোমার সময়। আর যখন বিষণœতায় থাকো- তখন তোমার সময় হলো এই বিষণœতাই। অর্থাৎ মানুষের বিরাজমান অবস্থাই হলো সময়।”

কেউ কেউ বলেন, সময় হলো দু’টি কালের মধ্যবর্তী অবস্থা। অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সময়ের অবস্থান। অন্যরা বলেন, সুফি হলেন সময়ের সন্তান। অর্থাৎ তিনি সর্বদা বর্তমানে উপযুক্ত ইবাদত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অতীত তাঁকে চিন্তান্বিত

করে না বরং বর্তমান নিয়ে তাঁর ব্যস্ততা। আর এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, অতীত নিয়ে ব্যস্ত থাকার অর্থ হচ্ছে দ্বিতীয় আরেক সময়কে বিনষ্ট করা।

কখনো বা, ওয়াক্ত [মুহূর্ত] দ্বারা সুফিরা আল্লাহর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বুঝে নেন। তখন তারা নিজে থেকে কোনো কার্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তারা বলেন: "মুহূর্তের নির্দেশের মধ্যে কেউ একজন জড়িত আছেন।" এর অর্থ হলো, তিনি গায়েবের [কৃদরের] ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন। নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছেন। অবশ্য এটা শরীয়ত দ্বারা নির্ধারিত বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওসব নির্দেশিত কার্যাদি থেকে ভিন্ন। কারণ আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত ঐশি নির্দেশনা যদি অমান্য কিংবা স্বেচ্ছায় পালন না করেন, তাহলে তো আপনি দ্বীন থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

সুফিদের আরেকটি কথা হলো, "সময় একটি তলোয়ার।" এর অর্থ হলো, ঠিক যেভাবে বস্তুকে তলোয়ার কেটে দেয়, তদ্রূপ 'ওয়াক্ত' হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে [অপরিহার্য] নির্ধারিত ক্রিয়ার সম্পাদন। একথাও বলা হয়ে থাকে যে, তলোয়ারের ছোঁয়া বেশ কোমল ও তার আঘাত খুব শানদার। যে ব্যক্তি বিনয়ের সাথে আচরণ করবে, সে নিরাপদ থাকবে। আর যে এর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবে সে ধ্বংস হবে। সারকথা, সময়ের নির্দেশ মেনে নেওয়া হলো মুক্তি এবং প্রত্যাখ্যান হলো ধ্বংসের কারণ।" তাঁরা এ ব্যাপারে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন:

> যেমন এটি একটি অসি, এর সাথে অমায়িক ব্যবহার করলে, এটি তোমার পরশে নরম,
> তবে তার প্রান্ত খুব রূঢ়, যদি তুমি তার সাথে কঠোর হও।

কেউ যদি ওয়াক্ত দ্বারা সহযোগিতা পায়, তার জন্য এই ওয়াক্ত হবে তারই। কিন্তু কেউ যদি ওয়াক্তের সঙ্গে সংঘর্ষে পতিত হয়, তাহলে এই ওয়াক্ত হবে তার জন্য পীড়া।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: "ওয়াক্ত [মুহূর্ত] হলো ফাইলের মতো: এটা তোমাকে ঘষে ঘষে চূর্ণ করে দেয়। কিন্তু তোমাকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে না।" তিনি বুঝাতে চেয়েছেন: যদি এটা তোমাকে মুছে ফেলে এবং বিলীন করে দেয়, তাহলে তুমি বিলীন হওয়ার মুহূর্তে [নিজ থেকে] মুক্তি পাবে। অথচ, এটা বাস্তবে তোমার একাংশকে বিলীন করে, কিন্তু পুরোপুরি মুছে দেয় না। এ সম্পর্কে তিনি [দাক্কাক রাহ.] নিচের দু'টি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেছেন:

প্রতিটি অপসৃয়মান দিবস আমার কিছুটা অংশ নিয়ে যায়
হৃদয়ে আমার রেখে যায় অনুতাপ, এরপর তা বিলুপ্ত হয়।

তিনি আরও আবৃত্তি করেছেন:

নরকবাসীদের মতো: যখন তাদের চামড়া জ্বলে শেষ হয়ে গেল,
তাদের পুনরায় শাস্তি দিতে নতুন চামড়া দেওয়া হলো।

অনুরূপ এই দু'টি চরণ:

সে তো মৃত নয়, যে মরণে পেয়েছে সান্ত্বনা।
কিন্তু সে-ই মৃত, যে মরে আছে জীবিতদের মাঝে।

সেজনই বিচক্ষণ, যে তার মুহূর্তের নির্দেশনার মধ্যে সম্পৃক্ত আছে। তার মুহূর্ত যদি আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়, সে ঐশি আইন [শরীয়ত] অনুসরণ করে যথাযথভাবে; কিন্তু যদি তার মুহূর্ত হয় বিলুপ্তি [আল্লাহর মাঝে], তাহলে সে হাক্বিকাতের নির্দেশনার মধ্যে সম্পৃক্ত হবে।

المقام

মাক্বাম (স্তর)

والمقام: ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب؛ ممام يتوصَّل إليه بنوع تصُّرفَ، ويتحقق به بضرب تطلُّب، ومقاساة تكلف. فمقام كل أحد: موضع إقامته عند ذلك، وما هو مشتغل بالرياضة له.

وشرطه: أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر، ما لم يستوف أحكام ذلك المقام، فإن من لا قناعة له لا تصح له التوكل ومن لا توكل له لا يصح له التسليم، وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة، ومن لا ورع له لا يصح له الزهد.

والمقام: هو الإقامة، كالمُدخل بمعنى الإدخال، والمخرج بمعنى الإخراج.

ولا يصحُّ لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه بذلك المقام، ليصحَّ بناء أمره على قاعدة صحيحة.

سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدَّقاق، رحمه الله تعالى، يقول: لما دخل الواسطي نيسابور، سأل أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات، ورؤية التقصير فيها.

فقال: أمركم بالمجوسيَّة المحضة، هلا أمركم بالغَيْبة عنها، برؤية منشئها ومجريها؟ وإنما أراد الواسطي بهذا: صيانتهم عن محل الإعجاب. لا تعريجاً في أوطان التقصير، أو تجويزاً للإخلال بأدب من الآداب.

অনুবাদ: মানুষ আদব ও শিষ্টাচারিতার যে স্তর অর্জন করে তাকেই বলে মাক্বাম। মাক্বামের শর্ত হলো: এক মাক্বামের বিধান ও চাহিদা পূর্ণ না করা পর্যন্ত পরবর্তী মাক্বামে উন্নীত না হওয়া। সুতরাং যার মধ্যে অল্পেতুষ্টির গুণ নেই তার জন্য তাওয়াক্কুলের বৈশিষ্ট্য যুৎসই নয়। যার মধ্যে তাওয়াক্কুল নেই তার জন্য তাসলিম (আত্মবিসর্জন) মানানসই হবে না। যার মধ্যে তাওবাহ নেই তার মধ্যে ইনাবাত ইলাল্লাহ (আল্লাহ অভিমূখিতা) উপযোগী নয়। ঠিক এরূপ যার মধ্যে পরহেজগারী অনুপস্থিত তার জন্য যুহদ বেমানান।

‘মাক্বাম’ শব্দের অর্থ হলো, ‘স্থানে রেখে দেওয়া’। অনুরূপ আরবি শব্দ ‘মুদখাল’ [প্রবেশ] এর মতো, এর অর্থ হতে পারে, প্রবেশ হওয়ার কর্ম অথবা মুখরাজ

[বহির্গমন], এর মতো, এর অর্থ হতে পারে বেরকরণের ক্রিয়া। কারণ কেউ কোনো স্টেশনে প্রবেশ করতে পারবে না যদি না আল্লাহ তা'আলা তাকে সেখানে প্রবেশ না করান। আর শুধুমাত্র তখনই সালিক তার কার্যাদি একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারে।

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশাপুর গমন করে, আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শীর্ষদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের শায়খ কি কাজের নির্দেশ দিতেন?"। তাঁরা জবাব দিলেন, "তিনি বিধানসমূহ পালনে জোর দিতেন এবং পালনকালে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে সেদিকে দিকপাত করারও নির্দেশ দিতেন।" ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবার বললেন, "তাহলে তো উনি তোমাদেরকে অগ্নিপুজার নির্দেশ দিয়ে গেলেন! কেনো তিনি এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করতে বলেন নি।" একথার দ্বারা হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্দেশ্য হলো, আমলের দ্বারা যে অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তি অনুভূত হয় তা থেকেও নিজেকে রক্ষা করা। ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করা হবে, এটা তাঁর কথার উদ্দেশ্য নয়।

الحال

হাল (অবস্থা)

والحال عند القوم: معنى يَرِد على القلب، من غير تعمد منهم، ولا اجتلاب، ولا أكتساب لهم، من: طرب، أو حزن، أو بسط، أو قبض، أو شوق، أو انزعاج أو هبة، أو احتياج. فالأحوال: مواهب، والمقامات. مكاسب. والأحوال تأتي من عين الجواد، والمقامات تحصل ببذل المجهود. وصاحب المقام ممكن في مقامه، وصاحب الحال مُترقٍّ عن حاله. وسئل ذو النون المصري، عن العارف، فقال: كان ها هنا، فذهب. وقال بعض المشايخ: الأحوال كالبروق: فإن بقي فحديث نفس. وقالوا: الأحوال كأسمها، يعني أنها: كما تحلُّ بالقلب نزول في الوقت.
وأنشدوا:

لو لم تَحُلْ ما سميت حالا ... وكل ما حال فقد زالا
انظر إلى الفيء إذا ما انتهى ... يأخذ في النقص إذا طالا

وأشار قوم إلى بقاء الأحوال، ودوامها. وقالوا: إنها إذا لم تدم ولم تتوَال فهي لوائح وبواده، ولم يصل صاحبها بعد إلى الأحوال فإذا دامت تلك الصفة فعند ذلك تسمَّى: حالاً. وهذا أبو عثمان الحيري يقول: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهْتُه. أشار إلى دوام الرِّضا، والرضا من جملة الأحوال. فالواجب في هذا: أن يقال: إن من أشار إلى بقاء الأحوال فصحيح ما قال، فقد يصير المعنى شِرْباً لأحد فيربّي فيه.

ولك لصاحب هذه الحال أحوال: هي طوارق لا تدوم فوق أحواله التي صارت شرباً له؛ فإذا دامت هذه الطوارق له، كما دامت الأحوال المتقدمة، ارتقى إلى أحوال أخر، فوق هذه وألطف من هذه، فأبداً يكون في الترقي.

سمعت الآستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يقول في معنى قول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغَان على قلبي حتى أستغفر الله تعالى في اليوم سبعين مرة: أنه كان صلى الله عليه وسلم أبداً في الترقي من أحواله فإذا ارتقى من حالة إلى حالة أعلى مما كان فيها، فربما حصل له ملاحظة إلى ما ارتقى عنها، فكان يعدُّها غيْناً بالإضافة إلى ما حصل فيها، فأبداً كانت أ؛واله في التزايد. ومقدورات الحق سبحانه، من الآلطاف: لا نهاية لها؛ فإذا كان حق الحق تعالى، العز، وكان الوصول إليه بالتحقيق محالاً، فالعبد أبداً في ارتقاء أحواله. فلا معنى يوصل إليه، إلا وفي مقدوره سبحانه ما هو فوقه، يقدر أن يوصله إليه. وعلى هذا يحمل قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وسئل الجنيد عن هذا، فأنشد:

طوارق أنوار تلوح إذا بدت ... فتظهر كتماناً وتخبر عن جمع

অনুবাদ: সুফিয়ায়ে কিরামের নিকট ‘হাল’ হলো ঐ অবস্থার নাম, যা হৃদয়ে কোনো বিষয় নিজের চেষ্টা বা ইচ্ছা ছাড়াই অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন শব্দ দ্বারা এই অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে: যেমন র্তব (উৎফুল্লতা), হুজন (চিন্তা), বস্ত (উদারতা), কব্জ (সংক্ষীর্ণতা), শওক (প্রেমাগ্রহ), ইনযিয়াজ (জ্বালাতন), হুব্বা (ভীতি) ও ইহতিয়ায (প্রয়োজনীয়তা) ইত্যাদি। সুতরাং ‘হাল’ একটি প্রদত্ত উপহার, আর মাক্বাম অর্জিত স্তর। হাল আসে করুণার সুদৃষ্টি থেকে, আর মাক্বাম অর্জিত হয় চেষ্টা-সাধনার বদলে।

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ‘আরিফ’ কি, এ প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বললেন, “এটা এমন একটি ব্যাপার যা এইমাত্র আসে ও পরমুহূর্তে চলে যায়।” অপর আরেক শায়খ বলেন, “হাল আসে বিজলির গতির মতো। যদি তা স্থায়ী আছে বলে মনে হয়- তাহলে তা হৃদয়ের কল্পনা (বুঝতে হবে)।” সুফিরা বলেন: “হালসমূহ তাদের নামের মতোই” - অর্থাৎ, তারা হৃদয়ের মাঝে আলোকোজ্জ্বল হয়ে আসে শুধুমাত্র সাথে সাথেই আবার চলে যেতে। তারা নিচের পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেন।

যদি তা [হাল] চিরপরির্তনশীল না হতো, তবে একে ‘হাল’ বলা হতো না।
যাকিছু পরিবর্তন হয়, তা চলে যায়
তাকিয়ে দেখো ছায়ার প্রতি: সে তার পূর্ণ ব্যাপ্তিতে উপনীত হয়ে যখন দীর্ঘ হয়, তখনই সে ক্ষীণ হতে শুরু করে!

কোনো কোনো মাশাইখ বলেন, হাল থাকে দীর্ঘক্ষণ। যদি দীর্ঘক্ষণ তা উপস্থিত না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তা কল্পনা। কারণ স্থায়ীভাবে যদি এটা থাকে তখনই তা ‘হাল’ বলে বিবেচিত হতে পারে।

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চল্লিশ বছর ধরে আল্লাহ তা’আলা আমাকে এমন কোনো হালের উপর রাখেন নি, যাকে আমি অপছন্দ করেছি।” আসলে একথার দ্বারা সর্বদা রেজার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার ওপর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর রেজা হলো সব হালের সমষ্টি।

সারকথা, যারা বলেন, হাল স্থায়ী থাকে- তাদের কথা এ ক্ষেত্রে সঠিক। কারণ এক হাল থেকে পরেরটিতে উন্নীত হতে হলে বর্তমানটি স্থায়ী থাকা চাই। হালের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার হাল থাকবে। সে একটি থেকে আরেকটির দিকে উন্নীত হবে। বর্তমানটি থেকে পরেরটি আরো সূক্ষ্ম হবে। সে সদা বিচরণ করবে (আধ্যাত্মিক) উন্নতির পথে।

আমার উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার হৃদয়ে আবরণ পড়ে। প্রত্যহ আমি সত্তুরবার আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাই।” একথা দ্বারা তিনি বুঝাচ্ছেন যে, তিনি সর্বদাই তরক্কী ও উন্নতির দিকে ধাবমান থাকতেন। এক হাল ডিঙ্গিয়ে আরেকটিতে আরোহণ করতেন। যেটি অতিক্রম করতেন সেটাকে তিনি ‘হৃদয়ের আবরণ’ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ তা’আলার ‘সত্তাগত’ দিকের কোনো সীমা নেই। ফলে আল্লাহ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে পৌঁছুনো কোনো বান্দার পক্ষে অসম্ভব। এ জন্যই তাঁর কোনো ভৃত্যের জন্য হালের পর হাল ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়। আর এটাই হচ্ছে ‘হাসানাতুল আবরার সায়্যিআতুল মুকাররাবীন’ (সৎ লোকের সৎকর্ম নৈটক্যপ্রাপ্তদের কাছে পাপ হিসাবে গণ্য হয়) -এর মর্মকথা। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে একটি কতিবার দু’টি চরণ আবৃত্তি করলনে:

আলোকের ঝলক সমুজ্জ্বল, যখন তা আসে
উন্মোচন করে গোপন ভেদ এবং ঘোষণা দেয় একীকরণের।

القبض والبسط

কব্জ ও বস্ত (সংক্ষীর্ণতা ও প্রসারণ)

وهما: حالتان، بعد ترقِّيٍّ العبد عز حالة الخوف والرجاء. فالقبض للعارف: بمنزلة الخوف للمستأنف. والبسط للعارف: بمنزلة الرجاء للمستأنف. ومن الفصل بين القبض والخوف، والبسط والرجاء: أن الخوف ما يكون من شيء في المستقبل، إما أن يخاف فوقت محبوب أو هجوم محذور. وكذلك الرجاء: إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل، أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه في المستأنف.

وأما القبض: فلمعنى حاصل في الوقت، وكذلك البسط، فصاحب الخوف والرجاء: تعلق قلبه في حالتيه بآجله. وصاحب القبض والبسط أخذ وقته بوارد غلب عليه في عاجله. ثم تتفاوت نعوتهم في القبض والبسط على حسب تفاوتهم

في أحوالهم: فمن واردٍ يوجب قبضاً، ولكن يبقى مساغ للأشياء الأخر، لأنه غير مستوف ومن مقبوض لا مساغ لغير وارده فيه، لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوارده. كما قال بعضهم: أنا ردْم، أي: لا مساغ فيّ. وكذلك المبسوط: قد يكون فيه بسط يسع الخلق، فلا يستوحش من أكثر الأشياء، ويكون مبسوطاً لا يؤثر فيه شيء بحال من الأحوال.

سمعت الأستاذ أبا عليِّ الدقاق، رحمه الله، يقول: دخل بعضهم على أبي بكر القحطي؛ وكان له ابن يتعاطى ما يتعاطاه الشباب، وكان ممر هذا الداخل على هذا الابن، فإذا هو مع أقرانه في اشتغاله ببطالته.

فرق قلبه، وتألم للقحطي، وقال: مسكين هذ الشيخ، كيف ابتلي بمقاساة هذا الإبن؟ فلما دخل على القحطي، وجده كأنه لا خبر له بما يجري عليه من الملاهي، فتعَّجب منه، وقال فديت، من لا تؤثر فيه الجبال الرواسي. فقال القحطي: إنا قد حررنا عن رق الأشياء في الأزل.

ومن أدنى موجبات القبض: أن يرد على قلبه وارد موجبه إشارى إلى عتاب ورمز باستحقاق تأديب، فيحصل في القلب لا محالة، قبض.

وقد يكون موجب بعض الواردات إشارة إلى تقريب، أو إقبال بنوع لطف وترحيب، فيحصل للقلب بسط.

وفي الجملة: قبض كل أ؛د حسب بسطه، وبسطه على حسب قبضه.

وقد يكون قبض يشكل على صاحبه سببه: يجد في قلبه قبضاً لا يدري موجبه ولا سببه، فسبيل صاحب هذا القبض التسليم، حتى يمضي ذلك الوقت، لأنه لو تكلف نفيه، أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره زاد في قبضه. ولعله يعد ذلك منه: سوء أدب. وإذا استسلم لحكم الوقت، فمن قريب يزول القبض، فإن الحق سبحانه قال: والله يقبض وببسط.

وقد يكون بسط يرد بغتة، ويصادف صاحبه فلتة لا يعرف له سبباً، يهز صاحبه ويستفزه، فسبيل صاحبه السكون، ومراعاة الأدب، فإن في هذا الوقت له خطراً عظيما فليحذر صاحبه مكراً خفياً. كذا قال بعضهم: فتح عليَّ باب من البسط، فزللت زلة فحجبت عن مقامي.

ولهذا قالوا: قف على البساط، وإيَّاك والانبساط. وقد عدّ أهل التحقيق حالتي القبض والبسط: من جملة ما استعاذوا منه، لأنهما بالإضافة إلى ما فوقهما من استهلاك العبد واندراجه في الحقيقة: فقر وضر.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول: الخوف من الله يقبضني، والرجاء منه: يبسطني. والحقيقة: تجمعني، والحق: يفرقني، إذا قبضني بالخوف أفناني عني، وذا بسطني بالرجاء ردني علي وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني وإذا فرقني بالحق أشهدني غيري، فغطاني عنه، فهو تعالى في ذلك كله محركي غير ممسكي، وموحشي غير مؤنسي، فأنا بحضوري أذوق طعم وجودي، فليته أفناني عني فمتعني، أو غيبني عني فروحني.

অনুবাদ: ভয় ও প্রত্যাশার মধ্যদিয়ে যে দু'টি হাল বিরাজ করে তা-ই হলো 'কব্জ' ও 'বস্ত'। আরিফের জন্য ভয়ের স্তরকেই বলে 'কব্জ'। আর প্রত্যাশার স্তর হলো আরিফের জন্য 'বস্ত'। ভবিষ্যতের কোনো আতঙ্কজনক ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনাই হলো কব্জ ও খওফ। পক্ষান্তরে কোনো পছন্দসই বস্তুর প্রত্যাশা ও অপছন্দ বস্তু থেকে বাঁচার চিন্তাভাবনাকেই বলে বস্ত ও রাজা। কেউ যখন ভীত কিংবা আশান্বিত হয়- এ উভয় অবস্থাতেই তার হৃদয় ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ব্যক্তির মধ্যস্ত কব্জ ও বস্ত এর মুহূর্ত বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে নিরূপণ হবে।

সুফিদের মধ্যে কব্জ ও বস্ত এর স্বরূপ সেটুকু পর্যন্ত পার্থক্য নির্ণয় করে যেটুকু পর্যন্ত তাদের মধ্যে উভয়টির ক্রিয়া করে। একটি অভিজ্ঞতার ফলে কব্জ আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কিন্তু হৃদয়ে আরো শূন্যস্থান থেকে যেতে পারে, যদি না সে এই অবস্থার উপর অনভিজ্ঞ হয়। একই সময়, অপর কারো হৃদয়ে তা কোনো স্থান অবশিষ্ট না-ও রাখতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই [কব্জ এর] অভিজ্ঞতা ছাড়া আর অন্য কিছু হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ, এটাই তাকে সম্পূর্ণরূপে আড়ষ্ট করে রাখবে। এ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একজন সুফির বক্তব্য হলো: "আমার পেট পরিপূর্ণ ঠাসা-ঠাসা!" -এর অর্থ, আমার মধ্যে [অন্য কিছুর জন্য] আর কোনো স্থান অবশিষ্ট নেই।

অনুরূপ 'বস্ত' অবস্থায় পতিত ব্যক্তির জন্যও একই পরিণতি। সে এমন এক বস্ত এর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে যেখানে [অন্তত] কিছু প্রাণী তাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং অধিকাংশ বস্তু থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়। অপরদিকে এই বস্ত এর অভিজ্ঞতা এতো বেশি হতে পারে যে, কোনো কিছুই কোনো অবস্থাতে তাকে আর প্রভাবিত করতে পারে না।

আমি শ্রবণ করেছি হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই বর্ণনাটি: "হযরত আবু বকর ক্বাহতাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গৃহে একজন সুফি প্রবেশ করলেন। ক্বাহতাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুবক একজন পুত্রসন্তান ছিলো। অল্প বয়সের ছেলে হেতু সে স্বভাবতই সময় সময় [বড়দের নিকট অপছন্দনীয়] খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে। উক্ত সুফির আগমনকালে ছেলেটি তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খেলাধুলায় অভ্যস্ত ছিল। সুফি ভাবলেন: 'বেচারা শায়খ! এ পুত্রটি তাঁর জন্য কী না বড় সমস্যা হয়েছে!' সুফি যখন হযরত ক্বাহতাবী সাহেবের কক্ষে ঢুকলেন, তখন লক্ষ্য করলেন ছেলের খেল-তামাসায় পিতার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সুফি বললেন, 'আমি তাঁর মুক্তিপণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছি, যিনি পাহাড়ের অবিচলতা হেতু নড়াচড়া করেন না!' হযরত ক্বাহতাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন: 'আমরা তো [এ জগতের] বস্তুসমূহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছি সেই পূর্ব-চিরন্তনতার কাল থেকেই!'"

হৃদয়ে অবতরণ হওয়া অভিজ্ঞতার ফলে কব্জ এর অবস্থা সৃষ্টি হয়। এর কারণ হতে পারে [আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি] তিরস্কার। অথবা এর দ্বারা শাস্তিযোগ্য হওয়ার ইঙ্গিত বুঝাতে পারে। পরিণতিতে, কব্জ অন্তরে প্রবেশ হেতু একে সংকোচন করে। অপরদিকে যখন, নৈকট্যশীলতা কিংবা [বান্দার প্রতি আল্লাহর] সুদৃষ্টি ও করুণা পতিত হয়, তখন যা হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তা হলো বস্ত [প্রসারণ]। মোটকথা, কারো কব্জ তার বস্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বস্ত তার কব্জের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

হতে পারে, কেউ কব্জ এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কিন্তু এর কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে অনবহিত থেকে গেছে। সে হৃদয়ে সংক্ষীর্ণতা অনুভব করে কিন্তু কেনো

করে তা সে জানে না। এরূপ অবস্থায় পতিত ব্যক্তির জন্য উচিৎ কাজ হলো, এর উপর নিজেকে আত্মসমর্পণ করা যতক্ষণ না পর্যন্ত এর ক্রিয়া বিলুপ্ত না হয়। কারণ, এর প্রতিক্রিয়া স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার চেষ্টা অথবা এর আক্রমণ সম্পর্কে পূর্ব-প্রস্তুতি নেওয়া ইত্যাদি কব্জ এর অবস্থা আরো ক্ষতিকর হবে। এরূপ করা হতে পারে [আল্লাহর নিকট বান্দার পক্ষ থেকে] অসঙ্গত আচরণ। অপরদিকে যদি সময়ের আইনের মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে সংক্ষীর্ণতার অবস্থার ইতি শীঘ্রই ঘটবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আল্লাহ প্রসারিতকে আঁকড়ে ধরেন।"

প্রসারণ [বস্ত] হঠাৎ এসে যেতে পারে। মানুষকে এ'টি অনাকাক্সিক্ষতভাবে হামলা করে বসে, কারণ এর উদ্দেশ্য অজানা; এটা তাকে কম্পিত ও আকস্মিকভাবে বিস্মিত করে তুলে। এরূপ অবস্থায় পতিত লোকের জন্য উচিৎ হলো, নীরব থাকা ও সঠিক আচরণ অনুসরণ করা। কারণ এ অবস্থায় সে বিরাট বিপদের মধ্যে আছে। এ লোকটি [আল্লাহর] গোপন চাতুরি সম্পর্কে সতর্ক হোক্! সুফিরা এ সম্পর্কে বলেন: "সম্প্রসারণের দরোজা আমার সম্মুখে উন্মোক্ত হল, কিন্তু আমি পিছলে পড়লাম এবং আমার [মা'রিফাতের] মাক্বাম থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেলাম।" কোনো কোনো সুফি বলেন: "[আল্লাহর নৈকট্যের] প্রসারিত গালিচার মধ্যে দাঁড়াও, কিন্তু সতর্ক থেকো ঘনিষ্ঠতা থেকে!"

সত্যিকার হাক্বিকাতপন্থীরা মনে করেন, 'কব্জ' ও 'বস্ত' এর অবস্থা থেকে দূরে থাকাই উচিৎ। কারণ উপরের স্তর যথা, হাক্বিকাতের মধ্যে বান্দার বিলুপ্তি ও দ্রবণের তুলনায় এগুলো দারিদ্র্যতা ও জরুরী প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আল্লাহর ভয় আমাকে কব্জ করে নেয়; [তাঁর দয়ার প্রতি] আমার আশা আমাকে বস্ত করে; হাক্বিকাত আমাকে [তাঁর সাথে] এককত্বে নিয়ে যায়; পবিত্র আইন [হুকুকাল্লাহ] আমাকে তাঁর থেকে আলাদা করে। তিনি যখন আমাকে ভীতি দ্বারা কব্জ করেন, আমাকে আমার নিজ থেকে আলাদা করে দেন; যখন তিনি আমাকে মহাসত্য দ্বারা আবৃত করেন, তখন তিনি আমাকে তাঁর মুশাহাদায় [উপস্থিতিতে] নিয়ে যান; যখন তিনি আমাকে

হাক্বিকাত থেকে আলাদা করেন, তিনি আমাকে অন্যান্য জিনিস অবলোকনের ক্ষমতা দেন ও তাঁর ও আমার মাঝে পর্দা ফেলেন। আর এ সবকিছুর মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমার একমাত্র চালক, আটকে রাখার উপাদান নন। তাঁরই মুশাহাদার মাঝে আমি স্বাধ গ্রহণ করি আমার অস্তিত্বের। অহ! যদি তিনি আমাকে বিলীন করেন আমা থেকে, তাহলে তিনি আমার মাঝে [একটি নতুন] জীবনের শ্বাস প্রদান করলেন!"

الهيبة والأنس

হাইবাত ও উন্স (সম্ভ্রম ও ঘনিষ্ঠতা)

وهما: فوق القبض والبسط. فكما أن القبض: فوق رتبة الخوف. والبسط: فوق منزلة الرجاء. فالهيبة: أعلى من القبض والأنس أنم من البسط، وحق الهيبة الغيبة، فكل هائب غائب. ثم الهائبون: يتفاوتون في الهيبة على حسب تباينهم في الغيبة فمنهم.. ومنهم وحق الأنس: صحو بحق، فكل مستأنس: صاح ثم يتباينون حسب تباينهم في الشرب.

ولهذا قالوا: أدنى محل الأنس: أنه لو طرح في لظى لم يتكدر عليه أنسه قال الجنيد، رحمه الله: كنت أسمع السريَّ يقول: يبلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر.

وكان في قلبي منه شيء، حتى بان لي أن الأمرَ كذلك. وحكي أبي عن مقاتل العكي أنه قال: دخلت على الشبلي؛ وهو ينتف الشَّعر من حاجبه بمنقاش، فقلت: يا سيدي، أنت تفعل هذا بنفسك! ويعود ألمه إلى قلبي!!! فقال: وبلك، الحقيقة ظاهرة لي ولست أطيقها: فهوذا، فأنا أدخل الألم على نفسي؛ لعلي أحس به، فيستتر عني، فلست أجد الألم، وليس يستتر عني، وليس لي به طاقة: وحال الهيبة والأنس، وإن جلتا، فأهل الحقيقة يعدونهما: نقصاً لتضمنهما تغير العبد فإن أهل التمكين سمت أحوالهم عن التغير. وهم محوفي وجود العين، فلاهيبة لهم ولا أنس، ولا علم ولا حس. والحكاية معروفة عن أبي سعيد الخرَّاز، أنه قال: نهت في البادية مرة، فكنت أقول:

أتيه فلا أدري من التيه من أنا ... سوى ما يقول الناس في وفي جنسي

أتيه على جن البلاد وإنسها ... فن لم أجد شخصاً أتيه على نفسي
قال فسمعت هاتفاً يهتف بي، ويقول:
فلو كنت من أهل الوجود حقيقة ... لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي وإنما يرتقي العبد عن هذه الحالة بالوجود.

অনুবাদ: এই উভয় অবস্থা সংকোচন (কব্জ) ও প্রসারণ (বস্ত) এর উপরের স্তর। অনুরূপভাবে সংকোচন আল্লাহ ভীতির ঊর্ধ্বে এবং প্রসারণ আশার মাক্বাম থেকে উন্নত অবস্থা। সম্ভ্রম (হাইবাত) সংক্ষীর্ণতা থেকে উপরে এবং ঘনিষ্ঠতা (উন্স) সম্প্রসারণ থেকে আরো নিখুঁত। সম্ভ্রমের হাক্বিকাত হলো অনুপস্থিতি। প্রত্যেক হাইবাতস্তরে উপনীত ব্যক্তি [তার নিজের থেকে] অনুপস্থিত। হাইবাতে আক্রান্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতির মাত্রা কিন্তু তার অবস্থা হিসাবে ভিন্ন। কারো অনুপস্থিতি অন্যের তুলনায় বেশি হতে পারে।

ঘনিষ্ঠতার (উন্স) জন্য প্রয়োজন সংযম, কারণ প্রত্যেক ঘনিষ্ঠজন [বন্ধু] হলো সংযমী। তারাও কিন্তু একে অন্য থেকে নিজেদের ব্যক্তিত্বের দিক থেকে ভিন্ন। এ কারণেই তাঁরা [সুফিরা] বলেন: "উন্সের সর্বনি¤œ দাবী হলো, যদি তুমি কাউকে জ্বলন্ত অগ্নিকু-ে নিক্ষেপ করো, তথাপি তার উন্সের অবস্থায় কোনো হেরফের ঘটে না।" হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি হযরত সারি সাকাতী রাহিমাহুল্লাকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর বান্দা এমন এক স্তরে উপনীত হন, যখন তার মুখে অসির আঘাত পড়লেও, তিনি তা বুঝতেই পারেন না!' [একথা শুনে প্রথমত] আমার হৃদয় এটা বিশ্বাস করতে নারাজ হলো। কিন্তু পরবর্তীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠলো যে, অবশ্যই কথাটি সত্য।"

হযরত আবু মুকাতিল আক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "একদিন আমি হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি একজোড়া চিমটা দ্বারা ভ্রƒর লোমগুলো উত্তোলন করছেন। আমি বললাম, ইয়া সায়্যিদী! আপনি যা করছেন তার বেদনা আমার অন্তরে আঘাত হানছে! তিনি জবাব দিলেন: 'তুমি দুর্দশাগ্রস্ত হও! হাক্বিকাত নিজেই উন্মোচন হয়েছে আমার সম্মুখে এবং আমি এর প্রভাবে ধৈর্যহারা। এই তো: আমি নিজের উপর পীড়া দিচ্ছি এই আশায় যে,

অবশেষে যখন আমি তা অনুভব করবো, তা আমার থেকে পর্দাবৃত হবে। কিন্তু আমি কোনো পীড়া অনুভব করছি না, সুতরাং এটা আমার থেকে পর্দাবৃত নয় এবং আমি তা আর সহ্য করতে পারছি না।'"

হাইবাত ও উন্সের অবস্থা যখন উপস্থিত হয়, মুহাক্কিকদের মনে এটা একটি হীনতার অবস্থা, কারণ তাঁরা আল্লাহর বান্দার মধ্যে পরিবর্তন উপলব্ধি করেন। আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে নিত্যতা অর্জনকারীরা তো এরূপ পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে। তারা তো [ঐশী] নির্যাসের সঙ্গে সাক্ষাতে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছেন। সুতরাং তারা হাইবাত কিংবা উন্স এর অভিজ্ঞতা মোটেই অনুভব করেন না। না আছে তাদের মাঝে এ সম্পর্কিত জ্ঞান, না অনুভূতি।

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমি একদিন মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গেলাম। আবৃত্তি করতে লাগলাম [নিচের] এই কবিতাটি:

আমি আমার পথ হারিয়েছি, আর হারানো হেতু আমি জানি না, আমি কে
শুধুমাত্র এটুকু, মানুষ আমার সম্পর্কে বলে, তিনি এই-সেই।
এ ভূমির জিন-মানবের ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলে নিয়ে এসেছি
যখনই আমি আর কাউকে দেখি না, তখন নিজেকে নিজের থেকেই উন্নত স্তরে নিয়ে যাই!

[তিনি বলতে থাকেন] হঠাৎ করে একটি গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে:

ও হে! যে নিজের অস্তিত্বের পর্বতশিখর অবলোকন করছো
এবং যেজন ঘৃণ্য ক্ষতিতে এবং ঘনিষ্ঠতার মাঝে আনন্দবোধ করো
যদি তুমি সত্যিই আল্লাহপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হও
তুমি যাবতীয় অস্তিত্বশীল প্রাণীদের থেকে অনুপস্থিত থাকবে
আরো অনুপস্থিত থাকবে আরশ ও কুরসি থেকে।

তুমি থাকবে দণ্ডায়মান প্রভুর উপস্থিতির মাঝে, হেথা থাকবে না কোনো আধ্যাত্মিক স্তর।
তোমাকে দান করবেন নিরাপত্তা মহাপ্রভু মানব ও জিন থেকে।”

আল্লাহর বান্দা এই অবস্থার ঊর্ধ্ব স্তরে আরোহণ করেন আল্লাহপ্রাপ্তির মাধ্যমে।

التواجد والوجد والوجود
তাওয়াজ্জুদ (পরমানন্দদায়ক আচরণ), ওয়াজ্দ (পরমানন্দদায়ক মগ্নতা) ও উজূদ (পরমানন্দদায়ক প্রাপ্তি)
فالتواجد: استدعاء الوجد بضرب اختيار، وليس لصاحبه كمال الوجد؛ إذ لو كان لكان واجداً، وباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة، وليست كذلك.
قال الشاعر:
إذا تخازرت، وما بين من خزر ... ثم كسرت العين من غير ما عور
فقوم قالوا: التواجد غير مسلم لصاحبه، لما يتضمن من التكلف ويبعد عن التحقيق.
وقوم قالوا: إنه مسلمٌ للفقراء المجرّدين، الذين ترصَّدوا لوجدان هذه المعاني، وأصلهم. خبرُ الرسول صلى الله عليه وسلم:أبكوا، فإن لم تبكوا، فتباكوا، والحكاية المعروفة لأبي محمد الجريري، رحمه الله، أَنه قال: كنت عند الجنيد، وهناك ابن مسروق وغيره، وثمَّ قوال، فقام ابن مسروق وغيره.. والجنيد ساكن، فقلت: يا سيدي، مالك في السمَّاع شيء!! قال الجنيد: وترى الجبال تحسبها جامدة، وهي تمر مرَّ السحاب ثم قال: وأنت يا أبا محمد، مالك في السِّماع شيء؟ فقلت: يا سيدي، أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك مُحتشم أمسكت على نفسي وجدي، فإذا خلوت أرسلت وجدي، فتواجدْت.
فأطلق في هذه الحكاية التواجد، ولم ينكر عليه الجنيد.
سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدقاق، رحمه الله، يقول: لما راعي أبو محمد، أدب الأكابر في حال السماع، حفظ الله عليه وقته، ببركات الأدب، حتى يقول: أمسكت

على نفسي وجدي فإذا خلوت أرسلت وجدي فتواجد؛ لأنه لا يمكن إرسال الوجد، إذا شئت، بعد ذهاب الوقت وغلباته.

ولكنه لما كان صادقاً في مراعاة حرمة الشيوخ، حفظ الله تعالى عليه وقته، حتى أرسل وجده عند الخلوة.

فالتواجد: ابتداء الوجد على الوصف الذي جرى ذكره، وبعد هذا.

والوجد: ما يصادف قلبك، ويرد عليك بلا تعمد وتكلف.

ولهذا قال المشايخ: الوجد: المصادفة والمواجيد: ثمرات الأورد.

فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفة.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: الواردات: من حيث الأوراد: فمن لا ورد له بظاهره لا ورد له في سرائره، وكل وجد فيه من صاحبه شيء، فليس يوجد.

وكما أن ما يتكلفه العبد من معاملات ظاهرة يوجب له حلاوة الطاعات، فما ينازله العبد من أحكام باطنه يوجب له المواجيد.

فالحلاوات ثمرات المعاملات والمواجيد: نتائج المنازلات.

أما الوجود: فهو بعد الارتقاء عن الوجد.

ولا يكون وجود الحق، إلا بعد خمور البشرية، لأنه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة.

وهذا معنى قول أبي الحسين النوري: أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد: أي: إذا وجدت ربيَّ فقدت قلبي، وإذا وجدت قلبي فقدت ربي.

وهذا معنى قول الجنيد: علم التوحيد: مباين لوجوده، ووجوده مباين لعلمه.

وفي هذا المعنى أنشدوا:

وجودي أن أغيب عن الوجود ... بما يبدو عليَّ من الشهود

فالتواجد: بداية. والوجود: نهاية والوجد واسطة بين البداية والنهاية.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التواجد يوجب استغراق العبد.

والوجود يوجب استهلاك العبد.

فهو كمن شهد البحر، ثم ركب البحر، ثم غرق في البحر.

وترتيب هذا الأمر: قصود، ثم ورود، ثم شهود، ثم جمود، ثم خمود.

وبمقدار الوجود يحصل الخمود، وصاحب الوجود له: صحو، ومحو.

فحال صحوة: بقاؤه بالحق، وحال محوه، فناؤه بالحق.
وهاتان الحالاتان أبداً متعاقبتان عليه: فإذا غلب عليه الصَّحو بالحق، فيه يصول، وبه يقول.
قال عليه السلام، فيما أخبر عن الحق: فبي يسمع، وبي يبصر.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: وقف رجل على حلقة الشبلي، فسأله: هل تظهر آثار صحة الوجود على الواجدين؟؟ فقال: نعم: نور يزهر مقارناً لنيران الاشتياق، فتلوح على الهياكل آثارها كما قال ابن المعتز:

وأمطر الكأس ماء من أبارقها ... فأنبت الدر في أرض من الذهب
وسبح القوم لما أن رأوا عجباً ... نوراً من الماء في نار من العنب
سلاقة ورثتها عاد عن إرم ... كانت ذخيرة كسرى عن أب فأب

وقيل لأبي بكر الدقيَّ: إن جهماً الدقيَّ أخذ شجرة بيده في حال السماع في ثورانه، فقلعها من أصلها: فاجتمعا في دعوة، وكان الدقي كفَّ بصرهُ، فقام الدقي يدور في حال هيجانه فقال الدقي: إذا قرب منيِّ أرونيه.
وكان الدقي ضعيفاً، فمر به، فلما قرب منه، قالوا له: هذا هو.
فأخذ الدقي ساق جهم فوقفه، فلم يمكنه أن يتحرك.
فقال جهم: أيها، الشيخ، التوبة.. التوبة!! فخلاه: قال الأستاذ الإمام، أدام الله جماله: فكان ثوران جهم في حق، وإمساك الدقي بساقه بحق، ولما علم جهم أن حال الدقي فوق حاله رجع إلى الإنصاف واستسلم وكذا من كان بحق لا يستعطي عليه شيء. فأما إذا كان الغالب عليه المحو فلا علم، ولا عقل، ولا فهم؛ ولاحس.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يذكر بإسناده أن أبا عقال المغربي: أقام بمكة أربع سنين لم يأكل، ولم يشرب، إلى أن مات.
ودخل بعض الفقراء على أبي عقال، فقال له: سلام عليكم.
فقال له أبو عقال: وعليكم السلام فقال الرجل: أنا فلان فقال أبو عقال: أنت فلان، كيف أنت؟ وكيف حالك؟: وغاب عن حالته.
وقال هذا الرجل، فقلت له: سلام عليكم. فقال: عليكم السلام وكأنه لم يرني قط. ففعلت مثل هذا غير مرة، فعلمت أن الرجل غائب، فتركته، وخرجت من عنده.

سمعت محمد بن الحسين، يقول: سمعت عمر بن محمد بن أحمد يقول: سمعت امرأة أبي عبد الله التروغندي تقول: لما كانت أيام المجاعة، والناس يموتون من الجوع، دخل أبو عبد الله التروغندي بيته، فرأي في بيته مقدار منوين حنطة، فقال: الناس يموتون من الجوع، وفي بيتي حنطة!! فخولط في عقله، فما كان يفيق إلا في أوقات الصلاة يصلي الفريضة ثم يعود إلى حالته، فلم يزلَ كذلك إلى أن مات.

دلَّت هذه الحكاية على أن هذا الرجل كان محفوظاً عليه آداب الشريعة عند غلبات أحكام الحقيقة وهذا هو صفة أهل الحقيقة، ثم كان سبب غيبته عن تمييزه: شفقته على المسلمين وهذا أقوى سمة لتحققه في حاله.

অনুবাদ: পরমানন্দদায়ক আচরণ হলো ইচ্ছে করে পরমানন্দদায়ক মগ্নতাকে নকল করার চেষ্টা। এই স্তরে উপনীত কেউ পূর্ণাঙ্গ পরমানন্দের অভিজ্ঞতা অর্জন করে না। কারণ যদি সে তা করে থাকে, তাহলে তো সে সত্যিকার পরমান্দ স্তরের মধ্যেই থাকবে। ক্রিয়াপদ ‘তাফা’উল’ التفاعل সাধারণত পূর্বশর্ত হিসাবেই কিছু বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করে, যা [এটা পালনকারী] ব্যক্তির গুণাবলীর অংশ নয়। এ সম্পর্কে কবি বলেন:

আমি ইচ্ছে করে আমার চোখদ্বয় সঙ্কীর্ণ করতে চেষ্টা করেছি, যদিও স্বাভাবিকভাবে আমার চোখদ্বয় সঙ্কীর্ণ নয়
এরপর চোখ দু’টো শক্তভাবে বন্ধ করে দিলাম, যদিও আমি একচোখা ব্যক্তি ছিলাম না।

[সুফিদের মধ্যে] কেউ কেউ বলেছেন, পরমান্দদায়ক আচরণ ঐ ব্যক্তির জন্য সাজে না, যিনি এটা চান। কারণ এটা অর্জনে প্রয়োজন দাঁড়ায় স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টা, যার ফলে নিজেকে আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। অন্যরা [এ ব্যাখ্যার প্রতি ভিন্নমত পোষণ করে] বলেন, এটা দরবেশের জন্য উপযোগী আমল। এর কারণ হলো সে তো এই অবস্থায় উপনীত হতে সবকিছু বিসর্জন করেছে। তাদের এই মতামতের ভিত্তি হলো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস: “কাঁদো! আর যদি তুমি কাঁদতে না পারো তাহলে অন্তত কাঁদার ভান করো!”

আবু মুহাম্মদ জুরাইরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে একটি মশহুর ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন: "আমি একদিন হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গৃহে অবস্থান করছিলাম। আমার সাথে হযরত ইবনে মাসরুকসহ আরো কয়েকজন সুফি ছিলেন। আমাদের মধ্যে একজন ক্বাওয়ালও ছিলেন। ইবনে মাসরুক নৃত্যরত হতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাথে সাথে অন্যান্যরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। শুধুমাত্র জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বস্থানে অনড় থাকলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: 'ইয়া সায়্যিদী! সুফিদের সামা' সম্পর্কে আপনার মতামত কী?' তিনি জবাব দিলেন: 'তুমি দেখো ও ভাবো পাহাড়গুলো অনড় আছে, [কিন্তু এগুলো] মেঘখণ্ডের মতো ছুটে চলেছে।' পুনরায় বললেন: 'তুমি, ওহে আবু মুহাম্মদ! সামা' সম্পর্কে তোমার মতামত কী?' আমি জবাব দিলাম: 'সায়্যিদী! আমি যখন কোনো সুফি সামা' অনুষ্ঠানে এসে শ্রদ্ধেয় কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই, তখন নিজেকে পরমানন্দ নৃত্য থেকে বিরত রাখি। কিন্তু একাকী থাকলে, পরমানন্দের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেই ও পরমানন্দসূলভ আচরণ করি।'" এই বর্ণনানুয়ায়ী হযরত জুরাইরী সুস্পষ্টভাবে পরমানন্দসূলভ আচরণের সমর্থন করেছেন এবং [তাঁর মুর্শিদ] হযরত জুনাইদ এর বিরোধিতা করেন নি।

আমি হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: "যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি [হযরত জুরাইরী] সামা' শ্রবণকালে ভালো আচরণ [বুজুর্গদের সম্মুখে] রক্ষা করেছেন, আল্লাহ তাকে তাঁর ওয়াক্ততের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, 'আমি তখন নিজেকে পরমানন্দ নৃত্য থেকে বিরত রাখি, কিন্তু একাকী থাকলে, পরমানন্দের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেই ও পরমানন্দসূলভ আচরণ করি।' অথচ পরমানন্দসূলভ আচরণের মধ্যে নিজেকে বিলীন করা কারো জন্যই উচিৎ নয়, যখন [পরমানন্দের] ওয়াক্ত আর অবশিষ্ট থাকে না। এর অর্থ হলো, যতক্ষণ তিনি সুফি শায়খদের সম্মানার্থে নিজেকে সংবরণ রেখেছেন ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াক্ত তথা পরমানন্দের মুহূর্তও বিলম্বিত করেছিলেন। ফলে তিনি পরবর্তিতে মুক্তভাবে একাকী সেই মুহূর্তের আনন্দ উপভোগ করেন।"

এইমাত্র আমরা যেরূপ পরমান্দদায়ক নৃত্যের কথা বললাম, তা শুধু প্রারম্ভিক অবস্থা মাত্র। এর পরের অবস্থাই হলো সত্যিকার পরমানন্দ। এটা এমন এক ব্যাপার যা এমনিতেই আপনার অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। এজন্য নিজে থেকে কিছুই করতে হয় না। এ কারণেই সুফি শায়খরা বলেছেন: “পরমানন্দ হলো [ওয়াক্ততের সঙ্গে] একটি সাক্ষাৎ এবং পরমানন্দিক ক্রিয়া [নৃত্য] হলো [নফল] আমলের ফসল। আমল যতো বেশি হবে, ততো বেশি ঐশী অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসবে।”

আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, “ঐশি সন্দর্শন [ওয়ারিদাত] আমল [আওরাদ] থেকে আসে। কেউ যদি বাইর দিকে ইবাদতে মশগুল না হয়, তাহলে ভেতর দিকে ঐশী সন্দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে। প্রত্যেক পরমানন্দ অবস্থা যার প্রতি সৃষ্টি হয়েছে, তার কিছুটাও যদি পরবর্তিতে অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে এটা আর [সত্যিকার] পরমানন্দ নয়। ঠিক যেরূপ বাহ্যিক চরম ইবাদত-সাধনার ফলে বান্দার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আনুগত্যের মাধুর্য আরোপিত হয়, তদ্রূপ অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার ফলে নেমে আসে তার মধ্যে পরমানন্দিক মুহূর্তগুলো। সুতরাং, আনুগত্যের মাধুর্য লাভ হলো কঠোর সাধনার ফসল, এবং পরমানন্দিক ওয়াক্ত [মগ্নতার মুহূর্তগুলো] হলো অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার ফসল।”

আর পরমানন্দিক প্রাপ্তি [উজূদ] আসে পরমানন্দিক ওয়াক্ত এর ঊর্ধ্বে আরোহণ করার পর। হাক্বিকাতের সন্ধান তখনই পাওয়া যায় যখন নিজের মানবিক যাবতীয় অস্তিত্ব বিলীন হয়। কারণ হাক্বিকাতের সম্মুখে অস্তিত্বের কোনো স্থান নেই। হযরত আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে বলেন: “বিশ বছর যাবৎ আমি প্রাপ্তি ও হারানোর মাঝে ডিগবাজী খাচ্ছিলাম। অর্থাৎ যখনই আমি আমার প্রভুকে পাই, তখনই আমার হৃদয়কে হারাই এবং যখনই হৃদয়কে পেয়েছি প্রভুকে হারিয়েছি।” অনুরূপ মা’নার দিকে নির্দেশ করে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথাগুলো: “আল্লাহর একত্বের জ্ঞান তাঁকে পাওয়া থেকে ভিন্ন, এবং তাঁকে পাওয়া হলো তাঁকে জানা থেকে ভিন্ন।” এ সম্পর্কে কোনো কোনো সুফি আবৃত্তি করেন:

আমার [আল্লাহ] প্রাপ্তির মুহূর্ত হলো যখন আমি প্রাপ্তি থেকে মুক্ত
এর কারণ হলো আমার মাঝে [ঐশী] দৃশ্য উন্মোচন হয়েছে।

সুতরাং 'তাওয়াজ্জুদ' [পরমানন্দদায়ক আচরণ] হলো শুরু, 'উজূদ' [পরমানন্দদায়ক প্রাপ্তি] হলো শেষ, আর এই উভয়টির মাঝখানে হলো 'ওয়াজ্দ' [পরমানন্দদায়ক মগ্নতা]।

আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: "তাওয়াজ্জুদ বান্দাকে [আমলের মধ্যে] ব্যাপৃত রাখে। ওয়াজ্দ তাকে গ্রাস করে এবং উজূদ সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেয়। যেমন মনে করো: কেউ প্রথমে সাগরকে দেখলো। এরপর এতে লাফ মেরে পড়ে গেলো। অবশেষে এতে নিমজ্জিত হলো। অবস্থার পরম্পরা হলো এই: আকাঙ্ক্ষা, আগমন, প্রত্যক্ষদর্শন, প্রাপ্তি এবং বিলুপ্তি। [কারো] বিলুপ্তি তার প্রাপ্তির সঙ্গে যথোপযুক্ত হয়। যে কেউ প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তার দু'টি অবস্থা হতে পারে: আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণবিলয় [ফানা]। প্রথমোক্ত অবস্থায় বান্দা আল্লাহর মাঝে বিদ্যমান থাকে আর দ্বিতীয়োক্ত অবস্থায় সে আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়। এই দু'টি অবস্থা সর্বদাই মা'রিফাতপন্থীর মধ্যে একটার পর আরেকটি অনুসরণ করে। যখন আল্লাহর মধ্যে সে আত্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আভিভূত হয় তখন তার থেকে উচ্চারিত হতে থাকে আল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'সে [বান্দা] অমার [আল্লাহর] মাধ্যমে শ্রবণ করে, এবং আমার [আল্লাহর] মাধ্যমে দেখে।'"

হযরত মানসুর বিন আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাহফিলে এক ব্যক্তি হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সত্যিকার প্রাপ্তির [উজূদ] ইঙ্গিত কী আসে, যে এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে? হযরত শিবলী জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, [আল্লাহর জন্য] আকুল অনুরাগের নূরের সাথে আরেকটি নূর জ্বলজ্বল করে। এই নূরগুলো মানবের চেহারায় প্রস্ফূটিত হয়ে ওঠে, ঠিক যেভাবে ইবনে মু'তাযের কবিতায় বলা হয়েছে:

জগ থেকে পানি বৃষ্টির মতো গড়ে পড়লো পানপাত্রে
এবং মণিমুক্তা বেরিয়ে এলো স্বর্ণের গৃহতল থেকে
যারা ছিলো সেথা সকলে গাইলো প্রভুর প্রশংসার গীতি,
দেখে এ বিস্ময়: অগ্নির আঙ্গুরগুচ্ছে পানির আলো
একটি সুরক্ষিত সূরা [যা] 'আদ জাতির উত্তরাধিকার ইরাম থেকে।
এ ছিলো একটি গুপ্তধন যা পরাস্য বাদশাহরা
পিতা থেকে সন্তানের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রেরণ করেন।

কেউ একজন হযরত আবু বকর দুক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, হযরত জাক্ষ রাক্কী সামা' শ্রবণকালে ভীষণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় একটি গাছ ধরে মূল থেকে উপড়ে ফেলেছেন। পরবর্তিতে উভয়ে ঐ সামা' অনুষ্ঠানে আগমন করলেন। [সামা' শ্রবণকালে] জাক্ষ রাক্কী দাঁড়িয়ে গেলেন ও পরমানন্দের অভিজ্ঞতা হেতু ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে লাগলেন। দুক্কী তখন [সাথীকে] বললেন: "সে [রাক্কী] যখন আমার কাছে এসে পড়ে, আমাকে ইশারা করো।" দুক্কী খুব দুর্বল ব্যক্তি ছিলেন। একটু পরই রাক্কী সত্যিই তার নিকটস্থ হলেন। [সাথী] জানালেন, 'তিনি এখানে!'। দুক্কী তখন ঝাপটি মেরে রাক্কীর পা ধরে ফেললেন। তিনি আর নড়তে পারলেন না। চিৎকার দিলেন: "হে শায়খ! আমি তাওবাহ করছি, তাওবাহ করছি!" দুক্কী তখন তাকে ছেড়ে দিলেন।

এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে শায়খ ও উস্তাদ [কুশাইরী রাহ.] বলেন: "জাক্ষের উত্তেজনা ঠিক ছিলো। অপরদিকে দুক্কী রাহমাতুল্লাহি যখন তাকে তার পায়ের গোড়ালিতে ধরে ফেলেন, সেটাও ঠিক ছিলো। রাক্কী বুঝতে পারলেন, হযরত দুক্কীর আধ্যাত্মিক স্তর তার থেকে উন্নত। সুতরাং তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন ও [তার শায়খের নিকট] তাওবাহ করলেন। কারণ যে সঠিক পথে থাকে তার জন্য সবকিছুই সম্ভব।"

যে ব্যক্তির ওপর ফানার অবস্থা প্রধান্য লাভ করে, তার মধ্যে না থাকে বুদ্ধিক্ষমতা, না বুঝের ক্ষমতা, না কোনো অনুভূতি। আমি হযরত আবু আবদুর রহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে জানতে পেরেছি, হযরত আবু 'ইক্বাল মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহ

চার বছর মক্কা শরীফ বসবাস করেছেন। এ দীর্ঘদিনের মধ্যে তিনি [বিশেষ] কিছুই আহার কিংবা পান করেন নি। এরপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। একদিন এক দরবেশ তাঁর কাছে এসে সম্ভাষণ জানালেন: "আস্সালামু আলাইকুম!" তিনি জবাব দিলেন: "ওয়া আলাইকুমুস্সালাম!" এরপর লোকটি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন: "আমি অমুক।" আবু 'ইক্বাল রাহামাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "হে অমুক! আপনি কেমন আছেন, কি করছেন?" একথা বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ঐ দরবেশ আরো বলেন: "এভাবে আমি কয়েকবার সালাম জানিয়েছি। প্রত্যেকবারই আমার পরিচয় জানতে চেয়েছেন। এরপর অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে আমি তাঁর গৃহ ত্যাগ করে চলে আসি।"

হযরত আবু আবদুল্লাহ তারওয়াগান্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্ত্রী বলেন: "দুর্ভিক্ষের সময় যখন মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাচ্ছিলেন, তখন হযরত তারওয়াগান্ধী তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে দু' মান পরিমাণ গম দেখলেন। সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একমাত্র নামাযের সময় তাঁর জ্ঞান ফিরতো। তিনি ফরয নামায আদায় করে পুনরায় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায়ই ছিলেন।"

উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেল ফরয ইবাদত পালনের বাধ্যবাধকতা হাক্বিকাতের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণকৃতদের জন্যও বর্তায়। এটা সত্যিকার হাক্বিকাতপন্থীদের জন্য ইঙ্গিতও বটে। উক্ত ঘটনায় এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, তাঁর [হযরত তারওয়াগান্ধীর] মানসিক উপলব্ধি মূলত মুসলিম জনতার প্রতি সমবেদনা থেকেই এসেছিল। তিনি যে আধ্যাত্মিক উন্নত স্তরে উপনীত হয়েছিলেন, এ অবস্থা দ্বারা তারও প্রমাণ মিললো।

الجمع والفرق
জামা’ ও ফারাক্ব (একত্রীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা)

لفظ الجمع والتفرقة يجري في كلامهم كثيراً. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق يقول: الفرق: ما نسب إليك. والجمع: ما سلب عنك. ومعناه: أن ما يكون كسباً للعبد، من إقامة العبودية، وما يليق بأحوال البشرية، فهو: فرق.

وما يكون من قبل الحق، من إبداء معان، وإسداء لطف وإحسان فهو: جمع هذا أدنى أحوالهم في الجمع والفرق، لأنه من شهود الأفعال. فمن أشهده الحق - سبحانه - أفعاله عن طاعاته ومخالفاته فهو: عبد بوصف التفرقة، ومن أشهده الحق - سبحانه - ما يوليه: من أفعال نفسه سبحانه، فهو: عبد بشاهد الجمع.

فإثبات الخلق من باب التفرقة، وإثبات الحق من نعت الجمع. ولا بد للعبد من الجمع والفرق، فإن من لاتفرته له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له، فقوله: إياك نعبد إشارة إلى الفرق. وقوله: وإياك نستعين إشارة إلى الجمع.

وإذا ما خاطب العبد الحق سبحانه، بلسان نجواه: إما سائلاً، أو داعياً، أو مثنياً، أو شاكراً، أو متنصلاً، أو مبتهلاً؛ قام في محل التفرقة. وإذا أصغى بسره إلى ما يناجيه به مولاه، واستمع بقلبه ما يخاطبه به، فيما ناداه، أو ناجاه، أو عرفه، أو لوح لقلبه وأراده، فو بشاهد الجمع. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: أنشد قوال بين يدي الأستاذ أبي سهل الصعلوكي، رحمه الله: جعلت تنزهي نظري إليك. وكان أبو القاسم النصراباذي، رحمه الله، حاضراً، فقال الأستاذ أبو سهل: جعلت، بنصب التاء. وقال النصراباذي: بل جعلت بضم التاء: فقال الأستاذ أبو سهل: أليس عين الجمع أتم؟ فسكت النصراباذي. وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي أيضاً يحكي هذه الحكاية على هذا الوجه. ومعنى: هذا أن من قال جعلت بضم التاء يكون إخباراً عن حال نفسه، فكأن العبد يقول هذا من عنده. وإذا قال جعلت بالفتح فكأنه يتبرأ من أن يكون ذلك يتكلفه، بل يخاطب مولاه فيقول: أنت الذي خصصتني بهذا، لا أنا بتكلفي. فالأول على خطر الدعوى، والثاني بوصف التبري من الحول، والاقرار بالفضل والطول: والفرق بين من يقول بجهدي أعبدك. وبين من يقول: بفضلك ولطفك أشهدك.

অনুবাদ: 'জামা'' ও 'ফারাক' শব্দদ্বয় সম্পর্কে [সুফিদের] মধ্যে প্রায়শই আলোচনা হয়ে থাকে। আমাদের শায়খ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: "বিচ্ছিন্নতা এমন জিনিস যা তোমার উপর আরোপ করা হয়; আর একত্রীকরণ এমন জিনিস যা তোমার থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।" এর অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দা প্রভুর দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে এবং একজন মানুষ হিসাবে যাকিছু অর্জন করে তা হলো বিচ্ছিন্নতা। আর যাকিছু [প্রভু] হাক্ব থেকে আসে, যেমন নতুন সৃষ্টি এবং মানবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদান, এগুলো হলো একত্রীকরণ। এসব হলো 'জামা'' ও 'ফারাক' এর অবস্থার জন্য সর্বনি¤œ শর্ত। কারণ, তারা [এই স্তরে উপনীতরা] সর্বদাই তাদের আমলসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার ভালো ও মন্দ কাজের ব্যাপারে সচেতন রাখেন, তখন এ ব্যক্তি নিজেকে বিচ্ছিন্নতার স্তরে দেখতে পায়। অপরদিকে, যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে তাঁর [আল্লাহর] কর্মকাণ্ড অবলোকনের মধ্যে নিমগ্ন রাখেন, তখন সে ব্যক্তি একত্রীকরণের স্তরে নিজেকে দেখতে পায়। সুতরাং, সৃষ্ট জগতের দাবী বিচ্ছিন্নতার স্বত্বাধীন, অপরদিকে হাক্ব [আল্লাহর] দাবী হলো একত্রীকরণের গুণ।

আল্লাহর বান্দার জন্য জামা' এবং ফারাক এর অবস্থা থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নেই সে সঠিক দাসত্বের স্তরে পৌঁছুতে পারবে না। আর যার মধ্যে একত্রীকরণ নেই সে [আল্লাহর] মা'রিফাত লাভ করবে না। আল্লাহর বাণী: 'ইয়্যা কা-না'বুদূ' -অর্থাৎ 'আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি'- এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে ফারাকের [বিচ্ছিন্নতার] দিকে। অনুরূপ তাঁর বাণী: 'ওয়াইয়্যা কা-নাস্তা'ইন' -অর্থাৎ 'এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই'- এর দ্বারা জামা' [একত্রীকরণের] দিকে ইশারা করা হয়েছে। বান্দা যখন হাক্ব সুবহানাহু ওয়াতা'আলার দরবারে প্রার্থনা করে একজন ভিক্ষুক, শরণার্থী, প্রশংসাকারী, ধন্যবাদ জ্ঞাপনকারী, তাওবাকারী কিংবা একজন মিনতিকারী হিসাবে, তখন সে নিজেকে ফারাক এর অবস্থায় পতিত করে। আর যখন প্রভু তাকে কি বলছেন, সে তার অন্তর দ্বারা শ্রবণ করে এবং হৃদয়ের মধ্যে শুনতে পায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ডেকে কী বলছেন, যেমন: সতর্কতা, নির্দেশনা, অনুসরণ ইত্যাদি, তখন সে নিজেকে 'জামা'' এর অবস্থায় দেখতে পায়।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "হযরত আবু সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মুখে এক কাওয়াল নিচের পংক্তিটি আবৃত্তি করলেন:

আমি তোমার সম্পর্কে আমার অন্তর্দৃষ্টিকে [সর্বাধিক] আনন্দঘন মুহূর্ত বানিয়েছি!

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হযরত আবুল কাসিম নাছারাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত আবু সাহল বললেন: 'জা'আলতু [বানিয়েছি] শব্দটি মধ্যম পুরুষে হবে।' হযরত নাছরাবাদী বললেন: 'না, এটা উত্তম পুরুষে হবে!' হযরত আবু সাহল তখন জিজ্ঞেস করলেন: 'একত্রীকরণের নির্যাস কি অধিক পরিপূর্ণ নয়?' একথা শুনে হযরত নাছরাবাদী নীরব হয়ে গেলেন।"

হযরত শায়খ আবু আবদুর রাহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত পংক্তিটির ব্যাখ্যা [হযরত সাহলের] অনুরূপ করেছেন। এর অর্থ হলো: যখন কেউ বলে 'جعلت' [বানানো হয়েছে] উত্তম পুরুষে বলে, তাহলে এর অর্থ হলো বক্তা তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলছে। এতে এটাই বুঝা যায় যে, আল্লাহর বান্দার কর্ম তার নিজে থেকেই এসেছে। যারা বলেন, 'جعلت' মধ্যম পুরুষে হবে, তার দ্বারা এটাই বুঝায় যে, ব্যক্তি স্বয়ংকৃত কর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তার প্রভুকে বলছে, 'আপনিই আমাকে এই ক্ষমতা থেকে আলাদা করেছেন, আমার নিজের ইচ্ছার প্রতিফলন এটা নয়!' প্রথম ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত [একটি নাফসানী] দাবীর আশঙ্কা। অপরদিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে নিহিত আছে স্বেচ্ছায় কার্যসমাধানের ক্ষমতার অস্বীকৃতি এবং প্রভুর হিতসাধন ও উদারতার স্বীকৃতি। যখন কেউ বলে: 'আমি আপনার ইবাদত করি আমার নিজের [মুক্ত] চেষ্টার মাধ্যমে' আর যে কেউ বলে: 'আমি তোমাকে তোমার হিতসাধন ও দয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি', এ দু'টো বাক্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

جمع الجمع
জামা’ আল-জামা’ (একত্রীকরণের একত্রীকরণ)
وجمع الجمع: فوق هذا. يختلف الناس في هذه الجملة على حسب تباين أحوالهم، وتفوت درجاتهم: فمن أثبت نفسه، وأثبت الخلق، ولكن شاهد الكل قائماً بالحق، فهذا هو: جمع. وإذا كان مختطفاً عن شهود الخلق، مصطلماً عن نفسه، مأخوذاً بالكلية عن الإحساس بكلِّ غير، بما ظهر، واستولى من سلطان الحقيقة، فذاك جمع الجمع.
فالتفرقة: شهود الأغيار لله عزَّ وجلَّ. والجمع: شهود الأغيار بالله. وجمع الجمع: الاستهلاك بالكلية، وفناء الإحساس بما سوي الله عز وجل عند غلبات الحقيقة.
وبعد هذا حالة عزيزة يسميها القوم: الفرق الثاني وهوأن يرد للعبد إلى الصحو عند أوقت أداء الفرائض، ليجري عليه القيام بالفرائض في أوقاتها، فيكون رجوعاً لله بالله تعالى لا للعبد بالعبد: فالعبد يطالع نفسه، في هذه الحالة، في تصريف الحق سبحانه، يشهد مبدىء ذاته وعينه بقدرته، ومجرى أفعاله وأحواله عليه، بعلمه ومشيئته.
وأشار بعضهم بلفظ الجمع والفرق إلى تصريف الحق جميع الخلق. فجمع الكل في التقليب والتصريف: من حيث إنه منشىء ذواتهم ومجري صفاتهم، ثم فرقهم في التنويع: ففريقاً أسعدهم، وفريقاً أبعدهم وأشقاهم، وفريقا هداهم، وفريقاً أضلهم وأعماهم، وفريقاً حجبهم عنه، وفريقاً جذبهم إليه، وفريقاً آنسهم بوصله، وفريقاً آيسهم من رحمته. وفريقاً أكرمهم بتوفيقه، وفريقاً اصطلمهم عند رومهم لتحقيقه، وفريقاً أصحاهم، وفريقاً محاهم وفريقاً قربهم. وفريقاً غيبهم وفريقاً أدناهم وأحضرهم، ثم أسقاهم فأسكرهم. وفريقاً أشقاهم وأخرهم ثم أقصاهم وهجرهم. وأنواع أفعاله لا يحيط بها حصر، ولا يأتي على تفيلها شرح ولا ذكر
وأنشدوا للجنيد، رحمه الله؛ في معنى الجمع والتفرقة: وتحققتك في سري فناجاك لساني فاجتمعنا لمعاني وافترقنا لمعاني إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني فقد صيرك الوجد من الأحشاء داني وأنشدوا:
إذا ما بدا لي تعاظمته ... فأصدر في حال من لم يرد
جمعت وفرقت عني به ... ففرد التواصل مثنى العدد

অনুবাদ: জামা'র জামা' [একত্রীকরণের একত্রীকরণ] হলো আরো উচ্চ পর্যায়ের অবস্থা। মানুষ তার নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও স্তর মুতাবিক এ সম্পর্কে ভিন্ন মতামত পোষণ করে। কেউ যখন সৃষ্ট জগৎ ও তার নিজ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত হওয়ার পরও বুঝতে সক্ষম হয় যে, সবকিছুই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল- এর নাম হলো একত্রীকরণ [জামা']। অপরদিকে যখন সে হাক্বিকাতের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার আওতাভূক্ত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার লোপ পায়, তার নিজের থেকে সে বেখবর হয়ে পড়ে, কোনো কিছু অনুভব করার ক্ষমতাও থাকে না- একেই বলে জামা'উল জামা' বা একত্রীকরণের মধ্যে একত্রীকরণ।

সুতরাং বিচ্ছিন্নকরণ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ব্যতিত ভিন্ন কিছু অবলোকন; একত্রীকরণ হলো সবকিছু আল্লাহর [দৃষ্টিতে] মাধ্যমে দেখা; এবং একত্রীকরণের একত্রীকরণ মানে সম্পূর্ণরূপে আত্মগলন [অস্তিত্ববিলীন] ও আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই অবলোকনের ক্ষমতা লোপ পাওয়া। এটা ঐশী হাক্বিকাতের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার ফলে হয়ে থাকে।

এরপর আসে সুউচ্চ একটি স্তর যাকে সুফিরা 'দ্বিতীয় পৃথকীকরণ' [ফারাক্ব সানী] বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই স্তরে আল্লাহর বান্দা চেতনার মধ্যে ফিরে আসেন যখনই তাকে সঠিক সময়ে ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি অবশ্যকরণীয় আমল সম্পাদন করতে হয়। এটা আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়া আল্লাহর মাধ্যমে- বান্দার কাছে বান্দার মাধ্যমে নয়।

এই স্তরে উপনীত বান্দা নিজেকে আল্লাহ তা'আলার মাধ্যমে পারিচালিত হতে দেখতে পায়। সে দেখতে সক্ষম হয় যে, তার নির্যাস ও চেতনার অনুভূতির মূল উৎস হচ্ছেন আকমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সে দেখতে পায়, আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছাই হলো তার নিজের কার্যাদির আসল সূত্র। বুঝতে পারে, তার আধ্যাত্মিক স্তরের সূত্রপাতকারীও আল্লাহ তা'আলা। 'জামা' ও ফারাক্ব' এর ব্যাখ্যায় কিছু শায়খের কথা হলো, প্রাণীরা হাক্বিকাতের বিন্যস্তকরণের উপর নির্ভরশীল।

তিনি [আল্লাহ] সবকিছু নিজের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একত্র করেছেন। কারণ তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর নির্যাসের মূল সূত্র। তিনিই সবকিছুর মধ্যে গুণাবলী বিকাশের নিয়ন্ত্রক। তিনি [একত্রীকৃত] সকলকে আবার কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে অনেককে করেছেন ভাগ্যবান। অন্যদেরকে করেছেন তাঁর থেকে দূরে অবস্থানকারী ও দুর্ভাগ্যশীল। অনেককে তিনি সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। অন্যদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট ও অন্ধ বানিয়েছেন। অনেককে তাঁর থেকে পর্দার আড়ালে রেখেছেন। অন্যদেরকে তিনি নিজের কাছে টেনে নেন। কাউকে বা তিনি নিজের একান্ত আপনজনে পরিণত করেন ও নৈকট্য দান করেন। অন্যদেরকে তিনি তাঁর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত রাখেন। কাউকে বা তিনি তাঁর সাহায্য দান করেন। অন্যদেরকে তিনি তাঁকে জানার চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ করেন। কিছু লোককে তিনি চেতনাশীল রাখেন। অপরদেরকে তিনি নিশ্চিহ্ন করেন। কাউকে বা তিনি নিয়ে যান অতি নিকটে। অপরদেরকে তিনি [তাদের নিজ থেকে] অনুপস্থিত রাখেন। কিছু বান্দাকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত করেন ও [প্রেমের] সূরা পান করিয়ে মাতাল করে তুলেন। অন্যদেরকে দুঃস্থ বানিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন ও তারপর বের করে নির্বাসিত করেন। কেউ কখনো তাঁর কর্মের বিভিন্নতা গুণে শেষ করতে পারবে না। না পারবে কর্মের ব্যাখ্যা ও মাত্রা নির্ধারণত করতে। নি¤েœ উদ্ধৃত হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত কবিতাটি তারা [মানে সুফি-দরবেশরা] আবৃত্তি করে থাকেন:

আমি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে তোমার উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েছি
আমি নিজের জিহ্বা দ্বারা তোমার সাথে বাক্যালাপ করেছি।
একদিকে আমরা ছিলাম একত্রে অন্যদিকে আলাদা
এক মুহূর্তে তোমার বিরাটত্ব আমাকে তোমার দর্শন থেকে
দূরে রেখেছে।
অথচ পরমুহূর্তেই আবার পরমানন্দাবস্থা উপস্থিত হয়ে
তোমাকে আমার অস্তিত্বের মূলে এনে দিয়েছে।

তাঁরা [সুফি-দরবেশরা] এই কবিতাটিও আবৃত্তি করেন:

যখন তিনি আমার মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন, কোনো কিছুই আর
থাকে না তাঁর থেকেও গুরুত্ববহ, এরপর আমি ফিরে যাই মূলে,
যেনো কখনো সেথা থেকে দূরে আসি নি।
আমি হয়ে যাই একত্রিত এবং ছড়িয়ে পড়ি তাঁরই মাধ্যমে,
কারণ দু'টি সংখ্যা তো একত্রিত হয়ে এককে পরিণত হতে পারে।

الفناء والبقاء

ফানা [আত্মবিলুপ্তি] ও বাক্বা [আল্লাহর মাঝে বিদ্যমানতা]

وأشاروا بالبقاء: إلى قيام الأوصاف المحمودة به. وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين، فمن المعلوم: أنه إذا لم يكن أحدُ القسمين كان القسمَ الآخر لا محالة، فمن فنى عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الصفات المحمودة، ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات المحمودة.

وأعلم أن الذي يتصف به العبد: أفعال، وأخلاق، وأحوال. فالأفعال: تصرفاته باختياره. والأخلاق: جبلةٌّ فيه، ولكن تتغَّير بمعالجته على مستمرٍّ العادة. والأحوال: ترد على العبد على وجه الابتداء، لكن صفاؤها بعد زكاء الأعمال. فهي كالأخلاق من هذا الوجه، لأن العبد إذا نازل الأخلاق بقلبه فينفي بجهده سفسافها، مَنّ الله عليه بتحسين أخلاقه، فكذلك إذا واظب على تزكية أعماله، ببذل وُسعه من الله عليه بتصفية أحواله بل فمن ترك مذمومَ أفعاله بلسان الشريعة يقال: أنه فنى عن شهواته.

فإذا فنى عن شهواته بقي بنيتَّه وإخلاصه في عبوديته. ومن زَهد في دنياه بقلبه، يقال. فنى عن رغبته: فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته.

ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد، والبخل، والشخ والغضب، والكبر، وأمثال هذا من رعونات النفس، يقال: فنى عن سوء الخلق. فإذا فنى عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق. ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأكام، يقال: فنى عن حسبان الحدثان من الخلق. فذا فنى عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحقِّ.

ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لا عيناً ولا أثراً؛ ولا رسماً، ولا طللاً؛ يقال: إنه فنى عن الخلق وبقي بالحقِّ. ففناء العبد عن أفعاله الذميمة، وأحواله الخسيسة: بعدم هذه الأفعال.
وفناؤ عن نفسه، وعن الخلق: بزوال إحساسه بنفسه وبهم.
فإذا فنى عن الأفعال، والأخلاق، والأحوال، فلا يجوز أن يكون ما فنى عنه من ذلك موجوداً. وإذا قيل: فنى عن نفسه؛ وعن الخلق، فنفسه موجودة، والخلق موجودون. ولكنه لا علم له بهم ولا به، ولا إحساس، ولا خبر، فتكون نفسه موجودة، والخلق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين، غير محس بنفسه وبالخلق.
وقد ترى الرجل يدخل على ذى سلطان؛ أو محتشم، فيُذهل عن نفسه، وعن أهل مجلسه هيبة، وربما يذهل عن ذلك المحتشم، حتى إذا سئل بعد خروجه من عنده، عن أهل مجلسه وهيآت ذلك الصدر، وهيآت نفسه، لم يمكنه الإخبار عن شيء.
قال الله تعالى: فلما رأينه أكبرنه، وقطعن أيديهن. لم يجدن عند لقاء يوسف عليه السلام، على الوهلة ألم قطع الأيدي، وهن أضعف الناس، وقلن: ما هذا بشراً - ولقد كان بشراً. -
وقلن: إن هذا إلا ملك كريم - ولم يكن ملكاً. -
فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق، فماظنك بمن تكاشف بشود الحق سبحانه؟! فلو تغافل عن إحساس بنفسه وأبناء جنسه، فأي أعجوبة فيه؟! فمن فنى عن جهله بقي بعلمه.. ومن فنى عن شهوته بقي بإنابته..
ومن فنى عن رغبته بقي بزهادته.. ومن فنى عن منيته بقي بإرادته تعالى. وكذلك القول في جميع صفاته: فإذا فنى العبد عن صفته بما جرى ذكره، يرتقي عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه وإلى هذا أشار قائلهم:
فقوم تاه في أرض بفقر ... وقوم تاه في ميدان حبه
فأفَنوا ثم أفنوا ثم أفنوا ... وأبقوا بالبقاء من قرب ربه
فالأول أفناه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق. ثم فناؤه عن صفات الحق بشهودة الحق. ثمن فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق

অনুবাদ: সুফিরা বলেন, মন্দ স্বভাব দূর হওয়ার নামই হলো ‘ফানা’। আর সুন্দর স্বভাব অর্জনকে বলে ‘বাক্বা’। মানুষের মধ্যে এ দু'টো বৈশিষ্ট্যের যে কোনো একটি থাকবেই। যার মন্দ স্বভাব দূর হবে তার মধ্যে সুন্দর স্বভাব ফুটে ওঠবে। আর যার মন্দ গুণ বিরাজমান থাকবে তার মধ্যে সুন্দর স্বভাবগুলো লুকিয়ে থাকবে।

জেনে রাখো, মানুষের মধ্যে তিনটি ব্যাপার বিদ্যমান: কর্ম, চরিত্র ও হাল (অবস্থা)। কর্ম সাধন ইচ্ছানির্ভর, চরিত্র হলো বৈশিষ্ট্য- যা চেষ্টা সাধনা দ্বারা তাতে পরিবর্তন আসে। আর হাল মানুষের মধ্যে অবতরণ করে- কর্মের পচ্ছিন্নতা দ্বারা, এটাও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এটা আসলে চরিত্রের মতো। মানুষ যখন মন্দ চরিত্রকে ঘৃণা করবে তখন আল্লাহ তা’আলা তাকে উত্তম চরিত্রে শুশোভিত হতে সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি কর্মের পবিত্রকরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তা’আলা তার হাল দুরস্ত করে দেবেন। শরীয়তের ভাষায় বলা যায়, যে মন্দ কাজ ত্যাগ করলো সে প্রবৃত্তির খাহেশ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হলো। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারলো, তার ইবাদত-বন্দেগীতে তো কেবল ইখলাস পাওয়া যাবে। যে লোক দুনিয়া থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখলো, সে তো একদম বিতৃষ্ণ। আর এই বিতৃষ্ণার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে ফুটে ওঠবে ইনাবত ইলাল্লাহর (আল্লাহ অভিমূখিতার) গুণ। যে ব্যক্তি চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করে তার অন্তর থেকে হিংসা, কৃপণতা, ক্রোধ ও অহঙ্কার ইত্যাদি আত্মিক রোগ একদম বিলীন হয়ে যায়। সে তো অসৎ চরিত্র থেকে মুক্তি পেলো।

কর্ম, চরিত্র ও হালের মধ্যে যখন ফানার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে, তখন সালিক এটাও ভুলে যায় যে, সে ফানার মধ্যে বিদ্যমান। সৃষ্ট জীব বিদ্যমান আছে, সে নিজেও আছে। কিন্তু সেদিকে সে সম্পূর্ণ বেখবর, সে একদম উদাসীন ও নিস্তেজ। মানুষ যখন বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয় তখন ভয়ে-আতঙ্কে নিজেকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। দরবার থেকে বের হওয়ার পর, সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে সে কিছুই বলার ক্ষমতা রাখে না। সে নির্বাক। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

“ওসব মহিলা ইউসুফ আলাইহিস্সালামকে যখন দেখলো, তারা অজান্তেই নিজেদের আঙ্গুল কর্তন করে ফেলে!” [ইফসুফ : ৩১]

তারা ছিলো একদম দুর্বল। সকলে বললো, “ইউসুফ মানুষ নন!” অথচ তিনি তো একজন মানুষ ছিলেন। তারা ভাবলো, তিনি তো সম্মানিত ফিরিশতা ছাড়া কেউ নন- কিন্তু আসলে তিনি তো ফিরিশতা ছিলেন না। এটা হলো মাখলুকের সাক্ষাতে আরেক মাখলুকের আত্মভোলা হওয়ার একটি চিত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর মুশাহাদা লাভে ধন্য, তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী হতে পারে? সে যদি নিজ ও স্বজাতি থেকে একদম উদাসীন হয়ে পড়ে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? তাই যে নিজেকে ভুললো- সে-ই আল্লাহকে জানলো। যে প্রবৃত্তিকে দমন করলো- তার মধ্যে আসলো ইনাবতের বৈশিষ্ট্য। যে তার নিজের কল্পনাকে দূর করলো, সে তো আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত হলো। একজন সুফি কবি বলেন:

কিছু লোক মরুভূমির উপর ঘুরে বেড়ায় যাযাবর সেজে
আর অপররা ঘুরে বেড়ায় তাঁর মুহাব্বাতের ময়দানে
নিজেকে তিনবার ফানা করে দাও,
তারপর থাকো বিদ্যমান প্রভুর নৈকট্য মাঝে!

প্রথম ফানা হলো নিজে থেকে; তার নিজের গুণাবলীকে প্রভুর গুণাবলীর মাঝে বিলীন করে। এরপর আসে প্রভুর ধ্যানমগ্নতা হেতু তাঁর গুণাবলী থেকেও ফানা। এরপর আসে ফানার ধারণা থেকেও ফানা; স্বয়ং মহাসত্যের অস্তিত্বের মাঝে বিলীন হয়ে।

الغيبة والحضور

গায়বাত ও হুজুর (অনুপস্থিতি ও উপস্থিতি)

فالغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق، لاشتغال الحسن بما ورد عليه، ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره، بوارد من تذكر ثواب، أوتفكر عقاب.

كما روي أن: الربيع بن خيثم كان يذهب إلى ابن مسعود، رضي الله عنه، فمر بحانوت حدَّاد، فرأي الحديدة المحماة في الكير، فغشى عليه.. ولم يفق إلى الغد. فلما أفاق، سئل عن ذلك، فقال: تذكرتكون أهل النار في النار: فهذه غيبة زادت على حدها، حتى صارت غشية.

وروي عن علي بن الحسين: أنه كان في سجوده، فوق حريق في داره، فلم ينصرف عن صلاته، فسئل عن حاله، فقال: ألهتني النار الكبرى عن هذه النار.

وربما تكون الغيبة عن إحساسه بمعنى يكاشف به من الحق سبحانه ثم إنهم مختلفون في ذلك على حسب أحوالهم. ومن المشهور: أن ابتداء حال أبي حفص النيسابوري الحداد في ترك الحرفة، أنه كان على حانوته، فقرأ قارىء آية من القرآن، فورد على قلب أبي حفص وارد تغافل عن إحساسه، فأدخل يده في النار، وأخرج الحديدة المحماة بيده، فرأى تلميذاً له ذلك، فقال: يا أستاذ، ما هذا؟ فنظر أبو حفص إلى ما ظهر عليه، فترك الحرفة؛ وقام من حانوته.

وكان الجنيد قاعداً؛ وعند امرأته؛ فدخل عليه الشبلي؛ فأرادت امرأته أ، تستتر؛ فقال لها الجنيد: لا خبر للشبليِّ عنك؛ فاقعدي. فلم يزل يكلمه الجنيد؛ حتى بكى الشبلي؛ فلما أخذ الشبلي في البكاء قال الجنيد لامرأته: استتري، فقد أفاق الشبلي من غيبته.

سمعت أبا نصر المؤذن بنيسابور؛ وكان رجلاً صالحاً، قال: كنت أقرأ القرآن في مجلس الأستاذ أبي عليِّ الدَّقاق بنيسابور؛ وقت كونه هناك وكان يتكلم في الحج كثيراً، فأثرَّ في قلبي كلامه، فخرجت إلى الحج تلك السنة؛ وتركت الحانوت والحرفة؛ وكان الأستاذ أبو علي رحمه الله؛ خرج إلى الحج أيضاًفي تلك السنة. وكنت مدّضة كونه بنيسابور أخدمه. وأواظب على القراءة في مجلسه. فرأيته يوماً في البدية: تطهر.. ونسي قمقمة كانت بيده.. فحملتها. فلما عاد إلى رحله وضعتها عنده فقال: جزاك الله خيراً. حيث حملت هذا.

ثمنظر إلي طويلاً كأنه لم يرَن قط: وقال: رأيتك مرة. فمن أنت؟ فقلت: المستغاث بالله!! صحبتك مدة.. وخرجت عن مسكني ومالي بسببك، وتقطعت في المفازة بك. والساعة تقول رأيتك مرة!! وأما الحضور: فقد يكون حاضراً بالحق؛ لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق، على معنى أنه يكون كأنه حاضر، وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه، فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه تعالى؛ فعلى حسب

غيبته عن الحق يكون حضوره بالحق، فإن غاب بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة.

فإذا قيل: فلان. حاضر، فمعناه أنه حاضر بقلبه لربه، غير غافل عنه، ولا ساه، مستديم لذكره. ثم يكون مكاشفاً في حضوره على حسب رتبته بمعان يخصه الحق سبحانه وتعالى بها.

وقد قال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه، وأحوال الخلق:إنه حضر أي رجع عن غيبته، فذا يكون حضوراً بخلق؛ والأول حضوراً بحق. وقد تختلف أحوالهم في الغيبة. فمنهم من لا تمتد غيبته، ومنهم من تدوم غيبته. وقد حكى أن ذا النون المصري بعث إنساناً من أصحابه إلى أبي يزيد، لينقل إليه صفة أبي يزيد... فلما جاء الرجل إلى بسطام. سأل عن دار أبي يزيد. فدخل عليه فقال له أبو يزيد: ما تريد؟ فقال: أريد أبا يزيد.

فقال: من أبو يزيد؟ وأين أبو يزيد؟ أنا في طلب أبي يزيد. فخرج الرحل، وقال: هذا مجنون. ورجع الرجل إلى ذي النون. فأخبره بما شهده. فبكى ذو النون وقال: أخي أبو يزيد ذهب في الذاهبين إلى الله .

অনুবাদ: অন্তরের অনুপস্থিতি দ্বারা এটাই বুঝায়, সৃষ্টির হাল ও কর্মকাণ্ড থেকে একদম উদাসীন থাকা। এমনকি নিজ থেকেও উদাসীন হওয়া। এটা কোনো পুণ্য কিংবা শাস্তি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন বর্ণিত আছে, রাবি’ ইবনে খাইসাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাছে যেতেন। কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাবি’ অগ্নিতে বাতাসদানকারী ব্যাগটি দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। এভাবে পুরো একদিন কেটে যেতো। জ্ঞান ফেরার পর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিতেন, ‘আগুনের এ দৃশ্যটি আমাকে জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।’ এর ফলেই তার মধ্যে গায়বতের ভাব এসে যেতো এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটে পড়তেন। আলী ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদা তিনি সিজদাবনত ছিলেন। হঠাৎ ঘরে আগুন লেগে গেল। তিনি নামায ত্যাগ করলেন না। পরে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, ‘বড় আগুন আমাকে এই আগুন থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন করে দেয়।’

কখনো আত্মবিলুপ্তির মধ্যেই আল্লাহর দর্শনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে সুফিয়ায়ে কিরামের হাল ভিন্ন ভিন্ন। আবু হাফস নিশাপুরী রাহামাতুল্লাহি আলাইহির প্রারম্ভিক হালটি বেশ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি একটি কামারের দোকানে কাজ করছিলেন। কোনো এক ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তা শ্রবণে আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে আত্মভোলার ভাব এসে যায়। তিনি তখন আগুনের মধ্যে হাত প্রবেশ করাবস্থায় ছিলেন। বের করে নিয়ে আসছিলেন বাতাস দেওয়ার ব্যাগটি। তাঁর এক ছাত্র এ দৃশ্য দেখে বললেন, "হে উস্তাদ! আপনি এ কী করছেন?" ফলে তাঁর হুঁশ ফিরে আসলো, উপলব্ধি করলেন ইতোমধ্যে কী ঘটে গেল। কালবিলম্ব না করে তিনি কামারের পেশা ছেড়ে দিয়ে দোকান পরিত্যাগ করলেন।

বর্ণিত আছে জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে একদা শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাক্ষাৎ করলেন। কক্ষে উপবিষ্ট তাঁর স্ত্রী পর্দা করতে উদ্যোত হলেন। জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার ব্যাপারে শিবলীর কোনো খেয়ালই নেই। তুমি বসে যাও।" জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে কথা বলাকালে এক পর্যায়ে শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কেঁদে ওঠলেন। তখন সাথে সাথে জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্ত্রীকে বললেন, "যাও! যাও! তুমি পর্দা করো। শিবলীর জ্ঞান ফিরে এসেছে।"

হযরত আবু নসর মুয়াজ্জিন একজন সৎ লোক ছিলেন। নিশাপুরে আমি [ইমাম কুশাইরী] তার মুখ থেকে শ্রবণ করেছি, 'আমি উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে কুরআন তিলাওয়াত করতাম। তিনি এ সময় খুব বেশী হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁর কথায় আমি বেশ প্রভাবিত হই। আমি ব্যবসা ও দোকান ত্যাগ করে ঐ বছরই তাঁর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। নিশাপুর থাকতে আমি নিয়মিত তাঁর সেবা করতাম, তাঁর নিকট বসে তিলাওয়াত কতরাম। আমার জীবনের দীর্ঘ সময় তাঁর সুহবতে কাটে। সফর অবস্থায় একদিন তিনি অযু করছিলেন। পানির পাত্র দূরে রেখে যান। আমি এটা তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তুমি এটা

কোত্থেকে নিয়ে আসলে? এরপর দীর্ঘসময় আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি। এরপর আবার বললেন, 'ওহে! তুমি কে? আমি তোমাকে একবার মাত্র দেখলাম!' আমি বললাম, আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি হযরত! কী আশ্চর্য! দীর্ঘদিন ধরে আপনার সান্নিধ্যে আছি। বাড়ি-ঘর, স্বজন ছেড়ে দিয়েছি। দীর্ঘ পথ আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করলাম। আর এখন বলছেন, আপনি আমাকে কেবলমাত্র একবার দেখেছেন!'

এখন আসা যাক 'হুজুর' প্রসঙ্গে। এর অর্থ আল্লাহর সামনে উপস্থিতি। কারণ সে যখন সৃষ্টি থেকে উদাসীন, তখন সে তো একমাত্র মাওলার সামনেই হাজির। হৃদয়ে যখন মাওলার স্মরণ বেশী হবে তখন তার সম্মুখেই নিজের অন্তর মাওলার সামনে উপস্থিত দেখবে। সৃষ্টি থেকে যে যতো বেশী উদাসীন সে আল্লাহর সামনে ততো বেশী উপস্থিত। তাই যখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি হাজির বা উপস্থিত- এর অর্থ হলো, সে তার প্রভুর সামনে হৃদয়সহ উপস্থিত আছে। সে প্রভু থেকে উদাসীন নয়। সে তো সর্বদাই তাঁর স্মরণে নিমজ্জিত। এরপর থেকে সে এ পরিমাণ মুকাশাফা বা দর্শন লাভে ধন্য হবে, যে পরিমাণ দর্শনলাভের মাত্রা তিনি তাকে দান করবেন।

গায়বত বা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সুফিয়ায়ে কিরামের হাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারো মধ্যে তা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না, আবার অন্যের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়। বর্ণিত আছে, হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এক সাথীকে হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো তাঁর হাল-হাক্বিকাত অবলোকন করা। লোকটি যখন বুস্তান পৌঁছে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি চাও?" আগন্তুক জবাব দিলেন, "আমি আবু ইয়াজিদকে চাই?" তিনি বললেন, "তিনি কে? তিনি কোথায় আছেন? আমিও তো তার অনুসন্ধানে আছি!" আগন্তুক লোকটি বেরিয়ে বলতে লাগলো, উনি তো একজন পাগল! যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ফিরে যেয়ে সবকথা খুলে বললেন। তিনি একথা শোনে কাঁদতে লাগলেন। এরপর বললেন, "ভাই! আবু ইয়াজিদ তো আল্লাহর পথের যাত্রীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছেন!"

الصحو والسكر

সাহু ও সুকর (জাগরণ ও প্রেমাসক্ততা)

فالصحو: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة. والسكر: غيبة بوارد قوي. والسكر زيادة على الغيبة من وجه، وذلك أن صاحب السكر قد يكون مبسوطاً إذا لم يكن مستوفى في حال سكره، وقد يسقط إخطار الأشياء عن قلبه في حال سكره، وتلك حال المتساكر، الذي لم يستوفه الوارد، فيكون للأحساس فيه مساغ، وقد يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة، فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة ذا قوي سكره، وربما يكون صاحب الغيبة أتمَّ في الغيبة من صاحب السكر، إذا كان متساكراً غير مستوف. والغيبة قد تكون للعباد، بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة ومقتعنيات الخوف والرجاء. والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد. فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر، وطاب الروح، وهام القلب، وفي معناه أنشدوا:

خصوك من لفظي هو الوصل كله ... وسكر من لحظي يبيح لك الشربا

فمامل َّ ساقيها وما مل شارب ... عقار لحاظ كأسه يسكر اللبة

وأنشدوا:

فأسكر القوم دور كأس ... وكان سكري من المدير

وأنشدوا:

لي سكرتان، وللندمان واحدة ... شيء خصصت به من بينهم وحدي

وأنشدوا:

سكران: سكر هوى وسكر مدامة ... فمتى يفيق فتى به سكران

وأعلم أن الصحو على حسب السكر، فمن كان سكره بحق، كان صحوه بحق. ومن كان سكره بحز مشوباً؛ كان صحوه بحظ مصحوباً. ومن كان محقاً في حاله كان محفوظاً في سكره. والسكر والصحو يشير إلى طرف من التفرقة. وإذا ظهر من سلطان الحقيقة علم فصفة العبد الثبور، والقهر. وفي معناه أنشدوا:

إذا طلع الصبح لنجم راح ... تساوى فيه سكران وصاح

وال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً، وخر موسى صعفاً. هذا مع رسالته وجلالة قدره خر صعقاً، وهذا مع صلابته، وقوته، ردكاً متكسراً.

والعبد في حال سكره بشاهد الحال. وفي صحوه بشاهد العلم. إلا أنه في حال سكره محفوظ لا بتكلفه: وفي حال صحوه متحفظ بتصرفه. والصحو والسكر بعد الذوق والشرب.

অনুবাদ: 'সাহু'র অর্থ হলো অদৃশ্য ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার পর পুনরায় চেতনা ফিরে আসা। আর 'সুকর' অর্থ হলো কোনো বিশেষ অনুভূতির মধ্যে একদম বিলীন হওয়া। প্রেমাসক্তি বেশী আসে অদৃশ্য ভাবের মধ্যে। আসক্তির সময় সকল বস্তুসমূহের চিন্তা হৃদয় থেকে একদম বিলীন হয়ে যায়। তাই অদৃশ্য ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির তুলনায় প্রেমাসক্ত ব্যক্তির ভাব পরিপূর্ণ বা শক্তিশালী হয়। বান্দার হৃদয়ে ভয় ও আশা পোষণকালেই প্রেমাসক্তি প্রবল থাকে। হৃদয়ে যখন সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তখনোই আসে আসক্তির অনুভূতি। পুলকিত হয়ে ওঠে তার আত্মা। এ সম্পর্কে নি¤œোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করা হয়:

> আমার কথা থেকে তোমার ঐকান্তিকতা হলো পূর্ণ পুণর্মিলন
> অপরদিকে আমার ধ্যানে তোমার প্রেমাসক্ততা তোমায় সূরাপানে নিমগ্ন রাখে।
> ধ্যানের সূরার কবলে হয় না সাকী ক্লান্ত, না পায় ক্লান্তিবোধ সূরাপানকারী, প্রতিটি পানপাত্র যা তোমার হৃদয়কে পানের মাঝে রাখে মত্ত।

তাঁরা নি¤œর কবিতাটিও আবৃত্তি করেন:

> পানপাত্রের ঘূর্ণন অনেককে করে প্রেমমত্ত,
> আর আমি হই মত্ত দেখে ওকে, যে করে পরিবেশন পানপাত্র।

তাঁরা আরো আবৃত্তি করেন:

> আমার মাঝে দু'টি স্তরের প্রেমাসক্ততা বিদ্যমান, আর আমার স্ফূর্তিবাজ সাথীদের মাঝে আছে শুধু একটি।

তাইতো আমি তাদের থেকে ভিন্ন।

তাঁরা আরো দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করেন:

মত্ততার ধরন দু'টি: প্রেমসক্তির মত্ততা ও সূরাপানের মত্ততা।
কিভাবে সে হতে পারে কোনো কালে চেতনাশীল যেজন করেছে স্বাধ গ্রহণ উভয়ের?

জেনে রাখুন, প্রেমাসক্তি ভাবের মাত্রানুসারেই তার জাগরণ বা সাহু স্তরের ভাব ফুটে ওঠবে। তাই সত্যের মধ্যে আসক্তি আসলে, জাগরণ বা চেতনাও হবে আসক্তির মধ্যে। সত্যের পথিক এই প্রেমাসক্ত অবস্থায়ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মহাসত্যের স্বরূপ যখন অন্বেষীর মনে আত্মপ্রকাশ করবে তখন তার মধ্যে দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। কবিতার ভাষায় বলা হয়:

পুরাতন সূরার তারার মাঝে যখন ভোরের শুভ্রতা প্রস্ফূটিত হয়
তখন মত্ত ও চেতনাশীল হয়ে যাবে একাকার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا

অর্থাৎ: "তারপর যখন তার পরওয়ারদিগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।" [আ'রাফ : ১৪৩]

তিনি একজন নবী, ভীষণভাবে সম্মানিত হওয়ার পরও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। শারীরিকভাবে প্রবল শক্তির অধিকারী হয়েও দুর্বল হয়ে গেলেন। অপরদিকে সমস্ত পাহাড় শক্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ধূলায় পরিণত হলো।

আল্লাহর বান্দা যখন ধ্যানমগ্ন হয়ে যায়, সে নিজেকে হালের অবস্থায় পতিত করে। যখন সে চেতনশীল থাকে, সে জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধ্যানমগ্নাবস্থায়, তাকে আল্লাহ

তা'আলা নিরাপত্তা দান করেন। এতে তার নিজের কোনো চেষ্টা-সাধনা বিদ্যমান থাকে না। অপরদিকে চেতনশীল অবস্থায় সে নিজেকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ রাখে সেচ্ছাকৃত কর্ম দ্বারা।

[এ স্তরের] চেতনা ও মত্ততা আসে প্রেমের সূরাপান ও স্বাধগ্রহণ শেষে।

الذوق والشرب

যাওক্ব ও শুরব [স্বাদগ্রহণ ও পান করা]

ومن جملة ما يجري في كلامهم: الذوق، والشرب. ويعبرون بذلك عما يجدونهمن ثمرات التجلي، ونتائج الكشوفات. وبواده الواردات. وأول ذلك: الذوق، ثم الشرب، ثم الريُّ. فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني؟ ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب. ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الريَّ. فصاحب الذوق متساكر، وصاحب الشرب سكران، وصاحب الريِّ صاح.

ومن قوي حبه تسرمد شربه، فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكراً، فكان صاحياً بالحق، فانياً عن كل حظ: لم يتأثر بما يرد عليه، ولايتغير عما هو به. ومن صفا سره، لم يتكدر عليه الشرب. ومن صار الشراب له غذاء لم يصبر عنه، ولم يبق بدونه. وأنشدوا:

وإنما الكأس رضاع بيننا ... فإذا لم نذقها لم تعش

وأنشدوا:

عجبت لمن يقول ذكرت ربي ... فهل أنسى فأذكر ما نسيت؟
شربت الحبَّ كأساً بعد كأس ... فما نفد الشراب ولا رويتُ

ويقال: كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد البسطامي: ها هنا من شرب من كأس المحبة لم يظمأ بعده. فكتب إليه أبو يزيد: عجبت من ضعف حالك!! هاهنا من يحتسي بحار الكون وهو فاغرفاه يستزيد. وأعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب، ولا تدار إلا على أسرار معتقة، وأرواح عن رقق الأشياء محررة.

অনুবাদ: সুফিয়ায়ে কিরামের মধ্যে প্রচলিত দু'টি শব্দ হলো, 'যাওক্ব' ও 'শুরব'। তাজ্জালী, কাশফ এবং হালের মধ্যে যে ফলপ্রাপ্ত হন তাই হলো 'যাওক্ব', এবং 'রি''। কর্মক্ষেত্রে যতো বেশী পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়, ততোই আধ্যাত্মিক 'যাওক্ব' তৈরী হয়। স্তর ও মর্যাদা যতোই বাড়বে 'শুরব' ততোই আত্মপ্রকাশ করবে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে যোগাযোগ যতো বেশী বৃদ্ধি পাবে ততোই 'রি'' এর ভাব আসবে। তাই যার মধ্যে যাওক্ব আছে সে একধরনের মাতাল আর যার মধ্যে 'শুরব' আছে সে পুরোদমে মাতাল। অপরদিকে রি' [তৃষ্ণা নিবারণ] এর মাক্বামে উপস্থিত সালিক পুরো সচেতন। প্রেমাসক্তি বাড়ার সাথে সাথে 'শুরব' বাড়তে থাকে। প্রেম যদি স্থায়ী হয় তাহলে মাতলামি না এসে সচেতনতাই আসবে। এরকম মানুষ সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাসিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার উপর যেরূপ হালই অবতরণ হোক না কেনো, সে এতে প্রভাবিত হয় না। আধ্যাত্মিক অবস্থার স্তর যতো বেশী পরিচ্ছন্ন হবে তার মধ্যে শুরব এর ভাবটির স্বরূপও ততো স্পষ্ট হবে। এই ভাবই হবে তার আধ্যাত্মিক খোরাক। আর যার খাদ্য শুরব হলো, সে তো তা ছাড়া আর জীবিতই থাকতে পারবে না। তাই তো তাঁরা আবৃত্তি করেন:

পানপাত্র আমাদের নিকট মায়ের দুগ্ধের মতো
যদি এ থেকে পান না করি, তাহলে তো বাঁচতে পারবো না।

তাঁরা আরো আবৃত্তি করেন:

আমি বিস্মিত হই যখন কেউ বলে: "আমি আল্লাহকে স্মরণ করেছি।"
আমি কিভাবে ভুলে যাই, যা আমাকে তা পুনরায় স্মরণ করতে হবে?
আমি পান করেছি ইশ্ক- এক পানপাত্র পরে আরেকটি ভর্তি
যদিও সূরার শেষ হয় নি, আমি পারি না এ থেকে পিপাসামুক্ত হতে।

হযরত ইয়াহয়া ইবনে মু'আয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু ইয়াজীদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট লিখলেন: "আমাদের এখানে এক ব্যক্তি আছে, যে একবার প্রেমের পিয়ালা থেকে সূরা পান করলো- ফলে আর কোনদিন পিপাসার্ত হলো না।" তিনি জবাবে বললেন, "তোমার এ দুর্বল অবস্থা শুনে আমি আশ্চর্য বোধ

করছি। আমাদের এখানে এমন মানুষও আছে যে প্রেমের সাগরে নিমজ্জিত হয়েও পিপাসামুক্ত হয় না- বরং তার পিপাসা ক্রমান্বয়ে বেড়েই যায়।”

জেনে রাখুন, প্রেমের পিয়ালা অদৃশ্য থেকে প্রকাশ পায়। বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন, একদম মুক্ত-স্বাধীন হৃদয়ে এসব পিয়ালা ঘুরপাক করে।

المحو والإثبات

মাহু ও ইসবাত (বিলুপ্তি ও স্থিতি)

المحو: رفع أوصاف العادة: والإثبت: إنامة أحكام العبادة. فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة، وتى بدلها بالأفعال والأحوال الحميدة، فهو صاحب محو وإثبات.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: قال بعض المشايخ لواحد: إيش تمحو؟ وإيش نثبت؟ فسكت الرجل!! فقال: أما علمت أن الوقت محو وإثبات، وإذ من لامحو له، ولا إثبات، فهو معطل مهمل.

وينقسم إلى محو الزلة عن الظواهر، ومحو الغفلة عن الضمائر، ومحو العلة عن السرائر، ففي محو الزلة: إثبات المعاملات؛ وفي محو الغفلة: إثبات المنازلات. وفي محول العلة إثبات المواصلات. وفي محو وإثبات بشرط العبودية.

وأما حقيقة المحو والإثبات، فصادران عن القدرة. فالمحو: ماستره الحق ونفاده والإثبات ما أظهره الحق وأبداه.

والمحو والإثبات مقصوران على المشيئة. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت.

قيل: يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله تعالى، ويثبت على ألسنة المريدين ذكر الله، ومحو الحق لكل أحد وإثباتهُ على ما يليق بحاله. ومن محاه الحق سبحانه على مشاهدة، وأثبته بحق حقه. ومن محاه الحق عن إثباته به ردَّه إلى شهود الأغيار؛ وأتيته في أودية التفرقة. وقال رجل للشبليَّ رحمه الله: مال أراك قلقاً، أليس هو معك، وأنت معه؟ فقال الشبلي: لو كنت أنا معه كنت أنا، ولكني

محو فيما هو. والمحق فوق المحو؛ لأن المحو يبقى أثراً، والمحقُ لا يبقى أثراً. وغاية همة القوم أن يمحقم الحق عن شاهدهم، ثم لا يردَّهم إليهم بعدما محقهم عنهم.

অনুবাদ: 'মাহু'র অর্থ হলো অভ্যাসজনক বৈশিষ্ট্যকে দূর করা। আর ইবাদতের সকল নির্দেশনাবলী পালনই হলো 'ইসবাত'। তাই যে ব্যক্তি অসৎ চরিত্রকে দূর করলো, সুন্দর ও প্রশংসনীয় আচার-ব্যবহারের অধিকারী হলো, সে-ই মাহু ও ইসবাতের বৈশিষ্ট্যকারী হতে পারলো। আমার উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "জনৈক শায়খ এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, কিসে তুমি বিলুপ্ত হবে আর কিসে তুমি স্থিতি লাভ করবে?" লোকটি নীরব থাকলেন। শায়খ নিজেই জবাব দিলেন, "তুমি কি জানো না, সময়ের মধ্যে বিলুপ্তি আছে, স্থিতিও আছে। তাই যার মধ্যে বিলুপ্তি ভাব নেই তার মধ্যে কখনো স্থিতি আসবে না। সে তো একদম অর্থহীন ব্যক্তি।"

মাহু ও ইসবাতের জন্য উবুদিয়াত শর্ত। উভয়টি আল্লাহর কুদরাত থেকে প্রকাশ পায়। যাকিছু আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখেন তা-ই মাহু। আর যাকিছু আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করেন তা-ই হলো ইসবাত। উভয়টিই মূলত তাঁর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يمحو الله ما يشاء ويثبت

-"আল্লাহ যা ইচ্ছা বিলুপ্ত ও স্থিত করেন।" [১৩:৩৯]

বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ অন্বেষীর হৃদয় থেকে গাইরুল্লাহকে মুছে দেন এবং তাঁর বান্দার জিহ্বায় স্থায়ী করেন তাঁর জিকিরকে। তিনি বিলুপ্তি ও স্থিতি প্রদান করেন যারতার অভ্যন্তরীণ অবস্থা মুতাবিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা যখন কারো আত্ম-অনুভূতিকে বিলুপ্ত করেন, তখন তাকে স্থিত করেন স্বয়ং তাঁর হাক্বিকাতের মধ্যে। আর যখন কাউকে স্বীয় অনুভূতির মধ্যে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন, তখন তিনি তাকে আবার সবকিছুর মধ্যে ভিন্নতা উপলব্ধির ক্ষমতা দেন।

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে অস্থির দেখাচ্ছে কেন? তিনি আপনার সাথী আর আপনিও তাঁর সাথী। তিনি জবাব দিলেন যদি আমি তাঁর সাথে থাকি তবে তো 'আমি-ই'। কিন্তু আমি তো তাঁর মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছি।

বিলোপসাধন হলো মুছে ফোলার উপরের অবস্থা। কারণ মুছে ফেলার পর থেকে যায়- দাগ, কিন্তু বিলোপসাধনের পর কোনো দাগও অবশিষ্ট থাকে না। [সুফিদের] সর্বশেষ লক্ষ্য হলো, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্ম-অনুভূতিকে বিলুপ্ত করবেন, তা যেনো স্থায়ী হয়ে যায়।

الستر والتجلِّي
সতর ও তাজাল্লি (পর্দা ও প্রকাশ)

العوام في غطاء الستر، والخواص في دوام التجلي. وفي الخبر: إن الله إذا تجلى لشيء خشع له. فصاحب الستر، بوصف شهوده، وصاحب التجلي أبداً، ينعت خشوعه. والستر للعوام عقوبة، وللخواص رحمة، إذ لولا أنه يستر عليهم ما يكاشفهم به، لتلاشوا عند سلطان الحقيقة: ولكنه كما يظهر لهم، يستر عليهم.

سمعت منصور المغربيَّ يقول: وافي بعض الفقراء حياً من أحياء العرب، فأضافه شاب، فبينا الشاب في خدمة هذا الفقير إذ غشى عليه، فسأل الفقير عن حاله، فقالوا: له بنت عم، وقد علقها، فمشت في خيمتها، فرأى الشاب غبار ذيلها، فغشى عليه. فمضى الفقير إلى باب الخيمة، وقال: إن للغريب فيكم حرمة وذماماً، وقد جئتُ مستشفعاً إليك في أمر هذا الشاب، فتعطفي عليه فيما هو به من هواك.

فقالت: سبحان الله، أنت سليم القلب، إنه لا يطيق شهود غبارَ ذيلي، فكيف يطيق صحبتي؟ وعوامُّ هذه الطائفة عيشهم في التجليِّ، وبلاؤهم في الستر.

وأما الخواص، فهم بين طيش وعيش، لأنهم إذا تجلى لهم طاشوا، وإذا ستر عليهم ردوا إلى الحز فعاشوا. وقيل: إنما قال الحق تعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى ليستر عليه ببعض ما يعلله به بعض ما أثر في من المكاشفة بفجأة السماع.

وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم سبعين مرة.
والاستغفار: طلب الستر، لأن الغفر: هو الستر، ومنه غفر الثوب، والمغفر، وغيره: فكأنه أخبر أنه يطلب الستر على قلبه عند سطوات الحقيقة، إذ للخلق لابقاء لهم مع وجود الحق. وفي الخبر: لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره.

অনুবাদ: সাধারণ লোক পর্দার আবরণে থাকে। আর বিশেষ লোক সব সময় তাজাল্লির মধ্যে অবস্থান করেন। হাদীসে আছে, কোনো কিছুর সামনে যখন আল্লাহর তাজাল্লি হয়, তখন সে বস্তু বিনীত ভয়াতুর হয়ে পড়ে। সতরবিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর উপস্থিতির বর্ণনা দেন। পক্ষান্তরে তাজাল্লির মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তি আল্লাহর খওফের বর্ণনা দেন। সাধারণ লোকের জন্য পর্দা একপ্রকার শাস্তি। কিন্তু বিশেষ লোকের জন্য এটি একটি করুণা। হযরত মানসুর মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আরবদেশে এক দরবেশ ছিলেন। একদা এক যুবক তাঁকে আপ্যায়ন করালেন। খিদমত প্রধান অবস্থায় এক সময় যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দরবেশ লোকজনকে ঐ যুবকের এরূপ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জবাব দিলো, যুবকের এক চাচাতো বোন আছে। তিনি পশুচারণ করছিলেন। এসময় ঐ বোনের পদধ্বনি শোনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দরবেশ ঐ মহিলার তাঁবুতে গিয়ে বললেন, মেহমান হিসাবে আমি আপনাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। আমি আপনার কাছে এসেছি ঐ যুবকের পক্ষ থেকে একটা অনুরোধ জানাতে। সে আপনার জন্য আসক্ত। তাকে একটু করুণা করুন। মেয়েটি জবাবে বললো, সুবহানাল্লাহ! আপনি তো একজন পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের মানুষ। যে ব্যক্তি আমার পদধূলি দর্শনেরও ক্ষমতা রাখে না, সে কিভাবে আমার সান্নিধ্যের ক্ষমতা রাখবে?

সাধারণ সুফিদের আনন্দ-খুশি হলো তাজাল্লির মধ্যে। আর সতরের মাঝে তাদের পরীক্ষা। আর বিশেষ সুফিরা আনন্দ ও বেদনা এ উভয়ের মধ্যে বিরাজ করেন। তাজাল্লির সময় তারা চিন্তিত থাকেন এবং সতরের সময় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস্সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী?" এ কথার উদ্দেশ্য হলো, মুকাশাফার পরে

যে প্রভাব বা আছরের সৃষ্টি হয় তা আবৃত হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার হৃদয়ে আচ্ছন্নতা পড়ে যায়, তাই আমি প্রত্যহ শতবার আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা করি।” ইস্তিগফার অর্থ, পর্দা অনুসন্ধান করা। আসলে, হৃদয়ে যদি মহাসত্যের উপস্থিতি এসে পড়ে তাহলে সেখানে গাইরুল্লাহর কোনো জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। হাদীসে আছে, “আল্লাহ তা’আলা যদি তাঁর চেহারা প্রকাশ করতেন, তবে এই চেহারার চমক দৃষ্টিশক্তিকে জ্বালিয়ে দিত!”

المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة

মুহাজারা, মুকাশাফা ও মুশাহাদা

المحاضرة ابتداءاً، ثم المكاشفة، ثم المشاهدة. فالمحاضرة: حضور القلب. وقد يكون بتواتر البرهان، وهو بعدُ وراء الستر، وإن كان حاضراً باستيلاًء سلطان الذكر. ثم بعده. المكاشفة: وهو حضوره بنعت البيان غيرمفتقر في هذه الحالة إلى تأمُّل الدليل، وتطلب السبيل، ولا مستجير من دواعي الريب. ولا محجوب من نعت الغيب. ثم المشاهدة: وهي حضور الحق من غير بقاءُ تهمة.

فإذا أصحت سماء السِّر عن غيوم الستر، فشمس الشود مشرقة عن برج الشرف. وحق المشاهدة ما قاله الجنيد، رحمه الله: وجود الحق مع فقدانك: فصاحب المحاضرة مربوط بأياته، وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته: وصاحب المشاهدة ملقى بذاته، وصاحبُ المحاضرة يهديه عقله، وصاحب المكاشفة يدنيه علمه، وصاحب المشاهدة تمحوه معرفته.

ولم يزد في بيان تحقيق المشاهدة أحد على ما قاله عمرو بن عثمان المكي رحمه الله. ومعنى ما قاله: أنه تتوالى أنوار التجليِّ على قلبه من غير أن يتخللها ستر وانقطاع كما لو قُدر اتصال البروق، فكما أن الليلة الظلماء بتوالى البروق فيها، وإتصالها، إذ قدرت تصير في ضوء النهار، فكذلك القلب إذا دام به دوام التجلي مَتع نهاره فلا ليل. وأنشدوا:

ليلى بوجهك مشرق ... وظلامه في الناس ساري

والناس في سدف الظلام ... ونحن في ضوء النهار

وقال النوري: لايصح للعبد المشاهدة وقد بقى له عِرق قائم. وقال: إذا طلع الصباح استغنى عن المصباح: وتوهَّم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من التفرقة، لأن باب المفاعلة في العربية بين اثنين. وهذا وهم من صاحبه. فإن في ظهور الحق سبحانه، ثبور الخلق وباب المفاعلة جملتها لا تقضي مشاركة الأثنين نحو: سافر، وطارق النعل، وأمثاله. وأنشدوا:

فلما استبان الصبح أدرك ضوؤه ... بأنواره أنوار ضوء الكواكب
يجرعهم كأساً لو ابتلى به اللظى ... بتجريعة طارت كأسرع ذاهب

كأس، أي كأس؟؟ تصطلمهم عنهم، وتفتيم، وتختطفهم منهم، ولا تبقيهم. كأس.. لا تبقي لا تذر، تمحوهم بالكلية، ولا تبقى شظية من آثار البشرية.

كما قال قائلهم: ؟ساروا فلم يبق لارسم ولا أثر ومن ذلك: ؟اللوائح، والطوالع، واللوامع قال الأستاذ رضي الله عنه: هذه الألفاظ متقارية المعنى، لا يكاد يحصل بينها كبير فرق. وهي من صفات أصحاب البدايات الصاعدين في الترقي بالقلب، فلم يدم لهم بعد ضياء شموس المعارف.

لكن الحق سبحانه وتعالى، يؤتى رزق قلوبهم في كل حين، كما قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً، فكلمَّا أظلم عليهم سماءُ القلوب بسحاب الحظوظ سنح لهم فيها لوائح الكشف وتلألأ لوامعُ القرب وهم في زمان سترهم يرقبون فجأة اللوائح. فهم كما قال القائل:

يا أيها البرق الذي يلمع ... من أي أكناف السما تسطع

فتكون أول: لوائح، ثم لوامع، ثم طوالع:

افترقنا حولاً فلما التقينا ... كان تسليمه عليّ وداعاً

وأنشدوا:

يا ذا الذي زار ومازارا ... كأنه مقتبس نارا
مر بباب الدار مستعجلاً ... ماضره لو دخل الدارا؟

واللوامع: أظهر من اللوائح: ليس زوالها بتلك السرعة، فقد تبقى اللوامع وقتين، وثلاثة. ولكن كما قالوا: والعين باكية لم تَشْبع النظرا

وكما قالوا:

لم تَرد ماء وجهه العينُ إلا ... شرقت قبل ريها برقيب

فإذا لمعَ قطعك عنك، وجمعك به، لكن لم يسفر نور نهاره حتى كر عليه عساكر الليل، فهؤلاء بين روح ونوح؛ لأنهم بين كشف وستر. كما قالوا:
فالليل يشملنا بفاضل برده ... والصبح يلحفنا رداءً مذهباً
والطوالع: أبقى وقتاً، وأقوي سلطاناً، وأدوم مكثاً، وأذهب للظلمة وأنفى للتهمة. لكنها موقوفة على خطر الأفول، ليست برفيعة الأوج، ولا بدائمة المكث ثم أوقات حصولها وشيكة الارتحال، وأحوال أفولها طويلة الأذيال. وهذه المعاني، التي هي: اللوائح واللوامع والطوالع، تختلف في القضايا، فمنها ما إذا مات لم يبق عنها أثر، كالشوارق إذا أفلت، فكأنَّ الليل كان دائماً.
ومنها ما يبقى عنه أثر، فإن زال رقمه بقي ألمه، وإن غربت أنواره بقيت آثاره فصاحبه بعد سكون غلباته يعيش في ضياء بركاته، فإلى أن يلوح ثانياً ثيرجى وقته على انتظار عوده، ويعيش بما وجد في كونه.

অনুবাদ: 'মুহাজারা' হলো প্রাথমিক স্তর। এর পরের স্তর 'মুকাশাফা' এবং তার পরেরটি 'মুশাহাদা'। মুহাজারার অর্থ, হৃদয়ের উপস্থিতি। এটা কখনো প্রমাণের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে পয়দা হয়ে থাকে। এরপর আসে মুকাশাফা- যার অর্থ, বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যদিয়ে হৃদয়ের উপস্থিতি। প্রমাণ ও যুক্তির চিন্তা এতে নেই। এর পরের স্তর হলো মুশাহাদা। এটার অর্থ কোনো প্রকারের প্রমাণ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ছাড়াই হৃদয়ে স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করা। আকাশ থেকে যখন মেঘমালার আড়াল চলে যায়, তখন সূর্যের আলো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। মুশাহাদা সম্পর্কে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নিজেকে হারিয়ে ফেল। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও।" তাই মুহাজারার অধিকারী ব্যক্তি প্রমাণ ও যুক্তিনির্ভর থাকে। মুকাশাফার অধিকারী ব্যক্তি সিফাত বা গুণাবলী নির্ভর হয়। আর মুশাহাদার অধিকারী লোক প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করে। মুহাজারার স্তরের লোককে রাস্তা দেখায় তার বুদ্ধি ও বিবেক। মুকাশাফার স্তরে উন্নীত লোককে পথ দেখায় তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আর মুশাহাদার স্তরে উপনীত ব্যক্তি আল্লাহর মা'রিফাতে বিলীন হয়ে যান।

মুশাহাদার ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে হযরত আমর ইবনে উসমান মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হৃদয়ে তাজাল্লির আলো যখন অবতরণ করে, তখন তাতে কোনো পর্দা থাকে না। আলোকময় রাতে তুমি বিচরণ করতে পারবে, যেভাবে তুমি দিনের

আলোতে চলতে পারো। অনুরূপভাবে হৃদয়ে যখন তাজাল্লি স্থায়ী হয়ে যায়, তখন তাতে আর রাতের আগমন ঘটে না।” সুফিরা এ সম্পর্কে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করে থাকেন:

তোমার চেহারার তাজাল্লিতে আমার রাত আলোকিত হয়ে যায়
অথচ মানুষ অন্ধকারেই থাকে।
সুতরাং মানুষ অন্ধাকারে নিমজ্জিত থাকাবস্থায় আমরা
দিনের আলোর মাঝে ভাসমান আছি।

হযতর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সত্যিকার মুশাহাদার স্তরে কেউ উন্নীত হতে পারবে না, যদি তার দেহে একটিও শিরা অবশিষ্ট থেকে যায়।” তিনি আরো বলেছেন: “যখন প্রভাত এসে যায়, বাতিরও প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়।”

কোনো কোনো শায়খের মতামত হলো, ‘মুশাহাদার’ মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাও বিদ্যমান। কারণ, যে ক্রিয়াপদের দিকে এটি নির্দেশ করে তাহলো ‘মুফা’আলা’ [এমন এক ক্রিয়া] যার মধ্যে দু’টি বিশেষণ আছে। কিন্তু, তাদের এই ধারণা নির্ভুল নয়। কারণ, যখনই সৃষ্টিকর্তার আবির্ভাব ঘটে তখনই সৃষ্ট জীবী অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া সকল ক্রিয়াপদবিশিষ্ট বিশেষ্য যা ‘মুফাআ’লা’র জুমলার উপর নির্ভরশীল, সবক্ষেত্রে দু’টি বিশেষণবিশিষ্ট হয় না। যেমন, ‘সে ভ্রমণ করেছে’ [সাফার] কিংবা ‘সে একটি [জুতার] তলিতে আরেকটি তলি সেলাই করেছে’, ইত্যাদি।

সুফিরা নি¤েœর এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন:

যখন ভোরের ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত হয়, তখন তা মুছে দেয় ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত তারাদের আলো।
এটা জোর করে পান করায় একটি পানপাত্রপূর্ণ [সূরা], যার প্রভাব এতোই বিরাট যে, যদি কোনো রাক্ষসী অগ্নিকু- এটা গ্রাস করে, তাহলে তার শিখা নিভে যেতো ক্ষণকালের জন্য।

কী চমকপ্রদ একটি পানপাত্র! এটা তাদেরকে তাদের নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এটা তাদেরকে বিলীন করে। এটা তাদেরকে তাদের থেকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে নিরুদ্দেশ করে, নিশানা ছাড়া! কী পানপাত্র এটি! “এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না!” এটা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে দেয়, রেখে যায় না তাদের মাঝে একটুকুও মানব-স্বভাব। যেমন [এই কবিতার পংক্তিতে[বলা হয়েছে:

> তারা প্রস্থান করেছে, পেছনে রেখে যায় নি কোনো চিহ্ন, না কোনো নিদর্শন।

البواده والهجوم
বাওয়াদিহ ও হুযুম (হৃদয়াকস্মিকতা ও অকৃত্রিম তৃপ্তিবোধ)
البواده: ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة، إما موجب فرح، وإما موجب ترح.
والهجوم: ما يرج على القلب بقوةَّ الوقت، من غير تصنع منك.
ويختلف في الأنواع على حسب قوَّة الوارد وضعفه.
فمنهم من تغيره البواده، وتصرفه الهواجم.
ومنهم من يكون فوق ما يفجؤه حالاً وقوة. أولئك سادات الوقت كما قيل:
لانهتدي نوب الزمان إليهم ... ولهم على الخطب الجليل لجام

অনুবাদ: আকস্মিকভাবে হৃদয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বলে ‘বাওয়াদিহ’। আনন্দ কিংবা বেদনা এই উভয় কারণে এ অবস্থার আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ‘সময়ের বলে’ কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছাড়াই হৃদয়ে যে তৃপ্তি অনুভূত হয় তার নামই হলো হুযুম। সালিকের শক্তি ও দুর্বলতানুসারে উভয়টির মধ্যে ভিন্ন প্রকার হবে। কাউকে বাওয়াদিহ পরিবর্তন করে এবং কাউকে হুযুম একদম ফিরিয়ে দেয়। এমনও লোক আছে যারা হাল ও শক্তির আকর্ষিকতা থেকে ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। এরা হলেন ‘সময়ের নেতা’। যেভাবে বলা হয়েছে:

সময়ের পরিবর্তনসমূহ পায়না খুঁজে তাদেরকে পাওয়ার রাস্তা
কারণ তারা হলো ওরা, যারা প্রতিটি বড় ঘটনার নিয়ন্ত্রক।

التلوين والتمكين

তালউইন ও তামকীন (চিত্তচাঞ্চল্য ও সুস্থিরতাবস্থা)

التلوين: صفة ارباب الأحوال. التمكين: صفة أهل الحقائق. فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين، لأنه يرتقي من حال إلى حال، وينتقل من وصف إلى وصف ويخرج من مرحل ويحصل في مَربع، فإذا وصل تمكن. وأنشدوا:

مازلت أنزل في ودادك منزلاً ... تتحير الألباب دون نزوله

وصاحب التلوين أبداً في الزيادة وصاحب، التمكين وَصل ثم اتَّصل.

وأمارة أنه اتَّصل: أنه بالكلية عن كليته بطل. وقال بعض المشايخ: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم، فإذا ظفروا بنفوسهم فقد وصلوا.

وقال الأستاذ رحمه الله: يريد انخناس أحكام البشرية، واستيلاء سلطان الحقيقة، فإذا دام للعبد هذه الحالة فهو صاحب تمكين.

كان الشيخ أبو عليِّ الدَّقاق، رحمه الله، يقول: كان موسى عليه السلام صاحب تلوين، فرجع من سماع الكلام واحتاج إلى ستر وجهه، لأنه أثر فيه الحال. ونبينا صلى الله عليه وسلم، كان صاحب تمكين، فرجع كما ذهب، لأنه لم يؤثر فيه ما شاهده تلك الليلة.

وكان يستشهد على هذا بقصَّة يوسف عليه السلام: أن النسوة اللاتي رأين يوسف عليه السلام قطَّعن أيديهن لما ورد عليهن من شهود يوسف عليه السلام على وجه الفجأة وامرأة العزيز كانت أتمَّ في بلاء يوسف منهن، ثم لم تتغير عليها شعرة ذلك اليوم، لأنها كانت صاحبة تمكين في حديث يوسف عليه السلام.

قال الأستاذ: واعلم أن التغير بما يرد على العبد يكون لأحد أمرين: إمَّا لقوة الوارد، أو لضعَف صاحبه.

والسكون من صاحبه لأحد أمرين: إمَّا لقوته، أو لضعف الوارد عليه.

سمعت الآستاذ أبا عليَّ الدَّقاق، رحمه الله، يقول: أصول القوم في جوار دوام التمكين نتخرج على وجهين: أحدهما: مالا سبيل إليه، لأنه قال صلى الله عليه

وسلم: لو بقيتم على ماكنتم عليه عند لصافحتكم الملائكة ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: لي وقت لا يسعني فيه غير ربيَّ عزَّ وجل أخبر عن وقت مخصوص. والوجه الثاني: أنه يصح دوام الأحوال، لأن أهل الحقائق ارتقوا عن وصف التأثر بالطوارق، والذي في الخبر أنه قال: لصافحتكم الملائكة فلم يعلق الأمر فيه على أمر مستحيل، ومصافحة الملائكة دون ما أثبت لأهل البداية من قوله على الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. وما قال: لي وقت.. فإنما قال على حسب فهم السامع. وفي جميع أحواله كان قائماً بالحقيقة.

والأولى أن يقال: إن العبد ما دام في الترقيِّ فصاحب تلوين يصحُّ في نعته الزيادة في الأحوال، والنقصانُ منها، فإذا وصل إلى الحق بانخناس أحكام البشرية مكنَّه الحق سبحانه، بأن لا يرده إلى معلولات النفس، فهو متمكن في حاله، على حسب محله واستحقاقه.

ثم يُتْحفُه - الحقُ سبحانه، في كل نفس، فلا حدَّ لمقدوراته، فهو في الزيادات متلون، بل ملوَّن. وفي اصل حاله متمكن؛ فأبداً يتمكن في حالة أعلى مما كان فيها قبله، ثم يرتقي عنها إلى ما فوق ذلك إذ لا غاية لمقدورات الحق سبحانه في كل جنس.

فأما المصطلم عن شاهده، المستوفى إحساسه بالكلية، فللبشرية لا محالة حد وذا بطل عن جملته ونفسه وحسه، وكذلك عن المكونات باسرها، ثم دامت به هذه الغيبة، فهو محو، فلا تمكين له إذاً، ولا تلوين، ولا مقام، ولا حال.

وما دام بهذا الوصف: فلا تشريف، ولا تكليف. اللهَّم إلا أن يردّ بما يجري عليه من غير شيء منه، فذلك متصرف في ظنون الخلق، مصرَّف في التحقيق.

قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وبالله التوفيق.

অনুবাদ: হালের অধিকারী লোকের বৈশিষ্ট্য হলো ‘তালউইন’ [চিত্ততারল্য] আর হাক্বিক্বাতধারী লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো ‘তামকীন’ [সুস্থিরতাবস্থা]। মানুষ যতক্ষণ রাস্তায় চলবে, সে তালউইনের অবস্থায় থাকবে- কারণ সে এক হাল থেকে অন্যটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক বৈশিষ্ট্য থেকে অপরটিতে উন্নীত হচ্ছে। এক গন্তব্যস্থল

থেকে অপরটির দিকে যাত্রা করছে। সে যখন গন্তব্য পৌঁছে যাবে তখনোই তামকীনের অধিকারী হলো। কবি বলেন:

তোমার প্রতি আমার মুহাব্বাতকে একটি স্তরে নিয়ে স্থিত করেছি
যা হতভম্ব করে ওদের হৃদয় যারা এখনো তা লাভ করে নি।

তালউইনের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা উন্নতির পথে থাকে। আর তামকীনের অধিকারী লোক চলতে চলতে গন্তব্যে উপনীত হয়। সে যেনো সবকিছুর উপর দিয়ে চলে গেল- কিন্তু সবই আবার ভুলেও গেল। একজন শায়খ বলেন, "সালিকের ভ্রমণ শেষ হয় নিজের আত্মপরিচয় লাভের মাধ্যমে। যখন নিজেকে চিনে নিলো, সে সফল হলো।"

উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মানবিক কাজকর্মকে হীন করা আর মহাসত্যের আধিপত্যকে বিজয়ী রাখা, সালিক যদি এ অবস্থায় উপনীত হতে সক্ষম হয় তাহলে সে তামকীনের অধিকারী হলো।"

শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের বৈশিষ্ট্য ছিলো 'তালউইন'। তিনি যখন প্রভুর কথা শ্রবণ করলেন, তখন নিজের চেহারা আবৃত করতে চাইলেন। এর কারণ হলো, তিনি 'হালের' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে আমাদের নবীর বৈশিষ্ট্য হলো 'তামকীন'। তিনি যেভাবে আল্লাহর দরবারে গিয়েছিলেন, সেভাবেই ফিরে আসেন। রাতে তিনি যাকিছু দেখেছিলেন তাতে প্রভাবিত হন নি।"

এ প্রসঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামের গল্পটি বলা যেতে পারে। যেসব মহিলা তাঁকে দেখেছিল, তারা তাদের হাত নিজেরাই অজান্তে কেটে ফেললো। কারণ, তারা ইউসুফ আলাইহিস্সালামের আকর্ষিক দর্শনে প্রভাবিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইউসুফ আলাইহিস্সালামের পরীক্ষায় আজিজের স্ত্রী ছিলেন পূর্ণতার

অধিকারী। মহিলারা যখন হাত কাটে তখন জুলাইখার মধ্যে চুল পরিমাণ পরিবর্তনও আসে নি। এর কারণ হলো, তার মধ্যে ছিলো তামকীনের বৈশিষ্ট্য।

উস্তাদ [ইমার কুশাইরী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সালিকের মধ্যে পরিবর্তন আসে, হয় তার শক্তির কারণে না হয় দুর্বলতার কারণে”। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তামকীনের ক্ষেত্রে সুফিয়ায়ে কিরামের যে মূলনীতি রয়েছে এ প্রসঙ্গে আমরা বলবো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলতেন, আমার কাছে থাকার সময় তোমাদের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা যদি সর্বদা অব্যাহত থাকে তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। তিনি আরো বলেন, আমার একটি সময় আছে যখন আমি একমাত্র আল্লাহর সাথে কথা বলি।”

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো: সুফির জন্য সবসময় হালের মধ্যে থাকা শুদ্ধ হতে পারে। কারণ হাক্বিক্বাতের অধিকারী ব্যক্তি এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরের দিকে এগিয়ে চলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বললেন, “ফিরিশতারা তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করবেন” তা তো অসম্ভব কিছু নয়। এর চেয়ে উঁচু কথা তিনি বলেছেন: “জ্ঞানার্জনের শিক্ষার্থীর জন্য ফিরিশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।” তিনি যে বলেছেন, “আমার একটি সময় আছে যখন আমি একমাত্র আল্লাহর সাথে কথা বলি”- এর উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাকে বুঝানো। মূলত তিনি সর্বাবস্থায় হাক্বিক্বাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

এখানে আরেকটি উত্তম কথা বলা যায়। বান্দা যতক্ষণ তরক্কীর মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ তাকে তালউইনের অধিকারী বলা যাবে। তার হালের মধ্যে কমিবেশী হবে। মানবিক আচার-ব্যবহার বিলুপ্ত করে যখন সে মহাসত্যের কাছে উপনীত হবে তখন তিনি [আল্লাহ] তাকে স্থিতি ও অবিচলতা দান করবেন। প্রবৃত্তির রোগব্যাধির দিকে তাকে আর তাড়াবেন না। সে তার এই অবস্থার উপর অটল-অবিচল থাকবে, তার অবস্থান ও প্রাপ্য অনুসারে। এরপর থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতি মুহূর্তে পুরস্কার দান করবেন। তাঁর ক্ষমতার কোনো শেষ নেই। সে [আত্মিক] সমৃদ্ধির পথে

এগিয়ে চলে রঙিন হতে থাকবে। এভাবে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হয়ে অটল-অবিচল হবে।

সুতরাং, যে ব্যক্তি একদম আত্মভোলা হয়ে পড়ে; মানবিক আচার-ব্যবহার থেকে একেবারে বিস্মৃত, যার আবেগ-অনুভূতি ও আত্মচিন্তা একদম মুছে গেছে, আর এ অবস্থায় সে স্থায়িত্ব লাভ করে- এটাই হলো সম্পূর্ণ বিলুপ্তির অবস্থা। সে যেনো একদম নিঃশেষ হয়ে গেলো। তার মধ্যে কোনো মাক্বামাত, হাল, তামকীন ও তালউইন ইত্যাদি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এই অবস্থায় তার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা বা উপাসনা আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, সে তো সম্পূর্ণ নিজের সম্পর্কেই গাফিল। তার অজান্তেই কিছু জিনিষ প্রকাশ পেতে পারে, যদিও তিনি এসব কাজ করছেন বলে (অপরের) নিকট অনুভূত হবে। কিন্তু আসলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এ ব্যক্তি শুধু প্রকাশের মাধ্যম বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: “তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পাশর¡ পরিবর্তন করাই ডান দিকে ও বাম দিকে”। [সূরা কাহাফ : ১৮] আল্লাহ তা'আলাই তাওফিকদাতা।

القرب والبعد

কুরব ও বু'দ (নৈকট্য ও দূরত্ব)

أوَّل رتبة في القرب: القربُ من طاعته، والانصاف في دوام الأوقات بعبادته. وأمَّا البعد، فهو التدنس بمخالفته، والتجافي عن طاعته. فأوَّل البعد بعد عن التوفيق، ثم بعد عن التحقيق، بل البعد عن التوفيق هو البعد عن التحقيق، قال صلى الله عليه وسلم، مخبراً عن الحق سبحانه: ما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال البعد يتقرب إليَّ بالنواقل. حتى يحبني وأحبه فإذا أحببته، كنت له سمعاً وبصراً، فبي يبصر، وبي يسمع. الخبر...

فقُرْب العبد أولاً قرب بإيمانه وتصديقه. ثم قرب بإحسنه وتحقيقه.

وقرب الحق سبحانه، ما يخصه اليوم به من العرفان، وفي الآخرة ما يكرِّمه به من الشهود والعيان، وفيما بين ذلك من وجوه اللطف والامتنان. ولا يكونُ تقرُب

العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق. وهذه من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون.

وقرب الحق سبحانه، بالعلم، والقدرة عام للكافة. وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين، ثم بخصائص التأنيس مختص بالأولياء. قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، وقال تعالى: وهو معكم أينَما كنتم وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ومن تحقق بقرب الحق، سبحانه وتعالى، فأدْونه دوام مراقبته إيَّاه، لأنَّ عليه رقيبَ التقوى، ثم رقيب الحفظ والوفاء ثم رقيب الحياء. وأنشدوا:

كأن رقيباً منك يرعى خواطري ... وآخرَ يرعى ناظري ولساني
فما رمقت عيناي بعدك منظراً ... يسوؤك إلا قلت قد رقاني
ولابدرت من في دونك لفظة ... لغيرك إلا قلت قد سمعاني
ولا خطرت في السر بعدك خطرة ... لغيرك إلا عرَّجاً بعناني
وإخوان صدق قد سئمت حديثهم ... وأمسكت عنهم ناظري ولساني
وما الزهد أسلى عنهم غير أنني ... وجدتك مشهوداً بكل مكان

وكان بعض المشايخ يخص واحداً من تلامذت بإقباله عليه، فقال أصحابه له في ذلك، فدفع إلى كل يخص واحداً من تلامذته بإقباله عليه، فقال أصحابه له في ذلك، فدفع إلى كل واحد منهم طيراً، وقال اذبحوه بحيث لا يراه أحد. فمضى كل واحد وذبح الطير بمكان خال.. وجاء هذا الانسان والطير معه غير مذبوح؛ فسأله الشيخ، فقال: أمرتني أن أذبحه بحيث لايراه أحد، ولم يكن موضع إلا والحق سبحانه يراه. فقال الشيخ، لهذا أقدِّم هذا عليكم؛ إذ الغالب عليكم حديثُ الخلق، وهذا غير غافل عن الحق.

ورؤية القرب حجاب عن القرب، فمن شاهد لنفسه محلاً، أو نَفساً، فهو ممكور به. ولهذا قالوا: أوحشك الله من قربه: أي من شهودك لقربه، فإن الاستئناس بقربه من سمات العزة به، إذ الحق سبحانه وراء كل أنس. ون مواضع الحقيقة توجب الدهش والمحو. وفي قريب من هذا قالوا:

محنتي فيك أنني ... ما أبالي بمحنتي
قربك مثلُ بعدكم ... فمتى وقت راحتي

وكان الأستأذ أبو عليِّ الدقاق، رحمه الله، كثيراً ما ينشد:

ودادكم هجر، وحبكم قلى ... وقربكم بعد وسلمكم حرب ورأى أبو الحسين النوري بعض أصحاب أبي حمزة، فقال: أنت من أصحاب أبي حمزة الذي يشير إلى القرب؟ إذا لقيته، فقل له: إن أبا الحسين النوري يقرئك السلام، ويقول لك: قرب القرب فيما نحن فيه بعد البعد.

فأما القرب بالذات، فتعالى الله الملك الحق عنه، فإنه متقدس عن الحدود؛ والأقطار، والنهاية، والمقدار وما اتصل به مخلوق، ولا انفصل عنه حادث مسبوق به، جلت صمديته عن قبول الوصل والفصل. فقرب هو في نعته محال: وهو تاني الذوات. وقرب هو واجب في نعته وهو قرب بالعلم والرؤية. وقرب هو جائز في وصفه، يخص به من يشاء من عباده، هو قرب الفضل باللطف.

অনুবাদ: নৈকট্যের প্রথম স্তর হলো আল্লাহর আনুগত্যের কাছে অবস্থান। সব সময় তাঁর উপাসনায় নিমগ্ন হওয়া। আর দূরত্বের মর্মকথা হলো আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কলুষিত হওয়া এবং তাঁর আনুগত্য থেকে সরে পড়া। দূরত্বের প্রাথমিক স্তর হলো তাওহীদ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এরপর তাহকীক থেকেও বঞ্চিত হওয়া। আসলে তাওহীদ থেকে দূরত্বের অর্থই হলো তাহকীক থেকে বঞ্চিত থাকা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা’আলা বলেন, আমার নৈকট্যপ্রাপ্তরা যেভাবে ফরয পালনের মাধ্যমে কাছে আসে, সেভাবে অন্য কোনো আ’মলের মাধ্যমে তা সম্ভব হয় না। বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার কাছেই আসতে থাকে। শেষে সে আমাকে ভালোবাসে- আমিও তাকে ভালোবাসি। ...”

বান্দার নৈকট্যলাভের প্রথম স্তর হলো ঈমান ও তাসদীকের নিকটবর্তী হওয়া। ইহসান ও তাহকীকের নিকটবর্তী হওয়া। দুনিয়াতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অর্থ হলো, আল্লাহ তা’আলা এ বান্দাকে তাঁর মা’রিফাত দান করবেন। পরকালে নৈকট্য লাভের অর্থ হলো, বান্দাকে তাঁর দর্শন দ্বারা ভূষিত করবেন। এছাড়া এ উভয়টির মধ্যে অনেক প্রকার দয়া ও করুণা আছে। সৃষ্টির দূরত্ব ছাড়া কখনো স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন হয় না। তবে এই অবস্থাটি পরিলক্ষিত হয় আত্মার মধ্য দিয়ে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড বা প্রাকৃতিক বিষয়-আশয় দ্বারা নয়। জ্ঞান ও ক্ষমতার দিক দিয়ে আল্লাহ তা’আলা সব সৃষ্টির নিকটবর্তী। তবে করুণা, দয়া ও সাহায্য প্রদানের বিবেচনায় তিনি মুসলমানদের বেশী নিকটবর্তী। আর গভীরতম প্রেম-ভালোবাসার দিক দিয়ে তিনি

আউলিয়াদের নিকটবর্তী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" [ক্বাফ : ১৬] তিনি আরো বলেছেন: "আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি।" [ওয়াক্বিয়া : ৮৫], "তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক।" [হাদীদ : ৪] এবং "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে তিনি [আল্লাহ] চতুর্থজন না থাকেন।" [মুজাদালাহ : ৭]

আল্লাহর নৈকট্য লাভে যে ব্যক্তি ধন্য হলো, আল্লাহ তাকে সর্বদা তাঁর মুরাক্বাবার মধ্যে নিমগ্ন রাখেন। আল্লাহ তা'আলা তার পাহারাদার হয়ে যান। কবি বলেন:

> যেনো কেউ একজন আমার সর্বাধিক অভ্যন্তরস্থ ভাবনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে,
> একইসাথে আরেকজন আমার দৃষ্টি ও জিহ্বাকে দেখে যাচ্ছে।
> তোমাকে [প্রথমবার] দেখার পর থেকে, যখনই আমার চোখ কিছু দেখে- যা তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, আমি নিজেই বলতে থাকি: 'ওরা [পর্যবেক্ষকরা] আমাকে অবশ্যই দেখে ফেলেছে!'
> তুমি ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশে একটিও শব্দ আমার মুখ থেকে বের হয় নি এ কথা না ভেবে: "তারা অবশ্যই আমার কথা শুনে ফেলেছে।"
> একটিও ভাবনা তুমি ছাড়া কাউকে নিয়ে মনেতে আসে নি
> তাদের (চিন্তা) থেকে দূরে না থেকে।
> একান্ত বন্ধুদের বক্তব্য আমাকে রোগাক্রান্ত করেছে,
> আমি কিন্তু তাদেরকে আমার দৃষ্টি ও জিহ্বার বাইরে রেখেছি।
> ত্যাগের ফলে আমাকে তাদের থেকে দূরে রাখে নি,
> বরং, আমি যেদিকে ফিরি শুধু শুধু তোমাকেই যে দেখি।

বর্ণিত আছে, একজন শায়খ অনেক শিষ্যদের মধ্যে শুধুমাত্র একজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপ্রদান করতেন। শিষ্যরা তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি সকলের হাতে একটি করে পাখি দিলেন। বললেন, যাও! এমন কোনো স্থানে চলে গিয়ে এগুলো জবাই করে নিয়ে আসো যাতে কেউ তা দেখতে পায় না। সকলে বিভিন্ন স্থানে যেয়ে

গোপনে যারতার পাখি জবাই করে নিয়ে আসলো কিন্তু ঐ লোকটি জবাই না করেই ফিরে আসলেন। শায়খ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, আপনি বলেছিলেন, এমন স্থানে যেয়ে জবাই করো, যেখানে কেউ দেখতে পায় না। আমি এমন কোনো স্থান পাই নি, যেখানে কেউ দেখতে পাবে না। শায়খ তখন বললেন, আমি এজন্যই তার প্রতি প্রাধান্য দান করে থাকি। তোমাদের মধ্যে সব সময় সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা থাকে। আর সে তো আল্লাহ থেকে কখনো গাফিল নয়।

নৈকট্যবোধই হলো নৈকট্য অর্জনে বড় বাঁধা। যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানের সন্ধান পায়, সে তো প্রতারিত! এ জন্য মশাইখ বলেন, "আল্লাহর দর্শনের নৈকট্য থেকে নিজেকে দূরে রাখো"। কারণ, তাঁর নৈকট্যের পরিচিতি হলো তাঁর ইজ্জতের একটি নিদর্শন। অপর আরেক কারণ হলো, হাক্বিক্বাতের পর্যায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও বিলুপ্তির ভাব সৃষ্টি করে। তাই নৈকট্যশীলের ক্ষেত্রে কবি বলেন:

> তুমি আমার জন্য পীড়াস্বরূপ, কারণ আমার প্রেমের মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না।
> তোমার নৈকট্য ও দূরত্ব একই।
> আমি কি কখনও আমার বিশ্রামস্থল পাবো?

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

> তোমার বিরহ হলো বহির্গমন, আর তোমার প্রেম হলো ঘৃণা,
> তোমার নৈকট্য হলো দূরত্ব, আর তোমার শান্তি হলো যুদ্ধ।

হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু হামযার একজন শিষ্যকে দেখে বললেন, "আপনি আবু হামযার শিষ্য তাই না? তিনি তো নৈকট্যের দিকে ইশারা করে থাকেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ে বলবেন, যে নৈকট্যে আমরা আছি তা তো দূরত্বের দূরত্ব।"

সত্তাগতভাবে আল্লাহ তা'আলা নৈকট্য থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি তো সীমানা, দিক, অবস্থান এবং পরিমাপ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সৃষ্টি তাঁর কাছে যেতে পারে না। কোনো সৃষ্টি তাঁকে লঙ্ঘন করতেও পারে না। মিলন ও বিচ্ছেদ থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং সত্তাগতভাবে আল্লাহর নৈকট্য অসম্ভব। জ্ঞান ও দর্শনের দিক দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ আবশ্যক। করুণা ও দয়ার বিবেচনায় তিনি যে বান্দার নিকটে আসার ইচ্ছা করেন, তার কাছে আসেন। এটা তাঁর একটি সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য।

الشريعة والحقيقة
শরীয়ত ও হাক্বিক্বাত

الشريعة: أمر بالتزام العبودية. والحقيقة: مشاهدة الربوبية. فكل شريعة غير مؤيدة مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. فالشريعة جاءت غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول. فالشريعة جاءت بتكليف الخالق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق. فالشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده.

والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: قوله: إياك نعبد حفظ للشريعة وإياك نستعين إقرار بالحقيقة.

واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره. والحقيقة - أيضاً - شريعة، من حيث إن المعرف به، سبحانه، أيضاً، وجبت بأمره.

অনুবাদ: শরীয়তের অর্থ, উপাসনাকে আবশ্যকভাবে মেনে নেওয়া। আর হাক্বিক্বাতের অর্থ হলো, প্রতিপালকের দর্শন। হাক্বিক্বাত ছাড়া যে শরীয়ত হবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে শরীয়তের বাইরে কোনো হাক্বিক্বাতও অগ্রহণযোগ্য। শরীয়ত আসে স্রষ্টার নির্দেশনা দ্বারা। আর হাক্বিক্বাতের অর্থ, স্রষ্টার কর্মকাণ্ডের সংবাদ। শরীয়ত মানে, আপনি আল্লাহর উপাসনা করবেন- আর হাক্বিক্বাত মানে আপনি তাঁকে দেখবেন। আল্লাহ যাকিছু নির্দেশ করেছেন তা মানার নাম শরীয়ত, আর তিনি যাকিছু ফায়সালা করেন, নির্ধারণ করেন, লুকিয়ে রাখেন এবং প্রকাশ করেন তা দেখার নামই হলো হাক্বিক্বাত। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, ‘ইয়্যাকা না'বুদু’ [আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি]

হলো, শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ। আর ‘ওয়াইয়্যা কানাস্তা’ইন’ [এবং আমরা শুধু আপনারই নিকট সাহায্য চাই] হচ্ছে হাক্বিক্বাতের স্বীকারোক্তি।

জেনে রাখুন, শরীয়তও এক অর্থে হাক্বিক্বাত- কারণ, তা আল্লাহর নির্দেশে আবশ্যক। অপরদিকে হাক্বিক্বাতও এক ধরনের শরীয়ত- কারণ, যে সত্তাকে চেনা উদ্দেশ্য, তিনিই তা আবশ্যক করে দিয়েছেন।

النَّفَس

নাফাস (শ্বাস)

النفس: ترويح القلوب بلطائف الغيوب. وصاحب الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال. فكان الوقت مبتدئاً، وصاحب الأنفاس منتهياً، وصاحب الأحوال بينهما. فالأحوال وسائط، والأنفاس نهاية الترقيّ.

فالأوقات لأصحاب القلوب، والأحوال لأرباب الأرواح، والأنفاس لأهل السّرائر: وقالوا: أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى.

وقالول: خلق الله القلب وجعلها معادن المعرفة، وخلق الأسرار وراءها. وجعلها محلا للتوحيد، فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة وإشارة التوحيد على بساط الاضطرار فهو ميت، وصاحبه مسئول عنه.

سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدقاق، رحمه الله، يقول: العارف لا يسلم له النفس، لأنه لا مسامحة تجري معه، والمحب لا بدله من نفس، إذ لو لا أن يكون له نفس لتلاشى، لعدم طاقته.

অনুবাদ: নাফাসের অর্থ হলো, অদৃশ্যের সূক্ষ্ম বিষয়-আশয় দ্বারা হৃদয়কে উদ্বেলিত করা। তাই নাফাসের অধিকারী ব্যক্তি হালের অধিকারী লোক থেকে অতি সূক্ষ্ম এবং অতি পরিশুদ্ধ। সময়ের মাধ্যমে সূচনা হয়, নাফাসের মধ্যে পরিসমাপ্তি হয়- আর হালের অধিকারী ব্যক্তি এ দু’য়ের মধ্যখানে অবস্থান করে। হাল হলো মাধ্যম। আর নাফাস হলো উন্নতি ও অগ্রগতির শেষ স্তর। ক্বল্‌বিশিষ্ট লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো ‘ওয়াক্ত’, রূহবিশিষ্টদের বৈশিষ্ট্য ‘হাল’ আর সিরবিশিষ্টদের বৈশিষ্ট্য হলো ‘নাফাস’। সুফিগণ বলেন, “প্রতিটি শ্বাস, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে গণনা করাই হলো

সর্বোত্তম ইবাদাত"। তাঁরা আরো বলেছেন, "আল্লাহ হৃদয় সৃষ্টি করলেন ও তাতে মা'রিফাতের খনি সংরক্ষিত করলেন। এরপর সৃষ্টি করলেন সির এবং একে নির্ধারণ করলেন তাওহীদের স্থান হিসাবে।" তাই যে নাফাস মা'রিফাত ও তাওহীদের নির্দেশনা ছাড়া চলমান সে তো মৃত। তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

এ সম্পর্কে উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "'আরিফের একটিও নাফাস নিরাপদ নয়। আসলে প্রেমিকদের নাফাসের অধিকারী হতেই হবে। এটা যদি তার মধ্যে না থাকে, সে বিলীন হয়ে যাবে।"

الخواطر
খাওয়াতির (ভাবনা)

والخواطر خطاب يَرد على الضمائر، وهو قد يكون بإلقاء ملك، وقد يكون بإلقاء شيطان، ويكون أحاديث النفس، ويكون من قبل الحق سبحانه. فإذا كان من الملك فهو الإلهام. وإذا كان من قبل النفس، قيل له: الهواجس. وإذا كان من قبل الشيطان فهو: الوسواس. وإذا كان من قبل الله سبحانه، وإلقائه في القلب، فهو: خاطر حق.

وجملة ذلك من قبيل الكلام. فإذا كان من قبل الملك، فنما يعمل صدقهُ بموافقة العلم، ولهذا قالوا: كل خاطر لايشهد له ظاهر فهو باطل. وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي. وذا كان من قبل الشيكان فأكثره يدعو إلى المعاصي. وإذا كان من قبل النفس فأكثره، يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كبر، أو ما هو من خصائص وصاف النفس.

واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لم يفرق بين الإلهام والوسواس. وسمعت الشيخ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: من كان قوته معلوماً لم يفرق بين الإلهام والوسواس، وأن من سكنت عنه هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بيان قلبه بحكم مكابدته. وأجمع الشيوخ على أن النفس لا تصدق، وأن القلب لا يكذب.

وقال بعض المشايخ: إن نفسك لا تصدق وقلبك لا يكذب، ولو أجتهدت كل الجهد أن تخاطبك روحكم لم تخاطبك. وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان بأن النفس إذا طالبتك بشيء ألحت.. فلا تزال تعاودك، ولو بعد حين، حتى تصل إلى مرادها، ويحصل مقصودها، اللهم إلا أن يدوم صدق المجاهدة، ثم إنها تعاودك وتعاودك.

وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة، فخالفته بترك ذلك، يوسوس بزلة أخرى، لأن جميع المخالفات له سواء، وإنما يريد أن يكون داعياً أبداً إلى زلة ما، ولا غرض له في تخصيص واحد دون واحد.

وقد قيل: كل خاطر يكون من المسلك فربما يوافقه صاحبه، وربما يخالفه. فأما خاطر يكون من الحق سبحانه، فلا يحصل خلاف من العبد له. وتكلم الشيوخ في الخاطر الثاني، إذا كان الخاطران من الحق سبحانه، هل هو أقوى من الأول؟ فقال الجنيد: الخاطر الأول أقوى، لأنه إذا بقي رجع صاحبه إلى التأمل. وهذا بشرط العلم، فترك الأول يضعف الثاني. وقال ابن عطاء الله: الثاني أقوى، لأنه إزاداد قوة بالأول. وقال أبو عبيد الله بن خفيف من المتأخرين: هما سواء، لأن كليهما من الحق، فلا مزية لأحدهما على الآخر. والأول لا يبقى في حال وجود الثاني، لأن الآثار لا يجوز عليها البقاء.

অনুবাদ: এটাও একটি সম্বোধন যা হৃদয়ে অবতরণ করে। তা কখনো ফিরিশতাদের মাধ্যমে হতে পারে। আবার শয়তানের মাধ্যমেও হতে পারে। এছাড়া নিজের মনের কল্পনাপ্রসূত হতে পারে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকেও হতে পারে। ফিরিশতার পক্ষ থেকে হলে তা হবে ‘ইলহাম’। নফস্ থেকে হলে তা হবে ‘হাওয়াজিস’, শয়তানের দ্বারা হলে তা হবে ‘ওয়াসওয়াস’ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে তা হবে, ‘হক্ব খাতির’ [সত্য ভাবনা]।

ফিরিশতার পক্ষ থেকে হলে ব্যক্তি তার জ্ঞানানুসারে এর সত্যতা দেখবে। তাই সুফিরা বলেন, “যে খাতিরের বাহ্যিক কোনো সাক্ষ্য নেই তা ভ্রান্ত”। শয়তানের পক্ষ থেকে হলে, তখন ব্যক্তিকে শুধু অবাধ্যতার পথে আহ্বান করবে। আর যখন নফেসর পক্ষ থেকে হবে, তখন ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ, আত্মগরিমা এবং অন্যান্য মানবিক দুর্বল আচরণের দিকে। মাশাইখের ঐক্যমত, যে ব্যক্তি হারাম

খাবে সে কখনো ইলহাম ও ওয়াসওয়াসের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারক করতে সক্ষম হবে না। তাঁরা আরো ঐক্যমত পোষণ করেন, নফস্ সত্য বলে না, আর ক্বাল্ব মিথ্যা বলে না। একজন শায়খ বলেছেন, "তোমার নফস্ তো সত্য বলে না এবং তোমার ক্বাল্ব মিথ্যা বলে না। তুমি যতোই চেষ্টা করো, তোমার কা¡ল্বকে (রূহকে) নফস্ দ্বারা সম্বোধন করতে, সে তোমাকে কখনো সাড়া দেবে না।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নফস্ ও শয়তারে প্রবঞ্চনার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন: নফস্ যখন কোনো কাজের প্রতি আহ্বান জানায়, সে জোর চালায়। লক্ষ্যে পৌঁছুয়ে দিতে তুমুল চেষ্টা করে। সত্যিকার মুজাহাদা সর্বদা না থাকলে, সে চেষ্টা ছাড়ে না- করতেই থাকে। আর শয়তান যখন কোনো পাপের দিকে আহ্বান করে, আপনি যদি তাতে সাড়া না দেন তাহলে আরেকটি পাপ করার জন্য কুমন্ত্রণা দেবে। তার জন্য সকল পাপই সমান। তাই বিশেষ কোনো একটি নয়, বরং একটির পর আরেকটি পাপের দিকে সে ডাকতেই থাকে।

তাঁরা বলেন, কারো ভাবনার সূত্র যদি ফিরিশতা হন, তাহলে এটা তার সমর্থনযোগ্য কিংবা সমর্থন বহির্ভূত হতে পারে। কিন্তু যখন এই ভাবনার সূত্র স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হবেন তখন এটা তার নিজের ভাবনার সাথে সমর্থনহীন হতে পারে না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে একটার পর আরেকটি ভাবনা আসা ও এদের কোনটি শক্তিশালী, এ সম্পর্কে সুফি শায়খরা বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে প্রথমটি অধিক শক্তিশালী। কারণ এটি মনে থাকার কারণে ব্যক্তি ধ্যানের মধ্যে পড়বে, যা জ্ঞানের দাবীও বটে। সুতরাং প্রথম খাতির প্রবাহিত হওয়ার ফলে দ্বিতীয়টি দুর্বল হয়ে যাবে।

অপরদিকে হযরত ইবনে 'আতাউল্লাহ [আদমী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "দ্বিতীয় খাতির প্রথমটি থেকে আরো শক্তিশালী। এর কারণ হলো প্রথমটি দ্বারা এর শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।" সমকালীন সূফি শায়খ হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে: "এসব [ভাবনা] সমান। উভয়টিই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং একটি অপরটি থেকে উত্তম হওয়ার যৌক্তিকতা নেই।"

علم اليقين وعين القين وحق اليقين

ইলমুল ইয়াক্বীন, আইনুল ইয়াক্বীন ও হাক্কুল ইয়াক্বীন (নিশ্চিত জ্ঞান, নিশ্চয়তার নির্যাস ও নিশ্চয়তার সত্যতা)

هذه عبارات عن علوم جلية. فاليقين: هو العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف. ولا يطلق في وصف الحق سبحانه؛ لعدم التوقيف. فعلم اليقين: هو اليقين، وكذلك عين اليقين: نفس اليقين، وحق اليقين: نفس اليقين. فعلم اليقين، على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان. وعين اليقين ما كان بحكم البيان.

وحق اليقين ما كان بنعت العيان.

فعلم اليقين لأرباب العقول وعين اليقين لأصحاب العلوم. وحق اليقين لأصحاب المعارف. والكلام في الإفصاح عن هذا بحال تحقيقه يعود إلى ما ذكرناه. فاقتصرنا على هذا القدر، على جهى التنبيه.

অনুবাদ: এসব হলো বিশেষ জ্ঞান ও অবগতির নাম। একজন মানুষের মধ্যে যখন কোনো জ্ঞানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না, তা হলো ‘ইয়াক্বীন’। এ শব্দের প্রয়োগ আল্লাহর ক্ষেত্রে হয় না। কারণ, আল্লাহর নাম ও সিফাত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। সুফিদের ভাষায়, প্রমাণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বলে, ‘ইলমুল ইয়াক্বীন’ [নিশ্চিত জ্ঞান], বর্ণনার মাধ্যমে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহলো ‘আইনুল ইয়াক্বীন’ [নিশ্চয়তার যথার্থতা] এবং প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে বলে, ‘হাক্কুল ইয়াক্বীন’ [নিশ্চয়তার সত্যতা]।

ইলমুল ইয়াক্বীন বুদ্ধিমানদের বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানবানদের বৈশিষ্ট্য হলো আইনুল ইয়াক্বীন। আর হাক্কুল ইয়াক্বীন হলো ‘মা’রিফাত’ লাভকারীদের বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। তাই এখানে অতিরিক্ত সতর্কতা ও অবগতির জন্য সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

الوارد

ওয়ারিদ (অবতরণশীলতা)

ويجري في كلامهم ذكر الواردات كثيراً. والوارد: ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة، مما لا يكون بتعمد العبد، وكذلك ما لا يكون من قبيل الخواطر، فهو أيضاً: وارد.

ثم قد يكون وارد من الحق، ووارد من العلم. فالواردات أعم من الخواطر؛ لأن الخواطر تختص بنوع الخطاب، أو ما يتضمن معناه.

والواردات تكون: وارد سرور، ووارد حزن، ووارد قبض؛ ووارد بسط، إلى غير ذلك من المعاني.

অনুবাদ: সুফিয়ায়ে কিরামের কথাবার্তায় ওয়ারিদের বেশ কিছু আলোচনা হয়ে থাকে। হৃদয়ে যে প্রশংসনীয় ইচ্ছা ও সংকল্পের উদয় হয় তা-ই হলো ওয়ারিদ। এখানে বান্দার কোনো স্বইচ্ছা থাকে না- এমনিতে উদয় হয়। ওয়ারিদ কখনো সত্যোপলব্ধির মাধ্যমে, আর কখনো জ্ঞানলাভের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। আনন্দ-বেদনা, সংকোচন-সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা থেকে ওয়ারিদের উদয় হয়।

الشاهد

শাহিদ (সাক্ষ্য)

كثيراً ما يجري في كلامهم لفظ: الشاهد: فلان بشاهد العلم، وفلان بشاهد الوجد، وفلان بشاهد الحال. ويريدون بلفظ الشاهد: ما يكون حاضر قلب الإنسان، وهو ما كان الغالب عليه ذكره، حتى كأنه يراه ويبصره، وإن كان غائباً عنه. فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فهو شاهده فإن كان الغالب عليه العلم، فهو بشاهد العلم.

وإن كان الغالب عليه الوجد، فهو بشاهد الوجد. ومعنى الشاهد: الحاضر، فكل ما هو حاضر قلبك فهو شاهدك. وسئل الشبلي عن المشاهدة، فقال: من ين لنا

مشاهدة الحق؟ الحق لنا شاهد. أشار بشاهد الحق إلى المستولى على قلبه؛ والغالب عليه من ذكر الحق والحاضر في قلبه دائماً من ذكر الحق.
ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب، يقال: إنه شاهده، يعني: أنه حاضر قلبه، فإن المحبة توجب دوام ذكر المحبوب، واستيلائه عليه. وبعضهم تكلف في مراعاة هذا الاشتقاق فقال: إنما سمى الشاهد من الشهادة، فكأنه إذا طالع شخصاً بوصف الجمال: فإن كانت بشريته ساقطة عنه، ولم يشغل شهود ذلك الشخص عما هو به من الحال، ولا أثرت فيه صحبته بوجه، فهو شاهد له على فناء نفسه. ومن أثر فيه ذلك، فهو شاهد عليه في بقاء نفسه. وقيامه بأحكام بشريته إما شهد له، أو شاهد عليه.
وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة أي أحسن صورة رأيتها تلك الليلة لم تشغلني عن رؤيته تعالى، بل رأيت المصور في الصورة، والمنشىء في الإنشاء، ويريد بذلك رؤية العلم، لا إدراك البصر.

অনুবাদ: সুফিয়ায়ে কিরামের পরিভাষায় এ শব্দটিরও বেশ প্রচলন দেখা যায়। এটা দ্বারা তারা উদ্দেশ্য করেন, যে বিষয়টি মানুষের হৃদয়ে উপস্থিত থাকে, যার আলোচনা সে বেশী বেশী করে, সে যদিও অদৃশ্য কিন্তু সে যেনো তাকে দেখছে। তাই যাকিছুর প্রভাব হৃদয়ে বিরাজ করবে তা-ই শাহিদ। হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মুশাহাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন, "আল্লাহর মুশাহাদা কিভাবে করবো? তিনি তো আমাদের কাছে শাহিদ।" আসলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহ সবসময় অন্তরে আছেন। তাঁর কথা সর্বদাই স্মরণ হয়। কোনো মানুষের সঙ্গে যদি কারো আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন বলা হয়, ঐ লোকটি তার শাহিদ। অর্থাৎ তার হৃদয়ে উপস্থিত। প্রেমের কারণে প্রেমাস্পদের স্মরণ তো একটি আবশ্যক বিষয় হয়ে যায়।

কোনো কোনো সুফি শায়খ ব্যুৎপত্তিগতভাবে চিন্তা করে শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: 'الشاهد' শব্দটির উৎপত্তি 'الشهادة' [অর্থ: সাক্ষ্যপ্রদানের ক্রিয়া] থেকে। এটা কাউকে ধ্যান করার মতো, যার বৈশিষ্ট্য হলো [বিরাট] সৌন্দর্য। ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মানবিক স্বভাব যখন বিলুপ্ত হয় এবং ঐ সৌন্দর্যদর্শনও তাকে স্বীয়

আধ্যাত্মিক স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, না ঐ সৌন্দর্যশীলতা তার সাথী হয়, তখন এই [ধ্যানমগ্ন] ব্যক্তি তার নিজ থেকে ফানা হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। অপরদিকে, তাকে যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রভাবান্বিত করে ফেলে, তারা তার ‘নিজ’ এর অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। তার মধ্যে [তখনও] মানবিক স্বাভাবিকতা বিরাজমান থাকে বলে স্বীকৃত হয়। এই অবস্থা তার জন্য লাভজনক কিংবা ক্ষতিকর এই উভয়টির যে কোনো একটি হতে পারে।

লাইলাতুল মি’রাজে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, “আমি আমার প্রভুকে সবচে সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি। তাঁর দর্শন থেকে আমাকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি।” এখানে দর্শনের উদ্দেশ্য হলো আত্মিক দর্শন- চাক্ষুষ নয়।

النفس

নফস (নিজ)

نفس الشيء في اللغة: وجودُه. وعند القوم: ليس المراد من اطلاق لفظ النفس الوجودَ، ولا القالب الموضوع. إنما أرادوا بالنفس: ما كان معلولاً من أوصاف العبد مذموماً من أخلاقه وأفعاله. ثم إن المعلولات من أوصاف العبد على ضربين: أحدهما: ما يكون كسباً له؛ كمعاصية ومخالفته.

والثاني: أخلاقه الدنيئة، فهي في أنفسها مذمومة، فإذا عالجها العبد ونازلها، تنتفي عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق على مستمر المادة.

والقسم الأوَّل من أحكام النفس: ما نهي عنه نهي تحريم، و نهي تنزيه.

وأما القسم الثاني، من قسمي النفس: فسفساف الأخلاق، والدنيء منها.

وهذا حُّه على الجملة. ثم تفصيلها: فالكبر، والغضب، والحقد، والحسد، وسوء الخلق، وقلَّة الاحتمال، وغير ذلك من الأخلاق المذمومة.

وأشد أحكام النفس وأصعبها: توهمها أن شيئاً منها حسن، أو أن لها استحقاق قدر، ولهذا عُدَّ ذلكمن الشرك الخفيِّ. ومعالجة الأخلاق في ترك النفس، وكسرها، أتم من مقاساة الجوع والعطش والسهر، وغير ذلك من المجاهدات

التي تتضمن سقوط القوة، وإن كان ذلك أيضاً من جملة ترك النفس، ويحتمل أن تكون النفس: لطيفة مودعة في هذا القالب، هي محل الأخلاق المعلومة.
كما أن الروح: لطيفة، مودعةفي هذا القالب هي محل الأخلاق المحمودة. وتكون الجملة مسخراً بعضها لبعض: والجميع إنسان واحد.
وكون الروح، والنفس، من الأجسام اللطيفة في الصورة، ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطافة. وكما يصح أن يكون البصر محلَّ الرؤية، والأذن محل السمع، والأنف محل الشم، والفم محلَّ الذوْق، والسميع، والبصير والشامُّ، والذائق إنما هي الجملة. التي هي الإنسان فكذلك محل الأوصاف الحميدة: القلب والروح ومحل الأوصاف المذمومة: النفس. والنفس جزء من هذه الجملة، والقلب جزء من هذه الجملة، والحكم الاسم راجع إلى الجملة.

অনুবাদ: আরবী ভাষায় 'নাফসুশ-শায়' এর অর্থ হলো বস্তুর অস্তিত্ব। সুফিয়ায়ে কিরামের নিকট নফস দ্বারা কোনো আকৃতি উদ্দেশ্য নয়। বরং যে কারণে একজন মানুষ মন্দ কর্ম ও স্বভাবের অধিকারী হয়- এ কারণটিকেই তাঁরা 'নফস' নামে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের মধ্যে নফেসের প্রবঞ্চনা দু'টি কারণে হতে পারে: প্রথমটি হলো অর্জিত- যেমন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ। আর দ্বিতীয়টি হলো, মানুষের মৌলিক মন্দ স্বভাব-চরিত্র। সে মুজাহাদার মাধ্যমে চিকিৎসা দ্বারা এ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

প্রথম প্রকারের নফসানী কর্মকাণ্ড হয় হারাম না হয় মাকরুহ হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো মানবচরিত্রের নিম্নস্তরের অবস্থা। এ হলো সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। বিস্তারিত কথা হলো, অহঙ্কার, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা, বদ মিজাজ ইত্যাদি মন্দ আচরণ হলো নফেসর অন্তর্ভূক্ত। নফেসর সবচে কঠিন মন্দ স্বভাব হলো, নিজের মধ্যে সৌন্দর্য অবলোকন করা। নিজেকে শ্রদ্ধার উপযুক্ত ভাবা। এজন্যই এগুলোকে 'শিরকে খফী'র অন্তর্ভূক্ত বলা হয়।

ক্ষুদা, পিপাসা ও নিদ্রাহীনতা সহ্য করার চেয়ে কঠিন কাজ হলো নফেসর বিরুদ্ধাচরণ করা। অন্য কথায় আমরা বলতে পারি, নফস্ হলো দেহের একটি 'লতীফা' (সূক্ষ্ম বিষয়)। এই লতীফাই হলো সকল মন্দ স্বভাবের উৎপত্তিস্থল, যেভাবে দেহের মধ্যে

রূহকে রাখা হয়েছে সুন্দর উত্তম আচরণ ও সঠিক স্বভাবের স্থান হিসাবে। এ উভয়ের একটি অপরটির অনুগামী হতে পারে। এই উভয়টিই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। ফিরিশতা ও শয়তান যেমন সূক্ষ্ম শরীরধারী- ঠিক রূহ ও নফস হলো সূক্ষ্ম বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। যেভাবে চোখ হলো দর্শনের স্থল, কান শ্রবণের স্থল, নাক হলো ঘ্রাণের স্থল এবং জিহ্বা হলো স্বাদের স্থল। এই শ্রোতা, দ্রষ্টা, ঘ্রাণ গ্রহণকারী, স্বাদ নেওয়ার অধিকারী হলো এই মানুষটিই। তদ্রূপ যতো ভালো স্বভাব আছে তার স্থান হলো ক্বলব ও রূহ। আর যতোসব মন্দ আচার-আচরণ আছে তার জায়গা হলো নফস। সারকথা, নফস হলো বিশেষ এক অংশ এবং ক্বলবও (রূহ) আরেক বিশেষ অংশ।

الروح

রূহ (আত্মা)

الأرواح مختلف فيها عند أهل التحقيق من أهل السنة: فمنهم من يقول: إنها الحياة. ومنهم من يقول: إنها أعيان مودعة في هذه القوالب.
لطيفة: أجرى الله العادة بخلق الحياة في القالب، ما دامت الارواح في الأبدان، فالإنسان حي بالحياة، ولكن الارواح مودعة في القوالب؛ ولها ترق في حال النوم، ومفارقة للبدن، ثم رجوع إليه.
وأن الإنسان: هو الروح، والجسد؛ لأن الله سبحانه وتعالى؛ سخر هذه الجملة بعضها لبعض. والحشر يكون للجملة. والمثاب والمعاقب الجملة. والأرواح مخلوقة. ومن قال بقدمها فهو مخطىء خطأ عظيماً.
والأخبار تدل على أنها أعيان لطيفة.

অনুবাদ: আহলে সুন্নাতের তত্ত্ববিদদের নিকট রূহের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কেউ বলেন রূহ মানে জীবন। কেউ বলেন, দেহের মধ্যে রাখা একটি সত্তার নাম রূহ। আসলে এটি হচ্ছে একটি 'লতীফা'। দেহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এরই মাধ্যমে জীবন দান করেন। যতক্ষণ এটা শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে ততক্ষণ একজন মানুষ জীবিত। কিন্তু রূহকে শরীরের ভেতরেই রাখা হয়েছে। ঘুমের মধ্যে শরীর থেকে তার বিচ্ছেদ ঘটে এবং পুনরায় সে ফিরে আসে। মানুষ হলো রূহ এবং শরীরের সমন্বিত রূপ। আল্লাহ তা'আলা একটিকে আরেকটির অনুগামী বানিয়েছেন।

উভয়ের সমন্বিত অবস্থার উপর নির্ভর করবে পুরস্কার কিংবা শাস্তি পাওয়া। রূহ হলো মাখলুক। যারা এটা শাশ্বত বলেছেন, তারা বিরাট ভ্রমে আছেন। হাদীসের ভাষ্য হলো, রূহ একটি লতীফা।

السرُّ

সির (সর্বাধিক অভ্যন্তরস্থ নিজ)

يحتمل أنها لطيفة مودعة في القالب، كالأرواح. وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة، كما أن الأرواح محل للمحبة، والقلوبَ محل للمعارف.

وقالوا: السر: مالك عليه إشراف، وسر السرِّ: مالا اطلاع عليه لغير الحق. وعند القوم: على موجب مواضعاتهم ومقتضى اصولهم: السر ألطف من الروح، والروح أشرف من القلب. ويقولون: الأسرارُ معتقه عن رقّ الأغيار من الآثار والأطلال.

ويطلق لفظ السرِّ على ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه، في الأحوال. وعليه يحمل قول من قال: أسرارنا بكر لم يفتضَّها وهم واهم. ويقولون: صدور الأحرار قبورُ الاسرار. وقالوا: لو عرف زرِّي سري لطرحته. فهذا طرف من تفسير إطلاقتهم، وبيان عباراتهم فيما انفردوا به من ألفاظ ذكرناها على شروط الإيجاز. ونذكر الآن أبواباً في شرح المقامات التي هي مدارج أرباب السلوك.

ثمَّ بعدها أبواباً في تفصيل الأحوال على الجد الذي يسهله الله تعالى، بفضله إن شاء الله تعالى.

অনুবাদ: এটাও রূহের মতো। দেহের মধ্যে রাখা একটি লতীফা। সুফিয়ায়ে কিরামের ভাষ্যমতে, সির হলো মুশাহাদার স্থান। যেভাবে রূহ মুহাব্বাতের ও ক্বলব মা'রিফাত বিকাশের জায়গা। তারা আরো বলেছেন, সির ঐ বস্তুর নাম যার উপর আপনার কর্তৃত্ব আছে। আর সিররুস সির হলো ঐ সূক্ষ্ম বস্তু যার উপর আল্লাহ ছাড়া কারো কর্তৃত্ব কিংবা অবগতি নেই। সুফিয়ায়ে কিরামের ভাষায়, সির হলো রূহ থেকে সূক্ষ্ম ও পরিশুদ্ধ। আর রূহ হলো ক্বালব থেকে শ্রেষ্ঠ। সির গাইররুল্লাহর আকর্ষণ ও প্রভাব থেকে একদম মুক্ত-স্বাধীন। হালের ক্ষেত্রে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে যেসব

গোপনীয়তা বিদ্যমান তা-ই হলো সির। একজন সুফি বলেন, “আমাদের সিরের অবস্থা এমন যে, কোনো কল্পনাকারীর কল্পনা সেথা পর্যন্ত পৌঁছে না।” সুফিদের আরেকটি কথা, “স্বাধীনদের হৃদয় সিরের কবর!” তারা আরো বলেন, “কেউ যদি বলে আমার হাতের বালা আমার সিরকে চিনে ফেলেছে, আমি এটাকে ফেলে দেবো!”

এ পর্যন্ত বেশ সংক্ষেপে সুফিয়ায়ে কিরামের মধ্যে প্রচলিত পারিভাষিক শব্দের উপর ব্যাখ্যা প্রদান করলাম। এখন আমরা সালিকদের ‘মাক্বামাত’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আল্লাহর করুণায়, তিনি যাকিছু সহজ করে দেবেন, হাল ও মাক্বাম নিয়ে অধ্যায়-অধ্যায়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

شرح المقامات
শারহুল মাক্বামাত (স্তরসমূহের ব্যাখ্যা)

باب التوبة
তাওবাহ অধ্যায়

قال الله تعالى: " وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحوه. "

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك، رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن محمود بن خرَّاز قال: حدثنا محمد بن فضل بن جابر، قال حدثنا سعيد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن زكريا، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحبَّ الله عبداًلم يضرّه ذنب " ، ثم تلا: " إن الله يحب التوَّابين ويحب المتطهرين " ، قيل: يا رسول الله، وما علامة التوبة؟ قال " الندامة. "

أخبرنا عليُّ بن أحمد بن عبدان الأهوازي، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبيد الصفار، قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن جابر قال: أخبرنا الحكم بن موسى، قال: حدَّثنا غسَّان بن عبيد عن أبي عاتكة طريف بن سليمان، عن أنس بن مالك. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: " ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. "

فالتوبة أوَّل منزل من منازل السالكين. وأوَّلُ مقام من مقامات الطالبين. وحقيقة التوبة في لغة العرب: الرجوع، يقال: تاب أي رجع.

فالتوبة الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الندم توبة. "

فأرباب الأصول من أهل السنةَّ قالوا: شرط التوبة، حتى تصح، ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات. وترك الزَّلة في الحال. والعزمُ على أن لايعود إلى مثل ما عمل من المعاصي. فهذه الأركان لابد منها، حتى تصحَّ توبته.

قال هؤلاء: وما في الخبر أن " الندم توبة " إنما نصَّ على معظمه كما قال صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفه " ، أي معظم أركانه عرفه، أي الوقوف بها، لا أنه لا ركن في الحج سوى الوقوف بعرفات، ولكن معظم أركانه الوقوف بها.

وكذلك قوله " الندم توبة " أي معظم أركانها الندم. ومن أهل التحقيق من قال: يكفي الندم في تحقيق ذلك؛ لأن الندم يستتبع الركنين الآخرين فإنه يستحيل تقدير أن يكون نادماً على ما هو مصر على مثله؛ أو عازم على الإتيان بمثله. وهذا معنى التوبة على جهة التحديد والإجمال. فامَّا على جهة الشرح والإبانة، فن للتوبة أسباباً وترتيباً وأقساماً فأول ذلك: انتباه القلب عن رقدة الغفلة، ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة.

ويصل إلى هذه الجملة بالتوفيق للاصغاء إلى ما يخطر بباله من زواجر الحق، سبحانه. يسمع قلبه، فإنه جاء في الخبر " واعظُ الله في قلب كل امرىء مسلم " . وفي الخبر: " إن في البدن لمضغة إذا صلحَت صلح جميع البدن وإذا فسدت فسد جميع البدن، ألا وهي: القلب " . فذا فكر بقلبه في سوء ما يصنعه، وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال، سنح في قلبه إرادة التوبة، والإقلاعُ عن قبيح المعاملات فيمدُّه الحق، سبحانه بتصحيح العزيمة، والأخذ في جميل الروجعي، والتأهب لأسباب التوبة: فأوَّل ذلك: هجران إخوان السوء؛ فإنهم هم الذين يحملونه على ردّ هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم.

ولا يتم ذلك: إلا بالمواظبة على المشاهدة التي تزيد رغبته في التوبة وتوفَر دواعيه على إتمام ما عزم عليه. مما يقوِّي خوفه ورجاءه: فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار على ما هو عليه من قبيح الأفعال، فيقف عن تعاطي المحظورت، ويكبح لجام نفسه عن متابعة الشهوات فيفارق الزلةَّ في الحال، ويبرم العزيمة على أن لا يعود إلى مثلها في الاستقبال.

فإن مضى على موجب قصده، ونفذ بمقتضى عزمه فهو الموفق صدقا.

وإن نقض التوبة مرَّة أو مرات، وتحمله إرادته على تجديدها فقد يكون مثل هذا أيضاً كثيراً، فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء، فإن لكل أجل كتاباً.

حكي عن أبي سليمان الداراني، أنه قال: أختلفت إلى مجلس قاض، فأثر كلامه في قلبي، فلما قمت لم يبق في قلبي منه شيء.. فعدت ثانياً؛ فبقي أثر كلامه في قلبي، حتى رجعت إلى منزلي. فكسرب آلات المخالفات ولزمت الطريق. فحكى هذه الحكاية لحيي بن معاذ فقال: عصوراً اصطاد كركيَّاً!! أراد بالعصفور. ذلك القاصَّ، وبالكركيِّ، أبا سليمان الداراني ويحكى عن أبي حفص الحدَّاد أنه قال: تركت العمل كذا، وكذا مرة، فعدت إليه، ثم تركني العمل، فلم أعد بعد إليه.

وقيل: إن أبا عمرو بن نجيد، في ابتداء أمره، أختلفت إلى مجلس أبي عثمان، فأثرت في قلبه كلامه، فتاب.

ثم إنه وقعت له فترة، فكان يهرب من أبي عثمان إذا رآه، ويتأخر عن مجلسه فاستقبله أبو عثمان يوماً فحاج أبو عمرو عن طريقه، وسلك طريقاً أخرى، فتبعه أبو عثمان فما زال به يقفو أثره، حتى لحقه، فقال له: يا بُني، لا تصحب من لا يحبك إلا معصوماً، إنما ينفعك أبو عثمان في مثل هذه الحالة. قال: فتاب أبو عمرو بن نجيد، وعاد لى الإرادة، ونفذ فيها.

سمعت الشيخ أبا عليٍّ الدَّقاق، رحمه الله، يقول: تاب بعض المريدين، ثم وقعت له فترة، فكان يفكر وقتاً: لو عاد إلى توبته كيف حكمه؟ فهتف به هاتف: يا فلان، أطعتنا فشكرناك، ثم تركتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فعاد الفتى إلى الإرادة، ونفذ فيها. فإذا ترك المعاصي، وحل عن قلبه عقدة الإصرار، وعزم أن لا يعود إلى مثله، فعند ذلك يخلق إلى قلبه صادق الندم. فيتأسف على ما عمله، ويأخذ في التحسر على ما صنعه من أحواله، وارتكبه من قبيح أعماله، فتتم توبته، وتصدق مجاهدته، واستبدل بمخالطته العزلة، وبصحبته مع أخوان السوء التوحش عنهم، والخلوة دونهم ويصل ليله بنهار في التلهف، ويعتنق في عموم أ؛واله بصدق التأسف، يمحو بصوب عبرته آثار عثرته، ويأسو بحسن توبته كلوم حوبته ويعرف من بين أمثاله بذبوله، ويستدل صحة حاله بنحوله.

ولن يتم له شيء من ذلك إلا بعد فراغه من إرضاء خصومه، والخروج عما لزمه من مظالمه، فإن أول منزلة من التوبة إرضاء الخصوم بما أمكنه، فإن اتسع ذات يده لإيصال حقوقهم إليهم، أو سمحت أنفسهم بإحلاله والبراءة عنه، وإلا فالعزم بقلبه على أن يخرج عن حقوقهم عند الإمكان والرجوعُ إلى الله سبحانه بصدق الابتهال والدعاء لهم.

وللتائبين صفات وأحوال: هي من خصالهم، يعدُّ ذلك من جملة التوبة، لكونها من صفاتهم، لا لأنها من شرط صحتها، وإلى ذلك تشير أقاويل الشيوخ في معنى التوبة: سمعت الأستاذ أبا عليّ الدِّقاق، رحمه الله تعالى، يقول: التوبة على ثلاثة اقسام: أوَّلها التوبة، وأوسطها الإنابة، وآخرها الأوبة.

فجعل التوبة بداية، والأوبة نهاية، والإنابة واسطنهما. فكلٌ ما تاب لخوف العقوبة فهو صاحب إنابة. ومن تاب مراعاة للأمر لا للرغبة في الثواب أو رهبة من العقاب فهو صاحب أوبة.

ويقال أيضاً: التوبة صفة المؤمنين، قال الله تعالى: " وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون " . والإنابة: صفة الأولياء والمقرَّبين، قال الله تعالى: " وجاء بقلب منيب " . والأوبة: صفة الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: " نعم العبد إنه أوَّاب " . سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: التوبة على ثلاثة معان: أولها: الندم، والثاني العزم على ترك المعاودة إلى ما نهى الله عنه، والثالث السعي في أداء المظالم. وقال سهل بن عبد الله: التوبة: ترك التسويف. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي، يقول: سمعت أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت الحارث يقول: ما قلت قط، اللهم إني إسألك التوبة، ولكني أقول: أسألك شهوة التوبة.

أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي، رحمه الله قال: سمعت أبا عبد الله بن مصلح، بالأهواز يقول. سمعت ابن زيري يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على السرّي يوماً فرأيته متغيراً، فقلت له: مالك؟ فقال: دخل علي شاب فسألني عن التوبة، فقلت له: أن لا تنسى ذنبك!! فعارضني، وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك. فقلت: إن الأمر عندي ما قاله الشاب. فقال: لِم؟ قلت: لأني إذا كنت في حال الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء؛ فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء فسكت. سمعت أبا حاتم السجستاني، رحمه الله، يقول: سمعت أبا نصر السراج الصوفي يقول: سئل سهل بن عبد الله عن التوبة، فقال: أن لا تنسى ذنبك وسئل الجنيد عن التوبة فقال: أن لا تنسى ذنبك. قال أبو نصر السراج: أشار سهل إلى أحوال المريدين والمتعرضين، تارة لهم، وتارة عليهم، فأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة المحققين فإنهم لا يذكرون ذنوبهم بما غلب على قلوبهم من عظمة الله تعالى، ودوام ذكره. قال: وهو مثل ما سئل رويم عن التوبة، فقال: هي التوبة من التوبة.

وسئل ذا النُّون المصري عن التوبة: فقال: توبة العوامِّ من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة. وقال أبو الحسين النوري: التوبة أن تتوب من كل شيء سوى الله عز وجل.

سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن علي ابن محمد التميمي يقول: شتان ما بين تائب يتوب من الزلات، وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات.

وقال الواسطي: التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثراً من المعصية سراً ولا جهراً ومن كانت توبته نصوحاً لا يبالي كيف أمسى أو أصبح.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي يقول: سمعت محمد بن الرومي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: إلهي، لا أقول تبت، ولا أعود لما أعرف من خلقي، ولا أضمن ترك الذنوب لما أعرف من ضعفي، ثم إنيِّ أقول: لا أعود لعلي أن أموت قبل أن أعود. وقال ذو النون: الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت النصراباذي يقول: سمعت ابن يزدانيار يقول، وقد سئل عن العبد إذا خرج إلى الله على أيِّ أصل يخرج؟ فقال: على أن لا يعود إلى ما منه خرج، ولا يراعي غير من إليه خرج، ويحفظ سرَّه عن ملاحظة ما تبرأ منه. فقيل له: هذا حكم من خرج عن وجود، فكيف حكم من خرج عن عدم؟ فقال: وجودُ الحلاوة في المستأنف عوضاً عن المرارة في السالف. وسئل البوشنجي عن التوبة فقال: إذا ذكرتَ الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكره، فهو التوبة.

وقال ذو النون: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، حتى لا يكون لك قرار.. ثم تضيق عليك نفسك، كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله: " وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. "

وقال ابن عطاء: التوبة: توبتان: توبة الإقامة، وتوبة الاستجابة. فتوبة الإنابة: أن يتوب العبد خوفاً من عقوبته. وتوبة الاستجابة: أن يتوب حياء من كرمه: وقيل لأبي حفص: لم يبغض التائب الدنيا؟ قال: لأنها دار باشر فيها الذنوب. فقيل له: فهي ايضاً دار أكرمه الله فيها بالتوبة؟ فقال: إنه الذنب على يقين، ومن قبول توبته على خطر. وقال الواسطي: طرب داوود عليه السلام، وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه في أنفاس متصاعدة، وهو في الحالة الثانية أتم منه في وقت ما ستر عليه من أمره. وقال بعضهم: توبة الكذابين على أطراف ألسنتهم يعني قوله: " أستغفر الله. "

وسئل أبو حفص عن التوبة، فقال: ليس للعبد في التوبة شيء!! لأن التوبة إليه، لا منه. وقيل: أوحى الله سبحانه، إلى آدم ورثت ذريتك التعب والنصب، وورثتهم التوبة، من دعاني منهم يدعونك لبِّيته كتلبيتك، يا آدم أحشر التائبين، من القبور مستبشرين ضاحكين، ودعاؤهم مستجاب. وقال رجل لرابعة: إني أكثرت من الذنوب والمعاصي، فلو تبت هل يتوب علي؟ فقالت: لا بل لو تاب عليك لتبت.
وإعلم أن الله تعالى قال: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن قارف الزلة فهو من خطئه على يقين، فإذا تاب، فإنه من القبول على شكل، لاسيما إذا كان من شرطه وحقه أن يكون مستحقاً لمحبة الحق وإلى أن يبلغ العاصي محلاً يجد في أوصافه أمارة محبة الله إيه مسافة بعيدة، فالواجب إذن على العبد إذا علم أنه أرتكب ما تجب منه التوبة دوام الإنكسار، وملازمة التنصل والاستغفار.
كما قالوا: " استشعار الوجل إلى الأجل " ، وقال عزَّ من قائل: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. "
وكان من سنته صلى الله عليه وسلم: دوام الاستغفار، وقال صلى الله عليه وسلم: " إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. "
سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت الحسين بن علي يقول: سمعت محمد بن أحمد يقول: سمعت عبد الله بن سهل يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول في قوله عز وجل: " إن إلينا إيابهم " قال: رجوعهم، وإن تمادى يهم الجولان في المخالفات.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: ركب علي بن عيسى الوزير في موكب عظيم فجعل الغرباء يقولون: من هذا؟ من هذا؟ فقالت امرأة قائمة على الطريق: إلى متى تقولون من هذا؟ من هذا؟! هذا عبد سقط من عين الله فابتلاه الله بما ترون. فسمع على بن عيسى ذلك، فرجع إلى منزله واستغنى عن الوزارة، وذهب إلى مكة وجاور بها.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"। [নূর : ৩১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি, “পাপ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন হয়ে যায়, যেনো তার কোনো পাপই নেই। আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, পাপ তাকে ক্ষতি করতে পারে না।” এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন”। [বাক্বারা : ২২২] জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাওবার নিদর্শন কী? জবাব দিলেন, “অনুতপ্ত হওয়া।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, “যে যুবক তাওবাহ করে, সে-ই হলো আল্লাহর কাছে সবচে প্রিয় মানুষ।” তাই তাওবাহ হলো সালিক ও তালিবদের প্রথম স্তর। তাওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায়, অসুন্দর থেকে সুন্দরের পথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অনুতপ্ত হওয়ার নাম তাওবাহ”।

আহলে সুন্নাতের আইনজ্ঞদের বক্তব্য হলো, তাওবাহ সঠিক হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত: ১. কৃত অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ২. বর্তমানে এ কাজটি ছেড়ে দেওয়া এবং ৩. ভবিষ্যতে এ কাজটি না করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়েই তাওবাহ পরিশুদ্ধ হবে। আসলে অনুতপ্ত হওয়া হলো তাওবার অন্যতম স্তম্ভ। যেভাবে হাজ্জের মধ্যে আরাফায় অবস্থান হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হাজ্জ মানেই আরাফাহ”। কোনো কোনো তত্ত্ববিদ বলেছেন, অনুতপ্ত হওয়াই হলো তাওবাহ। এ কথার মানে হলো, সে এ কাজটি বর্জন করবে এবং ভবিষ্যতে না করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ পর্যন্ত সংক্ষেপে তাওবার অর্থ তুলে ধরলাম। এবার বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি।

তাওবার কিছু কারণ, ধারাবাহিকতা ও প্রকার আছে। প্রথমতঃ উদাসীনতার নিদ্রা থেকে আত্মার যে জাগরণ হয় এবং মানুষ স্বচক্ষে তার মন্দ স্বভাবকে দেখতে পায়, সেটিই হলো তাওবাহ। আল্লাহর সাহায্যে এই অবস্থাটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে,

ব্যক্তি তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ধমকধ্বনি শোনতে পায়। হাদীসে আছে, "প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ের মধ্যে ওয়াইজুল্লাহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে বক্তা) বিদ্যমান।" অন্য হাদীসে আছে, "শরীরে একটি মাংসখণ্ড আছে, এটি বিনষ্ট হলে সমগ্র শরীরই বিনষ্ট। আর তা শুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর শুদ্ধ, এ মাংসখণ্ডের নাম ক্বালব।" তাই হৃদয় যখন মন্দ কাজ নিয়ে চিন্তা করবে এবং চোখ যখন মন্দ কাজটি দেখবে, তখন হৃদয়ে তাওবার ইচ্ছা জেগে ওঠবে। মন্দ কাজ ও মন্দ কাজের মূলোৎপাটনের প্রত্যাশা জাগ্রত হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সঠিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার এবং তাওবার পন্থাবলম্বনের তাওফিক প্রদান করবেন। এর প্রথম ধাপ হলো, মন্দ বন্ধুদের সঙ্গ বর্জন করা। কেননা, তারাই মূলত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার প্রথম অন্তরায়।

তাওবার সাধনা তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন এমনসব কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে, যার দ্বারা তাওবার আগ্রহ জন্মাবে ও প্রতিজ্ঞার মনোভাব দৃঢ় হবে। যার দ্বারা আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পাবে আর তাঁর করুণার প্রত্যাশাও বেড়ে যাবে। মন্দ কাজের উপর যে অটল বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিড়ে যাবে। প্রবৃত্তির অনুসরণের পেয়ালা ভেঙ্গে পড়বে। আর তখনই ভবিষ্যতে এসব মন্দ কাজ না করার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। তাওবার প্রতিজ্ঞানুসারে তাওবাকারী যদি ঠিকে থাকতে পারে তাহলে সত্যিকার অর্থে সে তাওবার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান। যদি এক বা একাধিকবার তাওবার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে যায়, বার বার পাপ সংঘটিত হয় তবুও তাওবার প্রত্যাশা ছেড়ে দিতে নেই।

আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি একজন কাজীর মজলিসে আসা-যাওয়া করতাম। তাঁর কথায় আমি প্রভাবিত হতাম। কিন্তু মজলিস শেষে বিদেয় হওয়ার পর অন্তরে আর কিছুই থাকতো না। এরপর আমি বার বার তাঁর মজলিসে যেতাম, আমার হৃদয় এতে খুব প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে। অবাধ্যতার যতো উপকরণ আছে, আমি সবকিছু ভেঙ্গে দিলাম। সাধনার পথ আকড়ে ধরলাম।"

বর্ণিত আছে হযরত আবু আমর ইবনে নাজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথম প্রথম আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে তাশরিফ নিতেন। তাঁর উপদেশে

প্রভাবিত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাওবাহ করেন। এরপর মাঝখানে দীর্ঘদিন চলে গেল। তিনি আবু উসমানকে যখনই দেখতেন তখনোই তাকে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর মজলিস থেকে পলায়ন করতেন। একদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলো। আবু আমর ভিন্ন পথে চলে গেলেন। এদিকে আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পিছু ধরলেন। তার কাছে যেয়ে বললেন, হে বৎস! তুমি এমন মানুষের সান্নিধ্যে যেয়ো না যে তোমাকে ভালোবাসে না। আবু উসমান তো তোমাকে কল্যাণদান করতে ইচ্ছুক! একথা শোনে তিনি আবার তাওবাহ করলেন। সুলুক ও সাধনার পথে ফিরে আসলেন। আর এ পথে থেকেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, একজন মুরীদ একদা তাওবাহ করেছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন তার মধ্যে উদাসীন ভাব এসে গেল। হঠাৎ তার মনে একথার উদ্রেক হলো, এখন যদি তাওবাহ করি তাহলে আমার কী ফায়সালা আসবে? এসময় অদৃশ্য থেকে ধ্বনি শোনলেন, "হে বান্দা! তুমি আমার আনুগত্য করেছো, আমি বিনিময় দিয়েছি। এরপর আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আমি অবকাশ দিয়েছি। এখন যদি তুমি আমার কাছে ফিরে আসো, আমি তোমাকে গ্রহণ করবো!" এ অদৃশ্যবাণী শোনার পর ঐ মুরীদ সুলুক ও সাধনার পথে ফিরে আসলেন এবং এ পথে থেকেই মৃত্যুবরণ করলেন।

সালিক যখন পাপকাজ ছেড়ে দেবে এবং বারংবার পাপকার্যে জড়িত হওয়ার প্রবণতা তার হৃদয় থেকে উঠে যাবে, ভবিষ্যতে আর তা না করার প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে, তখন তার হৃদয়ে অনুতাপের জন্ম নেবে। সে তার অতীতের কর্মকাণ্ড নিয়ে আক্ষেপ করবে। এটাই মূলত পরিপূর্ণ তাওবাহ ও সত্যিকারের মুজাহাদা। মন্দ বন্ধুদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে সে বিচ্ছিন্নতাবলম্বন করবে। দিনের সাথে তার রাতের মিলন ঘটবে আহাজারির মাধ্যমে। চোখের ভাসমান পানি পাপের চিহ্নকে মিটিয়ে দেবে।

তাওবাকারীদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও হাল আছে। এগুলো যদিও তাওবাহ সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত নয়, কিন্তু তাওবার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। মাশায়িখ থেকে এ ব্যাপারে প্রচুর আলোচনা বিদ্যমান। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তাওবাহ তিন প্রকার। প্রথম হলো তাওবাহ, দ্বিতীয় হলো

ইনাবত (ফিরে যাওয়া), তৃতীয় হলো আওবা (ফিরে চলা)। তাওবাহ প্রথম স্তর, আর শেষ স্তর হচ্ছে আওবা। ইনাবত এই উভয়টির মধ্যবর্তী অবস্থা। শাস্তির ভয়ে যে ব্যক্তি তাওবাহ করে, তার বৈশিষ্ট্য হলো ইনাবত। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তাওবাহ করবে, তার বৈশিষ্ট্য হলো আওবা। তাওবাহ হলো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহর দিকে ফিরে আসো কায়মনোবাক্যে, হে বিশ্বাসীরা!"। [নূর : ৩১]

আওলিয়া ও মুকারাবীনের বৈশিষ্ট্য হলো ইনাবত। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত"। [ক্বাফ : ৩৩]

নবী ও রাসূলদের বৈশিষ্ট্য হলো আওবা। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি দাউদকে সুলায়মান দান করেছি, সে একজন উত্তম বান্দা, সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল [আওয়াব]"। [ছোয়াদ : ৩০]

শায়খ আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তাওবার তিনটি অর্থ: ১. অনুতপ্ত, ২. পাপ বর্জনের প্রতিজ্ঞা ও ৩. পাওনাদারের প্রাপ্য ও পাওনা আদায়ের প্রচেষ্টা।" হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "দীর্ঘসূত্রতা বর্জনকে তাওবাহ বলে"।

হযরত হারিস মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আমি কখনো বলি না, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তাওবাহ করছি। আমি বলি, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তাওবার স্বাদ চাই।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একদা সিররি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে গেলাম। তিনি বেশ চিন্তিত ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আপনার কি হয়েছে? জবাব দিলেন, এক যুবক এসে আমাকে তাওবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। আমি জবাবে বললাম, তাওবার অর্থ হলো তুমি তোমার পাপ ভুলবে না। সে প্রত্যুত্তরে বললো, না! তাওবার অর্থ তুমি তোমার পাপ ভুলে যাবে।

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যুবকটি যা বলেছে ঠিক বলেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে? আমি জবাব দিলাম, কষ্ট থেকে যখন আনন্দে ফিরি, তখন কষ্টের কথা স্মরণ করাও আরেক কষ্ট।" একথা শুনে তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দিলেন, "তাওবার অর্থ হলো তুমি তোমার পাপ ভুলবে না।" অনুরূপ প্রশ্ন জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে করা হলে বললেন, "তুমি তোমার পাপ ভুলে যাবে।" আবু নসর শাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তির উদ্দেশ্য হলো, মুরীদদের হাল বুঝানো। আর জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্দেশ্য হলো উচ্চস্তরের সালিকদের অবস্থা বুঝানো। কারণ তাঁদের হৃদয়ে যখন আল্লাহর আজমত ও বড়ত্বের প্রাধান্য লাভ করে এবং তাঁর স্মরণে ডুবে থাকেন, তখন আর পাপের কথা মনে থাকে না।" হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দিলেন, "তাওবাহ থেকে তাওবাহ করা।" একই প্রশ্ন যখন হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি জবাব দিলেন, "সাধারণ লোকের তাওবাহ হলো পাপ থেকে, আর বিশিষ্ট লোকদের তাওবাহ হলো উদাসীনতা থেকে।" হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে তাওবাহ করার নামই হলো প্রকৃত তাওবাহ।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আলী তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তাওবাকারীদের সংখ্যা অনেক। একদল তাওবাহ করে পাপ থেকে। আরেকদল উদাসীনতা থেকে। আর অন্য আরেকদল তাওবাহ করে সৌন্দর্য দর্শন থেকে।" হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মানুষ যখন তাওবাহয়ে নাসূহা করবে তখন গোপনে বা প্রকাশ্যে হোক, তার মধ্যে পাপের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না। সকাল-সন্ধ্যা সে কিভাবে যাপন কবরে সেদিকে তার কোনো লক্ষ্যই থাকবে না।"

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "হে প্রভু! আমি বলছি না তাওবাহ করছি। আবার এটাও বলছি না, আমি তোমার কাছে ফিরে আসছি না!" হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "পাপের মূলোৎপাটন ছাড়া ক্ষমা প্রার্থনা হলো মিথ্যুকদের তাওবাহ।" হযরত ইবনে ইয়াজদানিয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, 'বান্দা যখন আল্লাহর দিকে বেরিয়ে পড়বে তখন সে কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে?' তিনি জবাব দিলেন, "সে এ কথার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, সে যে স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে সেখানে আর ফিরে যাবে না। যাকে উদ্দেশ্য করে সে যাত্রা করেছে, একমাত্র সেই সত্তা ছাড়া কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আর যে অবস্থা থেকে সে পরিত্রাণ পেয়েছে তা যেনো সে লুকিয়ে রাখে।"

হযরত বুশঞ্জী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, "তাওবাহ হলো তুমি যখন কৃত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখন তাতে কোনো স্বাদ পাবে না।" হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাওবার হাক্বিক্বাত হলো, গোটা বিশ্ব তোমার নিকট সংক্ষীর্ণ হয়ে যাবে, তোমার কোনো প্রকার স্থিতিশীলতা থাকবে না। এরপর তোমার সত্তা তোমার নিকট সংক্ষীর্ণ হয়ে পড়বে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই- অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।" [তাওবাহ্ : ১১৮]

হযরত ইববে আতা [আদমী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাওবাহ দু' প্রকার: ১. ফিরে আসার তাওবাহ, আর ২. কবুল হওয়ার তাওবাহ।" ফিরে আসার তাওবার অর্থ হলো বান্দা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাওবাহ করবে। আর কবুল হওয়ার তাওবার অর্থ হলো বান্দা আল্লাহর করুণা উপলব্ধি করে লজ্জিত হয়ে তাওবাহ করবে। হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, তাওবাকারী কেনো দুনিয়ার সাথে শত্রুতা রাখে? তিনি জবাব দিলেন, "কারণ, সে এই দুনিয়াতেই পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল। আর তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরকালের জীবনে

সম্মানিত করবেন।” একজন শায়খ বলেন, “মিথ্যুকদের তাওবাহ তাদের মুখের নিকটেই থাকে। অর্থাৎ তারা কেবল মুখ দিয়েই বলে থাকে, আসতাগফিরুল্লাহ!”

হযরত আবু হাফসকে তাওবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, “তাওবাহ তো বান্দার ইখতিয়ারে নেই। কারণ, তাওবাহ তার দিকে আসে- তার কাছ থেকে বের হয় না।” বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা’আলা আদম আলাইহিস্সালামের নিকট ওহি প্রেরণ করলেন: “তোমার সন্তানদের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট থাকবে। তাদেরকে তাওবার শক্তি দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি তোমার মতো আমাকে ডাকবে- আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। যেভাবে আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। হে আদম! আমি তাওবাকারীদেরকে কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে ওঠাবো, তাদের চেহারা উজ্জ্বল থাকবে। তারা হাসবে। তাদের প্রার্থনা কবুল হবে।”

জনৈক ব্যক্তি হযরত রাবিয়া [বসরী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি অধিক হারে পাপ করি, আমি যদি তাওবাহ করি- তাহলে আমার তাওবাহ কি কবুল হবে? তিনি জবাব দিলেন, “না! তোমাকে যদি তাওবার তাওফিক দেওয়া হয় তবেই তুমি তাওবাহ করতে পারবে।”

জেনে রাখুন, আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থাৎ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।”। [বাক্বারা : ২২২]

যে ব্যক্তির পদস্খলন হলো সে যদি তার পাপ উপলব্ধি দ্বারা তাওবাহ করতে পারে, তাহলে তার তাওবাহ কবুল হওয়ার সম্ভবনা আছে। তবে তাওবার শর্ত অনুযায়ী হতে হবে। তাকে আল্লাহর ইশকের আকাক্সক্ষী হতে হবে। পাপ করে সে যে স্তরেই পৌছুক, তার মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বাতের নিদর্শন পাবে। হ্যাঁ, পাপের দ্বারা বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এজন্য যখনই পাপের পর তার মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হবে, তখনই তাওবাহ ও অনুনয়-বিনয়ের পন্থাবলম্বন করবে। কাতরতা ও ইস্তিগফার আবশ্যক করে দেবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন: “বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস,

তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন”। [আলে ইমরান : ৩১]

সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সুন্নাত। তিনি বলতেন, “আমার হৃদয়ে আবরণ পড়ে যায়, আমি প্রত্যহ ৭০ বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।”

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু’আয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওবা করার পর একটি পাপ করা তাওবার পূর্বে ৭০টি পাপের সমান।”

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লাহর বাণী:

‘إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ’

-“নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট” [গ¦াশিয়া : ২৫] -এর ব্যাখ্যায় বলেন, “বান্দাগণ অবাধ্যতার মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ঘুরাফেরা করে আমার কাছে ফিরে আসে।”

হযরত আবু উমর আনমাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মন্ত্রী আলী ইবনে ঈসা এক বড় সমাগমের মধ্য দিয়ে আরোহী অবস্থায় গমন করছিলেন। অপরিচিত লোকজন বললো, উনি কে, উনি কে? রাস্তায় দাঁড়ানো এক মহিলা বললেন, তোমরা কতো বলবে উনি কে, উনি কে? উনি তো ঐ লোক যে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে সরে গেছেন, তাকে আল্লাহ এমনভাবে পরীক্ষা করছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আলী ইবনে ঈসা কথাটি শ্রবণ করে বাড়িতে চলে গেলেন। মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তিফা দিলেন। মক্কা শরীফ চলে গেলেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।”

باب المجاهدة
মুজাহাদা অধ্যায়

قال الله تعالى: " والذين جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين " .
أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: أخبرنا العباس بن الفضل الإسقاطي، قال: أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا ابن عيينة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أفضل الجهاد " ، فقال: " كلمة عدل عند سلطان جائر " فدمعت عينا أبي سعيد. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة، قال الله تعالى: " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. "

وأعلم أن من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول: من ظن أن يفتح له شيء من هذه الطريقة، أو يكشف له عن شيء منها إلا بلزوم المجاهدة فهو في غلط.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: من لم يكن له في بدايته قومة، لم يكن له في نهايته جلسة. وسمعته أيضاً يقول: قولهم الحركة بركة: حركات الظواهر توجب بركات السرائر.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الحسين بن علويه يقول: قال أبو يزيد البسطامي: كنت ثنتي عشرة سنة حدَّاد نفسي وخمس سنين كنت مراة قلبي، وسنة أنظر فيما بينهما، فإذا في وسطي زَنَّار ظاهر، فعملت في قطعة ثنتي عشرة سنة.

ثم نظرت، فإذا في باطني زنار فعملت في قطعة خمس سنين أنظر كيف أقطعه فكشف لي، فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفراً يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: يا معشر الشباب،

جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرتُ: وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب العبادة.

وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت عبد العزيز النجراني يقول: سمعت الحسن القزاز يقول: بني هذا الأمر على ثلاثة أشياء: أن لا تأكل إلا عند الفاقة، ولا تنام إلا عند الغلبة، ولا تتكلم إلا عند الضرورة.

وسمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت محمد بن حامد يقول: سمعت أحمد بن خضروية يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: لن ينال الرجل درجة الصالحين، حتى يجوز ست عقبات: أولها: أن يغلق باب النعمة، ويفتح باب الشدة.

والثاني: أن يغلق باب العز، ويفتح باب الذلّ. والثالث: أن يغلق باب الراحة؛ ويفتح باب الجهد. والرابع: أن يغلق باب النوم، ويفتح باب السهر. والخامس: أن يغلق باب الغنى، ويفتح باب الفقرِ. والسادس: أن يغلق باب، الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت.

سمعت الشيخأبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه!! وسمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع، فالزموه السوق، وأمروه بالكسب.

وأعلم أن أصل المجاهدة وملاكها: فطم النفس عن المألوفات، وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. وللنفس صفتان ما نعتان لها من الخير: أنهماك في الشهوات، وامتناع عن الطاعات فإذا جمحت عند ركوب الهوى وحب كبحها بلجام التقوى، وإذا حرنت عند القيام بالموافقات يجب سوقها على خلاف الهوى، وإذا ثارت عند غضبها، فمن الواجب مراعاة حالها، فما من منازلة أحسن عاقبه من غضب يكسب سلطانه بخلق حسن، وتخمد نيرانه برفق، فإذا استحلت شراب الرعونة فضاقت، إلا عن إظهار مناقبها والتزين لمن ينظر إليها ويلاحظها، فمن والواجب كسر ذلك عليها، وإحلالها بعقوبة الذل بما يذكرها من حقارة قدرها، وخساسة أصلها، وقذارة فعلها.

وجهد العوام في توفية الأعمال وقصد الخواص إلى تصفية الأحوال فإن مقاساة الجوع والسهر سهل يسير، ومعالجة الأخلاق والتنقي من سفاسفها صعب شديد.

ومن غوامض آفات النفس: ركونها إلى استحلاء المدح، فإن من تحسى منه جرعة حمل السموات والأرضين على شفرة من أشفاره. وأمارة ذلك: أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب آل حاله إلى الكسل والفشل.

وكان بعض المشايخ يصلي في مسجده في الصف الأول سنين كثيرة، فعاقه يوماً عن الابتكار إلى المسجد عائق، فصلى في الصف الأخير، فلم ير بعد ذلك مدة، فسئل عن السبب، فقال: كنت أقضي صلاة كذا، وكذا سنة صليتها وعندي أني مخلص فيها لله، فداخلني يوم تأخري عن المسجد من شهود الناس إياي في الصف الأخير نوع خجل، فعلمت أن نشاطي طول عمري إنما كان رويتهم فقضيت صلواتي.

ويحكي عن أبي محمد المرتعش، أنه قال: حججت كذا، وكذا حجة على التجريد، فبان لي أن جميع ذلك كان مشوباً بحظي؛ وذلك: أن والدتي سألتني يوماً أن أستقي لها جرَّة ماء فثقل ذلك على نفسي، فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كانت لحظ، وشوب لنفسي، إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع.

وكانت امرأة قد طعنت في السن، فسئلت عن حالها، فقالت: كانت في حال الشباب أجد من نفسي نشاطاً وأحوالاً؛ أظنها قوة الحال، فلما كبرت زالت عني، فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب، فتوهمتها أحوالاً.

سمعت الشيخ أبا عليٍّ الدقاق يقول: ما سمع هذه الحكاية أحد من الشيوخ إلا رقَّ لهذه العجوز، وقال: إنها كانت منصفه.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن يدله على ذلك نفسه، وما أذل الله عبداً بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذلك نفسه. وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: ما هالني شيء إلا ركبته. وسمعته يقول: سمعت عبد الله الرازيَّ يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول، الراحة: هو الخلاص من أماني النفس.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: دخلت الآفة على الخلق من ثلاثة: سقم الطبيعة، وملازمة العادة، وفساد الصحبة. فسألته: ما سقم الطبيعة؟ فقال: أكل الحرام.
فقلت، ما ملازمة العادة؟ فقال: النظر، والاستمتاع بالحرام، والغيبة.
قلت: فما فساد الصحبة؟ قال: كلما هاجت في النفس الشهوة تبعتها.
وسمعته يقول: سمعت النّصراباذي يقول: سجنك نفسك. إذا خرجت منها وقعت في راحة أبدية.
وسمعته يقول: سمعت محمد الفراء يقول: سمعت أبا الحسين الورَّاق يقول: كان أجل أحكامنا في مبادىء أمرنا في مسجد أبي عثمان الحيري الإيثار بما يفتح علينا، وأن لا نبيت على معلوم، ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم لأنفسنا، بل نعتذر إليه، ونتواضع له، وإذا وقع في قلوبنا حقارة لأحد قمنا بخدمته والإحسان إليه حتى يزول. وقال أبو حفص: النفس ظُلْمة كلها، وسراجها سرها، ونور سراجها التوفيقُ، فمن لم يصحبه في سرِّه توفيق من ربه كان ظلمة كلَّه.
قال الأستاذ الإمام القشيري: معنى قوله " سراجها سرها " يريد: سرَّ العبد الذي بينه وبين الله تعالى، وهو محل إخلاصه، وبه يعترف العبد أن الحادثات بالله لا بنفسه ولا من نفسه؛ ليكون متبرئاً من حوْله وقوته على استدامة أوقاته، ثم بالتوفيق يعتصم من شرور نفسه، فإن من لم يدركه التوفيق لم ينفعه علمه بنفسه، ولا بربه، ولهذا قال الشيوخ: من لم يكن له سر فهو مُصر.
وقال أبو عثمان: لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئاً، وإنما يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الأحوال. وقال أبو حفص: ما أسرع هلاك من لا يعرف عيبه، فإن المعاصي يريد الكفر.
وقال أبو سليمان: ما استحسنت من نفسي عملاً فاحتسبت به.
وقال السري: إياكم وجيران الأغنياء، وقرَّاء الأسواق، وعلماء الأمراء: وقال ذو النون المصري: إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء: الأول: ضعف النية بعمل الآخرة. والثاني: صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم. والثالث: غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل. والرابع: آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق. والخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وراء

ظهورهم. والسادس: جعلوا قليل زلاَّت السلف حجة لأنفسهم، ودفنوا كثير مناقبهم.

অনুবাদ: আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

-“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” [আনকাবুত : ৬৯]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, উত্তম জিহাদ কি? তিনি জবাব দিলেন ‘অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা’। এটুকু বলার পর আবু সাঈদের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো।”

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি মুজাহাদার দ্বারা নিজের বাইরকে সুন্দর করলো, আল্লাহ তাঁর ভেতরকে মুশাহাদার রঙে সাজিয়ে দেবেন। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন: “যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” [আনকাবুত : ৬৯] জেনে রাখুন, সূচনা পর্বে যে ব্যক্তি মুজাহাদার অধিকারী হবে না, সে এ পথের ঘ্রাণই পাবে না।”

শায়খ আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবু উসমান মাগরিবীকে বলতে শোনেছি, যে ব্যক্তি সাধনার পথের কপাট খুলতে চায় কিংবা কোনো কিছু দর্শনে ইচ্ছুক অথচ সে মুজাহাদায় লিপ্ত হবে না- সে তো ভ্রান্তির মধ্যে আছে।” উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “জীবনের প্রথম পর্বে যার মধ্যে দাঁড়ানোর অভ্যেস নেই- শেষ পর্বে তার মধ্যে বসারও অভ্যেস হবে না।” তিনি আরো বলতেন, “সুফিয়ায়ে কিরামের মুখের নড়াচড়ার মধ্যে বরকত। তাঁদের বাহ্যিক নড়াচড়া দ্বারা আধ্যাত্মিক বরকত সৃষ্টি হয়।”

হযরত আবু ইয়াজিদ [বায়েজিদ] বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বারো বছর কামার ছিলাম, ৫ বছর অন্তরের আয়না, আর ১ বছর কাটে এই উভয়ের মধ্যে। এরপর দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে ‘কমরবন্ধ’ [তাঁর সময়ে বিধর্মীদের চিহ্নিত করতে কোমরে বেল্ট পরতে হতো] পরিধান করেছি। এভাবে বারো বছর কেটে গেলো। এরপর লক্ষ্য করে দেখি, আমার গোটা অভ্যন্তর বেল্টে পরিণত হয়েছে। এরপর আরো ৫ বছর সাধনা করি এটাকে কেটে দিতে। এ অবস্থার মধ্যদিয়ে একদিন তা কেটে গেলো। এবার দেখি গোটা বিশ্বের সবাই মৃত। সবার সম্মুখে আমি চারবার তাকবীর দিলাম [জানাযা পড়লাম]।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত সিররি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, হে যুবসমাজ! আমি যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি তাতে পতিত হওয়ার পূর্বে চেষ্টা-সাধনায় লেগে যাও। আজ আমি যেরূপ দুর্বল-বৃদ্ধে পরিণত হয়েছি, তোমরাও একদিন এ অবস্থায় পদার্পণ করবে।”

হযরত হাসান কাজ্জাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সাধনার ভিত্তি হলো তিনটি: ক্ষুধা না পেলে আহার করবে না, তন্দ্রাভাব না আসলে ঘুমোবে না এবং প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না।”

হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “মানুষ সৎ লোকদের স্তর অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তারা ৬টি বাঁধা অতিক্রম করে: ১. বিলাসিতার দরোজা বন্ধ করে কষ্টের দরোজা খুলে দিতে হবে; ২. সম্মানের দরোজা বন্ধ করে অপদস্ততার দরোজা খুলে দেবে; ৩. বিশ্রামের দরোজা বন্ধ রেখে সাধনার দরোজা খুলে দিতে হবে; ৪. ঘুমের দরোজা বন্ধ করে জাগরণের দরোজা খুলবে; ৫. প্রাচুর্যের দরোজা বন্ধ রেখে দারিদ্রের দরোজা খুলবে; এবং ৬. আকাঙ্ক্ষার দরোজা বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির দরোজা খুলে রাখবে।”

হযরত আবদুর রাহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘আমি আমার পিতামহ হযরত আমর বিন নুজাইদ রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি: “যখন তোমার আত্মাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তোমার ঈমান তখন অধঃপতিত হয়।”’

হযরত আবু আলী রুদ্ববারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সুফি যখন ৫দিন পর বলবে, আমি ক্ষুধার্ত, তাকে বাজারে রেখে দিও। উপার্জন করতে বলো।” জেনে রাখুন, মুজাহাদার মূল কথা হলো আরাম-আয়িশ থেকে নফস্কে রক্ষা করা। সর্বদা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা। নফ্সের দু’টি বৈশিষ্ট্য আছে, এগুলো কল্যাণপ্রাপ্তির পথে বাঁধার কারণ: ১. শাহওয়াতের মধ্যে ডুবে থাকা ও ২. আনুগত্য থেকে ফিরে থাকা।

প্রবৃত্তির মধ্যে আরোহণ যখন প্রবল হয়ে ওঠবে তখন একে ‘তাক্বওয়া’র লাগাম দিয়ে টেনে ধরবে। নফ্সের প্রতি আকর্ষণ যখন বেড়ে যাবে, তখন তাকে তাড়াবে। নিজের হালের দিকে খিয়াল রাখা একান্ত আবশ্যক। যখন ক্রোধের উদ্ভব ঘটবে তখন উদারতা ও নম্রতাবলম্বন করবে। এতে ক্রোধের আগুন নিভে যাবে। অবাধ্যতার পিয়ালা থেকে যখন পান করবে, তখন আত্মা সংক্ষীর্ণ হয়ে ওঠবে। এ পিয়ালাকে ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব।

সাধারণ লোকদের সাধনা, আমলকে পুরোপুরি আদায় করা। আর বিশেষ লোকদের সাধনা, নিজের হালকে সাজিয়ে তোলা। ক্ষুধা ও জাগরণের কষ্ট যেরূপ কঠিন তারচেয়েও কঠিন হলো মন্দ স্বভাবকে সুন্দর স্বভাব দ্বারা পরিবর্তন করা। নফ্সের একটি সূক্ষ্ম ধোঁকা হলো, নিজের প্রশংসা শ্রবণের প্রতি আগ্রহী হওয়া। একজন শায়খ মসজিদের প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। একদিন কোনো সমস্যার কারণে সময়মতো উপস্থিত হতে না পেরে পেছনের কাতারে নামায পড়লেন। এরপর থেকে দীর্ঘদিন তিনি এই মসজিদে এসে নামায পড়লেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, “আমি তো নামায আদায় করতাম। এক বছর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এভাবেই নামায পড়েছি। কিন্তু যখন একদিন জামাআতে শরীক হতে দেরী হলো, সেদিন মানুষের দৃষ্টিতে নিজেকে লজ্জাবোধ করলাম- আমি প্রথম কাতারে নামায পড়তে পারি নি। তখন আমার মনে এই ভাবনার উদ্রেক হলো, আমি তো সারা জীবন শুধু মানুষের সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়েছি!”

আবু মুহাম্মদ মুতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি অনেকবার হাজ্জ আদায় করেছি। কিন্তু আমার মনে হলো এতে প্রবৃত্তির অনুসরণের মিশ্রণ আছে। একদিন

আমার আম্মাজান আমার নিকট পানি চাইলেন। মটকা থেকে পানি দেওয়া আমার জন্য বেশ কষ্টকর মনে হলো। তখনই আমার অন্তরে ভাবনা এসে গেলো, আমি যে হাজ্জ আদায় করেছি তাতে আমার নফস্ মোটেই বিলীন হয় নি। কারণ, আমি শরীয়তের একটি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলাম।" একজন বৃদ্ধ মহিলাকে তার হাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, "যৌবনকালে উদ্দীপনা ও প্রেরণা পেতাম। কিন্তু যখন বৃদ্ধা হলাম, তখন তা হারিয়ে গেল। এখন বুঝতে পারছি, তা ছিলো যৌবনের শক্তি। অনুরূপ হালও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।"

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যখনই কোনো কাজ করতে কষ্ট অনুভব হতো, তখনই সেটা করে ফেলতাম।" মুহাম্মদ ইবনে ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "প্রকৃত কথা হলো, আরাম ও শান্তি নফেসর আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিলাভের মধ্যেই নিহিত।" হযরত আবু আলী রুদ্ববারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "চরিত্র নষ্ট হয় তিনটি কারণে: ১. মন্দ রুচি, ২. অভ্যাসের অনুসরণ ও ৩. অসৎ সঙ্গ।" বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ রাযী বলেন, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, মন্দ রুচি কি জিনিষ? তিনি জবাব দিলেন, "হারাম খাওয়া"। প্রশ্ন করলাম, অভ্যাসের অনুসরণ মানে কি? জবাব দিলেন, "হারাম কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত, কানে শোনা ও গীবত করা।" জিজ্ঞেস করলাম, অসৎ সঙ্গ মানে কি? তিনি উত্তর দিলেন, "নফেসর চাহিদা যখন প্রবল হয়, তখন তার অনুসরণ করা"।

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "নফস্ হলো, তোমার কয়েদখানা। এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তুমি চিরস্বাধীন।" আবু হুসাইন ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমরা আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মসজিদে যখন উপস্থিত থাকতাম তখন আমাদের কাজ ছিলো, তিনি আমাদেরকে যা দিতেন তা অন্যকে প্রদান করা। কেউ মন্দ আচরণ করলে প্রতিশোধ নিতাম না। বরং নিজেই ওজরখাহী করতাম। বিনয়ভাব দেখাতাম। কারো প্রতি হৃদয়ে তুচ্ছভাব আসলে, তা দূর না হওয়া পর্যন্ত তার সেবায় লেগে থাকতাম।" হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "পুরো নফস্টাই তো অন্ধকার!

এর গভীর অন্তঃস্থলই হলো প্রদীপ- যার আলো হচ্ছে আল্লাহর তাওফিক। যে এই তাওফিক থেকে বঞ্চিত, সে তো পুরোটাই আলোকহীন।”

[উস্তাদ ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ব্যাখ্যায় বলেন], এখানে প্রদীপ বা বাতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার একটি রহস্য। এটি হলো ইখলাসের কেন্দ্রবিন্দু। এর মাধ্যমে সে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে, কাজকর্ম সবই একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে সংঘটিত হয়। নিজের শক্তি দ্বারা কিংবা নিজের পক্ষ থেকেও হয় না। বান্দা নিজের শক্তি ও ক্ষমতার বড়াই থেকে মুক্ত থাকতে চায়। নফেসর অনিষ্ট থেকে সে বেঁচে যায় তাওফিকের শক্তিতে। তাই যার মধ্যে এই ‘তাওফিক’ নেই সে কখনো তার আমল দ্বারা উপকৃত হবে না।

হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কেউ যদি নিজের মধ্যে শুধু সৌন্দর্য দেখে তাহলে নিজের দোষগুলো দেখতে পাবে না। তাই যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় নিজেকে দোষারোপ করে একমাত্র সে-ই নিজের দোষ দেখতে সক্ষম হয়।” হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে ব্যক্তি নিজের দোষ সনাক্ত করে না সে অতি সত্তর ধ্বংস হবে।” হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ধনী প্রতিবেশী, হাট-বাজারের ক্বারী এবং শাসকদের কাছে গমনকারী উলামার কাছ থেকে তোমরা দূরে থাকো।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “মানুষের মধ্যে ছয়টি কারণে ফাসাদ আসে: ১. আখিরাতের কর্ম আদায়ে দুর্বলভাবে নিয়ত করা; ২. নিজের শরীরকে শাহাওয়াতের কাছে বন্ধক দেওয়া; ৩. মৃত্যু ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ডুবে থাকা; ৪. সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উপর সৃষ্টির সন্তুষ্টির প্রাধান্য দেওয়া; ৫. নফেসর অনুসরণ আর নবীজীর সুন্নাতকে পেছনে ফেলা; এবং ৬. সালফে সালিহীনের কোনো কোনো পদস্খলকে নিজের অধঃপতনের জন্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা অথচ তাঁদের উত্তম আদর্শকে দাফন করা।”

باب الخلوة والعزلة
খালওয়া ও উজলা (নির্জনবাস ও নিঃসঙ্গতা) অধ্যায়

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدّثنا القعني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن ابيه، عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من خير معايش الناس كلِّهم رجلاً آخذاً بعنان فرسه في سبيل الله، إن سمع فزعة أو هيعة كان على متن فرسه يبتغي الموت أو القتل في مظانه، أو رجلاً في غنيمة له في رأس شعفة من هذه الشعاف، أو في بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويعبُد ربَّه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. "

قال الأستاذ: الخلوة: صفة أهل الصفوة. والعزلة: من أمارات الوصلة.

ولا بد للمريد - في ابتداء حاله - من العزلة عن أبناء جنسه، ثم في نهايته - من الخلوة؛ لتحققه بأنسه.

ومنَ حقِّ العبد - إذا آثر العزلة - أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره ولا يقصد سلامته من شر الخلق، فإن الأول من القسمين: نتيجة استصغار نفسه، والثاني شهود مزيته على الخلق. ومن استصغر نفسه فهو متواضع، ومن رأى لنفسه مزلة على أحد، فهو متكبر.

ورؤي بعض الرهبان، فقيل له: إنك راهب. فقال: لا، بل أن حارس كلب؛ إن نفسي كلب يعقر الخلق أخرجتها من بينهم، ليسلموا منها.

ومرَّ إنسان ببعض الصالحين؛ فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه، فقال له الرجلَّ: لم تجمع عني ثيابك، ليست ثيابي نجسة؟ فقال الشيخ: وهمتَ في ظنك، ثيابي هي النجسة. جمعتها عنك؛ لئلا تنجس ثيابك، لا لكي لا تنجس ثيابي. ومن آداب العزلة: العارفُ؟ قالوا: كائن بائن، يعني: كائن مع الخلق، بائن عنهم بالسر.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقَّاق، رحمه الله، يقول: إلبس مع الناس ما يلبسون، وتناول مما يأكلون، وانفرد عنهم بالسر. وسمعته يقول: جاءني إنسان، وقال: جئتك من مسافة بعيدة فقلت: ليس هذا الحديث من حيث قطع المسافة ومقاساة

الأسفار فارق نفسك ولو بخطوة، فقد حصل مقصودك. يحكى عن أبي يزيد قال: رأيت ربيَّ عز وجلَّ في المنام، فقلت: كيف أجدك؟ فقال: فارقْ نفسك وتعال.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول: من أختار الخلوة على الصحبة ينبغي أن يكون خالياً من جميع الأذكار إلا ذكر ربه، وخالياً من جميع الإرادات إلا رضا ربَّه، وخالياً من مطالبة النفس من جميع الأسباب، فإن لم يكن بهذه الصفة، فإن خلوته توقعه في فتنة أو بلية. وقيل: الإنفراد في الخلوة أجمع لدواعي السلوة. وقال يحيى بن معاذ: أنظر: أنسك بالخلوة، أو أنسك معه في الخلوة، فن كان أنسك بالخلوة ذهب أنسك إذا خرجت منها، وإن كان أنسك به في الخلوة استوت لك الأماكن في الصحاري والبراري.
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الورَّاق، فلما أراد أن يرجع، قال له: أوصني. فقال وجدت خير الدنيا والآخرة في الكثرة والقلة، وشرَّهما في الكثرة والاختلاط.
وسمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الجريري وقد سئل عن العزلة، فقال: هي الدخول بين الزحام وتمنع سرك أن لا يزاحموك، وتعزل نفسك عن الآثام، ويكون شرك مربوطاً بالحق. وقيل؛ من آثر العزلة حصل العزلة. وقال سهل: لا تصح الخلوة إلا بأكل الحلال، ولا يصح أكل الحلال إلا بأداء حق الله.
وقال ذو النون المصري: لم أر شيئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة: وقال أبو عبد الله الرملي: فيمكن خدنك الخلوة، وطعامك الجوع، وحديثك المناجاة فإما أن تموت؛ وإما أن تصل الله سبحانه. وقال ذو النون: ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة، كمن احتجب عنهم بالله.
سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: مكابدة العزلة أيسرُ من مداراة الخلطة. وقال مكحول: إن كان في مخالطة الناس خير فإن في العزلة السلامة. وقال يحيى بن معاذ: الوحدة جليس الصديقين.

سمعت الشيخ أبا علي الدقاق يقول: سمعت الشبلي يقول: الإفلاس.. الإفلاس يا ناس. فقيل له: يا أبا بكر، ما علامة الإفلاس؟ قال: من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. وقال يحيى بن أبي كثير: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راياهم. وقال شعيب بن حرب. دخلت على مالك بن مسعود بالكوفة، وهو في دار وحده، فقلت له: أما تستوحش وحدك؟ فقال: ما كنت أرى أن أحداً يستوحش مع الله.
سمعت الشيخأبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمر والأنماطي يقول، سمعت الجنيد يقول: من أراد أن يسلم له دينه، ويستريح بدنه وقلبه، فليعتزل الناس، فإن هذا زمان وحشة، والعاقل من اختار فيه الوحدة.
وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: قال أبو يعقوب السوسي: الإنفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء، ولأمثالنا: الاجتماع أوفر وأنفع، يعمل بعضهم على رؤية بعض. وسمعته يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن أبي سعيد يقول: سمعت أبا العباس الدامغاني يقول: أوصاني الشبلي، فقال: الزم الوحدة، وامح اسمك عن القوم، واستقبل الجبار حتى تموت.
وجاء رجل إلى شعيب بن حرب، فقال له: ما جاء بك؟ فقال أكون معك.
قال: يا أخي، إن العباة لا تكون بالشركة، ومن لم يستأنس بالله لم يستأنس بشيء.
حكي أن بعضهم قيل له: ما أعجب ما لقيت في سياحتك؟ فقال لهم: لقيتي الخضر، فطلب مني الصحبة: فخشيت أن يفسد علي توكلي. وقيل لبعضهم: هاهنا أحد تستأنس به؟ فقال: نعم... ومد يده إلى مصحف ووضعه في حدره، وقال: هذا. وفي معناه أنشدوا:
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي ... وفيها شفاء للذي أنا كاتم
وقال رجل لذي النون المصري. متى تصح لي العزلة؟ فقال: إذا قويت على عزلة نفسك. وقيل لابن المبارك: ما دواء القلب؟ فقال: قلة الملاقاة للناس. وقيل: إذا أراد الله أن يَنقل العبد من ذلك المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه، فمن أعطى ذلك فقد أعطى خير الدنيا والآخرة.

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সে-ই উত্তম লোক যে ঘোড়ার লাগাম ধরে

আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়লো। বিপদ ধ্বনি শ্রবণ করছে ঘোড়ার পিঠে বসে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে মৃত্যুর আল্লাহর পথে। এভাবে ঐ লোকটিও উত্তম, যে সামান্য ক'টি ছাগল নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস শুরু করলো। সে সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয়। মৃত্যু পর্যন্ত মহান প্রতিপালকের উপসনা করতেই থাকে।"

উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "খিলওয়া হলো বিশুদ্ধতার অধিকারী লোকদের বৈশিষ্ট্য। আর উজলা হলো মিলনের নিদর্শন। মুরীদ-জীবনের প্রথম পর্বে উজলা অবলম্বন করবে। আর শেষে খিলওয়া অবলম্বন করবে।" বান্দার জন্য জরুরী হলো, যখন সে উজলা অবলম্বন করবে, তখন বিশ্বাস রাখতে হবে- এটার দ্বারা মানুষকে নিজের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখা। উদ্দেশ্য যেনো এটা হয় না- মানুষের অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচানো। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হলো, নিজেকে ছোট ভাবা আর দ্বিতীয়টি হলো সৃষ্টির উপর নিজের মাহাত্ম্য দেখানো। যে নিজেকে ছোট মনে করে, সে-তো বিনয়ী। আর অন্যের উপর নিজেকে উঁচু স্তরের অধিকারী মনে করার মানে হলো অহঙ্কারী হওয়া। এক সাধককে বলা হলো, অবশ্যই আপনি সাধক। তিনি জবাব দিলেন, "আরে না! আমি এক কুকুরের পাহারাদার। আমার নফস একটি কুকুর! সে মানুষের ক্ষেত-খামার নষ্ট করে ফেলে। আমি ওকে তাদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে এসেছি, যেনো তারা এর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।" একব্যক্তি নেক একজন লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নেক লোকটি তখন নিজের জামাকাপড় গোছিয়ে নিলেন। লোকটি প্রশ্ন করলো, এরূপ করছেন কেন? আমার কাপড় কি নাপাক? তিনি জবাব দিলেন, "আরে না! আমার নিজের কাপড় নাপাক! তাই এগুলো গোছালাম যাতে আপনার কাপড় অপবিত্র না হয়।"

'আরিফ কাকে বলে? সুফিদের উত্তর হলো, ঐ লোকই 'আরিফ যে সাথেও থাকেন আবার বিচ্ছিন্নও থাকেন। অর্থাৎ শারীরিকভাবে লোকসমাজে উপস্থিত থেকেও আত্মিকভাবে মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করেন। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মানুষ যাকিছু পরিধান করে, তুমিও তা-ই পরো, তারা যা খায় তুমিও তা-ই খাও- কিন্তু অন্তরকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখো।" তিনি আরো বলেন, "একব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো, হুজুর! অনেক দূর থেকে আপনার নিকট এসেছি। আমি সাথে সাথে তাকে বললাম, দূরত্ব অতিক্রম করে

আসা তো আসল কথা নয়- মূল ব্যাপার হলো, একটি পা-ও যদি মাখলুক থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হও- তবেই তোমার উদ্দেশ্য অর্জিত হলো।" আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "স্বপ্নে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে প্রভু! আমি আপনাকে পাবো কিভাবে? আল্লাহ জবাব দিলেন, মাখলুক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখো আর আমার দিকে এগিয়ে আসো।" শায়খ আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, যে ব্যক্তি সঙ্গ ও সান্নিধ্য বর্জন করে খিলওয়া অবলম্বন করলো, তার জন্য উচিৎ একমাত্র রব্বের জিকির ছাড়া অন্য সবকিছুর স্মরণ থেকে মুক্ত হওয়া। একমাত্র প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের সংকল্প ছাড়া বাকী সব ধরনের সংকল্প ও ইচ্ছাকে বর্জন করা। সব ধরনের নাফসানী আসবাব ও চাহিদা পূরণ থেকে স্বাধীন থাকা। এসব বৈশিষ্ট্য যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে নির্জনবাস তার জন্য ভ্রষ্টতার কারণে পরিণত হবে।"

বলা হয়ে থাকে, একাকী খিলওয়া অবলম্বন করলে প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। মুহাম্মাদ ইবনে হামিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর ওয়াররাকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বিদায় ক্ষণে আবদার করলেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি তাকে বললেন, একাকিত্বের মধ্যে আমি দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ পেয়েছি। আর অধিক মেলামেশার মধ্যে পেয়েছি দুনিয়া-আখিরাতের অকল্যাণ।" হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উজলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, "এর অর্থ হলো, লোক সমাগমে তুমি যাবে ঠিকই কিন্তু তোমার অন্তর তাদের সাথে থাকবে না। পাপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে।" বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি উজলার প্রাধান্য দেবে সে উজলা লাভে ধন্য হবে। হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হালাল খাবার ছাড়া খিলওয়া সঠিক হবে না। আর আল্লাহর হক্ব আদায় না করলে কখনো হালাল খওয়া হবে না।" হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "খিলওয়ার চেয়ে অন্যকিছুকে আমি ইখলাসের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক পাই নি।" আবু আবদুল্লাহ রামালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "খিলওয়ার পন্থাবলম্বন করো। ক্ষুধা যেনো তোমার খাবার হয়। আল্লাহর সাথে মুনাজাত ও কানাঘুষা যেনো তোমার কথাবার্তায় পরিণত হয়। আর এভাবে যেনো তুমি মৃত্যুবরণ করে অথবা জীবিতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করো।"

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কেউ যদি সাধারণভাবে মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকে, আর আল্লাহর জন্য দূরে সরে থাকে তা কখনো একই জিনিস নয়।" হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একাকিত্বের সাধনা মানবসংস্পর্শে থাকার তুলনায় অনেকটা সহজ।" হযরত মাকহুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় কল্যাণ থাকতে পারে, কিন্তু একাকিত্বের মধ্যে নিহিত পূর্ণ নিরাপত্তা।" ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ বলতেন, "সত্যবাদীদের বন্ধু হলো একাকিত্ব (উজলা)।" শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, হে লোকজন ধ্বংস! ধ্বংস! একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আবু বকর! ধ্বংসের নিদর্শন কি? তিনি জবাব দিলেন, মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা।" ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাছির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি লোকজনের সাথে বেশী মেলামেশা করে, সে তাদের সাথে তোশামোদির মধ্যে লিপ্ত হয়। যে তা করলো, সে মুনাফিকীও করলো।" শুয়াইব ইবনে হারব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি মালিক ইবনে মাসউদের সাথে কুফায় সাক্ষাৎ করলাম। তিনি সেখানে একাই ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, একা থাকতে ভয় হয় না? জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে থাকে, তার আবার কিসের ভয়?" হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "কেউ যদি নিজের দ্বীনকে হিফাজত করতে চায়, শরীর ও মনকে আরাম দিতে চায়- তাহলে সে যেনো মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কারণ বর্তমান সময় খুব খারাপ। তাই সে-ই উত্তম, যে একাকিত্ব অবলম্বন করলো।"

আবু ইয়াকুব সু'সী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একাকিত্বের মধ্যেই তো শক্তি। মেলামেশায় কল্যাণ আছে ঠিক। কারণ, একে অন্যকে দেখে আমল করা যায়।" আবুল আব্বাস দামিগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে উপদেশ দিলেন, তুমি একাকিত্ব অবলম্বন করো। মানুষ থেকে তোমার নাম মুছে দাও। মৃত্যু পর্যন্ত মহাপরাক্রমশালীর অভিমুখী থাকো।" এক ব্যক্তি শুয়াইব ইবনে হারব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট আসলেন। শুয়াইব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো এসেছ? লোকটি জবাব দিলেন, আপনার সাথে থাকবো। তিনি বললেন, "ভাই! মেলামেশার মধ্যদিয়ে ইবাদত হয় না। যে

ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না, সে অন্যের সাথেও ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না।” একদিন তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, “ভ্রমণ জীবনে আপনার নিকট সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কোন্ জিনিসটি ছিলো?” তিবি জবাব দিলেন, “একদা হযরত খিযির আলাইহিস্সালাম আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আমার সান্নিধ্য চাইলেন। কিন্তু আমার ভয় হলো তাওয়াক্কুলের মধ্যে হয়তো ব্যঘাত আসবে- তাই আমি সান্নিধ্য লাভ গ্রহণ করি নি।”

একজন সুফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ আছেন কি, যার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর কুরআন শরীফ হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “এটাই”। এ মর্মে সুফিরা একটি কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন:

আমার চতুর্দিকে তোমার গ্রন্থ
একটি মুহূর্তের জন্য এটা আমার বিছানা পরিত্যাগ করে না।
আমার মধ্যে যে গোপন বিমার আছে
তার চিকিৎসা তো এতেই নিহিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, হৃদয়ের চিকিৎসা কি? তিনি জবাব দিলেন, “মানুষের সঙ্গে অল্প সাক্ষাৎ করা।” বর্ণিত আছে, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে অবাধ্যতা থেকে উদ্ধার করে আনুগত্যের সম্মানে ভূষিত করতে চান, তখন তার মধ্যে একাকিত্বের প্রতি সৃষ্টি করে দেন আগ্রহ। সৃষ্টি করে দেন তার মধ্যে অল্পেতুষ্টির বৈশিষ্ট্য। দেখিয়ে দেন তাকে পাপ ও দোষত্রুটি। এরূপ অবস্থা যার মধ্যে সৃষ্টি হবে সে তো দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ লাভ করলো।

باب التقوى
তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) অধ্যায়

قال الله تعالى: " إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم. "

وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان، قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن جابر قال: حدثنا ابن عبد الأعلى القرشي، قال: حدثنا يعقوب العمي، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله، أوصني. فقال: " عليك بتقوى الله؛ فإنه جِماع كلِّ خير، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية المسلم، وعليك بذكر الله، فإنه نور لك. "

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا عباس بن المفضَّل الإسقاطي؛ قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو هرمز نافع بن هرمز، قال: سمعت أنساً رضي الله عنه؛ يقول: " قيل يا نبي الله من آل محمد؟ قال: كل تقي. "

فالتقوى جماع الخيرات. وحقيقة الإتقاء التحرز بطاعة الله عن عقوبته؛ يقال: اتقى فلان بترسه. وأصل التقوى: اتقاء الشرك؛ ثم بعده: اتقاء المعاصي والسيئات، ثم بعده اتقاء الشبهات؛ ثم يدع بعده الفضلات.

كذلك سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله؛ يقول، سمعته يقول: ولكلِّ قسم من ذلك باب. وجاء في تفسير قوله عزَّ وجل: " اتقوا الله حق تقاته " إن معناه: أن يطاع فلا يعصي؛ ويُذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت أحمد بن عاصم يقول: سمعت سهل بن عبدالله يقول: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوي، ولا عمل إلا الصبر عليه.

وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الكتاني يقول: قسمت الدنيا على البلوى وقسمت الآخرة على التقوي: وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازيِّ يقول: سمعت الجريري يقول: من لم يُحْكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف المشاهدة. وقال النصراباذي: التقوي: أن يتقي العبد ما سوى الله عزَّ وجلَّ. وقال سهل: من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كّلها.

وقال النصراباذي: من لزم التقوى اشتقاق إلى مفارقة الدنيا، لأن الله سبحانه يقول: " وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. "
وقال بعضهم: من تحقق في التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا.
وقال أبو عبد الله الروذباري: التقوي: التقوي: مجانبة ما يبعدك عن الله.
وقال ذو النون المصري: التقي: من لايدنس ظاهره بالمعارضات، ولا باطنه بالعلالات ويكون واقفاً مع الله موقف الاتفاق.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه ال(له، يقول: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: للتقوى ظاهر وباطن، فظاهره: محافظة الحدود. وباطنه: النية والإخلاص. وقال ذو النون:

ولا عيش إلا مع رجال قلوبهم ... تحن إلى التقوى وترتاح للذكر
سكون إلى روح اليقين وطيبه ... كما سكن الطفل الرضيع إلى الحجر

وقيل: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. وقال طلق بن حبيب: التقوى: عمل بطاعة الله على نور من الله، مخافة عقاب الله.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمداً الفراء يحكي عن أبي حفص: أنه قال: التقوى بالحلال المحض، لا غير.
وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا الحسين الزنجاني يقول: من كان رأس ماله التقوى كلَّت الألسنُ عن وصف ربحه.
وقال الواسطي: التقوي: أن يتقي من تقواه يعني: من رؤية تقواه والمتقي مثل ابن سيرين؛ اشترى اربعين حباً سمنا، فأخرج غلامه فأرة من حب فسأله: من أي حب أخرجتها؟ فقال لا أدري! فصبها كلها على الأرض.
ومثل ابن يزيد: اشترى بهمذان حب القرطم، ففضل منه شيء، فلما رجع إلى بسطام رأى فيه نملتين، فرجع إلى همذان فوضع النملتين. ويحكى أن أبا حنيفة كان لا يجلس في ظل شجرة غريمة. ويقول: قد جاء في الخبر: " كلُّ قرض جر نفعاً فهو رباً. "
وقيل: إن أبا يزيل غسل ثوبه في الصحراء مع صاحب له. فقال له صاحبه: تعلق الثوب في جدار الكرم. فقال لا، لا تغرز الوتد في جدار الناس. فقال: نعلقه في الشجر. فقال: لا، إنه يكسر الأغصان. فقال: نبسطه على الأذْخِر. فقال: لا؛

إنه علق الدواب، لا نستره عنها. قولي ظهره إلى الشمس والقميص على ظهره، حتى جف جانب، ثم قلبه حتى جف الجانب الآخر.
وقيل: إن أبا يزيد دخل يوماً الجامع، فغرز عصاه في الأرض فسقطت، ووقعت على عصا شيخ بجنبه ركز عصاه في الأرض، فألقتها. فانحنى الشيخ وأخذ عصاه، فمضى أبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحله، وقال: كان السبب في انحنائك تفريطي في غرز عصاي، حيث حتجب إلى أن تنحني.
ورؤى عتبة الغلام بمكان يتصبب عرقاً في الشتاء، فقيل له في ذلك. فقال: إنه مكان عصيت فيه ربي!! فسئل عنه فقال: كشطت من هذا الجدار قطعت طين، غسل بها ضيف لي يده، ولم أستحل من صاحبه.
وقال إبراهيم بن أدهم: بت ليلة تحت الصخرة ببيت المقدس؛ فلما كان بعض الليل نزل ملكان، فقال أحدهما لصاحبه: من هاهنا؟ فقال الآخر: إبراهيم بن أدهم. فقال: ذاك الذي حط بالله سبحانه درجة من درجاته.
فقال: لم؟ قال: لأنه اشترى بالبصرة تمراً، فوقعت تمرة على تمرة من تمر البقال، فلم يردها على صاحبها.
قال إبراهيم: فمضيت إلى البصرة، واشتريت التمر من ذلك الرجل، وأوقعت تمرة على تمرة، ورجعت إلى بيت المقدس، وبت في الصخرة.
فلما كان بعض الليل، إذ أنا بملكين نزلا من السماء. فقال أحدهما لصاحبه: من هاهنا؟ فقال الآخر: إبراهيم بن أدهم: فقال: ذلك الذي رد الله مكانه، ورُفعت درجته. وقيل: التقوى على وجوه: للعامة: تقوى الشرك، وللخاصة: تقوى المعاصي، وللأولياء: تقوى التوصل بالأفعال، وللأنبياء تقوى نسبة الأفعال؛ إذ تقواهم منه إليه.
وعن أمير المؤمنين علي، رضي الله عنه، قال: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي، قال: أخبرنا أبو الحسين البصري قال: أخبرنا بشر بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى ابن أيوب، عن عبيد الله بن رحو، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من نظر إلى محاسن امرأة فغض بصره في أول مرة، أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. "

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس محمد بن الحسين، يقول: سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول: كان الجنيد جالساً مع رويم، والجريري، وابن عطاء، فقال الجنيد: ما نجا من نجا إلا بصد اللجا، قال الله تعالى: " وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.. الآية. "

وقال رويم، رحمه الله: ما نجا ما نجا إلا بصدق التقي، قال تعالى: " وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. " ..

وقال الجريري: ما نجا من نجا إلا بمراعاة الوفاء، قال الله تعالى: " والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. "

وقال ابن عطاء: ما نجا من نجا إلا بتحقيق الحياء من الله قال الله تعالى: " ألم يعلم بأن الله يرى. "

وقال الأستاذ الإمام: ما نجا من نجا إلا بالحكم والقضاء، قال الله تعالى: " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى " الآية.

وقال أيضاً: ما نجا من نجا إلا بما سبق له من الاجتباء، قال الله تعالى: " واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. "

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

-"আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেযগার"। [হুজুরাত : ১৩]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবদার করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "তাক্বওয়া তথা আল্লাহর প্রতি ভয়কে অবলম্বন করো। সব ধরনের কল্যাণের সমষ্টি হলো তাক্বওয়া। জিহাদের পথ অবলম্বন করো। জিহাদ হলো মুসলমানের বৈরাগ্য। আল্লাহর জিকিরকে আবশ্যক করো। এতে তুমি নূরের অধিকারী হবে।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুহাম্মদের [সা.] পরিবারভুক্ত কারা? তিনি জবাব দিলেন, "প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তি।" এতে বুঝা গেল সব ধরনের কল্যাণের সমষ্টির নাম তাক্বওয়া। তাক্বওয়ার মর্মকথা হলো, আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর শস্তি থেকে বেঁচে থাকা। তাক্বওয়ার মূল শিরক থেকে বাঁচা। এর পরের স্তর পাপ থেকে বাঁচা। আর এর পরের স্তর হচ্ছে, সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকা। এরও পরের স্তর হলো, অপচয় থেকে নিরাপদ থাকা। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তাক্বওয়ার প্রতিটি স্তরের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় আছে। তোমরা আল্লাহকে সত্যিকারভাবে ভয় করো- এ কথাটির অর্থ হলো, একমাত্র তাঁকে মানা হবে, কখনো অবাধ্যতা করা যাবে না। তাঁর স্মরণে ডুবে থাকবে কখনো ভুলতে পারবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে কখনো না-শোকরি হবে না।" হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী নেই। আল্লাহর রাসূল ছাড়া কোনো পথপ্রদর্শক নেই। তাক্বওয়া ছাড়া কোনো পাথেয় নেই। ধৈর্য ছাড়া কোনো আমল নেই।"

হযরত কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে দুনিয়াকে বণ্ঠন করা হয়েছে। আর আখিরাতকে বণ্ঠন করা হয়েছে তাক্বওয়ার মধ্য দিয়ে।" হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে তাক্বওয়া ও মুরাক্বাবার ফায়সালা হয় নি, সে কখনো কাশফ ও মুশাহাদার স্তরে পৌঁছতে পারবে না।" হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাক্বওয়া হলো, বান্দা নিজেকে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।" হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি সত্যিকারের তাক্বওয়া লাভ করতে চায়, সে যেনো সমস্ত পাপ ছেড়ে দেয়।" হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করলো, সে দুনিয়া ত্যাগের প্রতি অতি আগ্রহ হয়ে ওঠলো। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَلدَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

-"পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর, তোমরা কি বুঝ না?" [আন-আম : ৩২]"

একজন সুফি বলেছেন, “যে লোক তাক্বওয়ার মধ্যে দৃঢ় হয়ে যাবে, আল্লাহ তা’আলা তার হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণভাব সহজ করে দেন।” আবু আবদুল্লাহ রুদ্ববারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যাকিছু তোমাকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখবে, তা থেকে বেঁচে থাকার নামই হলো তাক্বওয়া।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সে-ই হলো প্রকৃত পরহেজগার, যে নিজের বাহ্যিক অবস্থাকে ঝগড়া-ফাসাদ দ্বারা মলিন করে না। আর অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করে না। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে একমত থাকে।” ইবনে আ’তা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “তাক্বওয়ার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা আছে। বাহ্যিকটি হলো, ইসলামের গণ্ডির ভেতর থাকা ও মেনে চলা আর অভ্যন্তরীণটা হলো ইখলাস লাভ করা।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবৃত্তি করতেন,

আত্মাধারী মানুষ ছাড়া কারো সাথে থাকা যায় না
হৃদয় তো তাদের তাক্বওয়ার প্রতি উদগ্রীব
আল্লাহর জিকিরে সদা আনন্দ-উৎফুল্ল।
ইয়াক্বীনধারী রূহের নিকট এমন শান্তি পাওয়া যায়
যেরূপ শান্তিলাভ করে দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু তার মায়ের নিকট।

বলা হয়ে থাকে, তিনটি বিষয় দ্বারা একজন লোকের তাক্বওয়া প্রমাণিত হয়: ১. যা অর্জন হয় নি তাতে তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা। ২. যা অর্জন হয়েছে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। ৩. যা হারিয়ে গেছে তার জন্য আক্ষেপ না করে ধৈর্যাবলম্বন করা। তলক ইবনে হাবীব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “তাক্বওয়া হলো আল্লাহর শাস্তির ভয়ে, তাঁর শক্তির সাহায্যে এবং তাঁর নূর দ্বারা আমল করা।” হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “তাক্বওয়া কেবল হালাল পথে অর্জন হয়- অন্য কোনো রাস্তায় নয়।” আবুল হুসাইন ঝানঝানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, “যার মূলধন তাক্বওয়া, তার ব্যবসায় যে কী পরিমাণ লাভ হবে তা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়।” হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাক্বওয়া হলো, আপনি যে তাক্বওয়া অবলম্বন করছেন- তা-ও দেখবেন না।”

ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সত্যিকারের একজন মুত্তাকী। একবার তিনি চল্লিশটি শষ্যদানা ক্রয় করলেন। তার ভৃত্য এ থেকে একটি মৃত ইঁদুর বের করেছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ শষ্যদানা থেকে এটি বের করলে? সে জবাব দিল, আমি তা জানি না। তিনি সকল শষ্যদানা মাটিতে ফেলে দিলেন।

হযরত ইবনে ইয়াজীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সত্যিকারের আরেক মুত্তাকী। একদা তিনি হামাদান শহরে যেয়ে কিছু জাফরান ক্রয় করলেন। যখন তিনি বিস্তাম শহরে ফিরে আসলেন, লক্ষ্য করলেন এই জাফরানে দু'টি পিপড়ে দেখাচ্ছে। তিনি হামাদান শহরে ফিরে গিয়ে এগুলোকে স্বস্থানে রেখে দিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি করযদারের গাছের ছায়ায়ও বসতেন না। কারণ, হিসাবে বলতেন, "হাদীসে আছে ঋণ দিয়ে যাকিছু মুনাফা নেওয়া হবে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত।" আরো বর্ণিত আছে, একদা আবু ইয়াজীদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মরুভূমিতে এক বন্ধুর সাথে কাপড় ধুইলেন। বন্ধু বললেন, ঐ আঙ্গুর বাগানের দেওয়ালে কাপড়গুলো মেলে রাখা যায়। তিনি বললেন, "না! অন্য মানুষের দেওয়ালে নখও রাখা যাবে না।" বন্ধু বললেন, তাহলে গাছের মধ্যে রাখি। বললেন, "এতে ডাল ভেঙ্গে যেতে পারে।" সাথী আবার বললেন, ঘাসের মধ্যে বিছিয়ে রাখি। তিনি বললেন, "না! এখানে আছে চতুষ্পাদ প্রাণীর খাবার। আমরা তা ঢেকে রাখতে পারি না।" এরপর নিজের কাপড় পিঠের মধ্যে বিছিয়ে সূর্যমুখী রেখে বসে রইলেন। একদিক শুকানোর পর কাপড় উল্টিয়ে আরেক দিক শুকালেন।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবু ইয়াজীদ জামে মসজিদে গেলেন। তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে পুঁতে রাখলেন। কিন্তু এটা পাশে উপবিষ্ট আরেক বৃদ্ধের পুঁতে রাখা লাঠির উপর পড়ে একে মাটিতে ফেলে দিল। বৃদ্ধ লাঠিটি তুলে নিতে ঝুকে পড়তে হলো- এতে তার কষ্ট হয়েছে। আবু ইয়াজীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তার পেছনে পেছনে চললেন এবং বাড়িতে যাওয়ার পর বৃদ্ধের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি বললেন, "আপনি ঝুকে পড়ার মূল কারণ ছিলো আমার অসাবধানতা- তাই আমাকে মাফ করুন।"

হযরত উৎবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক গোলাম একদা শীতকালে একটি দেওয়ালের সামনে যেয়ে গায়ের কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে কেউ প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন, "এখানে আমি প্রভুর নাফরমানি করেছি। এই দেওয়ালকে মালিকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করেছি। আমার একজন মেহমান এটার উপর হাত রেখে পরিষ্কার করেছিলেন।"

হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "বাইতুল মুকাদ্দাসের পাথরের নীচে আমি একরাতে অবস্থান করছিলাম। গভীর রাতে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করলেন। একজন আরেক জনকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? অপরজন জবাব দিলেন, ইব্রাহিম ইবনে আদহাম। প্রথমজন আবার বললেন, ওহ! তার স্তর তো আল্লাহ তা'আলা নামিয়ে দিয়েছেন। অপরজন আবার প্রশ্ন করলেন, কোন্ কারণে? জবাব দিলেন, বসরায় তিনি খেজুর ক্রয় করেছিলেন। ওজনে একটি খেজুর অতিরিক্ত এসে যায়- কিন্তু তিনি তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেন নি। ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই ঘটনার পর আমি বসরায় চলে গেলাম। ঐ লোকটির নিকট থেকে পুনরায় খেজুর কিনে একটি ফিরিয়ে দিলাম। এরপর আবার বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে পাথরের নীচে রাত্রি যাপন করলাম। রাত গভীর হওয়ার পর হঠাৎ দু'জন ফিরিশতা আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। একজন অপরজনকে প্রশ্ন করলেন, এ লোকটি কে? অপরজন জবাব দিলেন, ইব্রাহিম ইবনে আদহাম। তিনি বললেন, ওহ! তাঁর পদ আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছেন ও স্তর বুলন্দ করেছেন।"

বলা হয়ে থাকে, তাক্বওয়ার অনেক প্রকার আছে। সাধারণ লোকদের তাক্বওয়া হলো শিরক থেকে বাঁচা। বিশেষ লোকদের তাক্বওয়া হলো পাপ থেকে বাঁচা। আউলিয়াদের তাক্বওয়া হলো কর্মের কারণে কোনো কিছু হওয়ার ওয়াসিলা থেকে বাঁচা। আর নবীদের তাক্বওয়া হলো কর্মের সম্বন্ধ থেকে বেঁচে থাকা।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "পার্থিব জীবনে দাতারা হলো মানুষের নেতা। আর মুত্তাকীরা হলেন পরকালীন

জীবনের নেতা।” হযরত আবু উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কোনো পুরুষ যখন কোনো মহিলার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ার পরই চোখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমনভাবে ইবাদতের তাওফিক দেবেন, অন্তরে সে এর স্বাদ উপভোগ করবে।”

হযরত আবদুল্লাহ ফারগানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত: একদিন হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে বসা ছিলেন হযরত রুইয়াম বিন আহমদ, হযরত জুরাইরী এবং হযরত আ'তা আদমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এক পর্যায়ে হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

-“অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল।” [তাওবাহ : ১১৮]”

হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সত্যিকারের তাক্বওয়া ছাড়া মুক্তির পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ

-“আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন।” [যুমার : ৩৯]”

হযরত জুরাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ওয়াদা পূরণ ছাড়া মুক্তি পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

-“এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।”। [রা'দ : ২০]”

হযরত ইবনে আ'তা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর সামনে লজ্জা অবলম্বন ছাড়া মুক্তির পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

-"সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?"। [আ'লাক্ব : ১৪]"

আমার উস্তাদ বলেছেন, "আল্লাহর নির্দেশ ও ফায়সালা ছাড়া মুক্তির পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى

-"যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে"। [আম্বিয়া: ১০১]"

তিনি আরো বলতেন, "মকবুলিয়াত ছাড়া মুক্তির রাস্তা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

-"আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি।"। [আন-আ'ম : ৮৭]"

باب الورع
ওরা’ (বিবেকদর্শিতা) অধ্যায়

أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قال:حدثنا محمد بن سليمان الزاهد قال أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة، قال: حدثنا أحمد بن إبي طاهر الخرساني. قال: حدثنا يحيى بن العيزار قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابيِّ، عن سفيان، عن الأجلح، عن عبد الله بن بريدة، عن أبى الأسود الدؤلي، عن أبى ذرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. "

قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه: أما الورع، فإنه: ترك الشبهات. كذلك قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك مالا يعنيك هو ترك الفضلات. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: " كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام " . وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: " كن ورعاً تكن أعبد الناس. "

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى، يقول سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: كان أهل الورع في أوقاتهم أربعة: حذيفة المرتعش، ويوسف بن أسباط، وإبراهيم بن أدهم، وسليمان الخواص، فنظروا في الورع فلما ضاقت عليهم الأمور فزعوا إلىالتقلل. وسمعته يقول: سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول: سمعت الشبلي يقول: الورع أن تتورَّع عن كلِّ ما سوى الله تعالى.

وسمعته يقول: أخبرنا أبو جعفر الرازيُّ قال: حدثَّنا العباس بن حمزة قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا اسحق بن خلف؛ قال: الورع، المنطق: أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة ك أشد منه في الذهب والفضة، لأنك تبدلهما في طلب الرئاسة.

وقال أبو سليمان الداراني: الورع: أول الزهد، كما أن القناعة: طرف من الرضا.

وقال أبو عثمان: ثواب الورع خفَّة الحساب.

وقال يحيى بن معاذ: الورع: الوقوف على حدِّ العلم من غير تأويل.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت محمد بن داود الدينوري يقول. سمعت عبد الله بن الجَّلاء يقول: أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم يشرب من ماء زمزم إلا ما استقاه بركوته، ورشائه، ولم يتناول من طعام جاب من مصر.

وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت علي بن موسى التاهرتي يقةل: وقع من عبد الله بن مروان فلس في بئر قذرة، فاكترى عليه بثلاثة عشر ديناراً حتى أخرجه، فقيل له في ذلك، فقال: كان عليه اسم الله تعالى.

وسمعته يقول: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: سمعت بن علوية يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الورع على وجهين: ورع في الظاهر؛ وهو: أن لايتحرك إلا لله تعالى.

وورع في الباطن، وهو: أن لايدخل قلبك سوى الله تعالى: وقال يحيى بن معاذ: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: من دق في الدين نظره جل في القيامة خطره. وقال ابن الجلاء: من لم يصحبه التقي في فقره أكل الحرام النص. وقال يونس بن عبيد: الورع: الخروج عن كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع: ماحاك في نفسك تركته، وقال معروف الكرخي: احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذِّم. وقال بشر بن الحارث: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلَّة، والورع في الخلوة، وكلمة الحقِّ عند من يخاف منه ويرجى.

وقيل: جاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد بن حنبل وقالت: إنا نغزل على سطوحنا،فتمر بنا مشاعل الظاهرية، ويقع الشعاع علينا، أفيجوز لنا الغزل في شعاعها؟. فقال أحمد: من أنت؟ عافاك الله تعالى. فقالت: أخت بشر الحافي. فبكي أحمد وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، لاتغزلي في شعاعها.

وقال علي العطار: مررت بالبصرة في بعض الشوراع، فإذا مشايخ قعود وصبيان يلعبون، فقلت: أما تستحون من هؤلاء المشايخ؟! فقال صبي من بينهم: هؤلاء المشايخ قل ورعهم فقلت هيبتهم.

وقيل: إن مالك بن دينار مكث بالبصرة أربعين سنة، فلم يصح له أن يأكل شيئاً من تمر البصرة، ولامن رطبها، حتى مات ولم يذقه. وكان إذا انقضى وقت الرطب قال: يا أهل البصرة، هذا بطني ما نقص منه شيء ولا زاد فيكم.

وقيل لإبراهيم بن أدهم: ألا تشرب من ماء زمزم؟ فقال لو كان لي دلو لشربت منه. سمعت الأستاذ أبا الدقَّاق يقول: كان الحارث المحاسبي إذا مدَّ يده إلى طعام فيه شبهة ضرب على رأس إصبعه عرق فيعلم إنه غير حلال. وقال: إن بشراً الحافيَّ دعي إلى دعوة، فوضع بين يديه طعام، فجهد أن يمد يده إليه، فلم تمتد. ففعل ذلك ثلاث مرات. فقال رجل يعرف ذلك منه: إن يده لا تمتد إلى طعام فيه شبهة، ما كان أعنى صاحب هذه الدعوة أن يدعو هذا الشيخ؟!

أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى الصوفي، قال: سمعت عبد الله بن علي ابن يحيى التميمي قال سمعت أحمد بن محمد بن سالم بالبصرة يقول: سئل سهل ابن عبد الله عن الحلال الصافي، فقال: هو الذي لا يعصي الله تعالى فيه. وقال سهل: الحلال الصافي: الذي لا ينسى الله تعالى فيه. ودخل الحسن البصري مكة، فرأى غلاماً من أولاد علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قد أسند ظهر إلى الكعبة يعظ الناس، فوثب عليه الحسن وقال له: ما ملاك الدين؟ فقال: الورع. فقال له: فما آفة الدين؟ فقال: الطمع. فتعجب الحسن منه. وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع للسالم خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وأوحى الله سبحانه، إلى موسى، عليه الصلاة والسلام: لم يتقرب إلى المتقربون بمثل الورع والزهد. وقال: أبو هريرة: جلساء الله تعالى غداً: أهل الورع والزهد. وقال: سهل بن عبد الله: من لم يصحبه الورع أكل رأس الفيل ولم يشبع!! وقيل: حمل إلى عمر بن عبد العزيز مسك من الغنائم، فنبض علي مشامه. وقال: إنما ينتفع من هذا بربحه، وأناأكره أن أجد ريحه دون المسلمين.

وسئل أبو عثمان الحيري عن الورع، فقال: كان أبو صالح حمدون عند صديق له، وهو في النزع، فمات الرجل، فنفث أبو صالح في السراج، فقيل له في ذلك، فقال: إلى الآن كان الدهن له في المسرجة، ومن الآن صار للورثة. اطلبوا دهنا غيره وقال كهمس: أذنبتُ ذنباً أبكي عليه منذ أربعين سنة؛ وذلك: أنه زارني أخُ لي؛ فاشتريت لأجله بدانفق سمكة مشوية، فلما فرغ أخذت قطعة طين من جدار جار لي حتى غسل بها يده ولم أستحله.

وقيل: كان رجل يكتب رقعة، وهو في بيت بكراء، فأراد أن يُترب الكتاب من جدار البيت، فخرط بباله أن البيت بالكراء.. ثم إنه خطر بباله أنه لا خطر لهذا، فترب الكتاب، فسمع هاتفاً يقول: سيعلم المستخف بالتراب ما يلقاه غداً من طول

الحساب!! ورهن أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى، سِطلاً له عند بقال بمكة، حرسها الله تعالى، فلما أراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين، وقال: خذ أيهما هو لك. فقال أحمد أشكل عليَّ سطلي، فهو لك، والدراهم لك. فقال البقال: سطلك هذا، وأنا أردت أن أجربك.

فقال: لا آخذه. ومضى. وترك السطل عنده. وقيل: سيب ابن المبارك دابة قيمتها كثيرة، وصلى صلاة الظهر، فرتعت الدابة في زرع قرية سلطانية، فترك ابن المبارك الدابة ولم يركبها. وقيل: رجع ابن المبارك من مرو إلى الشام في قلم استعاره فلم يرده على صاحبه.

واستأجر النخعي دابة، فسقط سوطه من يده، فنزل، وربط الدابة، رجع فأخذ السوط، فقيل له: لو حولت الدابة إلى الموضع الذي سقط فيه السوط فأخذته كان أسهل لك فقال: إنما استأجرتها لأمضي هكذا.. لا هكذا!! وقال أبو بكر الدقاق: تهت في تيه بني إسرائيل خمسة عشر يوماً.. فلما وافيت الطريق، استقبلني جندي فسقاني شربة من ماء، فعادت قسوتها على قلبي وتألمت ثلاثين سنة. وقيل: خاطت رابعة العدوية شقاً في قميصها في ضوء مشعلة سلطان، ففقدت قلبها زماناً، حتى تذكرت، فشقت قميصها، فوجدت قلبها.

وروِّي سفيان الثوري في المنام، وله جناحان يطير بهما في الجنة من شجرة إلى شجرة. فقيل: بم نلت هذا؟: فقال: بالورع. ووقف حسان بن أبي سنان على أصحاب الحسن، فقال: أي شيء أشد عليكم؟ فقالوا: الورع. فقال: ولا شيء أخف علي منه. فقالوا: فكيف؟ فقال: لم أرو من نهركم منذ أربعين سنة.

وكان حسان بن أبي سنان لا ينام مضطجعاً، ولا يأكل سميناً ولا يشرب ماء بارداً ستين سنة، فرؤي في المنام بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟. فقال: خيراً، إلا أني محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها.

وكان لعبد الواحد بن زيد غلام خدمه سنين، وتعبَّد أربعين سنة: وكان في أبتداء أمره كيالاً، فلما مات رؤي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: خيراً، غير أني محبوس عن الجنة، وقد أخرج علي من غبار القفيز الذي اكتلته أربعين قفيزاً.

ومر عيسى ابن مريم؛ عليهما السلامِ بمقبرة، فنادى رجلاً منها، فأحياه الله تعالى: فقال: من أنت؟ فقال كنت حمالاً أنقل للناس، فنقلت لإنسان يوماً حطباً، فكسرت منه خلالاً تخللت به فأنا مطالب به منذ متُّ.
وتكلم أبو سعيد الخراز في الورع.. فمر به عباس بن المهتدي، فقال:يا أبا سعيد، أما تستحي، تجلس تحت سقف أبي الدوانيق، وتشرب من بركة زبيدة، وتتعامل بالدراهم المزيفة، وتتكلم في الورع؟ !

অনুবাদ: হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "অনর্থক বিষয়-আশয় বর্জনের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।"

উস্তাদ ইমাম [কুশাইরী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সন্দেহজনক বস্তু বর্জনের নামই হলো ওরা'"। অনুরূপ কথা হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও বলতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা একটি হারাম কাজে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় সত্তুরটি হালাল কাজও বর্জন করে দিতাম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলেন, "তুমি পরহেজগার বনে যাও, ফলে মানুষের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুজার হবে।"

হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "সুফিদের যুগে চারজন ছিলেন পরহেজগার। এরা হলেন, হুজাইফা মুরতাইশ, ইউসুফ ইবনে আসবাত, ইব্রাহিম ইবনে আদহাম ও সুলাইমান খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।" হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "পরহেজগারী হলো আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে তুমি পরহেজ করবে।" হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "পরহেজগারী হলো যুহুদের প্রথম স্তর। যেরূপ কিনা'আত (অল্পেতুষ্টি) হলো রেজার (সন্তুষ্টির) একটি অংশ।" হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "হিসাব-নিকাশ হালকা হওয়াই হলো পরহেজগারীর বিনিময়।" হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া জ্ঞানের সীমানায় থেকে যাওয়াই হলো পরহেজগারী।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনি, যিনি মক্কা শরীফ তিন বছর অবস্থান করেছিলেন। অঞ্জলি পরিমাণ ছাড়া অতিরিক্ত একটুও জমজমের পানি তিনি পান করতেন না।" হযরত আলী ইবনে মুসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কূপের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মারওয়ানের একটি মূদ্রা পড়ে গেল। তিনি তেরো দীনারের বিনিময়ে তা কূপ থেকে তুলে আনলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, এ মূদ্রাটিতে আল্লাহর নাম লিখা আছে।" হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "পরহেজগারী দু'প্রকার। বাহ্যিকটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া নড়াচড়া না করা। আর গোপনটি হলো, অন্তরে আল্লাহ ছাড়া কাউকে স্থান না দেওয়া।" তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি পরহেজগারীর সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয় না, সে প্রভুর দানের এক বড় অংশ অর্জন করতে পারবে না।" হযরত ইউনুস ইবনে উবায়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "পরহেজগারীর অর্থ, প্রতিটি সংশয়যুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকা। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের হিসাব-নিকাশ নেওয়া।" হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "পরহেজগারীর সবচেয়ে সহজ পথ হলো, অন্তরে যাকিছু নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা থেকে মুক্ত থাকা।"

মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "গুণগান থেকে নিজের যবানকে হিফাজত রাখো, যেভাবে নিন্দাবাদ থেকে নিজের যবানকে হিফাজত রাখা হয়।" হযরত বিশর ইবনে হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তিনটি কাজ বেশ কঠিন: অভাবের সময় দান করা, একাকিত্বে থেকে পরহেজগারী অবলম্বন ও যে মানুষকে ভয় করা হয় বা তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা থাকে, তার সম্মুখে সত্য কথা বলা।"

হযরত বিশর ইবনে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বোন একদা হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হলেন। বললেন, হযরত! আমরা ছাদে বসে সুতা বুনছিলাম। পথিকদের বাতির আলো আমাদের উপর পড়লো। আমরা যে এই আলো দেখে সুতা বুনলাম- তা কি জায়িয হবে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ আপনাকে শান্তি দান করুন। আপনার পরিচয় কি? জবাব দিলেন,

আমি বিশরে ইবনে হাফির বোন। আহমদ কাঁদলেন এরপর বললেন, তোমাদের গৃহেই তো পরহেজগার তৈরী হয়। তুমি এই আলোতে সুতা বুনবে না।” হযরত আলী আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বসরার এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম কয়েকজন শায়খ বসে আছেন। তাঁদের পাশেই খেলাধুলা করছিলো কয়েকটি ছেলে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ওহে! এসব শায়খের সামনে খোলাধুলা করতে তোমাদের লজ্জাবোধ হয় না? একটি শিশু জবাব দিলো, তাঁদের মধ্যে তাক্বওয়া কমে গেছে! তাই তাঁদের প্রতি ভয়ও কমে গেছে!” বর্ণিত আছে, হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ চল্লিশ বছর বসরায় বসবাস করেছিলেন। তিনি কখনো একটি তাজা কিংবা শুকনো খেজুরও কোনদিন আহার করেন নি। মৃত্যু পর্যন্ত [উন্নত] খাবারের স্বাদও গ্রহণ করেন নি।

ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জমজমের পানি পান করেন না কেন? জবাব দিলেন, “আমার যদি নিজের বালতি থাকতো তাহলে পান করতাম।” উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হারিস মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খাবারের সময় যখন কোনো সন্দেহযুক্ত খাদ্যের উপর হাত রাখতেন তখন তাঁর আঙ্গুলের রগ কাঁপতে থাকতো। তিনি তখন বুঝতে পারতেন, এ খাবার অবৈধ।” তিনি আরো বলেন, “বিশর হাফিকে একটি স্থানে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হলে, তিনি চেষ্টা করেও খাবারের উপর হাত রাখতে পারলেন না। তিনবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁর এই বিশেষ কারামত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি বললেন, সন্দেহযুক্ত খাবারের মধ্যে তাঁর হাত যায় না। নিমন্ত্রণকারী তাঁকে দাওয়াত না দিলেই ভালো হতো।”

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিখুঁত হালাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। জবাব দিলেন, “যে বিষয় দ্বারা আল্লাহর অবাধ্যতা হয় না তা-ই নিখুঁত হালাল।” হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, “যে বিষয় দ্বারা আল্লাহকে ভুলা যায় না তা-ই হলো নিখুঁত হালাল।” হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্কা শরীফ গেলেন। সেখানে দেখলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর একব্যক্তি কা’বা শরীফের দেওয়ালে

হেলান দিয়ে মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন। হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নিকট যেয়ে প্রশ্ন করলেন, দ্বীনের সমষ্টি কিসে নিহিত? তিনি জবাব দিলেন, পরহেজগারীর মধ্যে। আবার প্রশ্ন করলেন, দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর কি জিনিস? তিনি জবাব দিলেন, লোভ। জবাব শোনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবাক হলেন।" হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "রোযা ও নামাযের হাজারো পাল্লা থেকে পরগেজগারীর একটি কণা বরাবর পাল্লাও ভারী।"

আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস্সালামের নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, "পরহেজগারীর মাধ্যমেই আমার নৈকট্যের অনুসন্ধানী লোকজন আমার নিকট আসতে পারে।" হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "পরহেজগার ও দুনিয়া বিরাগীরাই কিয়ামতের দিন আল্লাহর পাশে উপবিষ্ট হবেন।" হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যার মধ্যে পরহেজগারী নেই সে হাতীর মাথা পেলেও পরিতৃপ্ত হবে না।" বর্ণিত আছে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট মিশকে আম্বর নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি এর ঘ্রাণ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। বললেন, "এটার ঘ্রাণ নেওয়ার অধিকারী তারাই যারা এর মালিক। মুসলমানদেরকে না দিয়ে আমি এর ঘ্রাণ নেওয়া পছন্দ করি না।"

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো পরহেজগারী কী? তিনি একটি ঘটনার বর্ণনা দিলেন, "আবু সালেহ হামদুনের এক বন্ধু মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর পাশে বসা ছিলেন যখন বন্ধুর মৃত্যু হলো। সাথে সাথে তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন। বললেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বাতির মালিক ছিলেন আমার বন্ধু, এখন এর মালিক ওয়ারিসগণ। সুতরাং অন্য তেলের সন্ধান করো।" হযরত কাহমাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি একটি পাপ করে চল্লিশ বছর অনুতপ্ত হয়ে কেঁদেছি। ঘটনা হলো, এক বন্ধু একদা আমাকে দেখতে আসলো। আমি তাকে মাছ দিয়ে আপ্যায়ন করালাম। খাবার শেষে তিনি আমার এক প্রতিবেশীর কূপের পানি দ্বারা হাত ধৌত করলেন। অথচ আমি এ জন্য অনুমতি নেই নি।" বর্ণিত আছে, একব্যক্তি চিঠি লিখছিলেন। লেখার সময় তিনি ভাড়াকরা একটি কক্ষে অবস্থান করছিলেন। লেখাটুকু কোনো কারণে দেওয়ালের মাটি দিয়ে মুছে নেন। এতে হঠাৎ মনের মধ্যে এ কথাটি আসলো, 'আমি তো কক্ষটি ভাড়া নিয়েছি, এর

মাটি ভাড়া নেই নি।' এরপর ভাবলেন, না! এতে কীই বা সমস্যা আছে। সুতরাং মাটি ব্যবহার করলেন। সাথে সাথে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ উঠলো, 'আজ মাটি ব্যবহারকে যে ব্যক্তি তুচ্ছ ভাবছে, আগামীকাল তাকে এজন্য দীর্ঘ হিসাব দিতে হবে!'

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা একটি বালতি মক্কা শরীফের এক সব্জি বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখলেন। কিছুদিন পর তা ফেরৎ আনার জন্য গেলেন। সব্জি বিক্রেতা দু'টি বালতি বের করে নিয়ে এসে বললো, হযরত! আপনার বালতিটি নিয়ে যান। আহমদ বললেন, আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারছি না কোনটি আমার বালতি। সুতরাং বালতি এবং দিরহাম যা নিয়েছিলাম তা-ও তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও। লোকটি বললো, না! এই বালতিটি হলো আপনার, আমি আগে থেকেই জানতাম। আপনাকে একটু পরীক্ষা করলাম মাত্র। তিনি বললেন, এরপরও, আমি তা নেবো না। সুতরাং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা বেশ দামী একটি জন্তু আরোহণের জন্য ক্রয় করলেন। একদিন জন্তুটিকে বন্ধনমুক্ত করে যুহরের নামায আদায় করছিলেন। জন্তুটি কোনো এক ব্যক্তির ক্ষেতে যেয়ে ঘাস খেতে লাগলো। নামায শেষে তা দেখে তিনি জন্তুটিকে বিসর্জন দিলেন। কোনদিন তিনি এটির উপর আরোহণ করেন নি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শামের এক লোকের কাছ থেকে একটি কলম ধার নিয়েছিলেন। ভুলে তিনি তা মারু শহরে নিয়ে আসলেন। এরপর তা ফেরৎ দেওয়ার জন্য পুনরায় শামে চলে যান।

হযরত ইব্রাহিম নখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা একটি জন্তু সওয়ারী হিসাবে ভাড়া নিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর হাত থেকে লাঠি পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চলার পর তা বুঝতে পেরে জন্তু থেকে নেমে বেঁধে রেখে লাঠি যে স্থানে পড়েছিল সেখানে ফিরে গেলেন। একব্যক্তি মন্তব্য করলো, হযরত! প্রাণীটির উপর আরোহণ করে এখানে

আসতে পারতেন। তিনি জবাব দিলেন, “এরূপ চলার নিয়তে আমি একে ভাড়া নেই নি।”

হযরত আবু বকর দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বনী ইসরাঈলের উপত্যকায় আমি একদা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। রাস্তা পাওয়ার পর এক সৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি আমাকে পানি পান করালেন। ফলে আমার অন্তরে কাঠিন্যতা দেখা দেয়। এরপর থেকে দীর্ঘ ত্রিশ বছর আমি ঐ পানি পানের ব্যাপারটি ভুলতে পারি নি।” বর্ণিত আছে হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা বাদশাহর বাতির আলোতে কাপড় সেলাই করেছিলেন। ফলে দীর্ঘদিন তিনি নিজের অন্তর হারিয়ে ফেলেন। এরপর হঠাৎ ঐ কাপড় টুকরো ছিড়ে দেন। এতে তাঁর অন্তর ফিরে পেলেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন: তাঁর দু’টি ডানা মেলে জান্নাতের এক বৃক্ষ থেকে অপরটিতে উড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কিসের দ্বারা আপনি এই মর্তবার অধিকারী হলেন? তিনি জবাব দিলেন, পরহেজগারী দ্বারা। হযরত হাসসান ইবনে আবি সিনান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যদের সাথে কথা বললেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বিষয়টি তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন? তারা জবাবে বললেন, পরহেজগারী। প্রশ্নকারী বললেন, এটা তো আমার জন্য অত্যন্ত সহজ। তারা প্রশ্ন করলেন, তা কিভাবে? তিনি জবাব দিলেন, এই নহর থেকে আমি চল্লিশ বছর যাবৎ পানি পান করি নি।

হাসসান ইবনে আবি সিনান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ ৭ বছর চিৎ হয়ে ঘুমান নি, তৈলাক্ত খাবার খান নি এবং ঠাণ্ডা পানিও পান করেন নি। তাঁর ইন্তিকালের পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা’আলা আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন? জবাব দিলেন “ভালো। তবে আমি জান্নাতের সামনে আটকে আছি। এর কারণ হলো, একটি সুঁই ধার নিয়েছিলাম, তা ফেরৎ দেই নি।”

হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন দাস ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি তাঁর মনিবের সেবা করেন। চল্লিশ বছর নিরলস উপাসনায় লিপ্ত থাকেন। জীবনের প্রথম পর্বে তিনি একজন ‘ওজনকর্মী’ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “হযরত! আল্লাহ্ তা’আলা আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছেন?” তিনি বললেন, “ভালো। তবে আমি জান্নাতের সামনে আটকা পড়ে গেছি। কারণ একদা মাটির সঙ্গে মিশানো চল্লিশটি শষ্যদানা আমি ওজন করে ফেলেছিলাম।”

হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি এক মৃত ব্যক্তিকে ডাক দিলেন। আল্লাহ্ তা’আলা তাকে জীবিত করে দিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে জবাব দিল, আমি একজন সাধারণ কুলি। লোকজনের মালামাল বহন করতাম। একদিন এক ব্যক্তির লাকড়ি বহনকালে লাকড়ির একটি কাঠি দিয়ে দাঁত খিলাল করলাম। মৃত্যুর পর থেকে আমাকে এই কাজের জন্য জবাবদিহী করতে হচ্ছে।

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাক্বওয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এসময় আব্বাস ইবনে মুহতাদী তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ডেকে বললেন, “হে আবু সাঈদ! তোমর কী লজ্জা হচ্ছে না? আবুদ দাওয়ানিকের ছাদের নীচে বসে আছো। জুবায়দার পুকুর থেকে পানি পান করছো। তুচ্ছ দিরহামের লেদদেন করছো। আবার তুমিই কিনা পরহেজগারীর উপদেশ দিচ্ছ?”

باب الزهد
যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) অধ্যায়

أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني، قال: أخبرنا ابو الحسن عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري ببغداد، قال: حدثنا جعفر بن مجاشع قال: حدثنا زيد بن إسماعيل قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا الحكم ابن هشام، عن يحيى بن سعيد، عن افروة، عن أبي خلاد - وكانت له صحبة - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهداً في الدنيا، ومنطقاً، فاقتربوا منه، فإنه يلقن الحكمة. "

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم، رحمه الله: اختلف الناس في الزهد، فمنهم من قال: الزهد في الحرام، لأن الحلال مباح من قبل الله تعالى، فإذا أنعم الله على عبده بمال من حلال، وتعبده بالشكر عليه، فتركه له باختياره. لا يقدم على إمساكه له بحق إذنه. ومنهم من قال: الزهد في الحرام واجب، وفي الحلال فضيلة، فإن إقلال المال - والعبد صابر في حاله، راض بما قسم الله تعالى له، قانع بما يعطيه - أم من توسعه وتبسطه في الدنيا فإن الله تعالى زهد الخلق في الدنيا بقوله: " قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى " : وغير ذلك من الآيات الواردة في ذم الدنيا والتزهيد فيها.

ومنهم من قال: إذا أنفق العبد ماله في الطاعة وعلم من حاله الصبر، وترك التعرض لما نهاه الشرع عنه في حال العسر، فحينئذ يكون زهده في المال الحلال أثم. ومنهم من قال: ينبغي للعبد أن لا يختار الحلال بتكلفه، ولا طلب الفضول مما لا يحتاج إلريه ويراعي القسمة. فإن رزقه الله، سبحانه وتعالى مالاً من حلال شكره، وإن وقفه الله تعالى، على حد الكفاف لم تكلف في طلب ما هو فضول المال، فالصبر أحسن بصاحب الفقر. والشكر أليق بصاحب المال الحلال. معنى الزهد وتكلموا في معنى الزهد: فكل نطق عن وقته، وأشار إلى حدِّه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: حدثنا أحمد ابن إسماعيل الأزدي قال: حدثنا عمران بن موسى الإسفنجي قال: حدثنا الدورقي قال: حدثنا

وكيع قال: قال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا: قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ، ولا بلبس العباء. وسمعته يقول: سمعت سعيد بن أحمد يقول: سمعت عباس بن عصام يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري السقطي يقول: إن الله سبحانه، سلب الدنيا عن أوليائه، وحماها عن أصفيائه، وأجرها من قلوب أهل وداده؛ لأنه لم يرضها لهم. وقيل: الزهد من قوله سبحانه وتعالى: " لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. "

قالزاهد لا يفرح بموجود من الدنيا، ولا يتأسف على مفقود منها. وقال أبو عثمان: الزهد: أن تترك الدنيا ثم لاتبالي بمن أخذها. سمعت الأستاذ أبا عليِّ الدقاق يقول: الزهد: أن تترك الدنيا كما هي، لاتقول أبني بها رباطاً أو أعمر مسجداً. وقال يحيى بن معاذ: الزهد: يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح، وقال ابن الجلاء: الزهد: هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال ابن خفيف: علامة الزهد: وجود الراحة في الخروج عن الملك. وقال أيضاً: الزهد: سلو القلب عن الأسباب، وفض الأيدي من الأملاك وقيل الزهد: عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت النصراباذي يقول: الزاهد: غريب في الدنيا، والعارف غريب في الأخرة. وقيل: من صدق في زهده أتته الدنيا راغمة. ولهذا قيل: لو سقطت قلنسوة من السماء لما وقعت إلا على رأس من لا يريدها. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عمَّا خلت منه اليد. وقال أبو سليمان الداراني: الصوف علم من أعلم الزهد؛ فلا ينبغي للزاهد أن يلبس صوفاً بثلاثة دراهم، وفي قلبه رغبة خمسة دراهم. وقد اختلف السلف في الزهد. فقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وعيسى بن يونس، وغيرهم: الزهد في الدنيا: إنما هو قصر الأمل.

وهذا الذي قالوه يحمل على أنه من أمارات الزهد، والأسباب الباعثة عليه والمعاني الموجبة له. وقال عبد الله بن المبارك: الزهد: هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر. وبه قال شقيق البلخي، ويوسف بن أسباط وهذا أيضاً من أمارات الزهد، فإنه لا يقوى العبد على الزهد، إلا بالثقة بالله تعالى. وقال عبد الواحد بن زيد: الزهد: ترك الدينار والدرهم.

وقال أبو سليمان الداراني: الزهد: ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد يقول، وقد سأله رويم عن الزهد، فقال: هو استصغار الدنيا، ومحو آثارها من القلب. وقال سري: لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه، ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه. وسئل الجنيد عن الزهد، فقال: خلوُّ اليد من الملك، والقلب من التتبع. وسئل الشبلي عن الزهد فقال: أن نزهد فيما سوى الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاثُ خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة. وقال أبو حفص: الزهد لا يكون إلا في الحلال، ولا حلال في الدنيا، فلا زهد.

وقال أبو عثمان: إن الله تعالى يعطي الزاهد فوق ما يريد، ويعطي الراغب دون ما يريد، ويعطي المستقيم موافقة ما يريد .

وقال يحيى بن معاذ: الزاهد يسعطك الخل والخردل، والعارف يشمك المسك والعنبر. وقال الحسن البصري: الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فيها:. وقيل لبعضهم: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ترك ما فيها على ما فيها. وقال رجل لذي النون المصري: متى أزهد في الدنيا؟ فقال: إذا زهدتَ في نفسك. وقال محمد بن الفضل: إيثار الزهاد عند الاستغناء، وإيثار الفتيان عند الحاجة، قال الله تعالى: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. "

وقال الكتاني: الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ولا مدني ولا عراقي، ولا شامي: الزهد في الدنيا، وسخاوة النفس، والنصيحة للخلق، يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة. وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل، وألبس رداء الزاهدين؟ فقال: إذا صرت من رياضتك في السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضعف في نفسك. فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل، ثم لا آمن عليك أن تفتضح بينهم!! وقال بشكر الحافي: الزهد: ملك لا يسكن إلا في قلب مخلي. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت بن محمد بن الأشعث البيكندي يقول: من تكلم في الزهد، ووعظ الناس، ثم رغب في مالهم، رفع الله

تعالى حب الآخرة من قلبه. وقيل: إذا زهد العبد في النيا وكل الله تعالى به ملكاً يغرس الحكمة في قلبه. وقيل: لبعضهم: لم زهدت في الدنيا؟ فقال: لزهدها فيَّ. وقال أ؛مد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام، وهو: زهد العوام: والثاني: ترك الفضول من حلال، وهو: زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى، وهو: زهد العارفين. سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق، يقول: قيل لبعضهم: لم زهدت في الدنيا؟ قال: لما زهدت في أكثرها أنفت من الرغبة في أقلها. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس المجلوة، ومن يطلبها ما شطتها والزاهد فيها يسخم وجهها، وينتف شعرها، ويحرق ثوبها والعارف مشتغل بالله تعالى، لا يلتفت إليها. سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت: أبا الطيب السامري يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: مارست كل شيء من أمر الزهد، فنلت منه ما أريد، إلا الزهد في الناس؛ فإني لم أبلغه، ولم أطقه. وقيل. ما خرج الزاهدون إلا إلى أنفسهم، لأنهم تركوا النعيم الفاني للنعيم الباقي. وقال النصراباذي: الزاهد حقن دماء الزاهدين،وسفك دماء العارفين.
وقال حاتم الأصم. الزاهد يذيب كيسه قبل نفسه، والمتزاهد يذيب نفسه قبل كيسه. سمعت محمد بن عبد الله يقول: حدثنا علي بن الحسين الموصلي قال: حدثنا أحمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد.

অনুবাদ: হযরত আবু খাল্লাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যখন দেখবে কোনো মানুষকে যুহদের বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে, তোমরা তার কাছে যাবে। সে তো হিকমাত ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দিয়ে থাকে।"

[উস্তাদ আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন] যুহদের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের মধ্যে অনেক মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, হারাম বর্জনে যুহদ প্রযোজ্য হবে। কারণ হালাল কাজ এমনিতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ। কেউ বলেন, হারাম বর্জনে যুহদ অবলম্বন ওয়াজিব। আর হালালের ক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন

প্রশংসনীয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যুহদের উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন: "(হে রাসূল!) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত আর আখিরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম।" [নিসা : ৭৭] আরো অনেক আয়াত আছে যাতে দুনিয়ার প্রতি নিন্দা ও তা থেকে বিমুখ হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

কেউ বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের ক্ষেত্রে মাল খরচ করে, কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে হারাম কাজ করে বসে, এরকম ব্যক্তির জন্য হালালের ক্ষেত্রেও যুহদ অবলম্বন একটি পাপের কাজ। অন্যরা বলেন, কৃত্রিমতার সাহায্যে যেনো মানুষ হালালের অনুসন্ধান না করে। অতিরিক্ত সম্পদের প্রতি যেনো আগ্রহী না হয়। হালাল উপায়ে আল্লাহ তা'আলা যাকিছু দান করবেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। যখন আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র প্রয়োজনমাফিক দান করেন আর তখন যদি দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়, সে যেনো ধৈর্য ধারণ করে। দরিদ্রের জন্য ধৈর্য হলো উত্তম, আর হালাল মালের অধিকারীর জন্য উত্তম হলো শুকর।

যুহদের অর্থ

মাশাইখে কিরাম যুহদের অর্থ হিসাবে বিভিন্ন কথা বলেছেন। হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "পার্থিব জীবনে প্রত্যাশা মুছে দেওয়ার নামই যুহদ। আস্ত খাবার খাওয়া বা আবা পরিধানের নাম যুহদ নয়।" হযরত সিররে সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের হৃদয় থেকে দুনিয়া ছিনিয়ে নেন। তাঁদেরকে দুনিয়ার ছোঁয়া থেকে রক্ষা করেন। কারণ তিনি তাঁদের জন্য দুনিয়াকে পাওয়া পছন্দ করেন না। বলা হয়ে থাকে, কুরআনের এই আয়াতের মধ্যে যুহদের ব্যাখ্যা এসে গেছে:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

-"এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" [হাদীদ : ২৩]

কারণ, দুনিয়ায় প্রাপ্ত কোনো বস্তুতে যাহিদ ব্যক্তি আনন্দিত হয় না। কিছু হেরে গেলেও সে পরিতাপ করে না। হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"যুহদ হলো তুমি দুনিয়া ছেড়ে দেবে। এরপর দুনিয়া কে অর্জন করলো, সেদিকে তোমার দৃষ্টিও পড়বে না।" উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যুহদ হচ্ছে দুনিয়া যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই একে ছেড়ে দেবে। তুমি এরকম বলবে না, আমি এতে কোনো তাঁবু বানাবো বা কোনো মসজিদ নির্মাণ করবো।" হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যুহদ দ্বারা রাজত্বের প্রাচুর্য আসে। আর প্রেম দ্বারা রূহের প্রাচুর্য লাভ হয়।" ইবনুল জালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যুহদ হলো দুনিয়ার প্রতি তুমি ক্ষয় ও লয়ের দৃষ্টিতে তাকাবে। এতেকরে দুনিয়া তোমার চোখের সামনে সর্বদা তুচ্ছ থাকবে। এ থেকে মুখ ফেরানো তোমার জন্য সহজ হবে।" ইবনে খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যুহদের আলামত হলো রাজত্ব ত্যাগ করেও পরম সুখ অনুভব করা।" তিনি আরো বলেছেন, "বস্তু থেকে হৃদয়কে ছিনিয়ে আনা ও রাজত্ব থেকে হাতকে ঝেড়ে ফেলার নাম যুহদ"। বলা হয়ে থাকে, "যুহদ হলো কোনো কৃত্রিমতা ছাড়া দুনিয়া থেকে নফসকে ফিরিয়ে রাখা।"

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যাহিদ ব্যক্তি দুনিয়াতে অপরিচিত থাকে। আর 'আরিফ থাকে আখিরাতে অপরিচিত।" বলা হয়ে থাকে, "সত্যিকার অর্থে যে ব্যক্তি যুহদ অবলম্বন করবে দুনিয়া তার নিকট তুচ্ছ হয়ে আসবে।" আরো বলা হয়ে থাকে, "আকাশ থেকে যদি কোনো টুপি পতিত হয়, তবে তা এমন লোকের মাথায়ই পড়তো, যে দুনিয়া থেকে বিতৃষ্ণ।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যুহদ হলো মুক্ত হাতের মতো অন্তরকে একদম খালি করে নেওয়া।" হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সুফ হলো যুহদের একটি বড় নিদর্শন। কোনো জাহিলের হৃদয়ে যদি ৫ দিরহামের সুফ (সুফিদের পরিধেয়) পরার আগ্রহ থাকে তবে তার জন্য তিন দিরহামের সুফ পরিধান করা উপযোগী নয়।" হযরত সুফিয়ান সওরী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ঈসা ইবনে ইউনুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মাশাইখ বলেন, "দুনিয়াতে যুহদ হলো আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একদম ছোট করে ফেলা।" তাঁরা এখানে আশা-আকাঙ্ক্ষা এজন্য বলেছেন, এটা বর্জন করাই হলো যুহদের অন্যতম একটি নিদর্শন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "দারিদ্র্যের

প্রতি আকর্ষণসহ আল্লাহর উপর ভরসাই হচ্ছে যুহদ।” অনুরূপ কথা বলতেন, হযরত শাক্বিক বলখী ও ইউসুফ ইবনে আসবাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। আসলে আল্লাহর উপর ভরসা ছাড়া কোনো বান্দাহ যুহদের অধিকারী হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা’আলার উপর ভরসা হলো যুহদের একটি আলামত। হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দীনার-দিরহাম বর্জনের নাম হলো যুহদ”। হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যাকিছু আল্লাহ থেকে উদাসীন করে তা বর্জনের নামই হলো যুহদ।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যুহদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন, “দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা, অন্তর থেকে এর সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা।” হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যাহিদ যদি আত্মভুলা হয়ে যায় তবে তার জীবন সুখকর হয় না। আর ’আরিফ যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে তাহলে তার জীবনও সুখকর হবে না।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যুহদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বললেন, “তাহলো মালিকানা থেকে হাত খালি থাকা এবং এর অনুসন্ধানকে অন্তর থেকে মুক্ত রাখা।” হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যুহদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, “আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু’আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যুহদের আসল অর্থে কেউ পৌঁছুতে পারবে না যতক্ষণ না তার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে: ১. বিনিময়হীন কর্ম, ২. লোভহীন কথা, ৩. নেতৃত্বহীন সম্মান।” হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যুহদ একমাত্র হালালের মধ্যেই হয়ে থাকে। দুনিয়ায় যদি হালালের অস্তিত্ব থাকে না- তবে যুহদও থাকবে না।” হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যাহিদ যা চায় আল্লাহ তাকে এরচে বেশী দান করেন। পক্ষান্তরে দুনিয়ালিপ্সু যা চায় আল্লাহ তাকে এরচে কম দান করেন। যে ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ তার চাহিদানুযায়ী দান করেন।” হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দুনিয়াবাসী ও দুনিয়ার মধ্যে যাকিছু আছে, এসব থেকে বিমুখ হওয়ার নাম হলো যুহদ।”

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ার জীবনে আমি কখন যাহিদ হতে পারবো? জবাব দিলেন, "যখন তুমি নিজের মধ্যে যাহিদ হতে পারবে।" হযরত মুহাম্মদ ইবনে ফযল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "প্রাচুর্যের সময় যাহিদরা নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেন। আত্মনির্ভরশীল যুবকরা অভাবের সময় অন্যের উপর নিজেকে প্রাধান্য দেয়।" আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

-"[তাদেরকে] যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।" [হাশর : ৯]

হযরত কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কুফি, মাদানী, ইরাকী এবং শামীরা যে বিষয়ের উপর একমত তাহলো, দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন করা আত্মার প্রাচুর্য তৈরী করা ও সৃষ্টির কল্যাণ কামনা হলো সবার নিকট পছন্দনীয়।" এক ব্যক্তি হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কখন তাওয়াক্কুলের দোকানে প্রবেশ করবো এবং যাহিদদের পোশাক পরবো?" তিনি উত্তর দিলেন, "গোপনে রিয়াযত-মুজাহাদা করে এমন এক পর্যায়ে তুমি পৌঁছুবে- যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনদিন পর্যন্ত রিজিক থেকে বঞ্চিত হলেও তুমি মনোবল হারাবে না। যদি এ স্তরে উপনীত হতে না পারো তবে যাহিদদের বিছানায় উপবেশন তোমার জন্য মূর্খতা হবে। নিজেকে অপদস্ত করারও আশঙ্কা আছে।" হযরত বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যুহদ হলো একটি রাজত্ব। তা কেবল নিঃস্ব হৃদয়ে টিকে থাকে।" হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আশআস বিকিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি যুহদ নিয়ে আলোচনা করে, মানুষকে উপদেশ দেয় আবার তাদের অর্থসম্পদ পাওয়ার লোভ-লালসা করে, আল্লাহ তার হৃদয় থেকে আখিরাতের মুহাব্বাত তুলে নেবেন।"

বলা হয়, "দুনিয়াতে কোনো বান্দা যখন যুহদ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার জন্য একজন ফিরিশতা নিয়োগ করবেন। সে তার হৃদয়ে হিকমাত ও প্রজ্ঞার বৃক্ষ রোপণ করবে।" একজন শায়খকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি দুনিয়াতে যাহিদ হলেন কেন? জবাব দিলেন, "কারণ দুনিয়াও আমার থেকে যাহিদ।" হযরত ইমাম আহমদ

ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যুহদ তিন প্রকার: ১. হারাম বর্জন করা; এটা হলো সাধারণ লোকের যুহদ, ২. হালালের মধ্যে অপব্যয় বর্জন; এটা বিশেষ লোকদের যুহদ ও ৩. যা কিছু আল্লাহ থেকে গাফিল বানিয়ে দেয় তার সবকিছু বর্জন করা; এটাই হলো ’আরিফদের যুহদ।”

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, “একজন শায়খকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কিভাবে দুনিয়াতে যাহিদ হলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি যখন কোনো বস্তুর অধিকাংশ বিষয়ে অনুৎসাহ অনুভব করি, তখন এর কিয়দাংশেও যুহদ অবলম্বন করেছি।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু’আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দুনিয়া হলো পর্দাহীনা কনের মতো। যে এর পেছনে লাগবে সে তাকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর যে এর প্রতি অনুৎসাহিত হবে তার মুখম-ল দুনিয়া জ্বালিয়ে দেবে। চুল ছিড়ে ফেলবে। কাপড় দগ্ধ করবে। আর ’আরিফ তো আল্লা্হকে নিয়েই ব্যস্ত। তার তো দৃষ্টিই সেদিকে নেই।” হযরত সিররি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রত্যেক বিষয়েই আমি যুহদের চর্চা করেছি এবং তাতে সফলও হয়েছি। কেবলমাত্র মানুষের বেলায় যুহদ অর্জন করতে পারি নি। কারণ, আমি এ স্তরে পৌঁছি নি- এর ক্ষমতাও রাখি না।” বলা হয়ে থাকে, “যাহিদরা নিজেকে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়েন। তারা চিরস্থায়ী আরাম আয়েশের জন্য ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ বিসর্জন দেন।”

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যুহুদ যাহিদের রক্তকে মুক্ত রাখে এবং আরিফদের রক্তকে ভাসিয়ে দেয়।” হযরত হাতিমে আসম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যাহিদ নিজেকে বিক্রির পূর্বে নিজের মূদ্রার থলে বিক্রি করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যাহিদ হওয়ার বাহানা করে সে থলের পূর্বে নিজেকে বিক্রি করে দেয়।” হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একটি ঘরে আল্লাহ তা’আলা সব ধরনের অনিষ্ট রেখে দিয়েছেন। এ অনিষ্টের চাবি হলো দুনিয়াপ্রীতি। এভাবে একটি ঘরে আল্লাহ তা’আলা সর্বপ্রকার কল্যাণও রেখেছেন। আর যুহদকে বানিয়েছেন এর চাবি।”

باب الصمت
সাম্ত (নীরবতা) অধ্যায়

أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. "

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدا، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا بشر بن موسى الأسدي قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، عن بن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن قبة بنع عامر قال: قلت: يارسول الله، ما النجاة؟ قال: " احفظ عليك لسانك، وليسعك بيتك، وأبك على خطيئتك. "

قال الأستاذ، رحمه الل: الصمت سلامة، وهو الأصل. وعليه ندامة إذا ورد عنه الزجر فالواجب: أن يعتبر فيه الشرع، والأمر والنهي. والسكوت في وقته: صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. والصمت: من آداب الحضرة، قال الله تعالى: " وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " . وقال تعالى - خبراً عن الجن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم - : " فلما حضروه قالوا أنصتوا. " ..

وقال تعالى: " وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً. "

وكم بين عبد يسكت تصاوناً عن الكذب والغيبة. وبين عبد يسكت لاستيلاء سلطان الهيبة عليه. وفي معناه أنشدوا:

أفكر ما أقول إذا افترقنا ... وأحكم دائباً حجج المقال

فأنساها إذا نحن التقينا ... فانطق، حين أنطق، بالمحال

وأنشدوا:

فياليل كم من حاجة له مهمة ... إذا جئتكم لم أدر ياليل ماهيا
وأنشدوا:
وكم حديث لك حتى إذا ... مكنت من لقياك أنسيته
وأنشدوا:
رأيتك الكلام يزين الفتى ... والصمتُخير لمن قد صمت
فكم من حروف تجر الحتوف ... ومن ناطق ود أن لو سكت

والسكوت على قسمين: سكوت بالظاهر، وسكوت بالقلب والضمائر. فالمتوكل: يسكت قلبه عن تقاضي الأرزاق. والعارف: يسكت قلبه مقابلة للحكم بنعت الوفاق. فهذا بجميل صنعه واثق، وهذا بجميع حكمه قانع. وفي معناه قالوا:
تجري عليك صروفه ... وهموم سرك مطرقة

وربما يكون سبب السكوت حيرة البديهة؛ فإنه إذا ورد كشف عن وصف البغتة خرست العبارات عند ذلك، فلا بيان، ولا نطق. وطمست الشواهد هنالك، فلا علم، ولا حس. وقال الله تعالى: " يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. "

فأما إيثار أرباب المجاهدة السكوت: فلما علموا ما في الكلام من الآفات؛ ثم ما فيه من حظ النفس، وإظهار صفات المدح، والميل إلى أن يتميز بين أشكاله بحسن النطق، وغير هذا من آفات في الخلق، وذلك يتميز بين نعت أرباب الرياضات، وهوأحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق.

وقيل: إن داود الطائي، لما أراد أن يعقد في بيته اعتقد أن يحضر مجالس أبي حنيفة، رحمه الله، إذ كان تلميذاً له، ويقعد بين أقرانه من العلماء، ولا يتكلم في مسألة، فلما قوَّي نفسه على ممارسة هذه الخصلة سنة كاملة، قعد في بيته عند ذلك وآثر العزلة. وكان عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، إذا كتب كتاباً واستحسن لفظه مزق الكتاب وغيره.

سمعت الشيخ أبا عب الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحق السراج قال: سمعت أحمد بن الفتح يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. وقال سهل بن عبد الله: لا يصح لأحد الصمت حتى يلزم نفسه للخلوة، ولا تصح له التوبة حتى يلزم نفسه الصمت. وقال أبو بكر الفارسي:

من لم يكن الصمت وطنه فوفي الفضول ون كان صامتاً.. والصمت ليس بمخصوص على اللسان، لكنه على القلب والجوارح كلها. وقال بعضهم: من لم يستغنم السكوت فإذا نطق نطق بلغو. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت ممشاد الدينوري يقول: الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفكر. وسئل أبو بكر الفارسي عن صمت السر فقال: ترك الاشتغال بالماضي والمستقبل. وقال أبو بكر الفارسي: إذا كان العبد ناطقاً فيما يعنيه، وفيما لابد منه، فهو في حد الصمت.

روي عن معاذ بن جبل، رضي الله عنه، أنه قال: كلم الناس قليلاً، وكلم ربك كثيراً؛ لعل قلبك يرى الله تعالى. وقيل لذي النون المصري: من أصون الناس لقلبه؟. قال: أهلكم للسانه. وقال ابن مسعود: ما من شيء يطول السجن أحق من اللسان. وقال علي بن بكار: جعل الله تعالى لكل شيء بابين، وجعل للسان أربعة أبواب: فالشفتان مصراعان، والأسنان مصراعان. وقيل: إن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، كان يمسك في فيه حجراً كذا كذا سنة؛ ليقل كلامه. وقيل: إن أبا حمزة البغدادي، رحمه الله، كان حسن الكلام، فهتف به هاتف، فقال له: تكلمت فأحسنت، بقي أن تسكت فتحسن؟ فما تكلمَّ بعد ذلك حتى مات قريباً من هذه الحالة على رأس اسبوع، أو أقلَّ، أو أكثر. وربما يكون السكوت يقع على المتكلم تأديباً له، لأنه أساء أدبه في شيء. كان الشبلي إذا قعد في حلقته، ولا يسألونه، يقول: " ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. "

وربماً يقع السكوت على المتكلم، لأن في القوم من هو أولى منه بالكلام. سمعت أبن السماك يقول: كان بين شاه الكرماني، ويحيى بن معاذ صداقة، فجمعهما بلد، فكان شاه لا يحضر مجلسه، فقيل له في ذلك: فقال: الصواب هذا. فما زالوا به حتى حضر يوماً مجلسه، وقعد ناحية لا يشعر به يحيى بن معاذ، فلما أخذ يحيى في الكلام سكت، ثم قال: ها هنا من هو أولى بالكلام مني، وارتج عليه فقال شاة: قلت لكم الصواب أن لا أحضرُ مجلسه.

وربمَّا يقع السكوت على المتكلم لمعنى في الحاضرين، وهو أنه يكون هناك من ليس بأهل لسماع ذلك الكلام فيصون الله تعالى لسان المتكلم غيرة وصيانة لذلك الكلام عن غير أهله.

وربما كان سبب السكوت الذي يقع على المتكلم: أن بعض الحاضرين كان معلومُ الله تعالى من حاله أنه يسمع ذلك الكلام، فيكون فتنة له، إما لتوهمه أنه وقته ولا يكون، أو لأنه يحملِّ نفسه مالا يطيق فيرحمه الله، عزَّ وجلَّ، بأن يحفظ سمعه عن ذلك الكلام، إما صيانة له، أو عصمة عن غلطة.

وقال مشايخ هذه الطريقة. ربما يكون السبب فيه حضور من ليس بأهل لسماعه من الجن، إذ لا تخلو مجالس القوم من حضور جماعة من الجن. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: اعتللت مرة بمرو فاشتقت أن أرجع إلى نيسابور. فريت في المنام. كأن قائلاً يقول لي: لا يمكنك أن تخرج من هذا البلد، فإن جماعة من الجن قد استحلوا كلامك، ويحضرون مجلسك، فلأجلهم تجلس هاهنا. وقال بعض الحكماء: إنما خلق للإنسان لسان واحد، وعينان، وأذنان، ليسمع ويبصر أكثر مما يقول. ودعي إبراهيم بن أدهم إلى دعوة؛ فلما جلس أخذوا في الغيبة، فقال: فقال: عندنا يؤكل اللحم بعد الخبز، وأنتم ابتدأتم بأكل اللحم؟ أشار إلى قوله تعالى: " أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً، فكرهتموه ".

وقال بعضهم: الصمت، لسان الحْلم. وقال بعضهم: تعلمَّ الصمت، كما تتعلم الكلام؛ فإن كان الكلام يهديك، فإن الصمت يقيك. وقيل: عفة اللسان صمته. وقيل: مثل اللسان مثل السبع إن لم تُوثقه عدا عليك: وسئل أبو حفص: أيُّ الحالين للوليِّ أفضل؟ الصمت، أو النطق؟ فقال: لو علم الناطق ما آفة النطق لصمت إن استطاع عمرَ نوح، ولو علم الصامت ما آفة الصمت لسأل الله تعالى، ضعفي عمر نوح حتى ينطق.

وقيل: صمت العوامِّ بألسنتهم، وصمت العارفين بقلوبهم، وصمت المحبين بالتحفظ من خواطر اسرارهم.

وقيل لبعضهم: تكلمَّ فقال: ليس لي لسان فأتكلمَّ. فقيل له: اسمع، فقال: ليس فيَّ مكان فأسمع. وقال بعضهم: مكثت ثلاثين سنة لا يسمع قلبي إلا من لساني. وقال بعضه: لو أسكت لسانك لم تنج من كلام قلبك، ولو صرت رميماً لم تتخلص من حديث نفسك، ولو جهدت كلَّ الجهد لم تكلمك روحك، لأنها كاتمة للسر. وقيل: لسان الجاهل مفتاح حتفه.

وقيل: المحب: إذا سكت هلك، والعارف إذا سكت ملك سمعت محمد بن الحسين، يقول سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول: سمعت مردوية الصائغ يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه .

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, সে যেনো প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, সে যেনো অতিথিকে শ্রদ্ধা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী, সে যেনো ভালো কথা বলে না হয় নীবর থাকে।" হযরত উকবা ইবনে আমির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি কিসে নিহিত? তিনি জবাব দিলেন, মুখ সংযত রাখো, তোমার ঘর যেনো তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করো।"

হযরত উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নীরবতায়ই শান্তি। এটাই সবকিছুর মূল। কিন্তু নীরবতায় যদি নিষেধ আসে তখন নীরব থাকা লজ্জার কারণ। তাই নীরবতা ও কথা বলার ক্ষেত্রে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অবলম্বন করা উচিৎ। স্থাল-কাল ভেদে কথা বলা ও নীরব থাকাই হলো মানুষের সুন্দর বৈশিষ্ট্য।" উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সত্য বলতে যে চুপ থাকে, সে বোবা শয়তান।" আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকার একটি আদব হলো নীরব থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

-"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।"। [আ'রাফ : ২০৪]

জিন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের নিকট আসলো, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا

-"তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক!" [আহক্বাফ : ২৯]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরো বলেন:

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسً

-"দয়াময় অল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুনগুন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না"। [ত্বোয়া-হা : ১০৮]

এমন অনেক লোক আছেন, মিথ্যা ও গীবত থেকে বাঁচার জন্য নীরব থাকেন। আবার অনেকে আছে, যারা বাদশাহর ভয়ে নীরব থাকেন। এ সম্পর্কে কবি বলেন:

আমরা যখন একে অন্য থেকে দূরে, ভাবতে থাকি কি বলবো
আমি নাছুড়বান্দার মতো নিখুঁতভাবে বলতে প্রস্তুতি নিই
কিন্তু যখন দেখা হলো, হঠাৎ সবকিছু আমা থেকে হারিয়ে গেল
যখন কথা বেরুলো মুখ থেকে তা সবই অস্পষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

তারা আরো আবৃত্তি করেন:

হে লাইলা! আর ক'টি জরুরী প্রয়োজন আমার হতে হবে
কেনো, তাহলে, হে লাইলা! যখন তোমার কাছে আসি
আমি আর বুঝতে পারি না এগুলো কি?

এছাড়া তারা এই দু'টি পংক্তিও আবৃত্তি করে থাকেন:

আমি তোমাকে আর কতোটি কাহিনী শুনাবো; যদিও,
সাক্ষাতের সুযোগ পেলে, আমি সবই ভুলে যাই!

তারা আরো আবৃত্তি করেন:

আমি দেখেছি কিভাবে কথার মালায় যুবকটি অলঙ্কৃত হয়;
কিন্তু, যে কেউ ইচ্ছে করে, তার জন্য নীরব থাকাই উচিৎ
কতো যে কাতিবের মৃত্যু হয়েছে, লেখার দরুণ
আর কতো যে বক্তা আক্ষেপ করেছে, নীরব থাকাই ছিলো উত্তম!

নীরবতা দু'প্রকার: ১. বাহ্যিক ও ২. আত্মিক। যে ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিল তথা আল্লাহর উপর ভরসাকারী, রিজেকের অনুসন্ধান থেকে তার হৃদয় নীরব থাকে। আর 'আরিফের হৃদয় আল্লাহর যাবতীয় ফায়সালায় নীরবতা অবলম্বন করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আল্লাহর কর্মের উপর নির্ভরশীল। আর দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট। কবি বলেন:

যদিও প্রভুর সিদ্ধান্তগুলো তোমার উপর বিস্তারলাভ করে
কিন্তু তোমার অন্তঃস্থলের দুশ্চিন্তাগুলো প্রশান্ত হয়।

সৃষ্টির বিস্ময়কর কিছু পর্যবেক্ষণ করলেও কোনো কোনো সময় নীরবতা এসে যায়। আকর্ষিকভাবে যখন কোনো রহস্য উন্মোচন হয়, সেখানে জিহ্বা ও ভাষা বোবা বনে যায়। কোনো ব্যাখ্যা, কোনো কথা বেরিয়ে আসে না। কোনো উদাহরণের সন্ধান পাওয়া যায় না। জ্ঞান ও অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

-"যেদিন আল্লাহ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন: আমরা অবগত নই"। [মাইদাহ : ১০৯]

মুজাহাদাকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নীরবতা। কারণ তারা জানেন কথাবার্তায় বিপদ আসে, প্রবৃত্তির বিলাসিতা আসে, আত্মগরিমার আশঙ্কা প্রবল হয়। সৃষ্টি থেকে আরো অনেক বিপদের আশঙ্কা থাকে। মুজাহাদার বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিতে এবং আদর্শকে সুশোভিত করতে নীরবতা হলো একটি খুঁটি বা স্তম্ভ। বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন ঘরে বসতে ইচ্ছা করতেন, তখনই আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে চলে যেতেন। তিনি হযরতের ছাত্র

ছিলেন। সহপাঠী আলিমদের সঙ্গে বসে থাকতেন। কোনো মাসআলার কথা উচ্চারণ করতেন না। এভাবে এক বছর চলে যাওয়ার পর যখন এই নীরবতা অবলম্বনের বৈশিষ্ট্যটি তাঁর মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠলো, তখন থেকেই তিনি ঘরে বসতেন ও নিঃসঙ্গতাকে প্রাধান্য দিতেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিঠি লিখার সময় কোনো শব্দ যদি তাঁর ভালো লাগতো, তখন তা কেটে ফেলতেন। হযরত বিশর ইবনে হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কথা বলতে অহঙ্কার আসলে নীরব থাকবে। আর যদি নীরবতা অবলম্বনে অহঙ্কার বোধ হয় তখন কথা বলো।" হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নিঃসঙ্গতা ছাড়া নীরবতা অবলম্বন কারোর জন্য সম্ভব নয়। আর নীরবতা ছাড়া তাওবাহ সম্ভব নয়।" হযরত আবু বকর ফারিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি নীরবতাকে তার মাতৃভূমিতে পরিণত করবে না, সে আসলে বাচাল যদিও সে নীরবতা পালনকারী হোক। নীরবতা তো কেবল মুখের সাথে সম্পর্কিত নয়- এর সম্পৃক্ততা তো আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে।" একজন সুফী বলেন, "যে নীরবতার মর্ম বুঝে না, সে কেবল বাচালের মতো আবুল-তাবুল বলবে।" হযরত মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "প্রজ্ঞাবানরা নীরবতা ও চিন্তার মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হন।" হযরত আবু বকর ফারিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অন্তরের নীরবতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, "অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ততা ছেড়ে দেওয়া।" তিনি আরো বলেন, "প্রয়োজনবোধে মানুষ কথা বলবে, আর প্রয়োজনবোধে নীরব থাকবে- এটাই মূলত নীরবতার সংজ্ঞা।" হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "মানুষের সঙ্গে কম করে কথা বলো আর প্রভুর সঙ্গে বেশী কথা বলো। এতে করে তোমার অন্তর আল্লাহকে দেখতে পাবে।" হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ মানুষ নিজের অন্তরকে বেশী রক্ষা করতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, "যে তার জবান সংরক্ষণ করতে পারে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "জিহ্বা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী কারাগারের সাজা আর কিছুই নেই।" হযরত আলী ইবনে বাক্কার

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তুর জন্য দু'টি দরোজা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মুখের জন্য সৃষ্টি করেছেন চারটি দরোজা। দু' ঠোঁট হলো দু' দরোজা আর দাঁতের দু' মাড়ি আরো দু' দরোজা।" বর্ণিত আছে, "হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কম কথা বলার জন্য এক বছর যাবৎ মুখের মধ্যে পাথর রেখেছিলেন।" আরো বর্ণিত আছে, "হযরত আবু হামজা বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুবক্তা ছিলেন। একদিন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শ্রবণ করলেন: তুমি কথা বলেছো- তাতো ভালোই করেছ। তবে এখন থেকে তোমার জন্য নীরবতা অবলম্বনই কল্যাণকর। এ ঘটনার পর সপ্তাখানেক পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর কোনো কথা বলেন নি।"

কোনো কোনো সময় শাস্তিস্বরূপ কারোর জন্য নীরবতা অবলম্বন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। হয়তো কথা বলার ভদ্রতায় ব্যঘাত ঘটেছে। হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মজলিসে বসাকালে লোকজন তাঁকে কোনো প্রশ্ন না করলে বলতেন:

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ

-"জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে এখন তারা কোনো কিছু বলতে পারবে না।"। [নামল : ৮৫]

মানুষকে কখনো নীরব থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে তার চেয়েও জ্ঞানবান কেউ অবস্থান করেন। হযরত ইবনে সিমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "শাহ কিরমানী ও ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। একবার তাঁরা কোনো এক শহরে একত্রে অবস্থান করছিলেন। শাহ কিরমানী তখন ইয়াহইয়ার মাজলিসে উপস্থিত হতেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দেন, না যাওয়াটাই উত্তম। কিন্তু একদিন হঠাৎ তাঁর মজলিসে চলে গেলেন। এক কোণে নীরবে বসে পড়েন। ইয়াহইয়া তা প্রথমে জানতে পারেন নি। তিনি যখন কথা শুরু করলেন, তখন আবার হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেলেন। এরপর বললেন, এখানে একজন উপস্থিত হয়েছেন, যিনি কথা বলার জন্য আমার চেয়ে বেশী উপযুক্ত। ফলে মজলিসে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। শাহ কিরমানী পরে বলেন, আমি এজন্যই বলেছিলাম, তাঁর মজলিসে না যাওয়াই আমার জন্য উত্তম।"

কখনো কাউকে এজন্যও নীরব থাকতে হয়, যখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে কথাগুলো বুঝার যোগ্যতা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা এই বক্তার কথাকে অযোগ্যদের মধ্যে প্রচার হওয়া থেকে রক্ষা করেন। অথবা নীরবতা অবলম্বনের কারণ এটাও হতে পারে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারেন আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বক্তার কথায় অসন্তুষ্ট হলে যে করুণ পরিণতি হতে পারে, তা বক্তার জন্য ক্ষতিকর হবে। মাশাইখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আরো বলেন, কখনো বা নীরব থাকতে হয় এজন্য যে, মজলিসে কোনো জিন উপস্থিত থাকতে পারেন। কারণ মানুষের সমাগমে জিনদেরও উপস্থিতি হয়ে থাকে। উস্তাদ দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, "আমি একদা মারুফে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নিশাপুর যাওয়ার জন্য বেশ উদগ্রীব হই। স্বপ্নে দেখলাম, কেউ আমাকে বলছেন, এ শহর ছেড়ে চলে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভব নয়। কারণ একদল জিন আপনার বক্তব্যের প্রতি আকর্ষিত আছে এবং তারা আপনার মজলিসে উপস্থিত হবে। সুতরাং আপনাকে মজলিসে উপস্থিত থাকতে হবে।"

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, "মানুষকে একটি জিহ্বা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চোখ ও কান দেওয়া হয়েছে দু'টি করে। এর কারণ হলো, সে কথা বলার চেয়ে বেশী দেখবে ও শোনবে।" হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক জায়গায় আপ্যায়নে নিমন্ত্রণ করা হলো। মজলিসে উপস্থিত হওয়ার পর লোকজন গীবত শুরু করলো। তিনি বললেন, "আমাদের এখানে রুটির পর মাংস ভক্ষণ করা হয়- আর তোমরা শুরু করে দিয়েছ মাংস দিয়ে!" তিনি আসলে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর দিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন:

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

-"তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?"। [হুজুরাত : ১২]

একজন সুফি বলেন, "নীরবতা হলো গাম্ভীর্যের ভাষা"। আরেক শায়খ বলেন, "যেভাবে কথা বলা শেখো, ঠিক সেভাবে নীরবতাও শেখে নাও। কথাবার্তা তোমাকে রাস্তা দেখাবে আর নীরবতা তোমাকে রক্ষা করবে।" বলা হয়ে থাকে, "নীরবতা হলো জিহ্বার গুণ।" আরো বলা হয়, "জিহ্বার তুলনা চলে চতুষ্পাদ জন্তুর সাথে। যাদি একে বেঁধে না রাখো, তোমার উপর সে আক্রমণ চালাবে।" হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, ওলির জন্য কোন্ বৈশিষ্ট্য উত্তম: নীরবতা না কথা বলা? তিনি জবাব দিলেন, "কথক যদি বুঝতে পারতো কথা বলায় কিরূপ বিপদ আছে, নূহ আলাইহিসসালামের মতো দীর্ঘজীবী হলেও সে সর্বদা নীরবতা অবলম্বন করতো। অপরদিকে নীরবতা অবলম্বনকারী যদি জানতো তাতে কী বিপদ নিহিত, তাহলে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো নূহ আলাইহিসসালামের মতো দীর্ঘ জীবনের যাতে সে শুধু কথা বলতে পারে।" আরো বলা হয়, "সাধারণ লোকদের নীরবতা হয় জিহ্বা দ্বারা, 'আরিফদের নীরবতা হয় অন্তরের মাধ্যমে। আর আল্লাহপ্রেমিকদের নীরবতা হলো, অন্তঃস্থলকে বিপজ্জনক চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা।"

একজন শায়খকে বলা হলো, কথা বলুন। তিনি জবাব দিলেন, "আমার তো জিহ্বা নেই! কি দিয়ে কথা বলবো?" বলা হলো কথা শোনেন। তিনি বললেন, "আমার মধ্যে এমক কোনো বস্তু নেই যা দিয়ে কথা শোনবো!" আরো এক শায়খ বলেন, "ত্রিশ বছর যাবৎ আমার অন্তর কেবল নিজের মুখের কথাই শোনেছে- আর কারোর নয়।" অপর আরেক শায়খের মন্তব্য হলো, "তোমার জবানকে নীরব রাখলেও অন্তরের কথা থেকে মুক্তি পাবে না। হাড়গুড়োয় পরিণত হলেও তুমি অন্তরের কথাবলা থেকে রেহাই পাবে না। তুমি যতোই চেষ্টা করো, তোমার আত্মা তোমার সাথে কথা বলবে না কারণ, তার বৈশিষ্ট্য হলো ঐশী রহস্য গোপন রাখা।"

বলা হয়ে থাকে, "মূর্খ লোকের জিহ্বা তার ধ্বংসের চাবি।" আরো বলা হয়, "প্রেমিক নীরব থাকলে নির্মূল হয়ে যায়। আর 'আরিফ নীরব থাকলে সে রাজত্ব লাভ করে।" হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি তার আমলের হিসাব করে কথা বলে সে কম বলে, যা বলে শুধুমাত্র তার নিজের ব্যাপারেই বলে।"

باب الخوف
খাওফ (ভয়) অধ্যায়

قال الله تعالى: " يدعون ربهم خوفا وطعما. "
أخبرنا أبو بكر محمد بن دلوية الدقاق قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا عامر بن أبى الفرات قال:حدثنا المسعودي، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريره قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى، حتى يلج اللبن في الضرع. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد أبداً.
حدثنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن الشرفي، قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان بن الشرفي، قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو تعلمون ما أعلملضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً. "
قلت الخوف: معنى متعلقة في المستقبل، لأنه نما يخاف أن يحلَّ به مكروه، أو يفوته محبوب. ولا يكون إلا لشيء يحصل في المستقبل. فأمَّا ما يكون في الحال موجوداً، فالخوف لا يتعلق به. والخوف من الله تعالى، هو: أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إمَّا في الدنيا، وإما في الآخرة.
وقد فرض الله، سبحانه، على العباد أن يخافوه، فقال تعالى: " وخافون إن كنتم مؤمنين. "
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: الخوف علي مراتب: الخوف، والخشية، والهيبة. فالخوف من شرط الإيمان وقضيته. قال الله تعالى: " وخافون إن كنتم مؤمنين " . سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: الخوف على مراتب: الخوف، والخشية، والهيبة. فالخوف من شرط الإيمان وقضيته: قال الله تعالى: " وخافون إن كنتم مؤمنين. "
والخشية من شرط العلم، قال الله تعالى: " إنما يخشى الله من عباده العلماء " والهيبة من شرط المعرفة، قال الله تعالى: " ويحذركم الله نفسه. "

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله؛ يقول: سمعت محمد ابن علي الحيري يقول: سمعت محفوظاً يقول: سمعت أبا حفص يقول: الخوف سوْط الله يقوّم به الشاردين عن بابه. وقال أبو القاسم الحكيم: الخوف على ضربين: رهبة، وخشية. فصاحب الرهبة يلتجىء إلى الهرب ذا خاف، وصاحب الخشية يلتجىء إلى الرب. قال رحمه الله: ورهب، وهرب؛ يصح أنا يقال: أنهما واحد معنى، مثل: جذب، وجبذ. فإذا هرب أنجذب في مقتضى هواه، كالرهبان الذين اتبعوا أهوائهم فإذا كبحهم لجام العلم وقاموا بحق الشرع، فهو الخشية.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: سمعت أبا حفص يقول: الخوف، سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقَّاق، رحمه الله. يقول: الخوف ألاَّ تعلل نفسك بعسى وسوف. سمعت محمد بن الحسين. يقول: سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول: سمعت أبا عمر الدمشقي يقول: الخوف، سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقَّاق، رحمه الله. يقول: الخوف ألاَّ تعلل نفسك بعسى وسوف.

سمعت محمد بن الحسين. يقول:سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول: سمعت أبا عمر الدمشقي يقول: الخائف، من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان. وقال ابن الجلاء: الخائف، من تؤمنه المخوفات. وقيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخف أن يعذب عليه.

وقيل للفضيل، مالنا لا نرى خائفاً؟ فقال: لو كنتم خائفين لرأيتم الخائفين، إن الخائف لايراه إلا الخائفون، وإن الثكلى، هي التي تحب أن ترى الثكلى. وقال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم، لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة. وقال شاء الكرماني: علامة الخوف: الحزن الدائم. وقال أبو القاسم الحكيم: من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله عزَّ وجل هرب إليه. وسئل ذو النون المصرين رحمه الله، متى يتيسر على العبد سبيل الخوف؟ فقال: إذا أنزل نفسه منزلة السقيم، يحتمى من كل شيء؛ مخافة طول السقام. وقالبشر الحافي: الخوف من الله ملك لايسكن إلا في قلب متق. وقال أبو عثمان الحيري:

عيب الخائف في خوفه السكون إلى خوفه لأنه أمر خفى. وقال الواسطي: الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد.
وهذا اللفظ فيه إشكال ومعناه: أن الخائف متطلع لوقت ثان. وأبناء الوقت لاتطلع لهم في المستقبل، وحسنات الابرار سيئات المقربين. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن النهاوندي يقول: سمعت ابن فانك يقول: سمعت النوري يقول: " الخائف يهرب من ربه إلى ربه " . وقال بعضهم: علامة الخوف، التحير والوقوف على باب الغيب: سمعت ابا عبد الله الصوفي يقول: سمعت على بن إبراهيم العكبري يقول: سمعت الجنيد وقد سئل عن الخوف، فقال: هو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى، رحمه الله، يقول: سمعت الحسين ابن أحمد الصفار يقول: سمعت محمد بن المسيب يقول: سمعت هاشم بن خالد يقول:سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا عثمان يقول: صدق الخوف، هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف، وعلامة الخوف قصر الأمل.
وقال رجل لبشر الحافي: أراك تخاف الموت!! فقال: القدوم على الله، عز وجل شديد سمعت الأستاذ أبا على الدقاق، يقول: دخلت على الإمام أبى بكر ابن فورك عائداً، فلما رآني دمعت عيناه، فقلت له: إن شاء الله تعالى يعافيك ويشفيك. فقال لي: تراني أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت!! أخبرنا عن بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله: الذين يؤتون ما آتوا: وقلوبهم وجلة، أو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا: ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه.
وقال ابن المبارك: رحمه الله: الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوامُ المراقبة في السرِّر والعلانية. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن

الحسن يقول سمعت أبا القاسم بن أبي موسى يقول: سمعت محمد بن أحمد: قال: حدثنا علي الرازي قال: سمعت ابن المبارك: رحمه الله يقول ذلك. وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه، وطرد رغبة الدنيا عنه. وقيل، الخوف، قوَّة العلم بمجاري الأحكام. وقيل: الخوف، حركة القلب من جلال الربِّ. وقال أبو سليمان الداراني، ينبغي للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف، فنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب.

ثم قال: يا أحمد، بالخوف ارتفعوا، فإن ضيعوه نزلوا. وقال الواسطي، الخوف؛ والرجاء، زمامان على النفوس، لئلا، تخرج إلى رعوناتها. وقال الواسطي: إذا ظهر الحق على السرائر، لا يبقي فيها فضلة لرجاء ولا لخوف.

قال الأستاذ أبو القاسم: وهذا فيه إشكال. ومعناه: إذا اصطلت شواهد الحق، تعالى، الأسرار ملكتها، فلا يبقى فيها مساغ لذكر حدثان، والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بأحكام البشرية. وقال الحسين بن منصور: من خاف من شيء سوى الله عزَّ وجل أو رجا سواه أغلق عليه ابواب كل شيءن وسلط عليه المخافة؛ وحجبه بسبعين حجاباً أيسرها الشك، وإن مما أوجب شدة خوفهم، فكرهم في العواقب، وخشية تغير أحوالهم، قال الله تعالى: " وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون " وقال الله تعالى: " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " . فكم منمغبوط في أ؛واله أنعكست عليه الحال، ومني بمقارنة قبيع الآفعال، فبدل بالأنس وحشة، وبالحضور غيبة. سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، ينشد كثيراً:

أحسن ظنك بالأيام إذ حسنت ... ولم تخف سوء ما يأتي به القدر
وسالمتك الليالي فاغتررت بها ... وعند صفو الليالي يحدث الكدر

سمعت منصو بن خلف المغربي يقول: كان رجلان اصحطبا في الإراجة برهة من الزمان.. ثم إن أ؛دهما سافر، وفارق صاحبه.. وني عليه مدة من الزمان ولم يسمع منه خبراً.. فبينا هذا الآخر كان في غزاة يقاتل عسكر الروم إذ خرج على المسلمين رجل مقنع في السلاح، يطلب المبارزة.. فخرج إليه من أبطال المسلمين واحد، فقتله الرومي.. ثم خرج آخر فقتله.. ثم ثالث فقتله، فخرج إليه هذا الصوفي.. وتطاردا، فحسر الرومي عن وجهه، فإذا هو صاحبه الذي صحبه

في الإرادة والعبادة سنين. فقال هذا له: إيش الخبر؟ فقال: نه ارتد.. وخالط القوم.. وولد له أولاد.. واجتمع له مال. فقال له: لا أذكر منه حرفاً. فقال له هذا الصوفي: لا تفعل، وارجع، فقال: لا أفعل، فلي فيهم جاه ومال، فانصرف أنت عني، وإلا لأفعلن بك ما فعلت بأولئك. فقال له الصوفي: أعلم أنك قتلت ثلاثة من المسلمين، وليس عليك أنفه في الانصراف، فانصرف أنت وأنا أمهلك. فرجع الرجل مولياً: فتبعه هذا الصوفي، وطعنه، فقتله.

فبعد تلك المجاهدات، ومقاساة تلك الرياضات، قتل على النصرانية.

وقيل: لما ظهر على إبليس ما ظهر، طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان زماناً طويلاً، فأوحى الله تعالى، إليهما: ما لكما تبكيان كل هذا البكاء؟ فقالا: يا ربنا، لا نأمن مكرك. فقال الله تعالى: هكذا كونا، لا تأمنا مكري. ويحكي عن السري السقطي أنه قال: ني لأنظر إلى أنفي في اليوم كذا مرة؛ مخافة أن يكون قد أسود، لما أخافه من العقوبة!! وقال أبو حفص: منذ أربعين سنة اعتقادي في نفسي، أن الله؛ تعالى: ينظر إلي نظر السخط، وأعمالي تدل على ذلك. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالح؛ فلا مكان أصلح من الجنة، فلقي آدم، عليه السلام فيها ما لقي!! ولا تغتر بكثرة العبادة؛ فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما لقي!! ولا تغتر بكثرة العلم؛ فإن بلعام كان يحسن أسم الله الأعظم؛ فأنظر ماذا لقي!! ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر قدراً من المصطفى؛ صلى الله عليه وسلم؛ ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه.

وخرج ابن المبارك يوماً على أصحابه فقال: إني قد أجترأت الباحرة على الله عز وجل: سألته الجنة. وقيل: خرج عيسى عليه السلام، ومعه صالح من صالحي بني إسرائيل فتبعهما رجل خاطىء مشهور بالفسق فيهم، فقعد منتبذاً عنهما منكسراً، فدعا الله سبحانه وقال اللهم اغفر لي. ودعا هذا الصالح وقال: اللهم لا تجمع غداً بيني وبين ذلك العاصي.

فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: أني قد استجبت دعاءهما جميعاً، رددت ذلك الصالح، وغفرت لذلك المجرم. وقال ذو النون المصري: قلت لعليم. لم سميت مجنوناً؟ قال: لما طال حبسي عنه صرت مجنوناً لخوف فراقه في الآخرة. وفي معناه أنشدوا:

لو أن مابي على صخر لأنحله ... فكيف يحمله خلق من الطين؟

وقال بعضهم، ما رأيت رجلاً أعظم رجاء لهذه الأمة، ولا أشد خوفاً على نفسه، من ابن سيرين. وقيل، مرض سفيان الثوري، فعُرض دليله على الطبيب؛ فقال: هذا رجل قطع الخوف كبده. ثم جاء وجسَّ عِرقه، ثم قال: ما علمت أنَّ في الحنيفية مثله.

وسئل الشبلي: لم تصفر الشمس عند الغروب؟ فقال: لأنها عُزلت عن مكان التمام: فاصغَّرت لخوف المقام. وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر لونه، لأنه بعث من خرج ووجهه يشرق. ويحكى عن أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى، أنه قال: سألت ربي، عز وجلَّ، أن يفتح علي باباً من الخوف، ففتح، فخفت على عقلي، فقلت، يا ربِّ، أعطني على قدر ما أطيق، فسكنَّ ذلك عني.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

- "তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়।" [সাজদাহ : ১৬]

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। যেরূপ স্তনের ভেতর দুগ্ধ প্রবেশ হয় না। তদ্রূপ একজন মানুষের নাসিকা রন্দ্রে আল্লাহর পথের ধুলোবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হতে পারে না।" হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে ও বেশী করে কাঁদতে।"

আমি (লেখক) বলি, ভয় ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ একজন মানুষ ভয় করে কোনো অসুন্দর জিনিস তার উপর পতিত হবে, অথবা কোনো প্রিয় বস্তু সে হারিয়ে ফেলবে তা ভেবে। আর এসবের সম্পর্ক একমাত্র ভবিষ্যৎ কালেই হয়ে থাকে। বর্তমান বিষয়-আশয়ের সাথে ভয়ের সম্পর্ক নেই। আল্লাহকে ভয় করার মর্ম হলো, হয় আল্লাহ পাক বান্দাকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে শাস্তি দেবেন, এই ভয়ে আতঙ্ক থাকা। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর বাধ্য করেছেন, তারা যেনো তাঁকে ভয় করে। তিনি বলেন:

وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
-"তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।" [আলে ইমরান : ১৭৫]

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, ভয় কয়েক প্রকারের: ১. খাওফ [ভয়], ২. খাশিয়াত [আতঙ্ক] ও ৩. হায়বত [সম্ভ্রম]। ঈমানের শর্ত ও দাবী হলো আল্লাহকে ভয় করা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।"

খাশিয়াত হলো ইলমের জন্য শর্ত। আল্লাহ বলেন:
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ
-"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।" [ফাতির : ২৮]

হায়বত হলো মা'রিফাতের জন্য শর্ত। আল্লাহ বলেন:
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
-"আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।" [আলে ইমরান : ২৮]

শায়খ আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, 'ভয় হচ্ছে আল্লাহর লাঠি। তাঁর দরজায় যারা যাবে এটি দ্বারা তিনি তাঁদেরকে পরিশুদ্ধ করে দেন।'" হযরত আবুল কাসিম হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ভয় দু'প্রকার: রাহবাত [আতঙ্ক] ও খাশিয়াত [ভীতি]। রাহবাতের অধিকারী ভয়ের সময় পলায়ন করে। আর খাশিয়াতের অধিকারী প্রভুর নিকট আশ্রয় নেয়।" আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ভয় হচ্ছে হৃদয়ের বাতি। সুন্দর ও অসুন্দরকে এই বাতি দ্বারা দেখা যায়।" উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, "ভয় হলো তুমি নিজেকে সন্দেহ ও সংশয় দ্বারা আক্রান্ত করবে না।"

হযরত আবু উমর দিমাস্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সে-ই প্রকৃত ভয়কারী যে শয়তান থেকে নিজেকে বেশী ভয় করে।” হযরত ইবনুল জালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি ভয়ানক বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করে সে-ই প্রকৃত ভয়কারী।” বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি ক্রন্দন করে আর চোখের পানি মুছে সে প্রকৃত ক্রন্দনকারী নয় বরং যে কাজে শাস্তি আসে সেটাকে যে লোক ভয় করে ও তা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ই আসল ভয়কারী। হযরত ফুজাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, “কি ব্যাপার! আমরা তো ভয়কারী লোকদেরকে আর দেখি না?” তিনি জবাব দিলেন, “তোমরা নিজেরা ভয়কারী হলে তাদেরকেও দেখতে পেতে। একজন ভয়কারী তো আরেকজনের দৃষ্টিতে ভাসবেই। সন্তানহারা মায়ের বেদনা আরেক সন্তানহারা জননীই বুঝতে পারেন।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু’আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আদমসন্তান বড়ই নিঃস্ব। সে দারিদ্র্যকে যেরূপ ভয় করে সেরূপ ভয় যদি আগুনকে করতো, তাহলে জান্নাতবাসী হতো।”

শাহ কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ভয়ের নিদর্শন হচ্ছে সদা-সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকা।” হযরত আবুল ক্বাসিম হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো বস্তুকে ভয় করে, সে তা থেকে পলায়ন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে তো আল্লাহর দিকেই দৌড়ে যায়।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, বান্দার সামনে ভয়ের রাস্তা কখন সহজ হয়? তিনি জবাব দিলেন, “যখন সে নিজেকে রোগী মনে করবে এবং রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে।” হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যস্থ একটি পর্দা হলো খাওফ বা ভয়।” হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ভয়কারী আল্লাহর কাছ থেকে পলায়ন করে আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খাওফ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দেন, “শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শাস্তির আশঙ্কাই হলো আসল ভয়।” হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে হৃদয়ে ভয় অনুপস্থিত তা একদম বিরাণ!”

হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রকৃত ভয় হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

বলেন, "যতক্ষণ মানুষ ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ততক্ষণ সে সীরাতে মুস্তাকীমে থাকে। আর ভয়হীন হয়ে গেলে সে পথবিচ্যুত হয়ে পড়ে।" হযরত হাতিমে আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "প্রত্যেক বস্তুর একেকটি সৌন্দর্য আছে। উপাসনার সৌন্দর্য হলো ভয়। এর নিদর্শন হলো প্রত্যাশা একদম ছোট করে ফেলা।" একব্যক্তি হযরত বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলো, আমি দেখি আপনি সর্বদা মৃত্যুকে ভয় করেন? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া বড় কঠিন-ভয়ঙ্কর ব্যাপার!" আমার উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি আবু বকর ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। বললাম, আল্লাহ যদি চান আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি ভাবছো আমি মৃত্যু নিয়ে ভয় করছি? আসলে আমি তো ভয় করছি মৃত্যুপরবর্তী জীবন নিয়ে।" হযরত আয়শা রাদ্বিআল্লাহু আনহা একদা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [আল্লাহর বাণী, সূরা মু'মিনূন : ৬০] "وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ"- [তাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত থাকে] দ্বারা কী সেই লোক বুঝাচ্ছে, যে চুরি ব্যভিচার ও মদ্যপান করে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না! বরং সে ঐ ব্যক্তি যে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং সাদকা করে। এরপরও ভয় করে, যদি এসব আমল কবুল না হয়?"

হযরত ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ভয়ের তরঙ্গ বইতে থাকলে গোপনে ও প্রকাশ্যে তার হৃদয়ে মুরাক্বাবা স্থায়িত্ব লাভ করে।"

হযরত ইব্রাহিম ইবনে শাইবান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি হলে, প্রবৃত্তির প্রতিটি সমূহ স্থান দগ্ধ হয়ে যায়। দুনিয়াপ্রীতি একদম নিঃশেষ হয়।" বলা হয়, বিধান পালনের পাশাপাশি জ্ঞানের শক্তিকেও ভয় বলে। আরো বলা হয়ে থাকে, আল্লাহর বড়ত্বের সামনে হৃদয়ে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় তারই নাম ভয়।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হৃদয়ে সর্বদা ভয়ের প্রাধান্য থাকা উচিৎ। যদি প্রত্যাশার ভাব প্রাধান্য পেয়ে বসে তবে হৃদয় নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর আরো বলেন, "হে আহমদ! মুসলমানরা ভয়ের কারণেই উন্নতি লাভ করেছিলেন। আর ভয়হীন হওয়ার কারণে অবনতির শিকার হয়েছেন।" হযরত

ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ভয় ও আশা হলো অন্তরের দু'টি লাগাম। এ দু'টোর কারণে অন্তর অবাধ্য হতে পারে না।" তিনি আরো বলেছেন, "গোপন বিষয়-আশয়ে যখন সত্যের প্রাধান্য এসে যায়, তখন তাতে আশা ও ভয়ের কোনো ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না।" গ্রন্থকার বলেন, এ কথাটি একটু দুর্বোধ্য। এর মর্মার্থ হলো, হৃদয় যখন আল্লাহর মুশাহাদার প্রাধান্য লাভ করে তখন তাতে ভয় ও প্রত্যাশার ক্ষেত্র থাকে না। কারণ এগুলো মূলত মানবিক অনুভূতি।

হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর [হাল্লাজ] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুকে ভয় করে কিংবা অন্য কারোর নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশা রাখে, কল্যাণের সব দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভয় ও আতঙ্কে সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সত্তুরটি পর্দার সামনে সে আটকা পড়ে যায়। এর সর্বনিম্ন পর্দার নাম সন্দেহের পর্দা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

-"অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না।"

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

-"বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।" [কাহাফ : ১০৩-১০৪]

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবিতা আবৃত্তি করতেন:

> ওসব দিনগুলোর কথা তুমি ভাবতে যখন তা ছিলো তোমার জন্য সুদিন
> ভাগ্য তোমাকে পাপকর্মের দিকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা তোমার মাঝে ছিলো না।

রাতগুলো ছিলো বন্ধুসুলভ তোমার সাথে, তাতে তুমি হয়েছিলে প্রতারিত
কারণ রাতের স্পষ্টতার মাঝেও অস্পষ্টতা এসে ঢুকে যেতে পারে সময় সময়।

হযরত মাসনুর ইবনে খালাফ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, দু'জন সুফি ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলো বেশ হৃদ্যতা, দীর্ঘদিন একসাথে থেকেছেন। এক সময় বিচ্ছেদ ঘটলো। একজন চলে গেলেন অনেক দূরে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো। কেউ কারো খবর রাখেন নি। রুম সৈন্যদের সঙ্গে যখন মুসলমানদের যুদ্ধ বাধলো, তখন বর্ম পরনে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত এক ব্যক্তি এসে চ্যালেঞ্চ করলো, কে আছো এসো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে! একজন বীর মুসলমান যোদ্ধা এগিয়ে আসলেন। রুমান যোদ্ধা তাঁকে পরাজিত করে শহীদ করে দিল। এরপর দ্বিতীয় আরেকজন এগিয়ে আসলেন। তাঁকেও শহীদ করে দিল। তৃতীয় আরেকজন আসলেন, তিনিও তার হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর ঐ সুফী বেরিয়ে আসলেন। রুমান সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলো। রুমান সৈন্যের পর্দা উন্মোচন হলো। সূফী তাজ্জব হয়ে দেখলেন, ইনি ছিলেন তাঁর সেই পুরনো বন্ধু। যার সাথে সুলুক ও ইবাদতে লিপ্ত থেকেছেন দীর্ঘদিন। সুফী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ কী অবস্থা? তিনি জবান দিলেন, আমি ধর্মান্তরিত হয়েছি! খৃষ্টানদের সাথে মিশে গেছি। সন্তানাদি ও অর্থসম্পদের মালিক হয়েছি। তুমি যা কিছু বললে, তার একটি অক্ষরও আমি স্মরণ করতে চাই না। সুফী বললেন, তুমি এরূপ করো না! ইসলামে ফিরে আসো। তিনি জবাব দিলেন, না! কখনো না! আমি সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছি। তুমি আমার নিকট থেকে চলে যাও। নতুবা আগের লোকদের সঙ্গে যা আচরণ করেছি, তোমার সঙ্গে তা-ই করতে বাধ্য হবো। সুফি বললেন, শোনো! তুমি তিনজন মুসলমানকে শহীদ করেছো! ইসলামের পথে ফিরেও আসছো না। আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি, চলে যাও। লোকটি যখন মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগলো, তখন সুফী তার পিছু হয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। তাকে শেষ করে দিলেন।

তাই দেখা গেলো, এতো বেশী চেষ্টা-সাধনা-মুজাহাদার পরও লোকটি খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করলো। বর্ণিত আছে, ইবলিসের পরিণতি যখন পরিষ্কার হয়ে গেল,

জিব্রাঈল ও মিকাঈল দীর্ঘদিন কাঁদলেন। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হলো? তোমরা কাঁদছো কেন?" তাঁরা জবাব দিলেন, প্রভু! আমরা আপনার কোনো কৌশল থেকে নিরাপদ নয়। আল্লাহ বললেন, "তোমরা এই অবস্থায়ই থাকো- আমার কৌশল থেকে নিরাপদ না হয়ে।" বর্ণিত আছে, হযরত সিররে সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি প্রতিদিন একবার আমার নাকের দিকে লক্ষ্য করতাম। আমার ভয় হতো এটা কি পাপে কালো গয়ে গেছে? কারণ আমি শাস্তির ব্যাপারে ভীর্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত।" হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "চল্লিশ বছর যাবৎ আমার ধারণা এটাই, আল্লাহ তা'আলা আমার দিকে অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমার কর্মকাণ্ডও অনুরূপ।" হযরত হাতিমে আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ভালো স্থান পেয়ে প্রতারিত হয়ো না। জান্নাতের চেয়ে সুন্দর জায়গা কি হতে পারে? অথচ আদম সেখানে কিসের সম্মুখীন হলেন? অধিক ইবাদত করে প্রতারিত হয়ো না। দীর্ঘ ইবাদত করেও ইবলিসের কী পরিণতি হয়েছিল? অধিক জ্ঞানের দ্বারাও প্রতারিত হয়ো না। বালআ'ম আল্লাহর ইসমে আজম সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখতো। কিন্তু তার পরিণতি কী হয়েছে? নেক লোকদের সাথে সাক্ষাতে ধোঁকা খেয়ো না। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর কে বেশী সম্মানিত ছিলেন? কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন ও দুশমনরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেও কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হয়েছে।"

হযরত ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "গতরাত আল্লাহর সামনে বেশ সাহসিকতা দেখিয়েছি! তাঁর কাছে আমি জান্নাত চেয়েছি!" বর্ণিত আছে, "ঈসা আলাইহিস্সালাম ভ্রমণে ছিলেন। সাথে তাঁর উম্মাতের এক নেক লোকও ছিলেন। পথিমধ্যে আরেক ব্যক্তি এসে তাঁদের সাথী হলেন। এ লোকটি পাপ ও নাফরমানীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁদের সাথে গাঁঘেষে অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। নেক লোকটি তখন বললেন, হে আল্লাহ! আগামীকাল ঐ পাপাচারের সঙ্গে আমাকে একত্রিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা তখন ঈসা আলাইহিস্সালামের নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, "আমি উভয়ের প্রার্থনা কবুল করেছি। নেক লোকটিকে ভালোবেসেছি আর অপরাধীকে ক্ষমা করেছি।" হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি উলায়িমকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে লোকে মাজনুন [পাগল] বলে কেন?

তিনি জবাব দিলেন, তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটার পর থেকেই আমি মাজনুন। কারণ আমার ভয় হচ্ছে, পরকালেও যদি এই বিচ্ছেদ ঘটে যায়!” এ মর্মে সুফীরা কবিতা আবৃত্তি করতেন:

> আমার মাঝে যে ভীষণ বেদনা বাস করে তা যদি কোনো পাথরের উপর রাখি তাহলে তা অবশ্যই গলে যেতো!
> কী করে একটি মৃত্তিকাখণ্ড এর তীব্রতা সহ্য করবে?

একজন সুফী বলেছেন, মুহাম্মদ ইবসে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির থেকে অধিক আশাবাদী ও আল্লাহকে ভয়কারী কোনো মানুষ এই উম্মতের মধ্যে আমি দেখি নি। বর্ণিত আছে, হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন অসুস্থ হলেন, ডাক্তার তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি বললেন, ভয়-ভীতি এই লোকের নাড়িভূমি চিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে! তিনি তার হৃদ-স্পন্দন স্পর্শ করে আরো বললেন, ইসলাম ধর্মে তাঁর মতো কোনো মানুষ থাকতে পারে বলে আমারা জানা ছিলো না। হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, অস্ত যাওয়ার সময় সূর্য হলুদ রং ধারণ করে কেন? তিনি জবাব দিলেন, “সে তো পরিপূর্ণতার স্তর থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে, সে যে মাক্বামহারা হচ্ছে, এজন্য সে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। অনুরূপ মু’মিনের যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সময় ঘনিয়ে পড়ে, তখন তার রংও হলুদবর্ণ ধারণ করে।” বর্ণিত আছে, হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, “আমি আল্লাহর কাছে চাইলাম আমার জন্য তিনি ভয়ের দরজা যেনো খুলে দেন। তখন তা খোলা হলো। এরপর ভয় পেলাম, যেনো আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। আমি বললাম, ওহে প্রভু! যে পরিমাণ ধারণ করার ক্ষমতা রাখি শুধু সে পরিমাণ আমাকে দান করুন। এভাবে আমি আশঙ্কা থেকে মুক্ত হই।”

باب الرجاء
রাজা (প্রত্যাশা) অধ্যায়

قال الله تعالى: " من كان يرجو لقاء الله، فإن أجل الله لآت. "
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثن عمرو بن مسلم الثقفي قال: حدثنا الحسن بن خالد قال: حدثنا العلاء بن زيد، قال: دخلت على مالك بن دينار، فرأيت عنده شهر بن حوشب فلما خرجنا من عنده، قلت لشهر: يرحمك الله تعالى، زوِّدني، زودك الله تعالى.
فقال: نعم، حدثتني عمتي أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن نبي الله، صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، قال: " قال ربكم عزوجل: عبيد، ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً غفرت لك على ما كان منك، ولو استقبلتني بملء الأرض خطايا وذنوباً، استقبلتك بمثلها مغفرة، فأغفر لك ولا أبالي. "
أخبرنا علي بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا أبو سفيان طريف، عن عبد الله بن الحارث، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة شعير من إيمان ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يقول: وعزتي وجلالي لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو نهار كمن لم يؤمن بي. "
الرَّجاء: تعلق القلب بمحبوب سيحصل في المستقبل.
وكما أن الخوف يقع في مستقبل الزمان، فكذلك الرجاء يحصل لما يؤمل في الاستقبال والرجاء عيش القلوب، واستقلالها.
والفرق بين الرجاء، وبين التمني، أن التمني: يورث صاحبه الكسل، ولا يسلك طريق الجهد والجد، وبعكسه صاحب الرجاء، فالرجاء محمود، والنمن معلول.
وتكلموا في الرجاء، فقال شاه الكرماني: علامة الرجاء: حسن الطاعة.
وقال ابن خبيق: الرجاء ثلاثة: وقال ابن خبيق: الرجاء ثلاثة: رجل عمل حسنة: فهو يرجو قبولها. ورجل عمل سيئة: ثم تاب: فهو يرجو المغفرة. والثالث الرجل

الكاذب: يتمادى في الذنوب: ويقول أرجو المغفرة. ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يكون خوفه غالباً على رجائه.

وقيل الرجاء: ثقة الجود من الكريم الودود. وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال. وقيل: هو قرب القلب من ملاطفة الرب. وقيل: سرور الفؤاد بحسن المعاد. وقيل: هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي: رحمه الله: يقول: سمعت منصور ابن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: الخوف، والرجاء، هما كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقض أحدهما وقع فيه النقص: وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت.

وسمعته يقول: سمعت النصراباذي يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول سمعت علي بن شهمرذان يقول: قال أحمد بن عاصم الانطاكي، وسئل ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجياً لتمام النعمة من الله تعالى في الدنيا، وتمام عفوه في الآخرة. وقال أبو عبد الله بن خفيف: الرجاء: استبشار بوجود فضله.

وقال ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو المحبوب. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: من حمل نفسه على الرجاء تعطل، ومن حمل نفسه على الخوف قنط ولكن من هذه مرة، ومن هذه مرة.

وسمعته يقول: حدثنا أبو العباس البغدادي قال: حدثنا الحسن بن صفوان قال: حدثنا ابن ابي الدنيا، قال: حدثت عن بكر بن سليم الصواف، قال: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلنا. يا أبا عبد الله، كيف تجدك؟ فقال: ما أدري ما أقول لكم؛ غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى، ما لم يكن في حساب، ثم ما برحنا حتى أغمضناه.

وقال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب، يغلب رجائي لك مع الأعمال؛ لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف!! وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. وكلموا ذا النون المصري، وهو في النزع، فقال لا تشغلوني؟ فقد تعجبت من كثرة لطف الله تعالى معي. وقال يحيى بن معاذ: إلهي، أحلى العطايا

في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحبُّ الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك.

وفي بعض التفاسير: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه، من باب بني شيبة، فرآهم يضحكون فقال: أتضحكون؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " ثم مرَّ، ثم رجع القهقرى، وقال: نزل عليَّ جبريل، عليه السلام، وأتى بقوله تعالى: " نبىء عبادي ني أنا الغفور الرحيم. "

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوازي قال: حدثنا أبو الحسن الصفار قال: حدثنا عباس بن تميم قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا مسلم بن سالم قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله تعالى ليضحك من يأس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، أويضحك ربنا عز وجل؟ فقال: " والذي نفسي بيده إنه ليضحك، فقالت: لا يعدمنا خيراً إذا ضحك. "

وأعلم أن الضحك في وصفه من صفات فعله، وهو إظهار فضله، كما يقال: ضحكت الأرض بالنَّبات وضحكه من قنوطهم إظهار تحقيق فضله الذي هو ضعف انتظارهم له.

وقيل: ن مجوسياً استضاف إبراهيم الخليل، عليه السلام، فقال له: إن أسلمت أضفتك فقال المجوسي: إذا أسلمت فأي مِنَّة تكون لك عليَّ؟ فمرَّ المجوسي، فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم، عليه السلام: يا إبراهيم، لم تطعمه إلا بتغييره دينه؟! ونحن منذ سبعين سنة نطعمه على كفره، فلوأضفته ليلة ماذا عليك؟ فمرَّ إبراهيم، عليه السلام، خلف المجوسيِّ، وأضافه، فقال له المجوسيُّ: أي شيء كان السبب في الذي بدالك؟ فذكر له ذلك، فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني؟ ثم قال: أعْرض عليَّ الإسلام فأسلم: سمعت الشيخ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: رى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي، رحمه الله، أبا سهل الزَّجاج في النوم، وكان يقول بوعيد الأبد، فقال له: كيف حالك؟ فقال وجدنا الأمر أسهل مما توهمنا.

سمعت أبا بكر بن أشكيب يقول: رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي في المنام على هيئة حسنة لا توصف، فقلت له. يا أستاذ، بم نلت هذا؟، فقال: بحسن ظنيِّ

برِّبي. ورؤى مالك بن دينار في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك. قال: قدمت على ربي، عزَّ وجلَّ، بذنوب كثيرة محاها عنّي عن حسن ظني به تعالى.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " يقول الله عز وجل، أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ هو خير منه، وإن اقترب إليَّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً، وإن اقترب إليَّ ذراعاً اقتربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ".
أخبرنا بذلك أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأسفرايني قال: أخبرنا يعقوب بن إسحق قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد أبن عبيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك. وقيل: كان ابن المبارك يقاتل علْجاً مرة فدخل وقت صلاة العلاج، فاستمهله، فأمهله.
فلما سجد للشمس: أراد ابن المبارك أن يضربه بسيفه، فسمع من الهواء قائلا يقول: " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً " ، فأمسك. فلما سلم المجوسي، قال له: لِمَ أمسكت عما هممت َبه؟ فذكر له ما سمع، فقال له المجوسي: نعم الرب رب يعاتب وليه في عدوِّه. فأسلم وحسن إسلامه.
وقيل: إنما أوقعهم في الذنب حين سمى نفسه عفواً. وقيل: لو قال لا أغفر الذنوب، لُم يذنب مسلم قط، ـ كما أنه لم قال: " إن الله لا يغفر أن يشرك به " " لم يُشرك مسلم قطّ " ، ولكن لما قال: " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " طمعوا في مغفرته.
ويحكي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: كنت أنتظر مدة من الزمن أن يخلو المطاف لي، فكانت ليلة ظلماء، فيها مطر شديد، فخلا المطاب؛ فدخلت للطواف، وكنت أقول فيه: اللهم أعصمني، اللهم أعصمني، فسمعت هاتفاً يقول لي: يا ابن أدهم، أنت تسألني العصمة، وكل الناس يسألوني العصمة، فإذا عصمتكم فمن أرحم.
وقيل: رأى أبو العباس بن شربح، في منامه في مرض موته، كأن القيامة قد قامت، وإذا الجبار، سبحانه، يقول: أين العلماء؟. قال: فجاءوه. ثم قال: ماذا عملتم فيما علمتم؟ قال فقلنا: يا رب، قصرنا، وأسأنا. قال: فأعاد السؤال، كأنه لم يرض به، وأراد جواباً آخر. فقلت: أما أنا، فليس في صحيفتي الشرك، وقد

وعدت أن تغفر ما دون. فقال: إذهبوا فقد غفرت لكم، ومات بعد ذلك بثلاث ليال.

وقيل: كان رجل شرِّيب، جمع قوماً من ندمائه، ودفع إلى غلام أربعة دراهم، وأمره أن يشتري بها شيئاً من الفواكه للمجلس، فمر الغلام بباب مجلس منصور بن عمَّار وهو يسأل لفقير شيئاً، ويقول: من دفع أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات. قال: فدفع له الغلام الدراهم، فقال منصور: ما الذي تريد أن أدعو لك به؟ فقال: لي سيد أريد أن أتخلص منه! فدعا لي منصور بذلك، وقال: ما الأخرى، فقال: أن يخلف الله، تعالى: عليَّ دراهمي.

فدعا لي بذلك. ثم قال: وما الأخرى: فقال: أن يتوب الله على سيدي فدعاقال: وما الأخرى؟ فقال: أن يغفر الله لي ولسيدي، ولك، وللقوم فدعا، منصور بذلك. فرجع الغلام إلى سيده، فقال له: لم أبطأت؟ فقصَّ عليه القصة فقال له: وبم دعا؟ فقال: سالت لنفسي العتق فقال: اذهب، فأنت حر وما الثاني؟ فقال: أن يخلف الله عليَّ الدراهم، فقال: لك أربعة آلاف درهم. فقال: وما الثالث؟ فقال: أن يتوب الله عليك فقال: تبت إلى الله تعالى، فقال: وما الرابع؟فقال: أن يغفر الله تعالى لك ولي وللقوم وللذكر، فقال: هذا الواحد ليس إلي، فلما بات، رأى في المنام كأن قائلاً يقول له: أنت فعلت ما كان إليك تراني لاأفعل ما إلي!! قد غفرت لك، وللغلام ولمنصور بن عمار، وللقوم الحاضرين.

وقيل: حج رباح القيسي حجات كثيرة، فقال يوماً - وقد وقف تحت الميزاب. إلهي وهبت من حجاتي كذا وكذا للرسول صلى الله عليه وسلم وعشرة منها لأصحابه العشرة، وثنتين لوالدي، والباقي للمسلمين.

ولم يحبس منها شيئاً لنفسه: فسمع هاتفاً يقول: هوذا يتسخى علينا؛ لأغفرن لك. ولأبويك، ولمن شهد شهادة الحق.

وروي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه قال: رأيت جنازة يحملها ثلاثة من الرجال وامرأة، قال فأخذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة، فصلينا عليها، ودفناها، فقلت للمرأة، من كان هذا منك؟ فقالت: ابني قلت: أو لم يكن لك جيران؟ قالت: نعم، ولكنهم سغروا أمره. فقلت: وإيش كان هذا؟ فقالت: مخنثاً؟ قال: فرحمتها: وذهبت بها إلى منزلي، وأعطيتها دراهم، وحنطة، وثياباً. ونمت تلك الليلة، فرأيت كأنه أتاني آت كأنه القمر ليلة البدر، وعليه ثياب بيض فجعل

يتشكر لي، فقلت من أنت؟ فقال: المخنث، الذي دفنتموني اليوم، رحمني ربي باحتقار الناس إياي.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: مر أبو عمر البيكندي يوماً بسكة، فرأى قوماً أرادوا إخراج شاب من المحلة، لفساده، وامرأة تبكي، قيل إنها أمه، فرحمها أبو عمر فتشفع له إليهم وقال: هبوه مني هذه المرة، فإن عاد إلى فساده فشأنكم فوهبوه منه، فمضى أبوعمرو، فلما كان بعد أيام، اجتاز بتلك السكة، فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الباب، فقال في نفسه: لعل الشاب عاد إلى فساده، فنفي من المحلة. فدق عليها الباب، وسألها عن حال الشاب؛ فخرجت العجوز وقالت له: إنه مات. فسألها عن حاله، فقالت، لما قرب أجل، قال: لا تخبري الجيران بموتي، فلقد آذيتهم، وإنهم يشتمون في، ولا يحضرون جنازتي، وإذا دفنتني، فهذا خاتم لي مكتوب عليه " بسم الله " فادفنيه معي، فإذا فرغت من دفني فتشفعي لي إلى ربي عزَّ وجل. قالت: ففعلت وصيته. فلما انصرفت عن رأس قبره، سمعت صوته يقول: انصرفي يا أماه؛ قدمت على رب كريم. وقيل: أوحى الله، تعالى، إلى داود، عليه السلام: قل لهم: " إني لم أخلقهم لأربح عليهم، وإنما خلقتهم، ليربحوا علي. "

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا بكر الحربي يقول: سمعت إبراهيم الأطروش يقول: كنا قعوداً ببغداد، مع معروف الكرخي؛ على الدجلة، إذ مر بنا قوم أحداث في زورق، يضربون بالدف ويشربون، ويلعبون، فقلنا لمروف: أما تراهم كيف يعصون الله تعالى؟ أدع الله عليهم: فرفع يده وقال: إلهي كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. فقالوا: إنما سألناك أن تدعو عليهم!! فقال: إذا فرحهم في الآخرة فقد تاب عليهم.

سمعت أبا الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد المزكي؛ قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الاديب، قال: حدثنا الفضل بن صدقة قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن سعيد، قال:كان يحيى بن أكثم القاضي صديقاً لي، وكان بودني ووده، فمات معي، فكنت أشتهي أن أراه في المنام، فأقول له: ما فعل الله تعالى بك، فرأيته ليلة في المنام فقلت ما فعل الله تعالى بك؟ قال: غفر لي، إلا أنه وبخني، ثم قال لي: يا يحيى، خلطت علي في دار الدنيا.

فقلت: أي ربي، إتكلت على حديث حدثنيه أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك قلت، " إني لأستحيي أن أعذب ذا شيبة بالنار " فقال: قد عفوت عنك يا يحيى وصدق نبيي، إلا أنك خلطت علي في دار الدنيا .

অনুবাদ: আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

-"যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে"। [আনকাবূত : ৫]

আলা ইবনে জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর কাছে দেখতে পেলাম শাহর ইবনে হাওশাবও আছেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি শাহরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনাকে করুণা করুন। আমাকে একটু পাথেয় প্রদান করুন, আল্লাহ আপনাকে এরও প্রতিদান দেবেন। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, দিচ্ছি। এরপর বললেন, আমার ফুফু উম্মে দারদা বর্ণনা করেন, উনি আবু দারদার কাছ থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে, তিনি জিব্রাঈলের কাছ থেকে, তিনি বলেন, "তোমাদের প্রভু আয-যা ওয়াজাল্লাহ বলেন, হে বান্দাহ! তুমি যতক্ষণ আমার প্রার্থনা করো, কোনো প্রকার শির্ক ছাড়া আমার নিকট প্রত্যাশা করো, তোমার পক্ষ থেকে যতো পাপই সংঘটিত হউক, আমি তা ক্ষমা করে দিই। পৃথিবীপূর্ণ পাপসহ আমার নিকট আসলে আমি সে পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তোমার নিকট আসি। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিই- এতে আমার কোন পরওয়া নেই।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যার হৃদয়ে জবের কণা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। এরপর আবার ঘোষণা দেবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। আমার ইজ্জাত ও জালালের কসম!

যে ব্যক্তি দিন ও রাতে একটু সময়ের জন্যও আমার উপর ঈমান এনেছিল, তাকে কখনো আমি ঈমানহারা লোকের মতো রাখবো না।”

রাজা শব্দের অর্থ ‘ভবিষ্যতে অর্জন হবে, এরূপ প্রিয় বস্তুর সাথে অন্তরকে লাগিয়ে রাখা’। যেমন: ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এরূপ কিছুর আশঙ্কাকে বলে ভয়। প্রত্যাশ্যার দ্বারা অন্তরের জীবন ও স্বাধীনতা লাভ হয়। প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য হলো, শোষোক্তটি দ্বারা সৃষ্টি হয় অলসতা, রুদ্ধ হয়ে যায় চেষ্টা-সাধনার পথ। কিন্তু প্রত্যাশার অবস্থা এর বিপরীত। তা-ই এটি প্রশংসিত আর আকাঙ্ক্ষা নিন্দিত।

প্রত্যাশার মর্ম নিয়ে সুফীরা অনেক কথা বলেছেন। হযরত শাহ কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুন্দরভাবে উপাসনাই হলো প্রত্যাশার নিদর্শন।” হযরত ইবনে খুবাইক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রত্যাশা (রাজা) তিন প্রকার: ১. এক ব্যক্তি নেক কাজ করে এবং কবুলেরও আশা রাখে। ২. কেউ মন্দ কাজ করে এবং তা থেকে তাওবাও করে। অতঃপর মাগফিরাতের আশা রাখে। ৩. ঐ মিথ্যুক, যে পাপাচারে ডুবে থেকেও বলে, আমি মাগফিরাত কামনা করি। তাই যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে পাপের খোঁজ পায়, তার জন্য প্রত্যাশার চেয়ে ভয়ের ভাব বেশী থাকা চাই।”

বলা হয়ে থাকে, “পরম দয়ালু ও দাতার দানের উপর নির্ভর থাকাকে বলে প্রত্যাশা।” আরো বলা হয়, “জামালী দৃষ্টিতে জালালের দর্শন হলো প্রত্যাশা।” এছাড়া আরো বলা হয়, “আত্মার নৈকট্য লাভকে বলে প্রত্যাশা।” বলা হয়, “পরকালের সুন্দর পরিণতির কথা ভেবে অন্তরে আনন্দানুভবকেও বলে প্রত্যাশা। আল্লাহর বিশাল করুণার দিকে দৃষ্টিপাতও প্রত্যাশা।” হযরত আবু আলী রুদ্ববারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ভয় ও প্রত্যাশা হলো পাখির উভয় ডানার মতো। এ দু'টো ঠিক থাকলে পাখি ঠিক থাকে- সে উড়তে পারে। যদি একটিতে দুর্বলতা দেখা দেয়, তবে তার অস্থিতে দূর্বলতা আসে। আর উভয়টি নষ্ট হলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।” হযরত আহমদ ইবনে আছিম আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, বান্দার মধ্যে প্রত্যাশা ভাবের নিদর্শন কি? তিনি জবাব দিলেন, “বান্দাকে যখন করুণা বেষ্ঠন করে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার

জীবনে পরিপূর্ণ করুণা লাভের ও পরপারে পরিপূর্ণ ক্ষমা লাভের জন্য শোকর প্রকাশ করবে।” হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর করুণা দর্শনে যে আনন্দ-খুশী- তা-ই প্রত্যাশা।” তিনি আরো বলেছেন, “কাঙ্ক্ষিত মাহবুবের করুণা দেখে হৃদয়ে যে আনন্দ আসে তা-ই হলো প্রত্যাশা (রাজা)।” হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি কেবলমাত্র প্রত্যাশার উপর আরোহী হয়, সে নিষ্কর্মা হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ভয়ের উপর সওয়ার হয়, সে নিরাশ হয়ে পড়ে। তাই উচিৎ হলো এই উভয়টির মধ্যখানে অবস্থান করা।”

হযরত বকর ইবনে সালিম সাওয়াফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ সন্ধ্যায় আমরা দেখা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কী ভাবছেন, একটু বলুন। জবাব দিলেন, জানি না আমি তোমাদেরকে কী বলবো? তবে হিসাব নিকাশের পূর্ব পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর করুণাই দেখবে বলে আশা করি। এটাই ছিলো তাঁর শেষ কথা। তিনি ইন্তিকাল করলেন। আমরা তাঁর চোখ দু'টো মুদায়ে দিলাম।”

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু’আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “গোণাহগার হওয়া সত্ত্বেও (হে আল্লাহ!) আমি আপনার প্রত্যাশা করি। কাজ করি ঠিকই, এরপরও আমার মধ্যে প্রত্যাশা বেশী থাকে। আমি ইখলাসের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু নাফরমানীতে প্রসিদ্ধ! আপনার ক্ষমাশীলতার উপরই আমার ভরসা। দান-খয়রাত তো আপনার বৈশিষ্ট্য। তাহলে (হে প্রভু) আপনি কেনো ক্ষমা করবেন না?”

মৃত্যুর সময় হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে লোকজন কথা বলতে চাইলো। তিনি বললেন, “আমাকে ব্যস্ত করো না! আমি আশ্চর্যবোধ করছি, আল্লাহ যে আমার সাথে কতো সদয় আচরণ করছেন!” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু’আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “হে মা’বুদ! আমার হৃদয়ে আপনার সাক্ষাৎ লাভই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট দান। মুখ দিয়ে আপনার গুণগান করাই হলো সবচেয়ে মিষ্ট কথা। যে মুহূর্তে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবো, সে ক্ষণটিই তো প্রিয় সময়।” এক তাফসীর গ্রন্থে আছে, “একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বনী শাইবার দরজার নিকটে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাঁদেরকে হাসতে দেখে বললেন, তোমরা হাসছো? আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে কম করে হাসতে আর বেশী বেশী করে কাঁদতে। এটুকু বলে চলে যান। আবার ফিরে আসলেন এবং বললেন, আমার কাছে জিব্রাঈল এসেছেন আল্লাহর এই কথা নিয়ে,

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

-"আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।"। [হিজর : ৪৯]"

হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর করুণার কাছে থাকা সত্ত্বেও বান্দাদের নৈরাশ্য দেখে আল্লাহ তা'আলা হাসেন।" আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রভুও কি হাসেন? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম! তিনি অবশ্যই হাসেন। আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তখন বললেন, 'আমাদের প্রভু যদি হাসেন, তাহলে তো কোনো কল্যাণ থেকে তিনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।'

জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে হাসির অর্থ হলো তাঁর একটি কর্মের বর্ণনা। এর উদ্দেশ্য, তাঁর করুণার প্রকাশ। যেমন বলা হয়, শাক-সব্জিতে মাটি হেসে ওঠেছে। অর্থাৎ লোকজন যে জিনিসের প্রত্যাশায় ছিলো, তার প্রকাশ ঘটেছে। বর্ণিত আছে, একজন অগ্নিপুজারী ইব্রাহিম আলাইহিস্সালামের মেহমানদারীর ইচ্ছাপোষণ করলো। তিনি বললেন, যদি তুমি মুসলমান হয়ে যাও আমি তোমার মেহমানদারী করবো, তোমাকে আপ্যায়ন করাবো। লোকটি জবাব দিল, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই- আমার উপর আপনার কী করুণা প্রকাশ পেল? এই বলে সে প্রস্থান করলো। আল্লাহ তা'আলা তখন ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, "আমি যাকে দীর্ঘ সত্তুর বছর যাবৎ কাফির হওয়া সত্ত্বেও রিজিক প্রদান করে আসছি, সুতরাং একটি মাত্র রাত তার আপ্যায়ন করলে তোমার কী ক্ষতি হতো?" একথা শোনে তিনি লোকটির পেছনে দৌড় দিলেন। তার মেহমানদারী করলেন। লোকটি বললো, ব্যাপার কি? এখন যে আপ্যায়ন করলেন? তিনি ঘটনার বর্ণনা দিলেন। সে

বললো, প্রভু আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেছেন? আমাকে ইসলামে দখিল করুন! তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি আবু সাহল সালুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলাম, জিজ্ঞেস করলাম আপনার অবস্থা কী? জবাব দিলেন, যেরূপ কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক সহজ অবস্থায় আছি।" হযরত আবু বকর ইবনে আশকাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "স্বপ্নযোগে উস্তাদ আবু সাহল সালুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এতো সুন্দর আকৃতিতে দেখলাম যা বর্ণনাতীত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে উস্তাদ! কিভাবে এই মর্যাদা লাভ করলেন? তিনি জবাব দেন, আমি প্রভুর প্রতি সুধারণা পোষণ করতাম।" হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, "অনেক পাপ নিয়ে আমি প্রভুর দরবারে হাজির হলাম। কিন্তু কেবল মাত্র তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণের কারণেই সব ক্ষমা করে দিলেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আল্লাহ আযজা ওয়াজাল্লাহ বলেন, আমি বান্দার সাথে ঐরূপ আচরণ করি যেরূপ সে আমাকে নিয়ে ভাবে। সে আমাকে স্মরণ করলে তার সাথে থাকি। একা স্মরণ করলে আমিও তাকে একা স্মরণ করি। লোক সমাগমে স্মরণ করলে, আমি এরচেয়ে উত্তম সমাগমে তাকে স্মরণ করি। আমার দিকে এক বিগত্ এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আমার দিকে একহাত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে চলি।" এই হাদীসে কুদসীটি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

বর্ণিত আছে হযরত ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক অগ্নিপুজারীর সঙ্গে যুদ্ধেরত ছিলেন। এসময় তার [অগ্নি উপাসকের] সালাতুল এলাজের ওয়াক্ত হলো। সে তার [ইবনে মুবারকের] নিকট বিরতি কামনা করলো। তিনি রাজী হলো। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, সে সূর্যকে সিজদা করছে, তখন অসি উত্তোলন করে তাকে আঘাত করতে উদ্যোত হলেন। হঠাৎ করে এক অদৃশ্য আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে

আসলো, তোমর ওয়াদা পূরণ করো! কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে! একথা শোনে তিনি আঘাত করা থেকে বিরত রইলেন। মাজুসী লোকটি উপাসনা শেষে জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে কাজ করতে চেয়েছিলে তা কেনো বর্জন করলে? তিনি উক্ত অদৃশ্য ধ্বনি সম্পর্কে তাকে অবগত করলেন। সে বললো, আহ্! কতো ভালো প্রভু! শত্রুর জন্য নিজের বন্ধুকে তিরস্কার করছেন! সাথে সাথে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং সুন্দরভাবে ইসলামী চর্চায় নিমগ্ন হলেন।”

বলা হয়, আল্লাহ যখন তাঁর নাম ‘আ’ফুও’ হিসাবে ঘোষণা দিলেন, তাতে লোকজন পাপে পতিত হলো। বলা হয়, আল্লাহ যদি বলতেন আমি পাপ ক্ষমা করবো না, তহলে কোনো মুসলমান পাপ করতেন না। যেমন, শিরক ছাড়া অন্য সকল পাপ ক্ষমা করেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন- তাই কোনো মুসলমান শিরক করে না। যেহেতু তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, শিরক ছাড়া যাবতীয় পাপ মোচন করবেন তাই মুসলমানরা আল্লাহর মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষা করে। বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম কখন আমার জন্য মাতহাফ [কাবা শরীফের চতুর্দিকের তাওয়াফের স্থান] জনশূন্য হবে। তখন ছিলো অন্ধকার এক রাত। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো। জনশূন্য হয়ে পড়লো মাতহাফ। আমি প্রবেশ করলাম এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে করতে বলতে লাগলাম, হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন! আমি অদৃশ্য থেকে ধ্বনি শোনলাম, হে ইবনে আদহাম! তুমি কি আমার কাছে নিজেকে রক্ষার প্রার্থনা করছো? এটা তো সবাই প্রার্থনা করে। আমি যদি তোমাদেরকে রক্ষা করে ফেলি, তখন আমি কার উপর আমার করুণা বর্ষণ করবো?”

বর্ণিত আছে, আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় স্বপ্নে দেখলেন, কিয়ামত ঘটে গেছে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা দিচ্ছেন, আলিমগণ কোথায়? সবাই উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তা’আলা প্রশ্ন করলেন, তোমরা ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছো? সবাই উত্তর দিলেন, হে প্রভু! আমরা ত্রুটি করেছি। পাপ করেছি। আল্লাহ তা’আলা একই প্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যেনো তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না- আরেকবার জবাব শোনতে চাচ্ছেন। আমি তখন বললাম, হে প্রভু! আমার আমলনামায় কোনো শিরক

নেই। আর এটা তো আপনারই ওয়াদা, শিরক ছাড়া সবকিছু ক্ষমা করে দিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, চলে যাও সবাই! আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।" এই স্বপ্ন দেখার তিনদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

বর্ণিত আছে, এক প্রচণ্ড মদ্যপ ব্যক্তি ছিলো। সে তার মদ্যপায়ী সকল বন্ধুদেরকে জমা করলো। দাসকে চার দিরহাম দিয়ে বললো, বাজার থেকে কিছু ফল কিনে আনো। ভৃত্য মনসুর ইবনে আম্মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরজা পেরিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি তখন একজন দরিদ্রকে সাহায্যের জন্য কিছু আবদার করছিলেন। বলছিলেন, যে ব্যক্তি একে চার দিরহাম দেবে আমি তার জন্য চারটি দু'আ করবো। ভৃত্য তা শোনে চার দিরহাম প্রদান করলো। হযরত মানসুর জিজ্ঞেস করলেন, বলো, তোমার জন্য কি কি দু'আ করবো? সে বললো, আমার একজন মুনিব আছে আমি তার কাছ থেকে মুক্তি চাই। তিনি দু'আ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়টি কি? সে জবাব দিলো, আল্লাহ যেনো আমার এই দিরহামগুলো ফিরিয়ে দেন। হযরত দুআ করলেন ও জিজ্ঞেস করলেন, পরেরটা কি? সে বললো, আমার মুনিবকে যেনো আল্লাহ তাওবার তাওফিক প্রদান করেন। তিনি প্রার্থনা করে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, শেষেরটি কি? সে জানালো, আল্লাহ যেনো আমি, আমার মুনিব এবং সকল মানবসহ আপনাকেও ক্ষমা করে দিন। হযরত মনসুর ইবনে আম্মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ দু'আও করলেন।

এরপর ভৃত্যটি তার মালিকের কাছে ফিরে গেল। মালিক জিজ্ঞেস করলো, এতো দেরী কেনো? সে পূর্ণ ঘটনা খুলে বললো। মালিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের প্রার্থনা করিয়েছিস? সে বললো, আপনার কাছ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছি। মলিক ঘোষণা দিলেন তুমি মুক্ত, যাও! এবার বলো দ্বিতীয় দু'আটি কি চেয়েছিলে? সে বললো, আমি ঐ দিরহামগুলো ফেরত চেয়েছি আল্লাহর দরবারে। মালিক বললেন, তোমাকে চার হাজার দিরহাম দিলাম! তৃতীয় দু'আ কি ছিলো। সে বললো, আল্লাহ যেনো আপনাকে তাওবার তাওফিক দেন। মালিক বললেন, আমি আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করছি। এবার চতুর্থটি কি বলো? সে জবাব দেয়, আমি চেয়েছি আল্লাহ যেনো আমি ও উপস্থিত জনতাকে ক্ষমা করে দেন। মালিক বললেন, এটা তো আমার ক্ষমতার বাইরে! রাতের বেলা মালিক নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন, একজন ঘোষণা

দিচ্ছেন- “তোমার দায়িত্বে যা ছিলো তুমি তা করেছো। এখন আমি কি আমার দায়িত্বে যা আছে তা কবরো না? আমি তোমাকে, তোমার ক্রিতদাস, মনসুর ও উপস্থিত জনতাকে ক্ষমা করে দিলাম।”

বর্ণিত আছে, রাবা’হ তাইসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেকবার হাজ্জে গমন করেছিলেন। একদা তিনি মিজাবে রাহমাতের [কাবা শরীফের ছাদের পানি পড়ার স্বর্ণের তৈরি পাইপ] নীচে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে মা’বুদ আমি ঐ হাজ্জগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য করেছি। দশটি হাজ্জ করেছি, আশারায়ে মুবাশশারার জন্য। দু’টি মা-বাবার জন্য। আর বাকিগুলো সকল মুসলমানের জন্য।” এতে দেখা গেলো নিজের জন্য একটিও করেন নি। অদৃশ্য থেকে ধ্বনি উঠলো, “তুমি তো ঐ লোক যে আমার সামনে বদান্যতা করছে। আমি তোমাকে, তোমার মা-বাবা এবং যারা কলিমায়ে শাহাদতের সাক্ষ্য দেবে সাবইকে ক্ষমা করে দিলাম।”

আরো বর্ণিত আছে, আবদুল ওয়াহহাব আবদুল মজিদ সাক্বাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একদিন আমি দেখলাম তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা একটি লাশ বহন করে নিচ্ছেন। আমি মহিলাকে সরিয়ে জানাযা বহন করলাম। কবরস্থানে নিয়ে সালাতুল জানাযা আদায় করে দাফন করলাম। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, মৃত ব্যক্তি তোমার কে হয়? তিনি জানালেন, সে আমার ছেলে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার প্রতিবেশীরা কোথায়? বললেন, তারা সবই আছে, কিন্তু তাকে তারা ঘৃণা করতো। জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন, সে ছিলো হিজড়া। কথাটি শোনে আমার করুণা হলো। মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে যেয়ে কিছু গম ও কাপড় হাদিয়া দিলাম। ঐ রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত। তাঁর পরনের কাপড় ধবধবে সাদা। তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আপনারা যাকে দাফন করেছিলে, আমি সেই হিজড়া। মানুষ আমাকে ঘৃণা করতো, বিনিময়ে প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন।”

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, “আবু উমর দিকিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা এক মহল্লা দিয়ে গমন করছিলেন। দেখলেন, একদল লোক দুষ্কৃতিকারী এক যুবককে মহল্লা থেকে বের করে দিচ্ছেন। একজন মহিলা কাঁদছিলেন। জানা গেলো, তিনি এই যুবকের মাতা। আবু উমর মহিলার প্রতি দয়া দেখালেন। লোকদের প্রতি সুপারিশ করলেন, আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবারকার মতো যুবকটিকে ছেড়ে দিন। আর যদি অনুরূপ খারাপ কাজ করে আপনারা যাচ্ছোতাই করুন। লোকজন তাঁর কথা মেনে নিলেন। কিছুদিন পর আবার তিনি এই মহল্লা দিয়ে গমন করছিলেন। শোনতে পেলেন একজন বৃদ্ধা মহিলার ক্রন্দন। মনে মনে ভাবলেন, বুঝি সেই যুবকটি আবার তার খারাপ কর্মে লিপ্ত হয়েছে। লোকজন তাকে বের করে দিয়েছে- তাই বুঝি মহিলাটি কাঁদছেন। তিনি দরজায় আওয়াজ দিলেন। যুবকটির অবস্থা সম্পর্কে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানালেন, আমার সন্তান তো মারা গেছে! তিনি তার সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে, মহিলা জবাব দিলেন, মৃত্যুর পূর্বে সে অনুরোধ জানিয়েছিল, প্রতিবেশীদের নিকট আমার মৃত্যুসংবাদ দেবেন না। আমি তাদেরকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছি। তারা আমার সমালোচনা করবেন, জানাযায় উপস্থিত হবেন না। দাফনের সময় এই আংটিটি কবরে রেখে দিবেন। এতে লিখা আছে ‘বিসমিল্লাহ’। দাফন শেষে প্রতিপালকের নিকট আমার জন্য সুপারিশ করবেন। মহিলা বললেন, আমি তার অসিয়তমতো সব কাজ করেছি। কবরের মাথার দিক দিয়ে চলার সময় আওয়াজ শোনলাম সে বলছে, হে আম্মাজান! আপনি ফিরে যান, আমি তো আমার দয়াময় প্রভুর নিকট এসে গেছি!”

হযরত ইব্রাহিম আতরুশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বাগদাদে আমরা দজলা নদীর তীরে হযরত মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বসা ছিলাম। দেখলাম, একদল যুবক নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। তারা ঢোল-ঢপকি বাজাচ্ছিল। মদপান করে খেলাধুলায় মত্ত ছিলো। মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট আমরা আবদার জানালাম, দেখুন হযরত! এই যুবকরা কীরূপ পাপে লিপ্ত হয়েছে! এদের প্রতি অভিশম্পাত করুন। তিনি হাত তুললেন। বললেন, “হে মা’বুদ! দুনিয়াতে যেভাবে আপনি তাদেরকে আনন্দ-ফুর্তিতে নিমজ্জিত করেছেন, আখিরাতেও তাদেরকে অনুরূপ আমোদ-প্রমোদ দান করুন!” বললাম, হযরত, আমরা তো

বলছিলাম, বদ'দুআর জন্য? তিনি বললেন, "আল্লাহ যদি আখিরাতে তাদেরকে আনন্দ দান করেন, তাহলে তো তিনি তাঁদের তাওবাহ কবুল করার কারণেই তা করবেন।"

হযরত আবু আবদুল্লাহ হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম কাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আমার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগলো তাঁকে স্বপ্নে দেখার। এরপর একদিন ঠিকই তাঁকে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করেছেন। তবে আমাকে তিনি তিরস্কারও করেছেন। তিনি বলেছেন, হে ইয়াহইয়া! দুনিয়ার জীবনে তুমি ভালোর সঙ্গে মন্দের মিশ্রণ করেছো। আমি আবদার করলাম, হে প্রভু! আমি একটি হাদীসের উপর ভসরা করেছি। হযরত আবু মুয়াওবিয়া দ্বারীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, আমি বৃদ্ধ লোককে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করি।" আল্লাহ তা'আলা তখন বললেন, হে ইয়াহইয়া! আমার নবী সত্য বলেছেন। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তবে এটাও সত্য, দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দের মিশ্রণ করেছো!"

باب الحزن
হুযন (চিন্তামগ্নতা) অধ্যায়

قال الله تعالى: " وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن. "

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا علي بن جيش قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت عطاء بن يسار قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من شيء يصيب العبد المؤمن، من وصب، أو نصب، أو حزن، أو ألم يهمه إلا كفر الله تعالى عنه من سيئاته. "

الحزن: حال يقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة.

والحزن من أوصاف أهل السلوك.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله تعالى، يقول: صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر مالا يقطعه من فقد حزنه سنين، وفي الخبر: " إن الله يحبُّ كل قلب حزين. "

وفي التوراة: " إذا أحب الله عبداً جعل في قلبه نائحة، وإذا بغض عبداً جعل في قلبه مزماراً. "

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان دائم الفكر.

وقال بشر بن الحارث.

الحزن ملك، فإذا سكن في موضع لم يرض أن يساكنه أحد.

وقيل: القلب إذا لم يكن فيه حُزن خرب، كما أنَّ الدار إذا لم يكن فيها ساكن تخرب.

وقال أبو سعيد القرشي: بكاء الحزن يعمى، وبكاء الشوق يعشي البصر ولا يعمي: قال الله تعالى: " وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. "

وقال ابن خفيف: الحزن: حصر النفس عن النهوض في الطرب.

وسمعت رابعة العدوية رجلاً يقول: واحزناه! فقالت: قل: واقلة حزناه، لو كنت محزوناً لم يتهيأ لكن أن تتنفس. وقال سفيان بن عيينه: لو أن محزوناً بكى في أمَّة لرحم الله تعالى تلك الأمَّة ببكائه.

وكان داود الطائي الغالب عليه الحزن، وكان يقول بالليل: إلهي، همك عطل على الهموم، وحال بيني وبين الرقاد.

وكان يقول: " كيف يتسلى من الحزن من تتجدد عليه المصائب في كل وقت؟ " .

وقيل: الحزن: يمنع من الطعام، والخوف: يمنع من الذنوب. وسئل بعضهم: بم يستدل على حزن الرجل؟ فقال: بكثرة أنينه. وقال سري السقطي: وددت أن حزن كل الناس ألقي علي. وتكلم الناس في الحزن، فكلهم قالوا: إنما يحمد حزن الآخرة، وأما حزن الدنيا فغير محمود، إلا أبا عثمان الحيري، فإنه قال: الحزن بكل وجه فضيلة، وزيادة للمؤمن، ما لم يكن بسبب معصية، لأنه إن لم يوجب تخصيصاً فإنه يوجب تمحيصاً. وعن بعض المشايخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه يقول له: إن رأيت محزوناً، فاقرئه مني السلام. سمعت الأستاذ أبا عليَّ الدقاق يقول: كان بعضهم يقول للمشس عند غروبها، هل طلعت اليوم على محزون؟ وكان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة.

وقال وكيع لما مات الفضيل، ذهب الحزن اليوم من الأرض. قال بعض السلف، أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته من الحسنات لهم. الحزن.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول: سمعت علي بن بكران يقول: سمعت محمد بن علي المروزي يقول، سمعت أحمد بن أبي روح يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: كان السلف يقولون: إن على كل شيء زكاة وزكاة العقل طول الحزن.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: سمعت أبا الحسين الوراق يقول، سألت أبا عثمان الحيري يوماص عن الحزن فقال: الحزين لا يتفرغ إلى سؤال الحزن، فاجتهد في طلب الحزن، ثم سل.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

-"আর তারা বলবে- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন"। [ফাতির : ৩৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মু'মিন বান্দা যখনই কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানে আক্রান্ত হয়, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার গুনাহ মার্জনা করে দেন।"

হুযন [বিষণœতা] হলো একটি হাল। উদাসীনতার উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে এটা হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখে। হুযন সালিকদের বৈশিষ্ট্য। উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "চিন্তামগ্ন ব্যক্তি এক মাসে আল্লাহর পথে যে পরিমাণ ভ্রমণ করতে পারবে, চিন্তাহীন ব্যক্তি কয়েক বছরেও সে পরিমাণ ভ্রমণ করতে পারবে না। হাদীসের মধ্যে আছে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই চিন্তামগ্ন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।" তাওরাতে আছে "আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তার অন্তরে চিন্তা ও পেরেশানী সৃষ্টি করে দেন। আর যখন কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তার অন্তরে বাদ্যগীতি সৃষ্টি করে দেন।" বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় চিন্তামগ্ন ও পেরেশানীতে থাকতেন। হযরত বিশর ইবনে হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "চিন্তা হলো, এক রাজা। কোনো স্থানে যদি তার আধিপত্য সৃষ্টি হয়, অন্য কেউ তার অংশীদার হতে পারে না। বলা হয়, কোনো হৃদয়ে যখন চিন্তা থাকে না, তা বিনষ্ট হয়ে যায়- যেভাবে, কোনো ঘরে মানুষ না থাকলে তা বরবাদ পয়ে পড়ে। হযরত আবু সাঈদ কুরাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "চিন্তার ক্রন্দন অন্ধ বানিয়ে দেয়। আর আসক্তির ক্রন্দন অন্ধ বানাতে পারে না।" আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

-"এবং [ইউসুফের জন্য] দুঃখে তাঁর [ইয়াকুব আ.-এর] চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল, এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট"। [ইউসুফ : ৮৪]

হযরত ইবনে খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আনন্দ ও বিনোদনের মধ্যে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণকে বলে হুযন।" হযরত রাবিয়া বসরী আদাওয়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহা এক ব্যক্তিকে বলতে শোনলেন, হায়রে পেরেশানী! তিনি বললেন, "না! তুমি বলো, পেরেশানী তো কমে গেছে! চিন্তামগ্ন থাকলে তো তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসও অবশিষ্ট থাকতো না!" হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইয়ানা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "উম্মাতের মধ্যে একজন চিন্তিত মানুষ যদি কান্নাকাটি করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ক্রন্দনের ফলে গোটা উম্মাতকেই করুণা করেন।" হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। রাতের বেলা বলতেন, "হে প্রভু! কেবলমাত্র তোমার কল্পনা আমার সমস্ত নিজের জল্পনা-কল্পনাকে বিলীন করে দিয়েছে। ঘুম ও আমার মধ্যে তোমার কল্পনা হয়ে গেছে অন্তরায়।" তিনি আরো বলতেন, "ঐ লোক চিন্তা-পেরেশানী থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে, তার উপর তো প্রতি মুহূর্তে বিপদাপদ পতিত হয়।" বলা হয়ে থাকে, "চিন্তা মানুষকে খাবার থেকে বিরত রাখে, ঠিক যেরূপ আল্লাহর ভয় মানুষকে পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

একজন সুফিকে প্রশ্ন করা হলো, মানুষের মধ্যে চিন্তার পরিচয় কিভাবে মিলে? জবাব দিলেন, "অধিকহারে ক্রন্দন ও আহাজারি দ্বারা"। হযরত সিররে সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যার সাথে আমি সাক্ষাৎ করি, আমার মন চায় তাকে যেনো চিন্তিত অবস্থায় দেখি।"

সুফিগণ চিন্তা সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলেছেন। তাদের সকলের বক্তব্যের মর্ম এটাই, চিন্তা যদি হয় আখিরাতের উদ্দেশ্যে তবে তা প্রশংসনীয়। আর যদি তা হয় দুনিয়া লাভের জন্য তবে তা হবে অপ্রশংসীয়। কেবলমাত্র উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আসলে সব কারণেই চিন্তা প্রশংসিত। এর দ্বারা মু'মিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কেবলমাত্র পাপ করার চিন্তা ছাড়া।" অপর আরেক শায়খ বলতেন, "যদি কেউ চিন্তিত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করো, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবে।" উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "সূর্যাস্তের সময় একজন শায়খ প্রায়ই বলতেন, আজকের সূর্য কি কোনো চিন্তিত মানুষের উপর উদয় হয়েছিল? যখনই কেউ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতেন, তাঁকে মনে হতো এইমাত্র নতুন কোনো বিপদে পড়ে আছেন!"

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন ইন্তিকাল করেন, ওয়াকীহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আজকে দুনিয়া থেকে চিন্তা উঠে গেছে!" একজন সালাফ বলেন, "মু'মিন তার আমলনামায় যতো নেক বদলা পাবে, তার অধিকাংশই হবে চিন্তার ফসল।" ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "সালাফদের বক্তব্য হলো, প্রতিটি বস্তুর যাকাত আছে। আর বুদ্ধির যাকাত হলো দীর্ঘ চিন্তা।"

হযরত আবু হুসাইন ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একদিন আবু উসমান হিরীকে চিন্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, "চিন্তামগ্ন ব্যক্তি চিন্তা সম্পর্কে প্রশ্নেরও সময় পায় না! তাই চিন্তার খোঁজে অনুসন্ধানে লিপ্ত হও। তারপর প্রশ্ন করো!"

باب الجوع وترك الشهوة
জু’ ওয়া তরকে শাহাওয়াত (ক্ষুধা মিটানোর চর্চা ও শাহাওয়াত বর্জন) অধ্যায়

؟ قال الله تعالى: " ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. "
ثم قال في اخر الآية: " وبشر الصابرين " فبشرهم بجميل الثواب على الصبر على مقاساة الجوع. وقال تعالى: " ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة. "
أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمج بن عبيد الصفَّار قال: حدثنا عبد الله بن أيوب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا أبو هاشم صاحب الزعفراني قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن أنس بنمالك أنه حدثه قال: " جاءت فاطمة، رضي الله عنها، بكسرة خبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟. "
قالت: قرص خبزته، ولم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام. وفي بعض الروايات: جاءت فاطمة، رضي الله عنها، بقرص شعير.
ولهذا كان الجوع من صفات القوم، وهو أحد أركان المجاهدة، فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الأكل، ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع، وكثرت الحكايات عنهم في ذلك.
سمعت محمد بن أحمد بن الصوفيَّ يقول: سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول: سمعت ابن سالم يقول: أدب الجوع أن لا ينقص من عادته إلا مثل أذن السنور.
وقيل: كان سهل بن عبد الله لا يأكل الطعام إلا في كل خمسة عشر يوماً؛ فإذا دخل شهر رمضان كان لا يأكل حتى يرى الهلال، وكان يفطر كل ليلة على الماء القراح. وقال يحيى بن معاذ: لو أن لجوع يباع في السوق لما كان ينبغي لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله قال: حدثنا علي بن الحسين الأرجاني قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصطخري بمكة - حرسها الله تعالى - قال: قال سهل بن عبد الله: لما

خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشبع: المعصية والجهل، وجعل في الجوع: العلم والحكمة.

وقال يحيى بن معاذ: الجوع للمريدين رياضة، وللتائبين تجربة، وللزهاد سياسة، وللعارفين مكرُمة. سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدَّقاق، رحمه الله، يقول: دخل بعضهم على بعض الشيوخ، فرآه يبكي، فقال له: مالك تبكي؟ فقال: إني جائع. فقال: ومثل يكبي من الجوع؟! فقال: أسكت، أما علمت أن مراده من جوعي أن أبكي.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي، رحمه الله، يقول: حدَّثنا محمد بن بشر قال: حدَّثنا الحسين بن منصور قال: حدَّثنا دود بن معاذ قال: سمعت مخلداً يقول: كان الحجاج بن فرافصة معنا بالشام، فمكث خمسين ليلة لا يشرب الماء، ولا يشبع من شيء يأكله.

وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الغزالي يقول: سمعت محمد بن علي يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء يقول: دخل أو تراب النخشي من بادية البصرة مكة - حرسها الله تعالى - فسألناه عن أكله، فقال: خرجت من البصرة.. وأكلت بنباج. ثم بذات عرق.. ومن ذات عرق إليكم فقطع البادية بأكلتين.

وسمعته يقول: حدثنا علي بن النحاس المصري قال: حدثنا هارون بن محمد الدقاق قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن الدرقش قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: نجوَّع صنف من الطير أربعين صباحاً، ثم طاروا في الهواء، فرجعوا بعد أيام، فكان يفوح منهم رائحة المسك. وكان سهل بن عبد الله إذا جاع قوي، وإذا أكل شيئاً ضعف.

وقال أبو عثمان المغربي: الرَّباني لا يأكل في أربعين يوماً، والصمداني في ثمانين يوماً. وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: سمعت محمد ابن العلوي يقول: سمعت علي بن إبراهيم القاضي بدمشق، يقول سمعت محمد بن علي بن خلف يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع.

سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول: سمعت علي بن الحسين الأرجاني يقول: سمعت أبا محمد الإصطخري يقول: سمعت سهل بن عبد الله، وقيل له: الرجل يأكل في اليوم أكلة، فقال أكل الصديقين. قال: فأكلتين. قال: أكل المؤمنين. قال: فثلاثة: قال: قل لأهلك يبنون لك معلفاً.

وسمعته يقول: حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال: حدثنا أبو بكر السائح قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الجوع نور، والشبع نار، والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق، ولا تطفأ ناره حتى يحرق صاحبه.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج العلومي يقول: دخل يوماً رجل من الصوفية على شيخ، فقدم إليه طعاماً.. ثم قال له: منذ كم يوم لم تأكل؟. فقال: منذ خمسة ايام. فقال جوعك جوع بخل!! عليك ثياب وأنت تجوع؟! ليس هذا جوع فقر!. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: قال أبو سليمان الداراني: لأن أترك من عشائي لقمة أحب إلي من أن أقوم الليل إلى آخره.

وسمعته يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد الرازي يقول: اشتهى أبو الخير العسقلاني السمك سنين، ثم ظهر له ذلك من موضع حلال، فلما مد يده إليه ليأكل أخذت شوكة من عظامه أصبعه، فذهبت في ذلك يده، فقال: يا رب، هذا لمن مد يده بشهوة لى حلال، فكيف بمن مد يده بشهوة إلى حرام؟ سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك يقول: شغل العيال نتيجة متابعة الشهوة بالحلال. فما ظنك بقضية شهوة الحرام؟.

سمعت رستم الشيرازي الصوفي يقول: كان أبو عبدالله بن خفيف في دعوة فمدَّ واحد من أصحابه يده إلى الطعام قبل الشيخ، هذا كان به من فأراد بعض أصحاب الشيخ أن ينكروا عليه لسوء أدبه، حيث مدَّ يده إلى الطعام قبل الشيخ، فوضع شيئاً بين يدي هذا الفقير، فعلم الفقير أنه أنكر عليه لسوء أدبه، فاعتقد أن لا يأكل خمسة عشر يوماً، عقوبة لنفسه، وتأديباً لها، وإظهاراً لتوبته من سوء أدبه وكان قد أصابته فاقة قبل ذلك.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: حدثنا أبو الفرج الورثاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك ابن دينار يقول: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. وسمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله الأصبهاني يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع فالزموه السوق، وأمروه بالكسب. سمعت

الأستاذ أبا علي الدقاق، يقول، حاكياً عن بعض المشايخ أنه قال: ن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم، فلذلك افتضحوا. وسمعته يقول: قيل لبعضهم: ألا تشتهي؟ فقال: أشتهي ولكن أحتمي.
قال: وقيل لبعضهم: ألا تشتهي؟ فقال: اشتهي أن لا أشتهي وهذا تم.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: أخبرنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو الحسين الحسن بن عمرو بن الجهم قال: سمعت أبا نصر التمار، يقول: أتاني بشر ليلة، فقلت: الحمد الله الذي جاء بك: جاءنا قطن من خراسان فغزلته البنت، وباعته، واشترت لنا لحماً، فتفطر عندنا.
فقال: لو أكلت عند أحد أكلت عندكم ثم قال: إني لأشتهي الباذنجان منذ سنين، ولم يتفق لي أكله!! فقلت: إن فيها الباذنجان من الحلال. فقال: حتى يصفو لي حب الباذنجان.
سمعت عبد الله بن باكويه الصوفي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا أ؛مد الصغير يقول: أمرني أبو عبد الله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبيب، لإفطاره، فليلة اشفقت عليه، فحملت إليه خمس عشرة حبة، فنظر إلي وقال: من أمرك بهذا؟ وأكل عشر حبات، وترك الباقي.
سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفرغاني يقول: سمعت أبا الحسين الرازي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت أبا تراب النخشبي يقول: ما تمنعت نفسي من الشهوات، إلا مرة واحدة، تمنت خبزاً وبيضاً وأنا في سفر، فعدلتُ إلى قرية، فقام واحد وتعلق بي وقال: هذا كان مع اللصوص. فضربوني سبعين درة. ثم عرفني رجل منهم، فقال: هذا أبو تراب النخشبي!! فاعتذروا إلي، فحملني رجل إلى منزله، إكراماً لي، وشفقة علي.. وقدم لي خبزاً وبيضاً، فقلت لنفسي: كلي بعد سبعين درة!

অনুবাদ: আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

-"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা ... দ্বারা"। [বাক্বারাহ : ১৫৫]

একই আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

-"তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের"।

অর্থাৎ, ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার জন্য উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

-"এবং আপনার উপরে অপরের প্রাধান্য দিত, যদিও দারিদ্র্যতা হলো আপনার অংশ"। [হাশর : ৯]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা একদা একখণ্ড রুটির টুকরো নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে ফাতিমা! এটা কিসের টুকরো? ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, একটি রুটি তৈরী করেছি। মন মানছে না- তাই এক টুকরো আপনার জন্য নিয়ে আসলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাগো! তিনদিন পর এটাই তোমার বাবার জন্য আহার!" অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা সামান্য যব নিয়ে এসেছিলেন।

ক্ষুধা হচ্ছে সুফিয়ায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য। মুজাহাদার এক স্তম্ভ। সালিকগণ ক্ষুধার অভ্যেস করতেন। খাবার থেকে বিরত থাকতেন। ক্ষুধার মধ্যেই তাঁরা সন্ধান পেতেন হিকমাত ও প্রজ্ঞার মহাসমুদ্রের। এ সম্পর্কে প্রচুর ঘটনা সুফিয়ায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ক্ষুধার বৈশিষ্ট্য হলো, বিড়ালের লেজ পরিমাণ থেকেও কম খাওয়ার উপর অভ্যেস করে নেওয়া।" বর্ণিত আছে, হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৫ দিন পরপর খাবার খেতেন। রমযান মাসে ঈদের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আহার করতেন না। প্রতি রাত একটু পানি পান করে ইফতার করতেন। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ক্ষুধা যদি বাজারে বিক্রি হতো, তবে আখিরাতের তালিবরা বাজারে গিয়ে কেবল এটিই ক্রয় করে নিয়ে আসতেন! আর কিছু নয়।" হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "আল্লাহ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন আহারের পরিতৃপ্তির মধ্যে রেখে দিলেন পাপাচার ও মূর্খতা। অপরদিকে ক্ষুধার মধ্যে লিখে দিলেন ইলম ও হিকমাত।" হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ক্ষুধা হলো মুরীদের জন্য সাধনা, তাওবাকারীর জন্য অভিজ্ঞতা, জাহিদের জন্য রাজনীতি আর আরিফের জন্য সম্মান।" উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "একজন শায়খ আরেকজন শায়খকে দেখতে গেলেন। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আমি ক্ষুধার্ত! প্রশ্নকারী বললেন, আপনার মতো ব্যক্তিও কি ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদতে পারেন! তিনি বললেন, চুপ থাকো! তুমি কি জানো না, ক্ষুধার উদ্দেশ্য হলো কাঁদা।"

হযরত মুখাল্লাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হাজ্জাজ ইবনে ফারাফিসা আমাদের সঙ্গে শাম দেশে ছিলেন। দীর্ঘ ৫০ রাত থাকলেন। এ সময়ের মধ্যে একটু পানিও পান করলেন না, একটু খাবারও খেলেন না!" হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনুল জালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আবু তুরাব নকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বসরা হয়ে মক্কা শরীফ আসলেন। আমরা তাঁকে খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। জবাব দিলেন, বসরা থেকে বের হওয়ার সময় সজি খেয়েছি। 'যাতে ইরাক্ব' [মিক্বাতের নাম] আসার পর আরেকটি সজি আহার করলাম। সেখান থেকে এই বিশাল মরুভূমি এ এটুকু খাবার খেয়েই পাড়ি দিয়েছি।" হযরত আবদুল আজিজ ইবনে উমায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একদল পাখি চল্লিশ প্রভাত পর্যন্ত ক্ষুধাবস্থায় যাপন করে। এভাবে মহাশূন্যে উড়োউড়ি করলো। যখন তারা স্বস্থানে ফিরে আসলো, তাদের মধ্য থেকে মিশকের ঘ্রান বিচ্ছুরিত হয়ে পড়লো!"

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন ক্ষুধার্ত থাকতেন, তিনি বলবান থাকতেন। আর আহার করলে দুর্বল হয়ে পড়তেন। হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "রব্বানী ব্যক্তি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকে। আর সামদানী লোক ৮০ দিন পর্যন্ত আহার থেকে বিরত থাকে।" হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "দুনিয়ার চাবি হলো পরিতৃপ্তি। আর আখিরাতের চাবি হচ্ছে ক্ষুধা।" হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, "একজন মানুষ দিনে এক লোকমা আহার করে? তিনি বললেন, এটা হলো সিদ্দীকদের খাবার। যদি দু' লোকমা আহার করে? জবাব দিলেন, তা হলো মু'মিনদের আহার। আর যদি তিন লোকমা হয়? জবাব আসলো, এটা তো দুনিয়াসক্তদের খাবার!"

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ক্ষুধা হলো, নূর। পেট ভরে খাওয়া হচ্ছে আগুন। শাহাওয়াত অগ্নিকাষ্ঠ। তা থেকেই আগুন সৃষ্টি হয়। মানুষকে জ্বালিয়ে ফেলা হলো তার কাজ।" হযরত আবু নসর সাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একজন সুফি এক শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। শায়খ তাকে খাবার দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কতদিন যাবৎ খান নি? তিনি জবাব দিলেন, আজ পাঁচ দিন হলো খাই নি! শায়খ মন্তব্য করলেন, তোমার ক্ষুধা হলো কৃপণতার ক্ষুধা। কাপড়-চোপড় পরেও তুমি ক্ষুধার্ত আছো। এটা কী কোনো দরবেশীর ক্ষুধা হলো?" হযরত আবু সুলায়মান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে রাতের এক লোকমা খাবার বর্জন আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

হযরত আবুল ক্বাসিম জাফর রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আবুল খায়ের আসক্বালানী দীর্ঘ কয়েক বছর মাছ খেতে চাইলেন। কোনো একদিন হালাল উপায়ে প্রাপ্ত কিছু মাছের সন্ধান পেলেন। যখন তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, আঙ্গুলে একটি কাটা বিদ্ধ হলো। তিনি বললেন, হে প্রভু! আগ্রহের সাথে এক ব্যক্তি হালাল খাওয়ার জন্য চেষ্টা করলো, তার বুঝি এই পরিণতি! যে হারামের প্রতি হাত বাড়াবে, তার পরিণতি কী হবে?"

উস্তাদ আবু বকর ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হালালের প্রতি আগ্রহ থাকলে ও তা অনুসন্ধান করলে দারিদ্র্যতা আসতে পারে। কিন্তু হারাম চাহিদার পরিণতি কী হবে তা চিন্তা করো!” রুস্তম সিরাজী সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর এক শিষ্য আগেই খাবারে হাত দিয়ে দিলেন। অন্য আরেক শিষ্য হযরতের পূর্বে হাত দেওয়াকে বেআদবী মনে করলেন। তিনি তাই প্রথমে হাত বাড়ানেওয়ালা শাগরিদের সামনে কিছু খাবার রেখে দিলেন। এটা লক্ষ্য করে ঐ শিষ্য বুঝতে সক্ষম হলেন, তার বেআদবীর কথা। নিজেকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ১৫ দিন পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। অসুন্দর আচরণ থেকে তাওবাহ করলেন। উক্ত দাওয়াতে অংশগ্রহণ পূর্বে তিনি বেশ ক্ষুধার্ত ছিলেন।”

হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যার মধ্যে দুনিয়ার প্রবৃত্তি ও শাহাওয়াত প্রাধান্য পায়, শয়তান তাকে তার ছায়া থেকে পৃথক করে দেয়।” হযরত আবু আলী রুদ্ববারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “৫ দিন না খেয়ে যে সুফি বলবে, আমি ক্ষুধার্ত, তাকে বাজারে পাঠিয়ে দাও! উপার্জনে তাকে বাধ্য করো!”

হযরত আবু নসর তাম্মার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, “এক রাত আমার নিকট বিশর ইবনে হাফী আসলেন। বললাম, সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর, যিনি আপনাকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। খুরাশান থেকে আমাদের কাছে কিছু সুতা এসেছে। আমার বোন তা দিয়ে কাপড় বুনে বিক্রি করেছেন। আমি এই টাকা দ্বারা মাংশ ক্রয় করে তরকারী বানিয়েছি। আপনি আমাদের সাথে ইফতার করবেন। তিনি বললেন, আমি যদি কারো কাছে খেতে ইচ্ছে করি, তা তোমাদের নিকটই হবে। কিন্তু আমি কয়েক বছর যাবৎ বেগুন ভক্ষণের বেশ ইচ্ছা করছিলাম। তবে খাওয়া হয় নি। আমি বললাম, হযরত আমাদের খাবারে হালাল বেগুন আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে। ভালো হলো। এখন বেগুনাসক্তি দূর হবে!”

হযরত আবু আহমদ সগীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ আমাকে নির্দেশ দিলেন, ইফতারের সময় আমাকে দশটি কিশমিশ দেবেন।

এক রাত তাঁর প্রতি আমার দয়া হলো। আমি পনেরোটি দিলাম। তিনি এতে খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকিয়ে বললেন, তোমাকে এটা করতে কে নির্দেশ দিয়েছে? এরপর দশটি খেয়ে বাকীগুলো রেখে দিলেন।” হযরত আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একবার রুটি ও ডিমের আগ্রহ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি। আমি সফরে ছিলাম। একটি গ্রামে প্রবেশ করলাম। এক লোক আমার পিছু ধরলো। চিৎকার করে বললো, এ লোকটি চোরের সাথী! মানুষ ছুটে এসে আমাকে ধরে সত্তুরটি বেত্রাঘাত করলো। একলোক আমাকে চিনে ফেলে বললো, ইনি তো আবু তুরাব নকশী! তোমরা তাঁকে আমার নিকট হস্তান্তর করো। তিনি খুবই শ্রদ্ধা করুণার সঙ্গে আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রুটি ও ডিম আমার সামনে এনে দিলেন। মনে মনে বললাম, সত্তুরটি বেত্রাঘাত খেয়ে এখন তুমি ডিম-রুটি খাও!”

باب الخشوع والتواضع
খুশু ও তাওয়াযু' (বিনয় ও নম্রতা) অধ্যায়

قال الله تعالى: " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. "
أخبرنا أبو الحسن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قال: أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري، قال حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا شعبة، عن أبان بن ثعلب، عن فضل الفقيمي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من قلبه مثقال ذرَّة من إيمان، فقال رجل يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبة حسناً. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر من بطر الحق، وغمص الناس. "
وأخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا أبو إبراهيم قال: حدثنا علي ابن مسهر، عن مسلم الأعور، عن أنس بن مالك، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويشيع الجنائز، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم قريظة ولانضير على حمار مخطوم بحبل من ليف. عليهإكاف من ليف. "
الخشوع: الانقياد للحق. والتواضع: هو الاستسلام للحق، وترك الاعتراض على الحكم. وقال حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم: الخشوع. وسئل بعضم عن الخشوع، فقال: الخشوع: قيام القلب بين يدي الحق، سبحانه، بهم مجموع. وقال: من علامات الخشوع للعبد: أنه إذا أغضب أو خولف، أو رد عليه أن يستقبل ذلك بالقبول. وقال بعضهم: خشوع القلب: قيد العيون عن النظر.
وقال محمد بن علي الترمذي: الخاشع من خمدت نيران شهوته، وسكن دخان صدره، وأشرق نور التعظيم في قلبه، فماتت شهوته، وحيي قلبه؛ فخشعت جوارحه.

وقال الحسن البصري: الخشوع: الخوف الدائم اللازم للقلب. وسئل الجنيد عن الخشوع، فقال: تذلل القلوب لعلام الغيوب. قال الله تعالى: " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً " سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول ما معناه: متواضعين، متخاشعين. وسمعته يقول: هم الذين لا يستحسنون شِسع نعالهم إذا مشوا. واتفقوا على أن الخشوع محله القلب.

ورأى بعضهم رجلاً منقبض الظاهر، منكسر الشاهد، قد زوى منكبيه، فقال له: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا وأشار إلى منكبيه.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً يعبث في صلاته بلحيه، فقال: " لو خشع قلب هذه لخشعت جوارحه. "

وقيل، شرط الخشوع، في الصلاة أن لا يعرف من على يمينه ومن على شماله.

قال الأستاذ الإمام: ويحتمل أن يقال: الخشوع، إطراق السريرة بشرط الأدب بمشهد الحق سبحانه وتعالى. ويقال: الخشوع، ذبول يرد على القلب عنداطلاع الرب. ويقال: الخشوع، ذوبان القلب وانخناسه عند سلطان الحقيقة. ويقال: الخشوع، مقدمات غلبات الهيبة.

ويقال: الخشوع: قشعريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة كشف الحقيقة. وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يرى على الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.

وقال أبو سليمان الداراني: لو أجتمع الناس على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي لما قدروا عليه. وقيل: من لم يتضع عند نفسه لم يتضع عند غيره. وكان عمر بن عبد العزيز لا يسجد إلى على التراب.

أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: حدَّثنا أحمد بن عبيد البصري، قال: حدَّثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يزيد الفرائض، قال: حدثنا محمد بن كثير، وهو المصيصي، عن هارون بن حيان، عن حصيف، عن سعيد بن جبير، عن أبن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. "

وقال مجاهد، رحمه الله: لما أغرف الله سبحانه، قوم نوح شمخت الجبال، وتواضع الجودي، فجعله الله سبحانه، قراراً لسفينة نوح عليه السلام.

وكان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يسرع في المشي، ويقول: إنه أسرع للحاجة، وأبعد من الزهو.

وكان عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، يكتب ليلة شيئاً، وعند ضيف، فكاد السراج. ينطفىء، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه، فقال: لا: ليس من الكرم استخدام الضيف. قال: فأنبِّه الغلام. قال: لا، هي أول نومة نامها. فقالم إلى البطة، وجعل الدهن في المصباح، فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين!! فقال له عمر: ذهبتُ وأنا عمر، ورجعت وأناعمر.

وروي أبو سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يعلف البغير، ويقم البيت، ويخصف النعل، ويرقع الثوب، ويحلب الشاة، ويأكل مع الخادم، ويطحن معه إذا أعيا، وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله، وكان يصافح الغني والفقير، ويسَّلم مبتدئاً، ولا يحتقر ما دعي إليه، ولو إلى حشف التمر، وكان هين المؤنة، لين الخلق؛ كريم الطبيعة جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساماً من غير ضحك، محزوناً من غير عبوسة؛ متواضعاً من غير مذلة؛ جواداً من غير سرف، رقيق القلب؛ رحيماً بكل مسلم، لم يتجشأ قط من شبع؛ ولم يمد يده إلى طمع. "

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي؛ رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول: سمعت مردويه الصائغ يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: قراء الرحمن، عز وجل، أصحاب خشوع وتوضاع، وقراء القضاة أصحاب عجب وتكبر. وقال الفضيل بنعياض: من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. وسئل الفضيل عن التواضع، فقال: تخضع للحق، وتنقاد له وتقبله ممن قاله.

وقال الفضيل: أوحى الله؛ سبحانه وتعالى؛ إلى الجبال: أني مكلم على واحد منكم نبياً. فتطاولت الجبال؛ وتواضع طورسينا؛ فكلم الله سبحانه علية موسى، عليه السلام، لتواضعه. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر، يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك، يقول: سئل الجنيد عن التواضع؛ فقال: خفض الجناح للخلق؛ ولين الجانب لهم. وقال وهب: مكتوب في بعض ما أنزل الله تعالى من الكتب: " إني أخرجت الذر من صلب آدم، فلم أجد قلباً أشدَّ تواضعاً من قلب موسى عليه السلام، فلذلك اصطفيته وكلمَّته. "

وقال ابن المبارك: التكبير على الأغنياء، والتواضع للفقراء من التواضع.
وقيل لأبي يزيد: متى يكون الرجل متواضعاً؟ فقال: إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً؛ ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه. وقيل: التواضع نعمة لا يحسد عليها، والكبر محنة لا يرْحم عليها، والعزٌّ في التواضع فمن طلبه في الكبر لم يجده. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: الشرف في التواضع، والعزٌّ في التقوى، والحرية في القناعة.
وسمعته أياَ يقول: سمعت الحسن الساوي يقول: سمعت ابن الأعرابي يقول: بلغني أنَّ سفيان الثوري قال: أعز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد، وفقيه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سُنى.
وقال يحيى بن معاذ: التواضع حسن في كلِّ أحد لكنه في الآغنياء أحسن، والتكبر سمج في كل أحد لكنه في الفقراء أسمج!! وقال ابن عطاء: التواضع: قبول الحقِّ ممن كان.
وقيل: ركب زيد بن ثابت، فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه، فقال ل مَه يا ابن عمِّ رسول الله. فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأخذ زيد بن ثابت يد ابن عباس فقبلها، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عروة بن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا!! فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلتْ في نفسي نخوة فأحببتُ أن أكسرها. ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها.
سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول: رؤي أبو هريرة، وهو أمير المدينة، وعلى ظهره حزمة حطب، وهو يقول: طرقوا للأمير. وقال عبد الله الرازي: التواضع ترك التمييز في الخدمة.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن أحمد بن هارون يقول: سمت محمد بن العباس الدمشقي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. وقال يحيى بن معاذ: التكبر على من تكبر عليك بمالة تواضع. وقال الشبلي رحمه الله: دلي عطِّل ذل اليهود. وجاءه رجل، فقال له الشبلي: ما أنت؟

فقال: يا سيدي النقطة التي تحت الباء. فقال له: أنت شاهدي، ما لم تجعل لنفسك مقاماً. وقال ابن عباس، رشي الله عنهما، من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه. وقال بشر: سلموا على أبناء الدنيا بترك السلام عليهم.
وقال شعيب بن حرب: بينا أنا في الطواف إذ لكزني إنسان بمرفقه، فالتفت إليه، فإذا هو الفضيل بن عيضا، فقال: يا أبا صالح، إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر مني ومنك فبئس ما ظننت!! وقال بعضهم: رأيت في الطواف إنساناً بين يديه شاكريه يمنعون الناس لأجله عن الطواف.. ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل الناس شيئاً. فتعجبت منه، فقال لي: أنا تكبرت في موضع يتواضع الناس هناك، فابتلاني الله، سبحانه، بالتذلل في موضع يترفع فيه الناس.
وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابناً له اشترى فصاً بألف درهم فكتب إليه عمر: " بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم، وأشبع ألف بطن واتخِّذ خاتماً من درهمين، واجعل واكتب عليه " رحم الله أمرءاً عرف قدر نفسه. "
وقيل: عرض على بعض الأسراء مملوك بألف درهم، فلما أحضر الثمنَ استكثره فبدا له في شرائه فردَّ الثمن إلى الخزانة! فقال العبد: يا مولاي، اشترني، فإن فيَّ بكل درهم من هذه الدراهم خصلة تساوي أكثر من ألف درهم، فقال: وما هي؟ فقال: أقلها وأدناها مالو اشتريتني وقدمتني على جمع مماليكن لا أغلظ في نفسي، وأعلم أني أنا عبدك. فاشتراه.
وحكي عن رجاء بن حيوة أنه قال: قوَّمت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب بإثني عشر درهماً؛ وكانت: قباء، وعمامة، وقميصاً، وسرويل، وخفين، وقلنسوة.
وقيل: مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشياً لا يحمد فقال له أبوه: وتدري بكم اشتريتُ أمك بثلاثمائة درهم، وأبوك لا أكثر الله في المسلمين مثله أباً، وأنت تمشي هذه المشية!! سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن الفراء يقول: سمعت عبد الله بن منازل يقول: سمعت حمدون القصار يقول: التواضع: أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة، لا في الدين، ولا في الدنيا.
وقال إبراهيم بن أدهم: ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات: مرة كنت في سفينة، وفيها رجل مضحك كان يقول: كنا نأخذ العلج في بلاد الترك هكذا وكان

يأخذ بشعر رأسي، ويهزني، فيسرني ذلك؛ لأنه لم يكن في السفينة أحدٌ أحقر في عينه مني. والأخرى: كنت عليلاً في مسجد، فدخل المؤذن، وقال: أخرج. فلم أطق، فأخذ برجلي وجرني إلى خارج المسجد. والثالثة: كنت بالشام، وعليَّ فرو، فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل، لكثرته، فسرني ذلك. وفي حكاية أخرى عنه قال: ما سررت بشيء كسروري أني كنت يوماً جالساً فجاء إنسان وبال علي.

وقيل: تشاجر أبو ذر وبلال، رضي الله عنهما، فعير أبو ذكر بلالاً بالسواد. فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابا ذر، إنه بقي في قلبك منكبر الجاهلية شيء.

فالقى أبو ذرٍّ نفسه.. وحلف أن لا يرفع رأسه حتى يطأ بلال خده بقدمه. فلم يرفع حتى فعل بلال ذلك. ومر الحسن بن علي، رضي الله عنهما، بصبيان معهم كسر خبز، فاستضافوه، فنزل، وأكل معهم. ثم حملهم إلى منزله، وأطعمهم، وكساهم، وقال: اليد لهم، لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني،ونحن نجد أكثر منه.

وقيل: قسم عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الحلل بين الصحابة من غنيمة، فبعض إلى معاذ حلة يمانية، فباعها واشترى ستة أعبد، وأعتقهم. فبلغ عمر ذلك، فكان يقسم الحلل بعده؛ فبعث إليه حلة دون تلك، فعاتبه معاذ، فقال له عمر: لا معاتبة، لأنك بعت الأولى.

فقال معاذ: وما عليك. ادفع إلي نصيبي، وقد حلفت لأضربن بها رأسك. فقال عمر: هذا رأسي بين يديك، وقد يرفُق الشيخ بالشيخ.

অনুবাদ: আল্লাহ তা’আলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

-“মু’মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।” [মু’মিনূন : ১-২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না। আর যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে

সে জাহান্নামে যাবে না।" একব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ তো চায় তার জামা-কাপড় সুন্দর হোক (তা-ও কি অহঙ্কার)? তিনি জবাব দিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর! তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহঙ্কার তো হলো সত্যকে অস্বীকার এবং মানুষকে অবজ্ঞা করার নাম।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগি দেখতে যেতেন, জানাযার পেছনে চলতেন, গাধায় আরোহণ করতেন এবং কোনো ভৃত্যের দাওয়াতেও সাড়া দিতেন।"

সত্যকে মেনে নেওয়ার নাম হলো খুশু। সত্যের সামনে আত্মসমর্পণ ও তার কোনো প্রকার প্রশ্ন তোলা থেকে মুক্ত থাকার নাম তাওয়াযু। হযরত হুজায়ফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "দ্বীনের মধ্যে সর্বপ্রথম তোমার খুশু হারাবে।"

একজন সুফিকে খুশু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর সামনে অন্তরের অবস্থানের নাম খুশু।" বান্দার মধ্যে খুশুর পরিচয় কিভাবে জানা যায়? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের মাঝেও সে প্রভুর নির্দেশ মেনে চলে।" অপর আরেক শায়খ বলেছেন, "দৃষ্টিপাত থেকে চোখ বেধে রাখাই হলো অন্তরের খুশু।" মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সে-ই প্রকৃত বিনয়ী যার শাহাওয়াতের আগুন নিভে গেছে, বুকের ধুয়া থেমে গেছে, প্রভুর সম্মানের আলো তার হৃদয়ে জ্বলে ওঠেছে। প্রবৃত্তি মৃত্যুবরণ করেছে, তার আত্মা জেগে ওঠেছে। শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়ী হয়ে ওঠেছে।"

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "অন্তরে যখন ভয় স্থায়ী ও আবশ্যক হয়ে যায়, তখই তাকে বলা যায় খুশু।" হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খুশু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। জাবাব দিলেন, "অদৃশ্যের জ্ঞানী সত্তার সামনে হৃদয়াবনত ভাবকেই বলে খুশু।" আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلٰى الْأَرْضِ هَوْنًا

-“রহমান- এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে”। [ফুরক্বান : ৬৩]

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এর মমার্থ হলো, যারা বিনয়ী ও খুশু অবলম্বন করে।” উস্তাদ আরো বলেছেন, “বিনয়ী তারা, যারা চলার সময় নিজের জুতোর আওয়াজ শোনতেও পছন্দ করেন না।” সুফিগণ একমত পোষণ করেছেন, খুশুর প্রকৃত জায়গা হলো অন্তর। এক শায়খ দেখলেন একজন হাত নীচু করে হাঁটছেন। তাঁর শরীর যেনো ভেঙ্গে পড়ছে। তিনি লোকটির প্রতি তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, “খুশু অন্তরে থাকে- কাঁধে থাকে না!” বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একব্যক্তিকে দেখলেন নামায অবস্থায় দাঁড়িতে হাত দিয়ে নড়াচড়া করছে। তিনি বললেন, “তার হৃদয়ে যদি খুশু থাকতো, তাহলে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর নিদর্শন দেখা যেতো।” বলা হয়ে থাকে, “হৃদয়ে যখন প্রভুর অবগতি আসে, তখন যে নম্রতা সৃষ্টি হয় তা-ই হলো খুশু।”

হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো মানুষের অন্তরের থেকে বাহ্যিক খুশু অবলম্বন করাকে অপছন্দ করতেন। বলা হয়, “যে নিজের প্রতি বিনয়ী নয় সে মানুষের প্রতিও বিনয়ী নয়।” বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কেবল মাটির উপর সিজদা করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে সর্ষে পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না।” হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ যখন হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দিলেন, তখন সমস্ত পাহাড়-পর্বত উঁচু হয়ে পড়লো, একমাত্র জুদী পাহাড় ছাড়া। সে বিনয় অবলম্বন করে। আল্লাহ তা’আলা তাই নূহ আলাইহিস্সালামের নৌকা ভিড়ার জন্য তাকেই পছন্দ করলেন।”

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক রাতে একজন মেহমানের পাশে বসে কিছু লিখছিলেন। হঠাৎ করে বাতির আলো নিভুনিভু হয়ে যায়। মেহমান বললেন, আমি উঠে বাতিটি ঠিক করে আসছি। তিনি বললেন,

মেহমানের কাছ থেকে সেবাগ্রহণ ভদ্রতা নয়! মেহমান বললেন, তাহলে ভৃত্যকে ডাক দেবো? তিনি জবাব দিলেন, না, সে তো এইমাত্র ঘুমিয়েছে। এরপর উমর নিজেই উঠে গেলেন ও বাতিতে তৈল ভরলেন। মেহমান মন্তব্য করলেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি নিজেই উঠে গেলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি উঠে যাওয়ার সেময় যে উমর ছিলাম এখনও সে-ই উমরই আছি!

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরী চরাতেন, ঘরের কাজ করতেন, জুতো সিলাই করতেন, কাপড় তালি দিতেন, বকরীর দুগ্ধ দোহন করতেন, খাদিমের সঙ্গে খাবার খেতেন, খাদিম অক্ষম হলে নিজেই আঠা পিষতেন। পরিবারের জন্য বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য বহন করে নিয়ে আসতে লজ্জাবোধ করতেন না। ধনী ও গরীবের সাথে তিনি হাত মিলাতেন। শুরুতে তিনিই সালাম দিতেন। কিছু খাওয়ার জন্য দাওয়াত করলে ঘৃণা করতেন না। খেজুরের বাকলও যদি খাবার হয় তবুও না। হালকা খাবার খেতেন। তিনি ছিলেন কোমল চরিত্রের অধিকারী। স্বভাব ছিলো করুণাময়। আচার-ব্যবহার অতি সুন্দর। সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। দাঁত মুবারক বের না করে মুচকি হাসি দিতেন। উদ্বিগ্ন হতেন কিন্তু কপাল মুবারক কুচকে যেতো না। তিনি অতি বিনয়ী- কিন্তু এই বিনয়ে ছিলনা কোনো অপদস্থতা। দানবীর ছিলেন, কিন্তু অপব্যয় করতেন না। তাঁর হৃদয় মুবারক ছিলো অতি নরম। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তিনি ছিলেন দয়ালু। পরিতৃপ্ত হয়ে কভুও তিনি আহার করেন নি। কোনো লোভ-লালসার প্রতি হাত মুবারক পর্যন্ত বাড়ান নি।

হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তাঁরাই হলো রাহমান আজযা ওয়াজাল্লাহর ক্বারী, যারা খুশু-খুজু অবলম্বনকারী। পক্ষান্তরে যারা অহঙ্কারী তারা হলো রাজা-বাদশাহদের ক্বারী।" তিনি আরো বলেছেন, "যে নিজেকে মূল্যবান মনে করে, তার মধ্যে একটুও বিনয় নেই।" তাঁকে তাওয়াযু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, "সত্যের সামনে নত হওয়া এবং বিনাবাক্যে তা মেনে নেওয়ার নাম তাওয়াযু"। হযরত ফুজাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "আল্লাহ তা'আলা পাহাড়গুলোর প্রতি এই সংবাদ প্রেরণ করলেন, তোমরা একজনের উপর এক নবীর সঙ্গে আমি কথা বলবো। একথা শোনে সকল পাহাড়

অহঙ্কার বোধ করলো। কেবলমাত্র সিনাই পর্বত বিনয় ভাব অবলম্বন করে। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তারই উপর মূসা আল্লাইহিস্সালামের সঙ্গে কথা বললেন।"

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওয়াযু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দেন, "সৃষ্টির সামনে ডানা নত করা ও তাদের সাথে নম্র আচরণ করাই হলো তাওয়াযু।" হযরত ওহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া কোনো একটি কিতাবে এই বাণীটি লিখা ছিল: আল্লাহ বলেন, আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে আমি তাঁর সকল সন্তানাদি বের করে আনলাম। তখন মূসার অন্তর থেকে অধিক বিনয় অবলম্বনকারী আর কোনো অন্তর আমি পেলাম না। আর এজন্যই আমি তাঁকে বাছাই করেছি- ও তাঁর সাথে কথা বলেছি।"

হযরত ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ধনীদের সাথে অহঙ্কার প্রদর্শন ও গরীবদের সামনে বিনয় ভাব দেখানোই হলো আসল তাওয়াযু"। হযরত আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ কখন বিনয়ী হয়? তিনি উত্তর দিলেন, "যখন নিজের মধ্যে কোনো মাক্বাম ও হালের খোঁজ পায় না ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে নিজ থেকে নিকৃষ্ট মনে করবে না তখনই সে হবে বিনয়ী।" বলা হয়ে থাকে, "বিনয় হলো একটি নিয়ামত। তাতে কেউ হিংসা করে না। অহঙ্কার একটি বেইজ্জতি। তাতে কেউ করুণা করে না। প্রকৃত সম্মান নিহিত বিনয়ের মধ্যে। অহঙ্কারে যে ব্যক্তি সম্মানের সন্ধান করে, সে কখনো তা খুঁজে পাবে না।"

হযরত ইব্রাহিম ইবনে শায়বান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "বিনয়ে আছে মাহাত্ম্য। তাক্বওয়ায় আছে মর্যাদা। আর অল্পেতুষ্টির মধ্যে আছে স্বাধীনতা।" হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "পাঁচদল মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা। ১. দুনিয়া বিরাগী আ'লিম, ২. সুফি ফকীহ, ৩. বিনয়ী ধনী, ৪. শুকুরগুজার গরীব এবং ৫. বয়স্ক (অবস্থায়ও) ভদ্রলোক।" হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য আনে বিনয়। আর ধনীদের মধ্যে বিনয়ভাব আরো সৌন্দর্যের কারণ। অহঙ্কার মানুষের মধ্যে ঘৃণিত

বিষয়। গরীবদের মধ্যে এর প্রকাশ পেলে সেটা আরো ঘৃণ্য।” হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে কোনো মানুষের কাছ থেকে সত্য মেনে নেওয়া হচ্ছে বিনয়।” বর্ণিত আছে, হযরত জায়িদ ইবনে সাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরোহী হলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাণীর লাগাম ধরতে উদ্যোত হলেন। হযরত জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি এটা করা থেকে বিরত থাকুন। তিনি জবাব দিলেন, আ’লিমদের সাথে অনুরূপ আচরণ করতেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একথা শোনে হযরত জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর হাতে ধরে চুম্বন করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের সঙ্গে এরূপ আচরণের জন্যই আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

হযরত উরওয়া ইবনে জুবায়ের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি দেখলাম হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাঁধে তুলে পানির থলে বহন করছেন। বললাম, আমীরুল মু’মিনীন! এ কাজ তো আপনার জন্য সাজে না। তিনি জবাব দিলেন, ‘বাইর থেকে প্রতিনিধিদল যখন আমার কাছে আসে, তারা আমার কথা মনোযোগসহ শ্রবণ করে, আনুগত্য প্রকাশ করে। এসময় নিজের মধ্যে অহঙ্কারবোধ এসে পড়ে। এ কাজ দ্বারা আমি একে ভেঙ্গে ফেলতে চাই!’ এরপর ঐ থলে বহন করে তিনি চলে গেলেন এক আনসারী মহিলার ঘরে। থলের পানি ঐ মহিলার পাত্রে ঢেলে চলে আসলেন।”

হযরত আবু নসর তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তখন শহরের আমীর। দেখা গেল একদা তিনি এক আঁটি লাকড়ি বহন করে নিচ্ছেন। তিনি বলছিলেন, আমীরের রাস্তা ছাড়ো! আমীরের রাস্তা ছাড়ো!” হযরত আবদুল্লাহ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সেবাদানে কোন প্রকার পার্থক্য না করার নামই হলো বিনয়।” হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে নিজের মধ্যে আত্মমূল্যের সন্ধান পায়, সে কখনো সেবাদানে মিষ্ট স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে না।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে

মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “অহঙ্কারীর সাথে অহঙ্কারসূলভ আচরণ হলো বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত।”

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলতেন, “অপর ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট বস্তু পান করার নামই হলো বিনয়।” হযরত বিশর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দুনিয়াদারকে সালাম না করেই সালাম দাও।” হযরত শুয়াই'ব ইবনে হারব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফরত ছিলাম। একব্যক্তি এসময় আমার কাঁধ স্পর্শ করলেন। আমি ফিরে চেয়ে দেখি তিনি হচ্ছেন, হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ। বললেন, হে আবু সালেহ! যদি তুমি মনে করো এবারকার হজ্জে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো লোক উপস্থিত হয়েছে, তবে তোমার ধারণা খুবই খারাপ!” একজন শায়খ বলেছেন, “বাইতুল্লাহর তাওয়াফকালে এক লোককে দেখলাম। তাঁর আশেপাশে সহচররা অন্যদেরকে তাড়াচ্ছে। অনেকদিন পর ঐ একই লোককে দেখলাম বাগদাদের এক সেঁতুর উপর দাঁড়িয়ে লোকদের নিকট ভিক্ষা করছেন। আমি হতবাক হলাম। লোকটি আমাকে বললেন, যেখানে গিয়ে মানুষ বিনয় ভাব দেখায় আমি সেখানে গিয়ে অহঙ্কার দেখিয়েছি। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন স্থানে এনে অপদস্থ করেছেন, যেখানে ওঠতে মানুষ মাথা উঁচু করে থাকে।”

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে সংবাদ আসলো, তাঁর এক ছেলে হাজার দিরহাম মূল্যের একটি আংটি পরছিলেন। উমর সাথে সাথে তার কাছে পত্র লিখলেন, আমি জানতে পেরেছি হাজার দিরহাম মূল্যের আংটি তুমি ক্রয় করেছো! আমার পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা বিক্রি করে দেবে। বিক্রয়মূল্য দিয়ে এক হাজার মানুষকে পরিতৃপ্ত করে আহার করাবে। কেবল দুই দিরহাম মূল্যের একটি আংটি ক্রয় করে ব্যবহার করবে। এতে লিখে রাখবে, ‘যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা বুঝতে পেরেছে তার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষণ হোক।’”

হযরত রাজা ইবনে হাইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন বক্তৃতা দিতেন, আমি তাঁর পরনের কাপড় প্রস্তুত করে দিতাম। এর মূল্য ছিলো ১২ দিরহাম। কাপড়গুলোর মধ্যে ছিলো একটি কুবা, পাগড়ি, কামিস, পাজামা, এক জোড়া মুজা ও একটি টুপি।” বর্ণিত

আছে, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ পায়ে হেঁটে চলছিলেন। তাঁর বাবা এই হাঁটা দেখে বললেন, তোমার বাবাকে আল্লাহ পাক এ পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন, যা অন্য কোন বাবাবে এতটুকু দেন নি। অথচ তুমি এভাবে হাঁটছো!"

হযরত হামদুন কাস্সার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তুমি নিজের মধ্যে অপরের কোনো প্রয়োজন আছে কি না তা দেখবে না- এটাই হলো বিনয়, হোক তা পার্থিব ও দ্বীনী ব্যাপারে।" হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমার ইসলাহী জীবনে তিনবার আমি বেশ আনন্দবোধ করেছি। প্রথমবার আমি নৌকায় ছিলাম। সেখানে কৌতুকপ্রিয় একব্যক্তি ছিলো। সে বললো, আমরা তুর্কীস্তানের খুঁজো লোকদেরকে এভাবে ধরতাম। এই বলে সে আমার চুল ধরে টানটানি করছিলো। তার এ কাজটি আমাকে বেশ আনন্দ দেয়। কারণ, তার চোখে নৌকার মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি। দ্বিতীয় ঘটনা হলো, আমি একদা এক মসজিদে অসুস্থ অবস্থায় অবস্থান করছিলাম। মুয়াজ্জিন এসে বললেন, তুমি বের হয়ে যাও! কিন্তু আমি বের হওয়ার ক্ষমতা পাচ্ছিলাম না। তখন তিনি আমার পায়ে ধরে টেনে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। তৃতীয়বারের ঘটনাটি এই। আমি একদা শাম দেশে ছিলাম। আমার পরনে ছিলো মোটা সূতার পশমের জামা। কাপড়ের লোম ও উকুনের মধ্যে আমি পার্থক্য করতে পারছিলাম না। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি একদিন খুব বেশী আনন্দ পাচ্ছিলাম যখন এক ব্যক্তি আমার মাথায় প্রস্রাব করে দিল!"

বর্ণিত আছে, হযরত আবু যর গিফারী ও বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ঝগড়া করলেন। আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, "হে কৃষ্ণকায়!" এ কথাটির উপর হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করে বললেন, "তোমার মধ্যে এখনো জাহিলি্যিয়াতের ছাপ রয়ে গেছে!" একথা শোনে হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মাটিতে পড়ে যান। তিনি শপথ করলেন, যতক্ষণ না বিলাল তার পা দ্বারা আমার মাথায় আঘাত করবেন ততক্ষণ আমি মাথা ওঠাবো না! তিনি সত্যিই

মাথা ওঠালেন না। শেষ পর্যন্ত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা-ই করলেন। এরপর তিনি মাথা উত্তোলন করলেন।

হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা কিছু শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সাথে ছিলো কয়েকটি রুটির টুকরো। তারা তাঁকে মেহমানদারীর জন্য দাওয়াত জানালো। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে তাদের সাথে খাবার গ্রহণ করলেন। এরপর সবাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সকলকে আপ্যায়ন করান ও কাপড় পরিয়ে দেন। তিনি বললেন, "নিজ হাত দ্বারা তারা আহার করুক। কারণ, তারা আমাকে যে আহার দিয়েছিল এটাই ছিলো তাদের শেষ সম্বল। আমরা তো এর ঢের বেশী খাবার খাচ্ছি।"

বর্ণিত আছে, "হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু যুদ্ধলব্ধ কিছু কাপড় সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বণ্টন করলেন। হযরত মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রদান করলেন একজোড়া ইয়ামনী কাপড়। তিনি তা বিক্রি করে দিলেন। বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা তিনি ৬ জন দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। সংবাদটি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছুলো। পরবর্তীতে তিনি আরো কিছু কাপড় বণ্টন করলেন এবং আগের মতোই হযরত মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একজোড়া কাপড় প্রেরণ করেন। হযরত মু'আজ তা পেয়ে উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বেশ সমালোচনা করলেন। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, তিরস্কারের কিছু নেই। আপনি তো আগের জোড়া বিক্রি কয়ে দিয়েছেন। হযরত মু'আজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, কি জন্য আপনি আমাকে এসব দেন! আমি শপথ করেছি এই কাপড় দ্বারা আপনার মাথায় আঘাত করবো! উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে, তোমার সামনে আমার মাথা রাখলাম। তবে এক বৃদ্ধের প্রতি আরেক বৃদ্ধের করুণা থাকা উচিৎ!"

باب مخالفة النفس وذكر عيوبها
মুখালাফাতুন্ নাফস ও জিকরু ’উয়ুবিহা (নফসের বিরোধিতা ও এর ভ্রান্তিসমূহের স্মরণ) অধ্যায়

قال الله تعالى: " وأما من خاف مقام ربه وهى ونهى النفس عن الهوى؛ فإن الجنة هي المأوى. "
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا تمام قال: حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال: حدثنا علي بن أبي علي بن عتبة بن أبي لهب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أخوف ما أخاف علي أمتي: باع الهنى، وطول الأمل، فأما انباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. "
ثم اعلم أن مخالفة النفس رأس العبادة. وقد سئل الشايخ عن الإسلام، قالوا: ذبح النفس بسيوف المخالفة. واعلم أن من نجمت طوارق نفسه أفلت شوارق أنسه.
وقال ذو النون المصري: مفتاح العبادة:الفكرة، وعلامة الإصابة: مخالفة النفس والهوى، ومخالفتهما ترك شهواتهما. وقال ذو النون المصري: مفتاح العبادة للفكر، وعلامة الإصابة: مخالفة النفس والهوى، ومخالفتهما ترك شهواتهما.
وقال ابن عطاء: النفس مجبلة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة، فمن أطلق عنانها فهو شريكها معها في فسادها.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عبد الحمن الأنماطي يقول: سمعت الجنيد يقول: النفس الأمارة بالسوء: هي الداعية إلى المهالك، المعينة للأعداء، المتبعة للهوى، المتهمة بأصناف الأسواء.
وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغروراً ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها.

وكيف يصح لعاقل: الرضا عن نفسه، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل، يقول: " وما أبرىء نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. "
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت إبراهيم بن مقسم ببغداد يقول: سمعت ابن عطاء يقول: قال الجنيد: أوقت ليلة، فقمت إلى وردي، فلم أجد ما كنت أجده من الحلاوة والتلذذ بمناجاتي لربي، فتحير، فأردت القيام بما لم اقدر عليه، فقعدت، فلم أطق القعود، ففتحت الباب، وخرجت، فإذا رجل ملتف في عباءة مطروح على الطريق. فلما أحس بي، رفع رأسه، وقال: يا أبا القاسم، إلى الساعة فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ فقال: بلى قد سألت محرك القلوب أن يحرك إلى قلبك. فقلت: فقد فعل فما حاجتك؟ فقال: متى يصير داء النفس دواءها؟ فقلت: إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءها. فأقبل على نفسه، وقال: اسمعي، قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنيد، فقد سمعت، وانصرفت عني ولم أعرفه. ولم أقف عليه بعد.
وقال أبو بكر الطمستاني: النعمة العظمى: الخروج من النفس؛ لأنه أعظم حجاب بينك وبين الله عز وجل.
وقال سهل بن عبد الله: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا عمر الأنماطي يقول: سمعت ابن عطاء، وقد سئل عن أقرب شيء إلى مقت الله تعالى، فقال:رؤية النفس وأحوالها، وأشدُّ من مطالعة الأعواض على أفعالها.
وسمعته يقول: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت إبراهيم الخوَّاص يقول: كنت في جبل اللكام فرأيت رماناً فاشتهيته. فدنوت منه، فأخذت منه واحدة، فشققتها، فوجدتها حامضة، فمضيت، وتركت الرمان، فرأيت رجلا مطروحاً قد اجتمع عليه الزنابير، فقلت:اللام عليك، فقال: وعليك السلام يا إبراهيم، فقلت له: وكيف عرفتني؟ فقال: من عرف الله تعالى،لا يخفى عليه شيء. فقلت: أرى لك حالا مع الله تعالى، فلو سألته أن يحميك ويقيك الأذى من هذه الزنابير؟ فقال: وأنا أرى لك حالا مع الله تعالى، فلو سألته أن

يقيك شهوة الرمان!! فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة، ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا. فتركته، ومضيت.

وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: ما بت تحت سقف، ولا في موضع عليه غلق أربعين سنة، وكنت أشتهي في أوقات أن أتناول شبعة عدس، فلم، يتفق.. فكنت وقتاً بالشام، فحمل إلي غضارة فيها عدس، فتناولت منه، وخرجت... فرأيت قوارير معلقة فيها شيء شبه نموذجات .. فظننته خلا.. فقال لي بعض الناس: إيش تنظر هذه نموذجات الخمر؛ وهذه الدنان خمر.

فقلت في نفسي: لزمني فرض.، فدخلت حانوت الخمار، ولم أزل أصب تلك الدنان وهو يتوهم أني أصبها بأمر السلطان.. فلما علم، حملني إلى ابن طولون.. فأمر بضري مائتي خشبة.. وطرحني في السجن.. فبقيت فيه مدَّة، حتى دخل أبو عبد الله المغربي أستاذي ذلك البلد؛ فشفع لي، فلما وقع بصره علي، قال: إيش فعلت؟ فقلت: شعبة عدس ومائتي خشبة فقال لي: نجوت مجاناً.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى، رحمه الله، يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري السقطي يقول: إن نفسي تطالبني، منذ ثلاثين سنة أو أربعين سنة، أن أغمس جزرة في دبس فما أطعتها. وسمعته يقول: سمعت جدي يقول: رضاه من نفسه بما هو فيه.

وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت الحسين ابن علي القرمسيني يقول: وجه عصام بن يوسف البلخي شيئاً إلى حاتم الأصمِّ، فقبله منه. فقيل له: لم قبلته؟.

فقال: وجدت في أخذه ذليِّ وعزه، وفي رده عزي وذله؛ فاختر عزه على عزي وذلي على ذله. وقيل لبعضهم: إني أريد ن أحج على التجريد. فقال له: جرد أولاً قلبك عن السهو، ونفسك عن اللهو؛ ولسانك عن اللغو، ثم اسلك حيث شئت. وقال أبو سليمان الداراني: من أ؛سن في ليله كوفيء في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفيء في ليله، ومن صدق في ترك شهوة كفى مؤنتها، والله أكرم من أن يعذب قلباً ترك شهوة لأجله. وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: يا داود، حذر، وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني

محجوبة. ورؤى رجل جالساً في الهواء، فقيل له: بم نلت هذا؟ فقال: تركت الهوى فسخر لي الهواء.

وقيل: لو عرض للمؤمن ألف شهوة لأخرجها بالخوف، ولو عرض للفاخر شهوة واحدة لأخرجته من الخوف. وقيل: لا تضع زمامك في يد الهوى، فإنه يقودك إلى الظلمة. وقال يوسف بن أسباط: لا يمحو الشهوات من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. وقال الخواص: من ترك شهوة، فلم يجد عوضها في قلبه، فهو كاذب في تركها.

وقال جعفر بن نصير: دفع إلى الجنيد درهماً وقال: اشتر لي به التين الوزيري، فاشتريته له، فلما أفطر أخذ واحدة ووضعها في فمه، ثم ألقاها، وبكى، وقال: إحمله.

فقلت له في ذلك، فقال: هتف في قلبي أما تستحي؟ شهوة تركتها من أجلي ثم تعود إليها. وأنشدوا:

نون الهوان من الهوى مسروقة ... وصريع كل هوى صريع هوان

واعلم ن للنفس أخلاقاً ذميمة، فمن ذلك: الحسد.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

-"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" [নাজিয়াত : ৪০-৪১]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশী যা ভয় করি, সেটি হলো নফসের অনুসরণ ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা। নফসের অনুসরণ মানুষকে সত্য থেকে তাড়িয়ে দেয়। আর দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা বিস্মৃত করে দেয় আখিরাতকে।"

এখন জেনে রাখুন নফসের বিরোধিতা হলো ইবাদতের মূল। মাশাইখকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা জবাব দেন, "বিরোধিতার তলোওয়ার দিয়ে নফসকে জবাই করে দেওয়া।" জেনে রাখুন, যার মধ্যে নফসের তারকা উদয় হয়, তার মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিলুপ্তি ঘটে। হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "চিন্তা-ভাবনা হলো ইবাদতের চাবি। সত্যপথে পৌঁছার নিদর্শন হলো নফস ও প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা। আর এই বিরোধিতার মানে হচ্ছে, এগুলোর খাহিশাত ও শাহাওয়াত বর্জন করা।"

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মন্দ স্বভাবের উপরই নফসের সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আদব ও ভদ্রতা রক্ষার জন্য বান্দাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিরোধিতার ময়দানে নফস তার স্বভাব অনুযায়ী চলতে থাকে। আর মানুষ নিজের চেষ্টা-সাধনা দ্বারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নফসের লাগামকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়, নফসের অপকর্মে সে-ও এক অংশীদার হলো।" হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নফসে আম্মারা ধ্বংসস্তুপের ভেতরে নিয়ে যায়। সে শত্রুদের লক্ষ্যস্থল। নফসের পুজারী। মন্দ স্বভাব ও দোষের জন্য সে তিরস্কৃত।" হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি সর্বদা নিজেকে দোষারোপ করে না, সর্বাবস্থায় নফসের বিরোধিতায় লিপ্ত হয় না, সে আসলেই প্রতারিত হয়ে গেছে! যে নিজের মধ্যে কিছু দেখে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে, সে তো নিজেকে ধ্বংস করে দিল। জ্ঞানীদের জন্য এরূপ কল্পনা কিভাবে সম্ভব? সে নিজের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না- কারণ, 'যিনি নিজে ভদ্র ও তার বাপ-দাদাও ভদ্র, অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) এবং তাঁর বাবা ইয়াকুব (আ.), তাঁর বাবা ইসহাক (আ.) এবং তাঁর বাবা ইব্রাহিম খলীল (আ.) যিনি বলেছিলেন, আমার নফসকে পবিত্র মনে করি না। নফস তো অপকর্ম ও পাপাচারের নির্দেশ দেয়'।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "এক রাতে আমি জেগে ওঠলাম। অজিফা আদায় করলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অজিফা পাঠ ও আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাতের মধ্যে যে স্বাদ অনুভব করতাম তা আমি পেলাম না। এরপর ক্ষমতা অনুযায়ী অধিক অজিফা আদায়ে নিমগ্ন হলাম। আমি বসে পড়ি। কিন্তু বসতেও পারলাম না। দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম রাস্তায় একব্যক্তি কাপড় মুড়ে

পড়ে আছেন। তিনি যখন আমার উপস্থিতি অনুভব করলেন, তখন মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, হে আবুল ক্বাসিম! রাত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত? আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার সরদার! কোনো ওয়াদা ছাড়াই আমার কাছে আসলেন? জবাব দিলেন, হ্যাঁ! আমি ঐ সত্তাকে বলেছি যিনি অন্তরকে ওলট-পালট করে দেন, তিনি যেনো তোমার অন্তরকে আমার প্রতি তাড়িয়ে দেন। আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, সে সত্তা তো তাঁর কার্য সমাধা করেছেন। এখন আপনার প্রয়োজন কি বলুন? তিনি জবাব দিলেন, নফসের ব্যধি কখন তার নিজের চিকিৎসায় পরিণত হয়? আমি জবাব দিলান, নফস যখন প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে, তখন এর রোগ ঔষধে রূপান্তর হয়। এরপর তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার কথা শোন! আমি তোমাকে সাতবার এই উত্তর দিয়েছি। কিন্তু তুমি তা শোনতে অস্বীকার করেছো। তুমি চেয়েছো, কেবলমাত্র জুনাইদের কণ্ঠ থেকে শোনবে। এখন তো শোনলে! (হযরত জুনাইদ বলেন) এরপর আমি দরবেশের কাছ থেকে চলে আসলাম। আমি তাঁকে চিনতে পারি নি। পরবর্তীতে আর কোনদিন তাঁকে দেখিও নি।"

হযরত আবু বকর তিমিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নফস থেকে বেরিয়ে আসা হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ তুমি ও আল্লাহর মধ্যে এই নফসই হলো সর্বাপেক্ষা গাঢ় পর্দা।" হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত? তিনি উত্তর দিলেন, "নফস ও এর অবস্থার প্রতি (আত্মতৃপ্তির সাথে) দৃষ্টি করা।" হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "লুকাম পর্বতে আমি একটি আনার ফল দেখতে পেলাম। ফলটি আমাকে আকৃষ্ট করলো। আমি এর কাছে চলে গেলাম। আনারটি হাতে তুলে নিলাম। ভেঙ্গে মুখে দিলাম। ফলটি বেশ টক ছিলো। সুতরাং সেখানে তা ছুঁড়ে ফেলে চলে আসলাম। রাস্তায় এক ব্যক্তি পড়ে আছে দেখে দাঁড়ালাম। লোকটির চতুর্দিকে বেশ ক'টি শূকর ঘোরাফেরা করছিলো। আমি বললাম, আস্সালামু আলাইকুম! তিনি জবাব দিলেন, ওয়াআলাইকুমুস্সালাম হে ইব্রাহিম! জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে আপনি চিনলেন কিভাবে? জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, তার নিকট কোনো কিছুই গোপন থাকে না। বললাম, আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহর সঙ্গে আপনার বিশেষ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই শূকরগুলো থেকে রক্ষার্থে আপনি কেনো আল্লাহর নিকট আবদার করছেন না? তিনি জবাব দিলেন,

আমিও বিশ্বাস রাখি- আল্লাহ্র সঙ্গে আপনার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এরপরও কেনো আনারের প্রতি আসক্তি থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে চাইলেন না? আনারের দংশন অনুভব করবে মানুষ পরকালের জীবনে। শূকরের দংশন কেবলমাত্র অনুভূত হতে পারে শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনে। একথা শ্রবণ করার পর আমি তার কাছ থেকে চলে আসলাম।”

বর্ণিত আছে ইব্রাহিম ইবনে শাইবান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি চল্লিশ বছর যাবৎ এমন কোনো ঘরে অবস্থান করি নি- যাতে ছাদ কিংবা দরজা ছিলো। আমি ডাল খাওয়ার আগ্রহ পোষণ করেছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা জুটেনি। একবার শামদেশে আসলাম। আমার নিকট একটি পাত্র পাঠানো হলো যাতে ছিলো ডাল। আহার করে যখন বেরিয়ে আসি, তখন কয়েকটি বোতল পেলাম। মনে হলো এতে আছে পানীয়। ধারণা আসলো, হয়তো এগুলোতে শিরকা আছে। এক লোক এসে বললো, আপনি কি দেখছেন? এগুলোতো মদের স্যাম্পুল! পাশেই একটি শরাবের দোকান আছে। আমি ভাবলাম, এগুলো পরিষ্কার করা আমার জন্য আবশ্যক। মদের দোকানে প্রবেশ করে দোকানীর সামনে তার মদের বোতলগুলো উল্টিয়ে ফেলে দিতে শুরু করলাম। সে ভাবলো, আমি বুঝি হুকুমতের নির্দেশে এ কাজটি করছি! সে আমাকে নিয়ে চলে গেল ইবনে তুলুনের নিকট। অভিযোগ শোনে ইবনে তুলুন আমাকে দু’শ বেত্রাঘাত করেন ও বন্ধী করে রাখেন। দীর্ঘদিন বন্ধীত্বের মধ্যে কেটে গেল। একদিন হঠাৎ আমার উস্তাদ হযরত আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী এ শহরে আসলেন। আমার জন্য সুপারিশ করলেন। আমার উপর প্রথম দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি করেছিলে?” আমি জবাব দিলাম, ডাল খেয়েছি, তার বিনিময়ে পেয়েছি দু’শ বেত্রাঘাত! জবাব শোনে তিনি বললেন, “তাহলে তো তুমি একদম কম সাজা পেলে!”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি সিররে সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছি, আমার ত্রিশ বৎসর যাবৎ মন বলছিলো, খেজুরের রসে গাঁজর মিশিয়ে খাবো। কিন্তু আমি এই চাহিদা পূরণের চেষ্টা করি নি। (জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন) আমার দাদা বলতেন, মানুষের নিকট যাকিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।” বর্ণিত আছে, ইসাম ইবনে ইউসুফ বলখী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাতিমে আসম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কিছু জিনিস উপহার দেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এগুলো আপনি কেনো কবুল করলেন? জবাব দিলেন, "এটা গ্রহণের মধ্যে নিজের অপদস্থতা ও ইসামের সম্মান দেখতে পাই। পক্ষান্তরে ফিরিয়ে দিলে আমার সম্মান ও তাঁর অপদস্থতার সন্ধান পাই। সুতরাং নিজের অপদস্থতার উপর তাঁর সম্মানের প্রাধান্য দিলাম।"

কোনো এক ব্যক্তি একজন সুফিকে বললেন, "আমি রসদপত্রহীন অবস্থায় হাজ্জে গমন করতে চাই।" তিনি জবাব দিলেন, "প্রথমে নিজের অন্তরকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করো, নফসকে মুক্ত রাখো তামাশা থেকে, জিহ্বাকে হিফাজত করো বাজে কথা থেকে। এরপর তুমি যেথায় ইচ্ছে চলে যেতে পারো।" হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে ভালো কাজ করবে, দিনের বেলা তার বিনিময় পাবে। দিনে সৎকাজ করলে রাতে তার প্রতিদান মিলবে। সত্যিকারভাবে যে লোক খাহিশাত বর্জন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। কোনো মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে খাহিশাত ত্যাগ করে, তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদান থেকে অনেক উর্ধ্বে রাখেন।"

আল্লাহ তা'আলা দাউদ আলাইহিস্সালামকে নির্দেশ দিলেন, "সতর্ক থাকো! নিজ সঙ্গী-সাথীদেরকে খাহিশাত 'ভক্ষণ' থেকে সাবধান করো! দুনিয়ার খাহিশাতের পেছনে যে অন্তর লেগে থাকে, তার বুদ্ধি-বিবেক আমার নিকট আসতে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।" বর্ণিত আছে, "এক ব্যক্তি বাতাসে ভর করে উড়ছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ শক্তি কিভাবে অর্জন করলেন? জবাব দিলেন, আমি হাওয়া তথা প্রবৃত্তিকে বর্জন করেছি- তা-ই বাতাস আমার অনুগামী হয়েছে।" আরো বর্ণিত আছে, "সত্যিকারের মু'মিনের অন্তরে যদি হাজারো খাহিশাত এসে পড়ে, সে আল্লাহর ভয় দ্বারা এগুলোকে বের করে দেয়। আর পাপিষ্ঠের অন্তরে যদি কেবল মাত্র একটি খাহিশাতের উদয় ঘটে, তাহলে এটিই তাকে আল্লাহর ভয় থেকে দূরে রেখে দেয়।"

বলা হয়ে থাকে, "প্রবৃত্তির হাতে তোমার লাগাম ছেড়ে দেবে না। সে তোমাকে অন্ধকারের দিকে তাড়িয়ে নেবে।" হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "অস্থিরতাপূর্ণ ভয় ও নিরলস আগ্রহ ছাড়া অন্তর থেকে খাহিশাতের

বিলুপ্তি ঘটে না।" হযরত খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি শাহাওয়াত বর্জন করলো আর অন্তরে এর বিনিময় অনুভব করলো না, তাহলে বুঝতে হবে সে একজন মিথ্যুক।" হযরত জাফর ইবনে নসাইর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার নিকট এক দিরহাম দিয়ে বললেন, আমার জন্য 'ওজিরী ডুমুর ফল' নিয়ে আসো। আমি তা নিয়ে আসলাম। যখন তিনি ইফতার করলেন, একটি ডুমুর মুখে দিলেন। তবে সাথে সাথে তা ফেলে দিলেন ও কাঁদতে লাগলেন। আমাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও! আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, আমি অন্তর থেকে এক ধ্বনি শোনতে পেয়েছি, "তোমার কি লজ্জা হয় না! আমার সন্তুষ্টি অর্জনে তুমি যে শাহাওয়াত বর্জন করেছো- অথচ পরিশেষে এর দিকেই ফিরে যাচ্ছো?"

মাশাইখরা এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

> হাওয়ানের মধ্যে যে 'নূন' আছে, তা তো হাওয়া থেকে চুরি-হওয়া।
> তাই যে পরাস্ত হয়েছে হাওয়ার নিকট, সে জিল্লতি ও অপদস্তার কাছেও পরাস্ত।

জেনে রাখো, নফসের মধ্যে অনেক মন্দ স্বভাব আছে। এর মধ্যে একটির নাম হিংসা।

باب الحسد
বাবুল হাসাদ (হিংসা) অধ্যায়

قال الله تعالى: " قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. "
ثم قال: " ومن شر حاسد إذا حسد. "
فختم السورة التي جعلها عوذة بذكر الحسد. أخبرنا أبو الحسين الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا اسماعيل بن الفضل قال: حدثنا يحيى بن مخلد، قال: حدثنا معاً في ابن عمران، عن الحارث بن شهاب، عن معبد، عن ابن مسعود قال: ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هنَّ أصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن: إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم. وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة. وإياكم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسداً. وقال بعضهم: الحاسد جاحد، لأنه لا يرضى بقضاء الواحد. وقيل: الحسود لا يسود. وقيل في قوله تعالى: " قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن " ، قيل ما بطن: الحسد. وفي بعض الكتب: الحاسد عدو نعمتي. وقيل: أثر الحسد يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك.

وقال الأصمعي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة، فقلت له: ما أطول عمرك. فقال: تركتُ الحسد فبقيت. وقال ابن المبارك: الحمد لله الذي لم يجعل في قلب أميري ما جعله في قلب حاسدي. وفي بعض الآثار إن في السماء الخامسة ملسكاً يمر به عمل عبد، له ضوء كضوء الشمس، فيقول له الملك: قف فأنا ملك الحسد. اضرب به وجه صاحبه، فإنه حاسد.

وقال معاوية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه، إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. ويقال: الحاسد ظالم غشوم، لا يبقي ولا يذر. وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد: غم دائم ونفس متتابع. وقيل: من علامات الحاسد أن يتعلق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. وقال معاوية: ليس في خلال الشرخلة أعدل من الحسد، تقتل الحاسد قبل المحسود.

وقيل: أوحي الله، سبحانه، إلى سليمان بن داود، عليهما السلام: أوصيك بسبعة أشياء: لا تغتابن صالح عبادي، ولا تحسدن أحداً من عبادي. فقال سليمان: يا رب، حسبي. وقيل رأى موسى عليه السلام، رجلاً عند العرش فغبطه، فقال: ما صفته؟ فقيل: كان لا يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله. وقيل: الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت. وقيل: إذا أردتَ أن تسلم من الحاسد، فلبس عليه أمرك.

وقيل: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه.

وقيل: إياك أن تتعنى في مودة من يحسدك، فإنه لا يقبل إحسانك وقيل. إذا أراد الله تعالى أن يسلط على عبد عدواً لا يرحمه سلط عليه حاسده: وأنشدوا:

وحسبك من حادث بامري ... ترى حاسديه له راحمينا

وأنشدوا:

كلُّ العداوة قد ترجى إماتتها ... إلا عداوة من عاداك من حسد

وقال ابن المعتز:

قل للحسود إذا تنفس: طعنة ... يا ظالماً وكأنه مظلوم

وأنشدوا:

وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ ... طويت أتاح لها لسان حسود

ومن الأخلاق المذمومة للنفس: اعتياد الغيبة.

অনুবাদ: আল্লাহ তা’আলা বলেন:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

-“বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে”। [ফালাক্ব : ১-২]

তারপর তিনি বলেন:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

-“এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।” [ফালাক্ব : ৫]

হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে এই সূরাটি সমাপ্ত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক পাপের মূল হলো তিনটি। তোমারা এগুলো থেকে বেঁচে থাকো। ১. অহঙ্কার থেকে সাবধান থাকো। কারণ আদমকে সিজদা করতে ইবলিসকে এই অহঙ্কারই বাঁধা দিয়েছিল। ২. লোভ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ আদম যে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন, তার মূল কারণ ছিলো এই লোভ। ৩. হিংসা থেকে সাবধান। এই হিংসার কারণেই আদমের এক সন্তান আরেক সন্তানকে হত্যা করেছিল।"

একজন শায়খ বলেছেন, "হিংসুক আসলেই অস্বীকারকারী। সে তো একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে না।" বলা হয়, হিংসুক কখনো নেতৃত্ব দিতে পারে না। আল্লাহর বাণী:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

-"আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।" [আ'রাফ : ৩৩]

উক্ত আয়াতে 'অপ্রকাশ্য [কাজ]' কথার অর্থ হলো হিংসা। একটি গ্রন্থে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হিংসুক তো আমার নিয়ামতের শত্রু।" হযরত আসমা'য়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি এক গ্রামীণ ব্যক্তিকে দেখলাম। তার বয়স ছিলো ১২০ বছর। জানতে চাইলাম, কী করে আপনি এতো দীর্ঘ জীবন লাভ করলেন? জবাব দিলেন, আমি হিংসা বর্জন করায় এতোদিন পর্যন্ত বেঁচে আছি।" হযরত ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি আমার আমীরের হৃদয়ে এমন কিছু ঢেলে দেন নি, যা তিনি ঢেলে দিয়েছেন আমার হিংসুকের হৃদয়ে।" একটি কিতাবে আছে, "পঞ্চম আকাশে একজন ফিরিশতা আছেন। তার কাজ বান্দার একটি আ'মল নিয়ে চলা। সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল এই ফিরিশতা। অন্যান্য ফিরিশতা তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি থেমে জবাব দেন, আমি হিংসার ফিরিশতা। এই আ'মল দ্বারা সংশ্লিষ্ট হিংসুককে আঘাত করি।"

হযরত মুয়াওয়িয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “প্রতিটি মানুষকে আমি সন্তুষ্ট রাখার ক্ষমতা রখি। তবে সিংসুক ছাড়া। সে তো নিয়ামতের বিলুপ্তি ছাড়া সন্তুষ্ট হয় না।” বলা হয়ে থাকে, “হিংসুক হলো এক যালিম ও প্রতারক!” হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হিংসুকের চেয়ে বড় জালিম আমি দেখি নি। সে সর্বদা থাকে পেরেশানীর মধ্যে।”

বলা হয়, হিংসুকের নিদর্শন হলো, মানুষের সামনে আসলে সম্পর্ক জুড়ে আর সে ব্যক্তির অনুপস্থিত হলে তার গীবত করে। বিপদগ্রস্থ হলে তা প্রচার করে বেড়ায়। হযরত মুয়াওয়িয়া রাদ্বিআল্লাহ আনহু বলেন, “হিংসার চেয়ে নীতিবান কোনো মন্দ স্বভাব নেই। হিংসা হিংসুককে হত্যা করে, যার সাথে সিংসা করে তার আগেই।” আল্লাহ তা’আলা সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিমাস্-সালামের কাছে ওহি প্রেরণ করলেন, “আমি তোমাকে ৭টি কাজের উপদেশ দিচ্ছি: ১. আমার কোনো নেক বান্দার গীবত করবে না, ২. কোনো বান্দার সাথে হিংসা করবে না। এ পর্যায়ে সুলাইমান আলাইহিসসালাম বললেন, প্রভু হে! এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট!”

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম এক ব্যক্তিকে পাশে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটির বৈশিষ্ট্য কী? জবাব আসলো, “অন্যান্য মানুষকে আল্লাহ যে করুণা দান করেছেন, তাতে এ লোকটি হিংসা করতো না।” বলা হয়ে থাকে, “হিংসুক যখন কারোর মধ্যে নিয়ামত দেখে তখন সে অপবাদ আরোপ করে। আর কারোর মধ্যে ভ্রান্তি দেখলে তা প্রকাশ করে বেড়ায়।” আরো বলা হয়, “হিংসুক নিষ্পাপ মানুষের সাথে রাগ করে।” আরো বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি হিংসা করে তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে না। কারণ, সে তোমার করুণা ও দয়া গ্রহণ করবে না।” আল্লাহ তা’আলা যখন কোনো মানুষের উপর অসন্তুষ্ট হন, তার উপর হিংসুককে লেলিয়ে দেন। তাঁরা [সুফিরা] এ মর্মে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করে থাকেন:

মানবের দুর্ভাগ্যের কী বর্ণনা করবো,
যখন দেখবে যারা তার হিংসা করেছিল
এখন আবার তারই প্রতি
কেমন সহানুভুতিশীল!

তারা আরো আবৃত্তি করেন:

আশা করা যায়, সকল হিংসা অবশেষে বিলুপ্ত হবে
শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির হিংসা ছাড়া যে তোমাকে হিংসা করে।

হযরত মু'তাজ রাহিমাহুল্লাহ আবৃত্তি করতেন:

যে হিংসুক অভিযোগের জন্য উদ্গ্রীব, তাকে বলো
'হে ব্যক্তি! যে অপরের প্রতি অবিচার করেছো, কিভাবে তাহলে অপরের ভুল সম্পর্কে বলার অধিকার পেত পারো?

সুফিরা এ লাইন দু'েটোও আবৃত্তি করে থাকেন:

গোপন মহৎ কাজকে যখন প্রকাশ করে দিতে মহাপ্রভু ইচ্ছে করেন,
তিনি হিংসুকের জিহ্বায় এ'টি অবতরণ করে দেন।

মন্দ স্বভাবের মধ্যে একটির নাম গীবতের অভ্যাস।

باب الغيبة
বাবুল গীবত (পরনিন্দা) অধ্যায়

قال الله سبحانه: " ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً " الآية.

أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل، قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا إسحق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند، قال حدثنا محمد بن أبي حميد، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة: أن رجلاً قام، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك جالس، فقال بعض القوم: ما أعجز فلاناً، فقال صلى الله عليه وسلم: " أكلتم أخاكم واغتبتموه. "

وأوحى الله، سبحانه، إلى موسى عليه السلام: " من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار. "

وقال عوف: دخلت على ابن سيرين، فتناولت الحجاج، فقال ابن سيرين: إن الله، تعالى، حكم عدل؛ فكما يأخذ من الحجاج يأخذ للحجاج، وإنك إذا لقيت الله عز وجلَّ غداً كان أصغر ذنب أصبته أشدَّ عليك من أعظم ذبن أصابه الحجَّاج.

وقيل: دعى إبراهيم بن أدهم إلى دعوة، فحضر، فذكروا رجلاً لم يأتهم، فقالوا: إنه ثقيل؟؟ فقال إبراهيم: إنما فعل بي هذا نفسي، حيث حضرت موضعاً يغتاب فيه الناس، فخرج، ولم يأكل ثلاثة أيام.

وقيل: مثل الذي يغتاب الناس، كمثل من نصب منجنيقاً، يرمي به حسناتِه شرقاً وغرباً؛ يغتاب واحداً خراسانياً، وآخر تركياً، فيفرق حسناته، ويقوم لا شيء معه؟؟ وقيل: يؤتى العبد يوم كتابه، فلا يرى فيه حسنة، فيقول: أين صلاتي، وصيامي، وطاعتي؟؟؟ فيقال: ذهب عملك كله.

وقيل: من اغتيب بغيبة غفر الله له نصف ذنوبه.

وقال سفيان بن الحسين: كنت جالساً عند إياس بن معاوية، فنلت من إنسان. فقال لي: هل غزوت في هذا العام الترك والروم؟ فقلت: لا.

فقال: سلم منك الترك والروم، وما سلم منك أخوك المسلم؟ وقيل: يعطى الرجل كتابه. فيرى فيه حسنات لم يعملها. فيقال له: ذا بما اغتابك الناس وأنت لم تشعر. وسئل سفيان الثوري عن قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبغض أهل البيت اللحميين " . فقال: هم الذين يغتابون الناس: يأكلون لحومهم.
وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك، فقال: لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي؛ لأنهما أحق بحسناتي: وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه: وقيل للحسن البصري: إن فلاناً اغتابك: فبعث إليه طبق حلواء وقال: بلغني أنك أهديت إلى حسناتك، فكافأتك: أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: أخبرنا أحمد بن عمرو القطوني قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن أبان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. "
سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول: سمعت أبا طاهر محمد بن أسيد الرقي يقول، سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول، قال الجنيد: كنت جالساً في مسجد الشونزية أنتظر جنازة أصلي عليها، وأهل بغداد، على طبقاتهم، جلوس ينتظرون الجنازة، فرأيت فقيراً عليه أثر النسك يسأل الناس، فقلت في نفسي؛ لو عمل هذا عملاً يصون به نفسه كان أجمل به.
فلما انصرفت إلى منزلي، وكان لي شيء من الورد بالليل، حتى البكاء والصلاة وغير ذلك، فثقل على جميع أورادي. فسهرت وأنا قاعد، فغلبتني عيناني.. فرأيت ذلك الفقير.. جاءو به على خوان ممدود. وقالوا لي: كل لحمه؛ فقد اغتبته!. وكشف لي عن الحال، فقلت: ما اغتبته! إنما قلت في نفسي شيئاً، فقيل لي: ماأنت ممن يرضى منك بمثله، إذهب فاستحله، فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء، عند تزايد الماء، أورانا من البقل ما تساقط من غسل البقل، فسلمت عليه، فقال يا أبا القاسم، تعود؟ فقلت: لا.
فقال: غفر الله لنا ولك.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى، رحمه الله، يقول: سمعت أبا طاهر الإسفرايني يقول: سمعت أيا جعفر البلخي يقول: كان عندنا شابمن أهل بلخ،

وكان يجتهد؛ ويتعبَّد؛ إلا أنه كان أبداً يغتاب الناس ويقول:فلان كذا، وفلان كذا، وفلان كذا،.. فرأيته يوماً عند المخنثين الغسالين، خرج من عندهم.
فقلت: يا فلان، ما حالك؟ فقال: تلك الوقيعة في الناس أوقعتني إلى هذا، ابتليتُ بمخنث من هؤلاء، وأنا أخدمهم من أجله، وتلك الأحوال كلها ذهبت، فادع الله أن يرحمني.

অনুবাদ: আল্লাহ তা’আলা বলেন:
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

-“তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?”। [হুজরাত : ১২]

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলেন। কিছুক্ষণ পর চলে গেলে মজলিসে উপস্থিত অপর আরেকজন বললেন, লোকটি কী যে দূর্বল! একথা শোনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা তোমাদের ভাইকে খেয়ে ফেললে! গীবত করলে!” আল্লাহ তা’আলা হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “যে ব্যক্তি গীবত থেকে তাওবাহ করে মৃত্যুবরণ করবে, সে সবশেষে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি গীবত করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে, সে যাবে জাহান্নামে সবার পূর্বে।” হযরত আউফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সামনে গেলাম। তাঁর সম্মুখে বসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সমালোচনা করলাম। ইবনে সিরীন বললেন, ‘আল্লাহ তা’আলা সুবিচারক ও নীতিবান। তিনি হাজ্জাজের কাছ থেকে যেভাবে নেবেন, তদ্রূপ তাকে দেবেনও। কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে তখন তোমার সবচেয়ে ছোট্ট গুণাটিও হয়তো হাজ্জাজের সবচেয়ে বড় গুণাহ থেকেও বৃহৎ হয়ে যাবে!’” হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা কোনো এক বাড়িতে মেহমান হলেন। উপস্থিত লোকজন একজন নির্দোষ মানুষকে নিয়ে সমালোচনা করলো। তারা বললো, লোকটি ভারী। ইব্রাহিম একথা শ্রবণ করে বললেন, আমিও এ সমালোচনায় শরীক হয়ে গেলাম! কারণ এমন এক জায়গায় আমি উপস্থিত

হয়েছি, যেখানে লোকজন গবীতে লিপ্ত আছে। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন ও পরবর্তী তিনদিন যাবৎ আর আহার করলেন না।

বলা হয়ে থাকে, "যে ব্যক্তি মানুষের গীবত করলো, সে যেনো একটি তূপ তৈরী করলো। যার দ্বারা পূর্ব-পশ্চিমে তার নেক কাজগুলোর উপর গুলিবর্ষণ করছে। সে খোরাসানী ও তুর্কী ব্যক্তির গীবত করে তার নেক আমলকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। কিয়ামতের দিন সে নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে।" বর্ণিত আছে, আমলনামা প্রাপ্তি দিবসে গীবতকারী কোনো নেককাজ খুঁজে পাবে না। সে বলবে, কোথায় গেলো আমার নামায, আমার ইবাদাত? জবাব আসবে, ওহে! তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে!

আরো বর্ণিত আছে, যার গীবত করা হয়, আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করেন। হযরত সুফিয়ান ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি ইয়াস ইবনে মুয়াওয়িয়ার নিকট বসা ছিলাম। আমি এক লোকের নিন্দা করলাম। বললেন, তুমি কি এ বছর তুর্কী ও রূমে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলে? জবাব দিলাম, না। তিনি বলেন, তুর্কী ও রূমীরা তোমার হাত থেকে নিরাপদ থকলো, কিন্তু তোমার মুসলমান ভাই তোমার জিহ্বা থেকে রেহাই পেলো না!" বর্ণিত আছে, বান্দাহ যখন আমলনামা পাবে, সে তথায় এমন কিছু নেককাজ দেখতে পাবে যা কখনো করে নি। বলা হবে, তোমার অগোচরে অমুক-তমুক গীবত করেছে। তুমি এর বিনিময়ে এসব লাভ করেছো। হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোশত্ওয়ালা গৃহবাসীকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন, এ কথাটির অর্থ কী? তিনি বললেন, ওরা ঐ সমস্ত লোক যারা গীবত করতো তথা মানুষের মাংস খেতো।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এসে এক ব্যক্তি গীবত করতে লাগলো। তিনি বললেন, "আমি যদি গীবত করতাম তাহলে কেবলমাত্র আমার মা-বাবারই করতাম। কারণ তারাই আমার নেক আমল পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার!" হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তোমার মধ্যে মুসলমান যেনো তিনটি বৈশিষ্ট্য পায়: কল্যাণ প্রদান করতে

ব্যর্থ হলেও তার ক্ষতি করবে না; খুশ করতে না পারলেও তাকে উদ্বিগ্ন করো না; আর প্রশংসা করতে না পারলেও তার নিন্দা করবে না।” বর্ণিত আছে, “এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিন্দা করলো। তিনি তার নিকট মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন। তাকে জানালেন, শুনতে পেলাম আপনি আমার জন্য কিছু নেক আমল পাঠিয়েছেন। এটার বিনিময় এই হাদিয়াটুকু পাঠালাম!”

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজের মুখ থেকে লজ্জার মুখোশ খুলে দিল, তার বিরুদ্ধে কোনো গীবত নেই।” হযরত জা’ফর ইবনে মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি সুনিজিয়ার মসজিদে বসা ছিলাম। একটি জানাযা নামাযের অপেক্ষায় আছি। বাগদাদের লোকজনও স্ব-স্ব স্থানে বসে জানাযা নামাযের অপেক্ষারত ছিলো। আমি দেখলাম এক ফকীরকে। তার মধ্যে ছিলো ইবাদতের চিহ্ন কিন্তু তিনি মানুষের কাছে ভিক্ষা করছিলেন। মনে মনে ভাবলাম, লোকটি যদি কোনো একটি কাজ করতো তাহলে নিজেকে ভিক্ষা থেকে মুক্ত রাখতে পারতো এবং তা হতো সুন্দর।

বাড়িতে ফিরে আসার পর ঐ রাতে কিছু অজিফা আদায়, কান্নাকাটি ও নামাযের প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু পুরো অজিফা ও ইবাদত আমার উপর যেনো কঠিন হয়ে পড়লো! আমি বসাবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই। নিদ্রাবস্থায় দেখলাম, ঐ ফকিরের নিকট লোজকন বড়ো খাঞ্চা নিয়ে আসলো। মানুষ আমাকে বললো, তার মাংস খাও! আপনি তার গীবত করেছেন! একথা শোনে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল। বললাম, আমি তো গীবত করি নি! শুধু মনে মনে ভেবেছি! তারা আমাকে বললো, আপনি এমন লোক তো নন, যার কাছ থেকে এটুকু কাজও হতে পারে? সুতরাং আপনি চলে যান, লোকটিকে বের করুন। আমি ভোরবেলা বেরিয়ে যাই। লোকটিকে খুঁজতে থাকি। দেখলাম এক জায়গায় ফোয়ারা থেকে পানি তুলে শস্য-ক্ষেতে পানি ঢালছেন। আমি কাছে যেয়ে সালাম জানালাম। তিনি বললেন, আবুল কাসিম! তুমি তোমার সেই কাজে ফিরে যাচ্ছো? আমি বললাম, জি না! তিনি বললেন, আল্লাহ তা’আলা আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।”

হযরত আবু জা'ফর বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমাদের কাছে বলখের এক যুবক ছিলেন। তিনি বেশ ইবাদত করতেন। কিন্তু মানুষের গীবত করা ছিলো তার অভ্যেস। বলতেন, অমুক এরকম, তমুক এরূপ ইত্যাদি। একদিন আমি ধোপা হিজড়াদের নিকট তাকে দেখতে পেলাম। তিনি তাদের কাছ থেকে তখন বেরিয়ে আসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এ কী অবস্থা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে। আমি এসব হিজড়াদের পাশে থাকি ও তাদের সেবা করি। আমার মধ্য থেকে যাবতীয় ইবাদত-গুজার বিলুপ্ত হয়ে গেছে! দু'আ করুন আল্লাহ যেনো আমাকে ক্ষমা করেন।"

باب القناعة
বাবুল কানাআত (অল্পেতুষ্টি) অধ্যায়

قال الله تعالى: " من عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ."

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: حدَّثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر، قال: حدثنا محمد بن موسى الحلواني، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن المنكدر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " القناعة كنزُ لا يفنى. "

أخبرنا أبو الحسن الأهوازي، قال: حدثنا أحمد بن عبيد البصري، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المقري قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني؛ قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن أبي رجاء؛ عن برد بن سنان، عن مكحول، عن وائلة بن الأسقع؛ عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كن ورعاً تكن أعبد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً وأحسن من جاورك تكن مسلماً، وأقل الضحك، فن كثرة الضحك تميت القلب. "

وقيل: الفقراء أموات، إلا من أحياه الله تعالى بعزَّ القناعة. وقال بشر الحافي: القناعة: ملك لا يسكن إلا في قلب مؤمن. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد الشعراني يقول: سمعت اسحق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد، هذا أول الرضا وهذا أو الزُّهد. وقيل القناعة: السكون عد عدم المألوفات.

وقال أبو بكر المراغي: العاقل من دبرَّ أمر الدنيا بالقناعة والتسويف وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل، وأمر الدين بالعلم والاجتهاد.

وقال أبو عبد الله بن خفيف: القناعة: ترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود.

وقيل في معنى قوله تعالى: " ليرزقنهم الله رزقاً حسناً " يعني: القناعة.

وقال محمد بن علي الترمذي: القناعةُ: رضا النفس بما قسم لها من الرزق.
ويقال: القناعة: الاكتفاء بالموجوج، وزوال الطمع فيما ليس بحاصل.
وقال وهب: إن العزَّ والغنى خرجاً يجولان، يطلبان رفيقاً؛ فلقيا القناعة، فاستقرَّا.
وقيل: من كانت قناعته سمينة طابت له كل مَرقه ومن رجع إلى الله تعالى على كل حال رزق الله القناعة.
وقيل: مر أبو حازم بقصاب معه لحم سمين، فقال: خذ يا أبا حازم فإنه سمين.
فقال: ليس معي درهم.
فقال: أنا أنظرك. فقال: نفسي أحسن نظرة لي منك.
وقيل لبعضهم: من أقناع الناس؟ فقال: أكثرهم لناس معونة، وأقلهم عليهم مؤونة.
وفي الزبور: القانع غنى وإن كان جائعاً.
وقيل: وضع الله تعالى خمسة أشياء في خمسة مواضع: العز في الطاعة، والذل في المعصية، والهيبة في قيام الليل، والحكمة في البطن الخالي، والغنى في القناعة.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت نصر ابن محمد يقول: سمعت سليمان بن أبي سليمان يقول: سمعت أبا القاسم بن أبي نزار يقول: سمعت إبراهيم المارستاني يقول: انتقم من حرّصك بالقناعة، كما تنتقم من عدوِّك بالقصاص.
وقال ذو النون المصري: من قنع استراح من أهل زمانه، واستطال على أقرنه.
وقيل: من قنع استراح من الشغل. واستطال على الكل.
وقال الكتاني: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعزِّ والمروءة.
وقيل: من تبعت عيناه ما في أيدي الناس طال حزنه.
وأنشدوا:
وأحسنُ بالفتى من يوما عار ... ينال به الغني كرم وجوع
وقيل: رأى رجل حكيماً يأكل ما تساقط من البقال على راس ماء فقال: لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا.
فقال الحكيم: وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج إلى خدمة السلطان.
وقيل: " العقاب عزيز في مطاره، لا يسمو إليه طرف صياج. ولا طعمه، فإذا طمع في جيفة علقت في حبالة، نزل من مطاره، فتعلق في حباله. "

وقيل: لما نطق موسى عليه السلام، بذكر الطمع فقال: " لو شئت لاتخذت عليه أجراً. "
قال الخضر له: " هذا فراق بيني وبينك. "
وقيل: لما قال ذلك موسى عليه السلام وقف بين يدي موسى والخضر، عليهما السلام ظبي وكانا جائعين، الجانب الذي يلي موسى عليه السلام غير مشوي، والجانب الذي يلي الخضر مشوي.
وقيل في قوله تعالى: " إن الأبرار لفي نعيم " : هو القناعة في الدنيا، " وإن الفجار لفي جحيم " ، هو: الحرص في الدنيا.
وقيل في قوله تعالى: " فكُّ رقبة " أي: فكرها من ذل الطمع.
وقيل في قوله تعالى: " إنما يردي الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت " يعني: البخل، والطمع. " ويطهركم تطهيراً " يعني: بالسخاء والايثار.
وقيل في قوله تعالى: " هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي " أي: مقاماً في القناعة انفرد به من أشكالي، وأكون راضياً فيه بقضائك.
وقيل في قوله تعالى: " لأعذبنه عذاباً شديداً " يعني: لآسلبنه القناعة، ولأبتلينه بالطمع، يعني: أسأل الله تعالى، أن يفعل به ذلك.
وقيل لأبي يريد: بم وصلت إلى ما وصلت؟ فقال: جمعت أسباب الدنيا، فربطتها بحبل القناعة، ووضعتها في منجنيق الصدق، ورميت بها في بحر اليأس فاسترحت.
سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن فرحان بسامرة يقول: سمعت خالي عبد الوهاب يقول: كنت جالساً عند الجنيد، أيام التبسم، وحوله جماعة كثيرون من العجم والمولدين.
فجاءه إنسان بخمسمائة دينار، ووضعها بين يديه، وقال: تفرِّقها على هؤلاء الفقراء.
فقال: ألك غيرها؟ فقال نعم، لي دنانير كثيرة. فقال: أتريد غير ما تملك؟ فقال: نعم: فقال له الجنيد، خذها، فإنك أحو إليها منَّا. ولم يقبلها.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً

-“যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।” [নাহল : ৯৭]

হযরত জাবির ইবনে আবুদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অল্পেতুষ্টি হলো একটি ভাণ্ডার, যা কখনো শেষ হয় না।” হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তুমি পরহেজগার হয়ে যাও- মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুজার হবে। অল্পে তুষ্ট থাকো- তাতে পরিণত হবে শ্রেষ্ঠ শুকরগুজারে। নিজের জন্য যা পছন্দ করো মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ করো- এতে তুমি সত্যিকারের মু’মিন হবে। প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করো, তুমি হয়ে যাবে সত্যিকার মুসলমান। অল্প হাসো, বেশী হাসলে অন্তর মরে যায়।”

বলা হয়ে থাকে, সব দরবেশ মৃত- কেবলমাত্র ওরা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ কানআতের সম্মান দ্বারা জীবন দান করেছেন। হযরত বিশরে হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কানাআত একজন রাজা, একমাত্র মু’মিনের হৃদয়ে তার স্থিতি।” হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রেজার সাথে কানাআতের সম্পর্ক এরূপ যেরূপ জুহদের সাথে পরহেজগারীর। রেজার প্রথম স্তর কানাআত আর জুহদের পয়লা স্তর পরহেজগারী।” বলা হয়, “বিলাসসামগ্রীর অনুপস্থিতিতে ধীর-স্থির থাকার নামই কানাআত।” হযরত আবু বকর মাররাগী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী যে কানাআত অবলম্বন করে দুনিয়াকে পেছনে ফেলে দিল; লোভ ও আকর্ষণের সাথে এগিয়ে চলে আখিরাতের দিকে এবং ইলম ও সাধনার দ্বারা দ্বীনকে আটকে রাখলো।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কানাআত হলো হারানো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত বর্জন ও উপস্থিত বস্তুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।” বলা হয়, আল্লাহর কথা:

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا

‘“আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন।” [হাজ্জ : ৫৮]- এ কথার মর্ম হলো ‘কানাআত’।

মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিজিক দেওয়া হয়, তা-তে আত্মার প্রশান্তিই হলো কানাআত।” বলা হয়, “বিদ্যমান বস্তুকে যথেষ্ট মনে করা আর অনার্জিত বস্তু অর্জনের লালসা ত্যাগ করাই হলো কানাআত।” হযরত ওয়াহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সম্মান ও প্রাচুর্য বেরিয়ে ঘুরতে থাকে। তারা খুঁজছিলো তাদের বন্ধুকে। সাক্ষাৎ পায় কানাআতের সঙ্গে। এতেই তারা শান্ত হয়ে গেল।” আসমানী কিতাব যাবুরে আছে, “অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি আসলেই ধনী, যদিও সে ক্ষুদার্ত থাকে।” বর্ণিত আছে, “আল্লাহ তা’আলা ৫টি স্থানে পাঁচ বস্তু রেখেছেন: ১. সম্মান রেখেছেন তাঁর আনুগত্যের মধ্যে, ২. বে-ইজ্জতি রেখেছেন তাঁর অবাধ্যতায়, ৩. ব্যক্তিত্ব ও গৌরব রেখেছেন রাতের ইবাদতের মধ্যে, ৪. হিকমাত রেখেছেন খালি পেটে আর ৫. প্রাচুর্য রেখেছেন কানাআতের মাঝে।”

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে কানাআত অবলম্বন করলো, সে সমকালীনদের মধ্যে সবচেয়ে শান্তি ও নিরাপদে থাকলো। কিন্তু সবার মধ্যে সে লাভ করে দীর্ঘ জীবন।” বলা হয়ে থাকে, “যে ব্যক্তি কানাআত অবলম্বন করে, সে ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকে। সমকালীনদের মধ্যে সে হয় দীর্ঘজীবী।” হযরত কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি লোভের বিনিময়ে ক্রয় করলো কানাআতকে, সে সম্মান ও ব্যক্তিত্ব লাভে ধন্য হলো।” বলা হয়, “যার হাতের দিকে চোখ যায়, তার চিন্তা-পেরেশানী বৃদ্ধি পায়।” সুফিগণ এ মর্মে একটি কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন:

> যুবকের জন্য সম্ভ্রান্ত থাকতে দাও, যদিও সে থাকে ক্ষুধার্ত।
> একদিনের ধনার্জনে অপমানের গ্লানি থেকে তা কী উত্তম নয়!

এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি দেখলো, জনৈক জ্ঞানী লোক মানুষের ফেলে-দেওয়া কিছু সবজি আহার করলেন। এরপর নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, “যদি তুমি

বাদশাহর সেবা করতে তাহলে এগুলো ভক্ষণ করা তোমার প্রয়োজন হতো না।” বর্ণিত আছে, “যখন মূসা আলাইহিসসালামের মুখে লোভের আলোচনা এসে গেল তখন তিনি বললেন, আপনি চাইলে এ কাজের বিনিময় নিতে পারতেন? খিজির আলাইহিসসালাম জবাব দিলেন, আপনি ও আমার মধ্যে এখানে এসেই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।” আরো বর্ণিত আছে, “মূসা আলাইহিসসালাম উক্ত কথাটি উচ্চারণের পরই উভয়ের সম্মুখে একটি হরিণ এসে যায়। দু’জনই তখন ক্ষুধার্ত। হরিণটির একদিক ছিলো ভুনা অপরদিক ছিলো অভুনা। প্রথমদিক ছিলো খিজির আলাইহিসসালামের দিকে আর দ্বিতীয়দিক ছিলো হযরত মূসা আলাইহিসসামের দিকে।”

বর্ণিত আছে আল্লাহ তা’আলার বাণী:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

-“সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে।”। [ইনফিতার : ১৩]

এখানে উদ্দেশ্য, দুনিয়াতে অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা’আলার আরো বাণী:

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

-“এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে।” [হনফিতার : ১৪]

এখানে উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার প্রতি লোভ ও আসক্তি।

বর্ণিত আছে আল্লাহ তা’আলার কথা:

فَكُّ رَقَبَةٍ

-“তা হচ্ছে দাসমুক্তি।” [বালাদ : ১৩]

অর্থাৎ লোভের অপদস্থতা থেকে মুক্তি দেওয়া। আরো বর্ণিত আছে:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

-“হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে ...” [আযহাব : ৩৩]

অর্থাৎ কৃপণতা ও লোভ থেকে তাদেরকে মুক্ত করবেন। বদান্যতা ও আত্মবিজর্সনতা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন। আয়াতের বাকি অংশ:

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

-“এবং [চান] তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।” [আযহাব : ৩৩]

এবং অন্য আয়াত:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

-“[সুলাইমান আ. বললেন] আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না।” [ছোয়াদ : ৩৫]

এসব দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, অল্পেতুষ্টি এমন স্তরে উপনীত করবে যা একদম অতুলনীয় এবং আমি তোমার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকবো।

আল্লাহ তা’আলার কথা:

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا

-“আমি অবশ্যই তাকে [হুদহুদকে] কঠোর শাস্তি দেব।” [নামল : ২১]

অর্থাৎ আমি তাদের কাছ থেকে অল্পেতুষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিনিয়ে নেবো এবং লোভ দ্বারা আক্রান্ত করবো।

বর্ণিত আছে হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি এ উন্নত স্তরে কিভাবে পৌঁছুলেন? জবাব দিলেন, “আমি পার্থিব সকল ভালো বস্তু জমা করে অল্পেতুষ্টির রশি দ্বারা তা বেঁধে দেই। সত্যবাদিতার কামানের মুখে এগুলো রেখে দিলাম। অতঃপর সবকিছু নৈরাশ্যের সাগরে নিক্ষেপ করলাম। আর এভাবেই আমি পূর্ণাঙ্গ শান্তি লাভ করি।” হযরত আবদুল ওয়াহহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বসা ছিলাম।

তাঁর চতুর্দিকে অবস্থানরত ছিলেন প্রচুর-সংখ্যক দাসদাসী ও অনারব ব্যক্তিবর্গ। এসময় এক ব্যক্তি এসে ৫০০ দীনার তাঁর সম্মুখে হাদিয়া হিসাবে রেখে দিলেন। বললেন, হযরত! এই অর্থটুকু দরবেশদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি আরো দীনার আছে? লোকটি জবাব দিলেন, জী হ্যাঁ। আমার নিকট প্রচুর দীনার আছে। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আরো চাও? লোকটি জবাব দিলেন, জি হুজুর! তিনি বললেন, তাহলে এগুলোও নিয়ে যাও। আমাদের চেয়ে এগুলোর প্রয়োজন তোমারই বেশী! তিনি এ দীনারগুলো আর গ্রহণ করলেন না।

باب التوكل
বাবুত তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) অধ্যায়

قال الله عز وجل: " ومن يتوكل على الله فهو حسبه. "
وقال: " وعلى الله فليتوكل المؤمنون. "
وقال: " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. "
أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا يونسف بن حبيب بن عبد القاهر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش؛ عن عبد الله بن مسعود؛ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أريت الأمم بالموسم، فرأيت أمتي قد ملئوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: نعم. قال: ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، لا يكتوون، ولا يتطيرون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي، فقال: يا رسول الله، أدع أن يجعلني منهم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ اجعله منهم. فقال آخر، فقال: أدع الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: " سبقك بها عكاشة. "
سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت أبا بكر الوجيهي يقول: قال أبو علي الروذباري قلت: لعمرو بن سنان: أحك عن سهل بن عبد الله حكاية،فقال إنه قال: علامة المتوكل ثلاث لا يسأل، ولا يرد، ولا يحبس.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: سمعت منصور ابن عبد الله يقول: سمعت أبا عبد الله الشرازي يقول: سمعت أبا موسى الديبلي يقول: قيل لأبي يزيد؛ ما التوكل؟ فقال لي: ما تقول أنت؟ فقلت: إن أصحابنا يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك. فقال أب يزيد: نعم؛

هذا قريب؛ ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة ينتعمون وأهل النار في النار يعذبون: ثم وقع لك تمييز عليهما خرجت من جملة التوكل.
وقال سهل بن عبد الله: أول مقام في التوكل: نيكون العبد بين يدين الله عزَّ وجل كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف شاء؛ لا يكون له حركة ولا تدبير.
وقال حمدون: التوكل: هو الاعتصام بالله تعالى. سمعت محمد بن الحسين يقول:سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البلخي يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: سمعت أحمد خضرويه يقول: قال رجل لحاتم الأصمَّ: من أين تأكل؟
فقال: " ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. "
واعلن أن التوكل محله القلب، والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب، بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى؛ فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسيره.
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا غيلان بن عبد الصمد قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال: حدثنا خالد بن يحيى قال: حدثنا عمي المغيرة بن أبي قرة، عن أنس بن مالك قال: " جاء رجل على ناقة له، يا رسول الله، أدَعها وأتوكل؟. فقال: اعقلها وتوكلَّ. "
وقال إبراهيم الخواص:من صحَّ توكله في نفسه، صحَّ توكله في غيره.
وقال بشر الجافي: يقول أحدهم: توكلت على الله، ويكذب على الله تعالى، لو توكلَّ على الله لرضي بما يفعله الله به. وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضي بالله تعالى وكيلاً.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد ابن علي بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن الصامت يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: بينما أنا أسير في البادية، وإذا بهاتف يهتف، فالتفت إليه، فإذا أعرابي يسير فقال لي: يا إبراهيم: التوكل عندنا: أقم عندنا حتى يصح توكلك، ألم تعلم أن رجاءك لدخول بلد فيه أطعمة يحملك؟، إقطع رجاءك عن البلدان، وتوكل.
وسمعته يقول سمعت محمد بن أحمد الفلاسي يقول: سمعت ابن عطاء، وقد سئل عن حقيقة التوكل، فقال: أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السرَّاج يقول: شرط التوكل ما قاله أبو تراب النخشبي، وهو: طرح البدن في العبودية، وتعلّق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطى شكر وإن منع صبر.
وكما قال ذو النون: التوكل: ترك تدبير النفس، والإنخلاع منالحول والقوة، وإنما يقوي العبد على التوكل إذا علم أن الله سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه.
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمت أبا الفرج الورثاني يقول: سمعت أحمد بن محمد القرمسيني يقول: سمعت الكتانيِّ يقول: سمعت أبا جعفر ابن أبيالفرج يقول: رأيت رجلاًُ يعرف بجمل عائشة مع الشطار يضرب بالسياط، فقلت له: أيّ وقت يكون ألم الضرب عليكم أسهل؟ فقال: إذا كان منُ ضربنا لأجله يرانا.
وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن محمد يقول: قال الحسين بن منصور لإبراهيم الخواص: ماذا صنعت في هذه الأسفار، وقطع هذه المفوز؟ قال بقيت في التوكل أصحح نفسي عليه.
فقال الحسين: أفنيت عُمرك في عمران باطنك، فأين الفناء في التوحيد.
سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السرَّاج يقول: التوكل: ما قاله أبو بكر الدقاق، وهو: رد العيش إلى يوم واحد، واسقاط همِّ غد.
قال: وهو: كما قال سهل بن عبد الله، التوكل: الاسترسال مع الله تعالى، على ما يريد.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد ابن جعفر بن محمد يقول سمعت أبا بكر البرذعي يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول: الوكل على الله تعالى بكمال الحقيقة، ما وقع لإبراهيم، عليه السلام، في الوقت الذي قال لجبريل، عليه السلام: أما إليك فلا، لأنه غابت نفسه بالله تعالى، فلم يرمع الله غير الله عزَّ وجلَّ.
وسمعت يقول: سمعت سعيد بن أحمد بن محمد يقول سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول، سمعت سعيد بن عثمان الخياط يقول، سمعت ذا النون المصري، وسال رجل فقال، ما التوكل. فقال: خلع الأرباب وقطع الأسباب.
فقال السائل: زدني. فقال: إلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية.
وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن محمد المعلم يقول. سمعت عبد الله ابن المبارك يقول: سمعت حمدون القصار، وسئل عن التوكل، فقال: إن كان لك عشرة آلاف

درهم، وعليك دانق دين، لم تأمن أن تموت ويبقى ذلك في عنقك، ولو كان عليك عشرة آلاف درهم دين،ومن غير أن تترك لهاوفاء، لا تيأس من الله تعالى أن يقضيه عنك.

وسئل أبو عبد الله القرشي عن التوكل فقال: التعلق بالله تعالى في كل حال. فقال السائل: زدني. فقال: ترك كل سبب يوصّل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولىِّ لذلك. وقال سهل بن عبد الله: التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسبُّ سنته؛ فمن بقي على حاله، فلا يتركن سنتَّه: وقال أبو سعيد الخراز: التوكل: اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب.

وقيل: التوكل: أن يستوي عندك الإكثار والتقلل. وقال ابن مسروق: التوكُّل: الاستسلام لجريان القضاء والأحكام.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله الرازيَّ يقول: سمعت أبا عثمان الحيري يقول: التوكل: الاكتفاء بالله، تعالى، مع الاعتماد عليه.

وسمعته: يقول: سمعت محمد بن غالب يحكي عن الحسين بن منصور قال: المتوكل المحق لا يأكل شيئاً وفي البلد من هو أحق به منه.

وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت منصور بن أحمد الحربي يقول حكي لنا ابن أبي شيخ قال: سمعت عمر بن سنان يقول: اجتاز بنا إبراهيم الخواص، فقلنا له: حدثنا بأجب ما رأيته في أسفارك، فقال: لقيني الخضر عليه السلام، فسألني الصحبة، فخشيت أن يُفسد عليَّ توكلي بسكوني إليه. ففارقته.

وسئل سهل بن عبد الله عن التوكل، فقال: هو قلب عاش مع الله تعالى بلا علاقة.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقَّاق، رحمه الله، يقول: للمتوكل ثلاث درجات: التوكل، ثم التسليم، ثم التفويض. فالمتوكل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه وصاحب التفويض يرضي بحكمه. وسمعته يقول: التوكل: بداية، والتسليم: واسطة، والتفويض نهاية. وسئل الدقاق عن التوكل، فقال: الأكل بلا طمع.

وقال يحيى بن معاذ: لبس الصوف حانوت، والكلام في الزهد حرفة، وصحبة القوافل تعرض، وهذه كلها علاقات. وجاء رجل إلى الشبلي يشكو إليه كثرة العيال، فقال: ارجع إلى بيتك، فمن ليس رزقه على الله، تعالى، فاطرده عنك.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: قرأت على محمد بن الحسين؛ قال سهل بن

عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان.
وسمعته يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت جعفراً الخلدي يقول: قال إبراهيم الخواص: كنت في طريق مكة، فرأيت شخصاً وحشياً.. فقلت: جنى أم نسي؟ فقال: جنى. فقلت إلى أين؟ فقال: إلى مكة. فقلت: بلازاد؟ فقال. فينا أيضاً من يسفر على التوكل فقلت: إيش الوكل؟ فقال: الأخذ من الله تعالى.
وسمته يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت الفرغاني يقول: كان إبراهيم الخواص مجرداً في التوكل، يدقق فيه، وكان لا يفارقه إبرة وخيوط وكورة. ومقراض فقيل له: يا أبا اسحاق، لم تحمل هذا وأنت تمتنع من كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقض التوكل، لأن الله، سبحانه، علينا فرائض، والفقير لا يكون عليه غلا ثوب واحد؛ فربَّما يتَّخرق ثوبه، فإن لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته، فتفسد عليه صلاته، وإذا لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته، فإذا رأيتَ الفقير بلا ركوة ولا إبرة، ولا خيوط، فاتهمه في صلاته.
وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله؛ يقول: التوكل: صفة المؤمنين، والتسليم: صفة الأولياء، والتفويض: صفة الموحدِّين، فالتوكل: صفة العوامِّ، والتسليم: صفة الخواص: والتفويض صفة خواص الخواص. وسمعته يقول؛ التوكل صفة الأنبياء، والتسليم صفة إبراهيم عليه السلام، والتفويض: صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول: سمعت أبا جعفر الحدَّاد يقول: مكثت بضع عشرة سنة أعتقد التوكل وأنا أعمل في السوق، وآخذ كل يوم أجرتي؛ ولا أنتفع منها بشربة ماء، لا بدخلة حمام ولكن كنت أجيء بأجرتي إلى الفقراء في الشونزية وأكون مستمراً على حالي.
وسمعته يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت الخواصَّ يقول: سمعت الحسين أخا سنان يقول: حججت اربع عشرة حجة، حافياً، على التوكل، فكان يدخل في رجلي شوكة فأذكر أني قد اعتقدت على نفسي التوكل، فأحكها في الأرض وأمشي.

وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله الواعظ يقول: سمعت خيراً لنساج يقول: سمعت أب حمزة يقول: إني لأستحي من الله تعالى أن أدخل مادية وأنا شبعان، وقد اعتقدت التوكل، لئلا يكون سعي على الشبع زاداً أتزود به.. وسئل حمدون التوكل. فقال: تلك درجة لم أبلغها بعد، وكيف يتكلم في التوكل من لم يصح له حال الإيمان؟ وقيل: المتوكل كالطفل، لا يعرف شيئاً يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يهتدي إلى إلى ربه تعالى.

وعن بعضهم قال؟ كنت في البادية فتقدمت القافلة فرأيت قدامي واحداً. فتسارعت حتى أدركته، فإذا هي امرأة بيدها عكاز، تمشي على التؤدة.. فظننت أنها أعيت، فأدخلت يدي في جيبي، فأخرجت عشرين درهما، فقلت: خذيها وامكثي حتى تلحقك القافلة فتكتري بها. ثم ائتيني الليلة حتى أصلح أمرك.

فقالت: بيدها هكذا في الهواء، فإذا في كفها دنانير، فقالت: أنت أخذت الدراهممن الجيب، وأنا أخذت الدنانير من الغيب.

ورأى أبو سليمان الداراني رجلاً بمكة، لا يتناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزم، فمضى عليه أيام، فقال له سليمان يوماً: أرأيت لو غارت زمزم إيش كنت تشرب؟ فقام، وقبل رأسه، وقال: جزاك الله خيراً، حيث أرشدتني، فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام. ومضى.

وقال إبراهيم الخواص: رأيت في طريق الشام شاباً حدثاً، حسن المراعاة، فقال لي: هل لك في الصحبة؟ فقلت: إني أجوع. فقال: إن جعتَ جعت معك.

فبقينا أربعة أيام، ففتح علينا بشيء، فقلت: هلم. فقال: اعتقدت أني لا آخذ بواسطة فقلت: يا غلام دققت. فقال: يا إبراهيم، لا تتبهرج، فإن الناقد بصير، مالك والتوكل؟ ثم قال: أل التوكل: أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو نفسك إلا إلى من إليه الكفايات. وقيل: التوكل: نفي الشكوك، والتفويض إلى ملك الملوك. وقيل: دخل جماعة على الجنيد رحمه الله، فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال:إن علمتم في أي موضوع هو، فقالوا: ندخل البيت فنتوكل؟ فقال: التجربة شك.

قالوا: فما الحيلة؟ فقال: ترك الحيلة. وقال أبو سليمان الداراني لأحمد بن الحواري: يا أحمد، إن طرق الآخرة كثيرة، وشيخك عارف بكثير منها إلا هذا التوكل المبارك، فإني ما شممت منه رائحة.

وقيل: التوكل: الثقة بما في يد الله تعالى، واليأس عما في أيدي الناس وقيل التوكل: فراغ السر عن التفكر في التقاضي في طلب الرزق.
وسئل الحارث المحاسبي، رحمه الله، عن المتوكل: هل يلحقه طمع؟ فقال: يلحقه من طريق الطباع خطرات، ولا تضره شيئاً، ويقويه على إسقاط الطمع اليأس مما في أيدي الناس. وقيل: جاع النوري في البادية، فهتف به هاتف: أيما أحبُّ إليك: سبب أو كفاية. فقال: الكفاية ليس فوقها نهاية، فبقي سبعة عشر يوماً لم يأكل. وقال أبو علي الروذباري: إذا قال الفقير بعد خمسة أيام: أنا جائع، فالزموه السوق، ومروه بالعمل والكسب. وقيل: نظر أبو تراب النخشبي إلى صوفي مد يده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام. فقال له: لا يصلح لك التصوف إلزم السوق.
وقال أبو يعقوب الأقطع البصري: جعت مرة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفاً. فحدثتني نفسي، فخرجت إلى الوادي، لعلي أَجد شيئاً يسكن ضعفي.. فرأيت سلجمة مطروحة.. فأخذتها.. فوجدت في قلبي منها وحشة. وكأن قائلاً يقول لي: جعت عشرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متغيرة. فرميت بها ودخلت المسجد فقعدت، فإذا أنا برجل أعجمي، جلس بين يدي ووضع قمطرة، وقال: هذه لك. فقلت: كيف خصصتني بها؟ فقال: أعلم أنا كنا في البحر منذ عشر أيام. وأشرفت السفينة على الغرق:: فنذر كل واحد منا: إن خلصنا الله، تعالى، أن يتصدق بشيء، ونذرت أنا: إن خلصني الله تعالى أن أتصدق بهذه على أول من يقع بصري عليه من المجاورين وأنت أولُ من لقيته.
فقلت: افتحها ففتحها، فإذا فيها: كعك سميد مصري، ولوز مقشور، وسكر كعاب فقبضت قبضته من ذا، وقبضة من ذا، وقبضة من ذا.
وقلت ردَّ الباقي إلى صبيانك، هو هدية مني لكم، وقد قبلتها. ثم قلت في نفسي: رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادي..
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: كنت عند ممشاد الدينوري، فجرى حيث الدَّين، فقال: كان علي دين. فاشتغل قلبي. فرأيت في النوم كأن قائلاً يقول: يا بخيل، أخذت علينا هذا المقدار، خذ؛ عليك الأخذ، وعلينا العطاء فما حاسبت بعد ذلك بقالاً، ولا قصاباً، ولا غيرهم.ويحكى عن بنان الحمال، قال: كنت في طريق مكة حرسها الله أجيء

من مصر، ومعي زاد، فجاءتني امرأة، وقالت لي: يا بنان، أنت حمال تحمل على ظهرك الزاد، وتتوهم أنه لا يرزقك؟؟. قال فرميت بزادي. ثم أتي على ثلاث لم آكل فوجدت خلخالا في الطريق.. فقلت في نفسي: أحمله حتى يجيء صاحبه، فربما يعطيني شيئاً فأرده عليه فإذا أنا بتلك المرأة، فقالت لي: أنت تاجر؟؟ تقول: حتى يجيء صاحبه فآخذ منه شيئاً؟ ثم رمت إليه شيئاً من الدراهم، وقالت: أنفقها فاكتفيت بها إلى قريب من مكة.

ويحكى عن بنان أنه أحتاج إلى جارية تخدمه، فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له ثمنها، وقالوا: هو ذا، يجيء النفر فتشتري ما يوافقك.

فلما ورد النفر، اجتمع رأيهم على واحدة، وقالوا: إنها تصلح له. فقالوا لصاحبها: بكم هذه؟ فقال: إنها ليست للبيع: فالحوا عليه، فقال: إنها لبنان الحمال، أهدتها إليه امرأة من سمرقند فحملت إلى بنان، وذكرت له القصة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن الحسين المخزومي يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح قال: حدثنا محمد بن عبدون، قال: حدثنا الحسن الخياط قال: كنت عند بشر الحافيِّ، فجاء نفر فسلموا عليه، فقال: من أين أنتم.

قالوا: نحن من الشام جئنا لنسلم عليك، ونريد الحج. فقال: شكر الله تعالى لكم فقالوا: تخرج معنا. فقال: بثلاث شرائط لا تحمل معنا شيئاً، ولا نسأل أحدً شيئاً، وإن أعطانا أحد شيئاً لا نقبله؟ قالوا: أما أن لا نحمل، فنعم. وأما أن لا نسأل، فنعم، وأما أن لا نقبل إن أعطينا، فهذا لا نستطيعه.

فقال: خرجتم متوكلين على زاد الحجيج: ثم قال: يا حسن، الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل، وإن أعطى لا يأخذ، فذاك من جملة الروحانيين. وفقير لا يسأل، وإن أعطي قبل، فذاك مما يوضع له موائد في حظائر القدس. وفقير يسأل، وإن أعطي قبل قدر الكفاية، فكفارته صدقة. وقيل لحبيب العجمي: لم تركت التجارة؟ فقال: وجدت الكفيل ثقة. وقيل: كان في الزمن الأول رجل في سفر ومعه قرص، فقال: إن أكلت مت. فوكل الله تعالى به ملكاً، وقال: إن أكله فارزقه، وإن لم يأكله فلا تطه غيره، فلم يزل القرص معه حتى مات، ولم يأكل، وبقي عنده القرص.

وقيل: من وقع في ميدان التفويض يزف إليه المراد كما نزف العروس إلى أهلها، والفرق بين التضييع والتفويض: أن التضييع في حق الله تعالى، وذلك مذموم،والتفويض في حقك، وهو محمود.

وقال عبد الله بن المبارك: من أخذ فلساً من حرام. فليس بمتوكل. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي، رحمه الله، يقول سمعت نصر بن أبي نصر العطار يقول: سمعت علياً بن محمد المصري يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: دخلت البادية مرة بغير زاد، فأصابتني فاقة، فرأيت المرحلة من بعيد، فسررت بأني وصلت. ثم فكرت في نفسي: أني سكنت واتكلت على غيره، فآليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها فحفرت لنفسي في الرمل حفرة. وداريت جسدي فيها إلى صدري، فسمعوا صوتاً في نصف الليل عالياً يقول: يا أهل المرحلة، إن الله تعالى ولياً، حبس نفسه في هذا الرمل؛ فألحقوه. فجاءني جماعة فاخرجوني وحملوني إلى القرية.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن الحسين المخزومي يقول: سمعت ابن المالكي يقول: قال أبو حمزة الخراساني: حججت سنة من السنين، فبينما أنا أمشي في الطريق، إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن أستغيث، فقلت: لا والله، لا استغيث فما استتمت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان: فقال أحدهما للآخر: تعالي حتى نسد رأس هذه البئر، لئلا يقع فيها أحد.. فأتوا: بصب وباربة، وطمو رأس البئر، فهممت أن أصيح ثم قلت في نفسي: أصيح إلى من هو أقرب منهما!!. وسكنت، فبينما أنا بعد ساعة، إذ أنا بشيء جاء.. وكشف عن رأس البئر، وأدلى رجله، وكأنه يقول لي: تعلق بي، في همهمة له كنت أعرف ذلك منه، فتعلقت به.. فأخرجني، فإذا هو سبع، فمر. وهتف بي هاتف: يا أبا حمزة، أليس هذا أحسن!! نجيناك من التلف بالتلف فمشيت وأنا أقول:

أهابك أن أبدي إليك الذي أخفي ... وسري يبدي ما يقول له طرفي
نهاني حيائي منك أن أكتم الهوي ... وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف
وتلطف في أمري. فأبديت شاهدي ... إلى غائبي واللطف يدرك باللطفتراءيت
لي بالغيب، حتى كأنما ... تبشرني في الغيب أنك في الكف
اراك وبي من هيبتي لك وحشة ... فتؤنسني باللطف منك وبالعطف
وتحيي محباً أنت في الحب حتفه ... وذا عجب كون الحياة مع الحتف

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا سعدان التاهرتي يقول: سمعت حذيفة المرعشي يقول: وكان قد خدم

إبراهيم بن أدهم، وصحبه، فقيل له: ما أعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقينا في طريق مكة أياماً لم نجد طعاماً، ثم دخلنا الكوفة، فأوينا إلى مسجد خراب، فنظر إلى إبراهيم بن أدهم، وقال: يا حذيفة، أرى بك أثر الجوع!! فقلت: هو ما رأة الشيخ. فقال عليَّ بدواة، وقرطاس.

فجئت به، فكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المقصود إليه بكل حال " ، والمشار إليه بكل معنى:

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر ... أنا جائع أنا نائع أنا عاري
هي ستة وأنا الضمين لنصفها ... فكن الضمين لنصفها يا باري
مدحي لغيرك لهب نار خضتها ... فأجر عبيدك من دخول النار
والنار عندي كالسؤال فهل ترى ... أن لاتكلفني دخول النار

ثم دفع إلى الرقعة: قال: أخرج، ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى، وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك.

قال: فخرجت.. فأول من لقيني رجل كان على بغلة، فدفعتها إليه، فأخذها وبكى، وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني. فدفع إلي صرة فيها ستمائة دينار. ثم لقيت رجلاً آخر، فقلت له: من صاحب هذه البغلة؟ فقال لي: هو نصراني فجئت إلى إبراهيم بن أدهم، وأخبرته بالقصة، فقال: لا تمسها، فإنه يجيء الساعة.

فلما كان بعد ساعة، وافى النصراني؛ وأكب على رأس إبراهيم بن أدهم وأسلم .

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

-"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট"। [তালাক্ব : ৩]

তিনি আরো বলেছেন:

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

-"ঈমানদারদের আল্লাহর উপর ভরসা করা চাই।" [ইব্রাহিম : ১১]

আরো ইরশাদ করেন:

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

-"আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ¡াসী হও।"। [মায়িদাহ : ২৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হাজ্জের সময় আমি আমার উম্মতকে দেখেছি। পাহাড়-পর্বত ও সমতলভূমি তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এ বিশাল সংখ্যা দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি সন্তুষ্ট? জবাব দিলাম, হ্যাঁ। প্রথম বলা হলো, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে সত্তুর হাজার লোক জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে। তারা এমন লোক হবে যারা আগুন দ্বারা গায়ে দাগ দিতো না, অশুভ লক্ষণের চর্চা করতো না, যাদুচর্চা থেকে বিরত থাকতো এবং তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করতো।" কথা শ্রবণ করার পর হযরত উকাশা ইবনে মুহসিন আসাদী রাদ্বিআল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আবদার করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রার্থনা করুন, আমাকে যেনো আল্লাহ তা'আলা এদের অন্তর্ভূক্ত করেন। একথা শোনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন।" এরপর দ্বিতীয় আরেকজন দাঁড়িয়ে আবদার করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দু'আ করুন, আমাকেও যেনো আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, "উকাশা তোমার আগে চলে গেছে!"

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আল্লাহর উপর ভরসাকারী লোকের পরিচয় হলো তিনটি: ১. সে সওয়াল করে না, ২. অন্য কেউ সওয়াল করলে ফিরিয়ে দেয় না এবং ৩. সঞ্চয় করে না।" হযরত আবু মূসা দায়বালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আবু ইয়াজিদকে প্রশ্ন করা হলো, তাওয়াক্কুল কী? তিনি বললেন, আপনি কি মনে করেন? বললাম, আমাদের মাশাইখ বলেন, যদি তোমার ডানে-বামে হিংস্র প্রাণী থাকে এবং তোমার মনে কোনো কম্পন না আসে তা-ই হলো তাওয়াক্কুল। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ তা বটে। তবে জান্নাতবাসীরা যদি সেখানে বিলাসিতায় থাকে আর দোযখীরা শাস্তিতে থাকে এবং এই দৃশ্য দেখেও যদি তোমার মনে কম্পন এসে যায়, তাহলে তুমি তাওয়াক্কুলের বৈশিষ্ট্য থেকে বেরিয়ে পড়বে।"

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাওয়াক্কুলের প্রথম স্তর হলো, সে যেনো আল্লাহর সামনে মৃত অবস্থায় আছে। গোসলদাতা তাকে গোসল দিচ্ছেন, যেরূপ ইচ্ছে তাকে ওলট-পালট করছেন। অথচ তার মধ্যে কোনো নড়াচাড়া পর্যন্ত নেই।" হযরত হামদুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আল্লাহকে আকড়ে ধরে রাখাই হলো তাওয়াক্কুল।" এক ব্যক্তি হাতিমে আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি খাবার কোত্থেকে গ্রহণ করেন?" জবাব দিলেন,

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

-"ভূম-ল ও নভোম-লের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহরই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।"। [মুনাফিকূন : ৭]

বলা হয়ে থাকে, তাওয়াক্কুলের স্থান অন্তর। বাহ্যিক চলাফেরা ও নড়াচড়া আত্মিক তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। তবে এটা তখনই সম্ভব যখন বান্দাহ মনে করবে তাক্বদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এখন, যদি কোনো জিনিসের অর্জন অসম্ভব হয়ে যায়, বুঝতে হবে তা-ই ভাগ্যলিপি। আর যদি কোনো জিনিস অর্জন হয় তবে বুঝতে হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উটে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই উটকে রশি ছাড়াই ছেড়ে দিই এবং আল্লাহর উপর ভরসা করি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বরং তুমি একে রশি দিয়ে বেঁধে রেখো তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো।"

হযরত বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "এক ব্যক্তি বললো আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। আসলে এ কথা দ্বারা সে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে। সে যদি আল্লাহর উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা করতো তাহলো তো সে আল্লাহ তা'আলার কর্মের উপর সন্তুষ্ট থাকতো।" হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ

রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, মানুষ কখন আল্লাহর উপর ভরসাকারী হয়? জাবাব দিলেন, "আল্লাহকে যখন অভিভাবক হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে।"

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি এক জঙ্গলে হাঁটছিলাম। শোনতে পেলাম এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। তিনি ছিলেন এক গ্রাম্য ব্যক্তি। তিনিও হাঁটছেন। আমাকে বললেন, ইব্রাহিম! তাওয়াক্কুল আমাদের কাছ থেকে শিখতে হবে! আমার নিকট থাকুন। দেখবেন, আপনার তাওয়াক্কুল পরিশুদ্ধ হবে। আপনি তো এই শহরে ঢুকেছেন কিছু খাবার পাওয়ার আশা নিয়ে। শহর-নগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়-ন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন।"

হযরত ইবনে আ'তা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, তাওয়াক্কুলের মর্ম কি? তিনি জবাব দিলেন, "প্রচণ্ড ক্ষুধা ও দারিদ্রতার মধ্যেও বস্তুর প্রতি ঝোঁকে না পড়া।" হযরত আবু তুরাব নকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাওয়াক্কুলের শর্ত হলো, ইবাদত-উপাসনার মধ্যে শরীরকে নিক্ষিপ্ত করা। আল্লাহর রবুবিয়তের সঙ্গে অন্তরকে জুড়ে দেওয়া। অল্পেতুষ্টিতে প্রশান্ত থাকা। যদি কিছু পাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, না পেলে ধৈর্য ধারণ করবে।"

হযরত যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাওয়াক্কুল হলো নফসের ফন্দি-ফিকির ছেড়ে দেওয়া। শারীরিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাওয়াক্কুলের উপর বান্দা তখনই অটল হবে যখন সে বিশ্বাস করবে, সে কী অবস্থায় আছে আল্লাহ তা জানেন এবং দেখছেন।"

হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি ইব্রাহিম খাওয়াসকে জিজ্ঞেস করলাম, এই দীর্ঘ দিনের সফরে আপনি কি করলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাওয়াক্কুল করে সময় কাটিয়েছি। নফসকে এর প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমি বললাম, আপনার বাতিনকে আবাদ করার জন্য জীবন বিসর্জন করে দিলেন, সুতরাং তাওহীদের মধ্যে বিসর্জন কবে হবে?"

হযরত আবু বকর দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওয়াক্কুল হলো এক দিনের মধ্যে জীবনকে তাড়িয়ে নেওয়া। আগামীকালের চিন্তা দূরে রাখা।”
হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওয়াক্কুল হচ্ছে আল্লাহ যা চান তাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া।”

হযরত আবু ইয়াকুব নাহারজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসাল্লামের জীবনে তাওয়াক্কুলের পূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি হযরত জিব্রাঈলকে বলেছিলেন, আপনার কাছে সাহায্য চাইবো, তা নয়। এর কারণ হলো তিনি নিজেকে আল্লাহর মাঝে বিলীন করে দিলেন, তিনি আল্লাহর সাথে আর কাউকে দেখতে পান নি।”

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক ব্যক্তি তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন, “প্রভুদেরকে খুলে ফেলা আর উপায়-উপাত্ত ভেঙ্গে দেওয়া।” প্রশ্নকারী বললেন, “আরো একটু উপদেশ দিন”। তিনি জবাব দিলেন, “ইবাদতের মধ্যে নফসকে বিলিয়ে দেওয়া আর প্রভুত্ব থেকে একে বের করা।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হামদুন কাস্সারকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন, ‘তোমার কাছে যদি দশ হাজার দিরহাম থাকে আর এমতাবস্থায় এক আনাও কারো নিকট পাওনা থাকে, তাহলেও তুমি এ থেকে শঙ্কামুক্ত থাকবে না। অন্যদিকে তোমার নিকট যদি দশ হাজার দিরহাম কারো পাওনা থাকে, এমতাবস্থায়ও আল্লাহ তা’আলা তোমার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেওয়ার ব্যাপারে তুমি নিরাশ হবে না।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ কুরাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন, “সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা’আলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার নামই তাওয়াক্কুল।”

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাওয়াক্কুল হলো, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাল এবং উপার্জন তাঁর সুন্নাত। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর হালের উপর থাকবে সে তাঁর সুন্নাত ছাড়বে না।"

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাওয়াক্কুল হচ্ছে নীরবতা ছাড়া নড়াচড়া করা, আর নড়াচড়া ছাড়া নীরবতা পালন করা।"

বলা হয়, তোমার কাছে যখন কম ও বেশীর সংখ্যা সমান হয়ে যাবে, তখনই তাওয়াক্কুল অর্জন হবে। হযরত ইবনে মাসরুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেওয়া হলো তাওয়াক্কুল।"

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আল্লাহ তা'আলাকে যথেষ্ট মনে করা ও তাঁর উপর ভরসা করাই হলো তাওয়াক্কুল।"

হযরত উমর ইবনে সিনান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমরা ইব্রাহিম খাওয়াসকে প্রশ্ন করলাম, আপনার ভ্রমণের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাটি বলুন। তিনি বললেন, খিজির আ. আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমার সান্নিধ্য চাইলেন। আমার আশঙ্কা হলো, তাঁর সাথে থাকলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হবে। তাই তাঁর আবদার রক্ষা করি নি।"

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কোনো মাধ্যম ছাড়া যখন আল্লাহর সঙ্গে অন্তর লেগে থাকবে, তখনই তাওয়াক্কুল অর্জিত হলো।"

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "তাওয়াক্কুল পালনকারীর তিনটি স্তর: তাওয়াক্কুল, তাসলীম ও তাফওয়িজ। প্রথম স্তরের ব্যক্তি তাঁর প্রতিজ্ঞার মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তি তাঁর জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে। তৃতীয় স্তরের লোক তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট। তাওয়াক্কুল হচ্ছে সূচনা। তাসলীম মধ্যম স্তর। আর তাফওয়িজ চূড়ান্ত পর্যায়।"

হযরত দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন, "লোভ-লালসা ছাড়া খাবার গ্রহণ করা হলো তাওয়াক্কুল।"

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মোটা-সুতার পশমের কাপড় পরিধান দোকানদারী। আর যুহদ সম্পর্কে কথা বলা হলো পেশাদারী।"

এক ব্যক্তি হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এসে তার পরিবারে অধিক সদস্যসংখ্যা আছে বললো। তিনি বললেন, "ঘরে ফিরে যাও! যার রিজেক আল্লাহর দায়িত্বে নয় বলে মনে করো, তাকে তোমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দাও!"

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কাজ-কর্মে যে ব্যক্তি সমালোচনা করে, সে তো মূলত স্মুাত নিয়েই সমালোচনা করলো। যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুলকে নিন্দা করলো, সে তো ঈমানকেই নিন্দা করলো।"

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মক্কার পথে ভয়ঙ্কর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি জিন না মানুষ? জবাব দিলেন, জিন। বললাম কোথায় যাচ্ছেন? জবাব দিলেন, মক্কায়। জিজ্ঞেস করলাম, সফরের সামানা কোথায়? জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল করে সে এভাবেই সম্বলহীন সফর করে। জিজ্ঞেস করলাম, তাওয়াক্কুল কী? জবাব দিলেন, আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করা।"

হযরত ফারগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাওয়াক্কুলের এক নিখুঁত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি সব সময় সুই-সুতা, পানপাত্র ও কাঁচি সাথে রাখতেন। প্রশ্ন করা হলো, হে আবু ইসহাক! আপনি এগুলো কেনো বহন করছেন, যা থেকে আপনি দূরে থাকেন? জবাব দিলেন, এটা তো তাওয়াক্কুলের উল্টো নয়। কারণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর কিছু ফরয বিধান আছে। ফকীরের পরনে একটি মাত্র কাপড় থাকে। এখন এটাও যদি ছিড়ে যায়- আর সাথে সুই-সুতা না থাকে, তাহলে আব্রু নষ্ট হয়ে নামায ফাসিদ হয়ে

যেতে পারে। যদি পানপাত্র না থাকে, তাহলে পবিত্রতা অর্জন কিভাবে হবে? যদি কোনো দরবেশকে পানপাত্র ও সুই-সুতা ছাড়া দেখো, তাহলে তার নামায নিয়ে সন্দেহ করবে।”

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওয়াক্কুল মু’মিনদের, তাসলীম ওলীদের আর তাফওয়িজ হলো মুআহহিদদের [এককের সঙ্গে মিশ্রিতদের] বৈশিষ্ট্য। তাওয়াক্কুল সাধারণ লোকদের, তাসলীম বিশেষ লোকদের আর তাফওয়িজ হলো সর্বাবেক্ষা বিশেষ লোকদের গুণ।” তিনি আরো বলতেন, তাওয়াক্কুল নবীদের বৈশিষ্ট্য। তাসলীম হযরত ইব্রাহিম আ. এর এবং তাফওয়িজ হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য।”

হযরত আবু জাফর হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দশ বছরের অধিক কাল আমি বাজারে কাজ করেছি তাওয়াক্কুলের নিয়তে। প্রতিদিনই পারিশ্রমিক নিতাম। এক কুলি পরিমাণ পানিও তা থেকে গ্রহণ করি নি। সমূহ বিনিময় আমি সুনিজিয়ার গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম।”

হযরত হুসাইন আখু সিনান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি চৌদ্দবার খালি পায়ে তওয়াক্কুল করে হাজ্জ পালন করেছি। যখনই পায়ে কাটা বিদ্ধ হয়েছে, আমি মনে করতাম- আমি তো তাওয়াক্কুল করেছি। তাই কাটাটি মাটির সাথে ঘষে ঘষে হাঁটতাম।”

হযরত হামদুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দেন, “এ স্তরে তো আমি পৌঁছুতেই পারি নি। যার ঈমানের হাল এখনও ঠিক হয় নি, সে আবার তাওয়াক্কুল নিয়ে কী বলবে?”

বলা হয়ে থাকে, তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী ব্যক্তি দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মতো। যেভাবে, মায়ের বুক ছাড়া শিশুটি আর কোনো আশ্রয়দাতাকে চিনে না, তদ্রূপ তাওয়াক্কুলের অধিকারী ব্যক্তিও তার প্রতিপালক ছাড়া আর কারো প্রতি ধাবিত হয় না।

একজন সুফি বলেন, আমি জঙ্গলে ছিলাম। একটি কাফিলা সামন দিয়ে যাচ্ছিলো। পেছনে খোঁড়া এক ব্যক্তি চোখে পড়লো। ছুটে গিয়ে তার নিকট পৌঁছে দেখলাম তিনি একজন নারী। তার হাতে একটি লাঠি। ধীরে ধীরে হাঁটছেন। একদম অক্ষম। নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ২০ দিরহাম বের করলাম। মহিলাকে তা প্রদান করে বললাম, এগুলো গ্রহণ করুন। কোনো সওয়ারী ভাড়া করে নিজের কাফিলার নিকট চলে যান। মহিলা আমার দিকে শূন্য হাত বাড়ালেন, পরমুহূর্তেই দেখলাম তার হাত দীনারে পরিপূর্ণ! এরপর তিনি বললেন, তুমি পকেট থেকে দিরহাম নিচ্ছো, আর আমি তা পাচ্ছি গায়েব থেকে!”

হযরত আবু সুলাইমান দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্কা শরীফে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যিনি কেবল যমযমের পানি পান করতেন। এভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো। আবু সুলাইমান একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি যমযম শেষ হয়ে যায় তাহলে কোত্থেকে পান করবেন? তিনি একথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর মাথায় চুম্বন দিয়ে বললেন, “আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনি আমাকে সৎপথের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তো দীর্ঘদিন যমযমের উপাসনা করছিলাম!” একুটু বলে তিনি চলে গেলেন।

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “শাম দেশে আমি এক সুন্দর যুবককে দেখতে পেলাম। সে আমার সাথে থাকতে চাইলো। বললাম, আমি তো ক্ষুধার্ত নই। সে জবাব দিলো, আপনি ক্ষুধার্ত হলে আমিও হবো। আমরা চার দিন একসাথে কাটালাম। এক সময় আমাদের নিকট কিছু খাবার আসলো। আমি বললাম, এসো- খাবার খেয়ে নিই। সে জবাব দেয়, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কোনো মাধ্যম থেকে খাবার গ্রহণ করবো না। আমি বললাম, বৎস! তুমি কঠিন করে দিলে। সে বলে, ইব্রাহিম! প্রতারিত হবেন না। আপনি কি তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী নন? আপনার নিকট খাবার আসবে, এর প্রতি আপনার কোনো লালসা হবে না। যেটুকু আপনার জন্য যথেষ্ট তা-ই গ্রহণ করবেন।”

বলা হয়, তাওয়াক্কুল হলো সন্দেহ দূর করা। আর বাদশাহদের বাদশাহর কাছে সবকিছু সোপর্দ করা। বর্ণিত আছে, হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে

একদল মানুষ সাক্ষাতে আসলেন। তারা বললেন, আমরা কোথায় গিয়ে খাদ্য অনুসন্ধান করবো? তিনি বললেন, যদি জানো কোথায় তা রাখা আছে- সেখান থেকে! তারা বললেন, তাহলে আমরা বাড়ি ফিরে যাবো এবং তাওয়াক্কুল করবো। তিনি বললেন, তাতে কি তোমাদের সন্দেহ আছে? তারা বললেন, তবে কী কৌশল আমরা অনুসরণ করবো? তিনি বললেন, কৌশল ছেড়ে দাও।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী হযরত আহমদ ইবনে হুয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, হে আহমদ! আখিরাতের রাস্তা তো অনেক। তোমার শায়খ এর সবগুলো সম্পর্কে অবগত আছেন কেবলমাত্র বরকতময় তাওয়াক্কুল ছাড়া। আমি তো এ থেকে একটুও ঘ্রাণ নিতে পারি নি। বলা হয়, তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর হাতে যা আছে তার উপর ভরসা রাখা এবং মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নিরাশ হওয়া। আরো বলা হয়, তাওয়াক্কুল হলো রিজেক অনুসন্ধানে কী ফল হবে এর ধ্যান থেকেও অন্তরের অন্তঃস্থলকে মুক্ত রাখা। বর্ণিত আছে, একদা জঙ্গলে হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ক্ষুধার্ত হলেন। এক অদৃশ্য ধ্বনি শুনা গেল, ‘কোনটি তোমার কাছে প্রিয়- উপায় উপকরণ না যথেষ্ট পরিমাণ কিঞ্চিৎ সামগ্রী?’। তিনি জবাব দিলেন, শুধু প্রয়োজনমাফিক হলেই হয়- এর উপরে কোনো স্তর নেই। এরপর তিনি পনেরো দিন অনাহারে কাটিয়ে দিলেন।

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোনো ফকীর বা দরবেশ যদি পনেরো দিন পরে বলে, আমি ক্ষুদার্ত, তাহলে তাকে বাজারে ফেলে রাখো, উপার্জন করতে বলো।”

হযরত আবু তুরাব নকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেখলেন, একজন দরবেশ তিনদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর এক টুকরো তরমুজের খোসার দিকে হাত বাড়ালেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য তাসাওউফ সাজে না- তুমি বরং বাজারে চলে যাও!

হযরত আবু ইয়াকুব আখতা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হারাম শরীফে আমি একাধারে দশদিন ক্ষুধার্ত থাকলাম। শরীর দুর্বল হয়ে পড়লো। ক্ষুধা নিবারণে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় দেখলাম একটি ফল পড়ে আছে। এটি হাতে তুলে নিলাম।

সাথে সাথে অন্তরে এক প্রকার অস্বস্থি অনুভব করতে লাগলাম। এরপর অদৃশ্য থেকে যেনো একটি বাক্য শুনতে পেলাম: “দশদিন মাত্র ক্ষুধার্ত থাকলে। এই কষ্টের ফল কী ফেলে রাখা এ ফলটি?” এটা শ্রবণ করার পর ফলটি ফেলে দিয়ে মসজিদে চলে গেলাম। সেখানে বসে আছি, হঠাৎ এক অনারব ব্যক্তি এসে আমার সামনে একটি থলে রেখে বললেন, আপনাকে এটা হাদিয়া দিলাম। বললাম, এটা আমাকে বিশেষভাবে দেওয়ার কারণ কি? জবাব দিলেন, আমরা দশদিন যাবৎ সমুদ্রে ছিলাম। এক সময় আমাদের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা হলো। সবাই মানত করলাম, আল্লাহ যদি আমাদেরকে মুক্তি দেন তাহলে কিছু সাদকা দেবো। আমার ব্যক্তিগত মানত ছিলো, এই আশপাশে এসে যে ব্যক্তির প্রতি আমার প্রথম দৃষ্টি পড়বে তাকেই সাদকা দান করবো। আর সে-ই ব্যক্তি হলেন আপনি। আমি তাকে বললাম, থলেটা খুলুন। তিনি খুলে দিলেন। দেখতে পেলাম তাতে আছে মিসরি পিঠা, খোসাহীন কলা ও চিনির তৈরি পিঠা। সবগুলো থেকে কিছু পরিমাণ গ্রহণ করলাম। বাকীগুলো তাকে দিয়ে বললাম, আপনার ছেলেমেয়েকে এগুলো দিয়ে দেবেন। আমি তা হাদিয়া দিলাম। এবার নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, ওহে! দশদিন ধরে রিজিক তোমাকে খোঁজছিলো আর তুমি রিজেক সন্ধান করছিলে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে!”

হযরত মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি ঋণগ্রস্ত ছিলাম। এ ব্যাপারে বেশ চিন্তিত হলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম একব্যক্তি বলছেন, হে কৃপণ! তোমার দায়িত্ব- গ্রহণ করা, আর আমরাটা হলো আদায় করা। এরপর থেকে আমি কোনো সবজি বিক্রেতা কিংবা মাংস বিক্রেতার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে কোনোদিন আর হিসাব-নিকাশ করি নি।”

বর্ণিত আছে হযরত বুনান হাম্মাল [কুলি] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মিসর থেকে যাত্রা করলাম। মক্কা শরীফ এসে পৌঁছুলাম। আমার সাথে কিছু সামানা ছিলো। এক মহিলা আমার নিকট এসে বললেন, হে বুনান! তুমি পিঠে সামানা বহন করছো আর ভাবছো তিনি তোমাকে রিজিক দেবেন না! একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমি সামানা ফেলে দিলাম। এরপর তিনদিন চলে গেলো, কোনো খাবার গ্রহণ করি নি। তারপর রাস্তায় কিছু ফল-মূল চোখে পড়লো। মনে মনে বললাম, মালিক যদি এসে যায় তাহলে তা তার মাথায় উঠিয়ে দেবো। এতে সে আমাকে কিছু বিনিময় প্রদান

করবে। হঠাৎ সে-ই মহিলা সেখানে উপস্থিত হলেন। বললেন, তুমি মনে মনে ভাবছো মালিক আসবে আর তার কাছ থেকে কিছু নেবে? এটুকু বলে তিনি আমার দিকে কিছু দিরহাম ছুড়ে মারলেন ও বললেন, এগুলো খরচ করুন। আমি তা তুলে নিয়ে মক্কা শরীফে অবস্থানরত আমার এক নিকটাত্মীয়কে প্রদান করলাম।”

বর্ণিত আছে, সেবা গ্রহণের জন্য হযরত বুনানের একজন দাসীর প্রয়োজন হলো। বিষয়টি তার বন্ধুদের কাছে পরিষ্কার হলে, তারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে বললেন, হে বুনান! এগুলো গ্রহণ করুন। লোকজন যখন আসবেন, আপনার মনমতো একজন বাঁদী ক্রয় করে নেবেন। লোকজন আসলেন। একজন বাঁদী ক্রয়ের ব্যাপারে বুনানের বন্ধুরা একমত হলেন। তারা মালিককে দাম জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, এই বাঁদী বিক্রি হবে না। তারা বেশ পীড়াপীড়ি করলেন। মালিক তখন বললো, এটা কুলি বুনানের জন্য! সমরকন্দের এক মহিলা তাকে উপহার দিয়েছেন।

হযরত হাসান খাইয়্যাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি বিশরে হাফির নিকট ছিলাম। কয়েকজন মানুষ এসে তাঁকে সালাম জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? তারা জবাব দিলেন, শাম থেকে। আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। আপনাকে সালাম জানাতে দরবারে হাজির হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা’আলা আপনাদেরকে বিনিময় দান করুন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাদের সঙ্গে হজ্জের সফরে যাবেন? তিনি বললেন, যাবো তবে তিনটি শর্ত আছে: সাথে কিছু নিতে পারবেন না, কারো কাছে কিছু চাইবেন না এবং কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করতে পারবেন না। তারা জবাব দিলেন, সাথে কিছু নেবোনা- এটা ঠিক আছে, কিছু চাইবো না এটাও ঠিক আছে কিন্তু কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করবো না- এ ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি বললেন, তাহলে তো আপনারা হাজীদের বস্তু-সামগ্রীর উপর ভরসা করে বের হয়েছেন! এরপর বললেন, হে হাসান! দরবেশ তিন প্রকার: প্রথম প্রকার দরবেশ কারো কাছে কিছু চান না এবং কিছু দিলে তা গ্রহণও করেন না। তিনি হলেন রূহওয়ালা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার দরবেশ কারো কাছে কিছু চান না, কিন্তু কেউ দিলে তা গ্রহণ করেন। এরকম ফকিরের জন্য ঊর্ধ্বজগতে দস্তারখান বিছিয়ে খাবার দেওয়া হবে। তৃতীয় প্রকার

দরবেশ কারো কাছে চান, কিছু পেলে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করেন। আর এই গ্রহণের কাফফারা হলো সাদকা করা।”

বর্ণিত আছে হযরত হাবীবে আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ব্যবসা ছেড়ে দিলেন কেনো? জবাব দিলেন, যাকে জিম্মাদার হিসাবে পেয়েছি তিনি খুবই নির্ভরযোগ্য।

বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে এক ব্যক্তি সফরের অবস্থায় ছিলেন। তার সাথে ছিলো আঠার তৈরী কিছু গোলক। তিনি ভাবলেন, এগুলো খেলে হয়তো আমার মৃত্যু হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করলেন এবং তাকে বলে দিলেন, সে যদি খাবার খেতে চায় তাহলে আহার করতে দেবে। কিন্তু তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই খেলেন না। আঠার গোলকগুলো তাঁর হাতেই রইলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হারাম উপায়ে যে একটি মুদ্রাও উপার্জন করে সে তাওয়াক্কুলের অধিকারী হতে পারে না।”

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একবার কোনো সামানা ছাড়াই জঙ্গলে বেরিয়ে যাই। এক পর্যায়ে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। হঠাৎ দূর থেকে একটি কাফিলা আসতে দেখলাম। মন খুশীতে ভরে ওঠলো- ভাবলাম, তাদের সাথে আমি মিলে যাবো। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়লো, আমি তো তাদের উপর ভরসা করে নিলাম! সাথে সাথে শপথ করলাম, কখনো আমি তাদের সাথে মিলবো না- যদি না আমাকে মিলানো হয়। এরপর বালুর মধ্যে একটি গর্ত খুঁড়ে বুক পর্যন্ত নিজেকে গেড়ে রাখলাম। গভীর রাতে লোকজন গায়েব থেকে আওয়াজ শুনলেন, হে লোকজন! ঐ গর্তে আল্লাহর এক বন্ধু নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। তোমরা তাঁর কাছে চলে যাও। লোকজন আমার নিকট ছুটে আসলো। গর্ত থেকে তুলে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গেলো।”

হযরত আবু হামযা খুরাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এক হাজ্জ যাত্রায় আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ এক কূপের মধ্যে আমার পা পড়ে গেল। গভীরে পড়ে গেলাম।

মনে হলো চিৎকার দেবো! পরমুহূর্তে মনে মনে বললাম, না! আল্লাহর শপথ! কারো সাহায্য চাইবো না। এই ভাবনাটি শেষ হতে না হতেই দু'জন লোক কূপের পাশ কেটে যেতে লাগলেন। একজন আরেক জনকে বললেন, এসো ঐ কূপের মুখটি বন্ধ করে দিই- অন্যথায় কেউ এতে পড়ে যেতে পারে। তারা কাছে এসে কূপের মুখ বন্ধ করে দিলো। এবারও জোরে চিৎকার দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু পুনরায় মনে মনে বললাম, না! আমি বরং তাঁকেই ডাকবো যিনি তাদের থেকেও আমার অতি নিকটে আছেন। সুতরাং আমি কূপের ভেতরই পড়ে রইলাম। দীর্ঘক্ষণ পরে কে যোনে কূপের মুখ খুলে ফেললো। পা কূপে ঢুকিয়ে আমাকে যেনো বললো, এতে তুমি ধরো! মনে হলো, আমাকে উঠানোর জন্য এই পা ফেলা হয়েছে। আমি তাতে ধরলাম। টেনে আমাকে বের করে আনলো। এবার দেখলাম, এটা একটি হিংস্র প্রাণী! পরমুহূর্তেই এটা চলে গেলো। এরপর গায়েব থেকে এক আওয়াজ শুনলাম, হে আবু হামযা! এটা কি চমৎকার নয় যে, ধ্বংসকারী প্রাণী দ্বারা তোমাকে ধ্বংস হওয়া থেকে আমি মুক্ত করলাম। আমি চলতে থাকি আবৃত্তি করতে করতে ... ...

> আমার মাঝে লুকানো যাকিছু আছে তা তোমার সামনে প্রদর্শনে ভয় হয়, অপরদিক আমার অভ্যন্তরীণ আপন প্রকাশ করে দেয় যা আমার দৃষ্টি দ্বারা পরিচিত হয়।
>
> তোমার সম্মুখে আমার লজ্জাশীলতা আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে লুকিয়ে রাখতে নিষেধ করে
>
> তোমার সম্পর্কে আমার মাঝে বুঝ দিয়ে তুমি পর্দা উন্মোচন করেছো [তুমি ও আমা মাঝে]
>
> তুমি আমার সাথে নম্র আচরণ করেছো, বহির আপনকে আমার লুকানো আপনের নিকট উন্মুক্ত করে। আর নম্রতা এলো আরেক নম্রতা থেকে।
>
> অদেখা জগতে তুমি নিজেকে আমার মাঝে পর্দান্মোচিত করেছে, যেনো চেয়েছো আমার সঙ্গে মিলিত হতে, বুঝাতে চেয়েছো তুমি আমারই মাঝে।
>
> যখন আমি দেখলাম তোমায়, তব বড়ত্ব আমাকে একাকী করেছে
>
> তারপর তুমি হয়ে গেলে আমার একান্ত বন্ধুজন তোমার দয়া ও আকর্ষণ দ্বারা

তোমার প্রেমে পড়ে মৃত্যুর পর তোমার প্রেমিককে তুমি পুনরায় জীবিত করলে
সুতরাং জীবন-মৃত্যু কাঁধে কাঁধ মিলালো: এটাতো অবশ্যই এক চমকপ্রদ ব্যাপার!”

হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত ইব্রাহীমের কোন্ কাজটি আপনার নিকট সবচেয়ে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে? জবাব দিলেন, একদা আমরা মক্কায় অবস্থান করছিলাম। বেশ ক'দিন খাবার গ্রহণ করি নি। এরপর কুবায় এসে একটি জনশূন্য মসজিদে অবস্থান করলাম। হযরত ইব্রাহিম রাহ. আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হুজাইফা! তোমার মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। বললাম, শায়খ যেভাবে ভাবছেন, তা-ই। বললেন, খাতা-কলম নিয়ে আসো। আমি তা নিয়ে আসার পর তিনি তাতে লিখলেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আমি প্রশংসা করছি [তোমার], আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি [তোমাকে] এবং মনে করছি তোমার নাম
অথচ আমি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত এবং বস্ত্রহীন!
এগুলো হচ্ছে ছ'টি গুণ: আমি অর্ধেকের জন্য দায়ী,
সুতরাং অপর অর্ধেকের দায়িত্ব তুমিই গ্রহণ করো, ও সৃষ্টিকারী!
আমি কী তুমি ছাড়া কারো প্রশংসা করতে পারি, আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে লাফ মারতে রাজী
অগ্নিতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে তোমার গোলামকে
তোমার কাছে চাওয়া আমার জন্য অগ্নিতে প্রবেশের মতো
আমি ভাবছি, অগ্নিতে প্রবেশ করতে তুমি কী আমার উপর জোর চালাবে?

এরপর আমাকে বললেন, বের হও! গাইরুল্লাহর সাথে অন্তর লাগিয়ো না। প্রথম যে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকেই এটা দাও। আমি বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই যে

ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো, দেখলাম তিনি খচ্চরে আরোহণ করে চলছেন। আমি তাকে চিঠিখানা প্রদান করলাম। তিনি এটা হাতে তুলে নিয়ে কাঁদলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, চিঠির লেখক কী করছেন? বললাম, তিনি এক মসজিদে অবস্থান করছেন। তিনি আমাকে একটি থলে প্রদান করলেন যাতে ছিলো ৬০০ দিনার। অতঃপর আমি আরেক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ খচ্চর আরোহণকারী ব্যক্তিটি কে ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, উনি একজন খৃস্টান লোক। হযরত ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ফিরে এসে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, দীনারে হাত দেবে না। লোকটি অচীরেই আমাদের নিকট আসবেন। অল্পক্ষণ পরই সত্যিই ঐ খৃস্টান লোকটি দরবারে হাজির হলেন। হযরতের হাতে ধরে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

باب الشكر
বাবুশ শুকুর (শুকুর) অধ্যায়

قال الله عز وجل: " لئن شكرتم لأزيدنكم. "

وحدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي قال: أخبرنا أبو الحسن الصفار، قال حدثنا الإسقاطي قال: حدثنا منجاب قال: حدثنا يحيى ابن يعلى، عن أبي خباب، عن عطاء، قال: دخلت على عائشة، رضي الله عنها، مع عبيد بن عمير، فقلت: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

فبكت، وقالت: وأي شأنه لم يكن عجباً؟..إنه أتاني في ليلة.. فدخل معى في فراشي، أو قالت: في لحافي: حتى مس جلدي، ثم قال: يا بنت أبي بكر، ذريني أتبعد لربيِّ.

قالت: قلت: إني أحب قربك فأذنت له فقام إلى قربة من ماء. فتوضأ وأكثر صب الماء.. ثم قام يصلي. فبكى، حتى سالت دموعه على صدره.. ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى. فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة.

فقلت له: يا رسول الله، ما يبكيك، وقدغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟!

فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولم لا أفعل: وقد أنزل الله علي: " إن في خلق السموات والأرض. الآية. "

قال الأستاذ: حقيقة الشكر عند أهل التحقيق: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وعلى هذا القول: يوصف الحق سبحانه، بأنه: شكور، توسعاً ومعناه: أنه يجازي العباد على الشكر، فسمي جزاء الشكر شكراً؛ كما قال تعالى: " وجزاء سيئة سيئة مثلها. "

وقيل: شكره تعالى: إعطاؤه الكثير من الثواب على العمل اليسير؛ من قولهم: دابة شكور: إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف.

ويحتمل أن يقال. حقيقة الشكر: الثناء على المحسن يذكر إحسانه فشكر العبد لله تعالى: ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق، سبحانه، للعبد: ثناؤه عليه بذكر إحسانه له، ثم إن إحسان العبد: طاعته لله تعالى، وإحسان الحق: إنعامه على العبد بالتوفيق للشكر له، وشكر نعبد على الحقيقة، إنما هو: نطق اللسن،

وإقرار القلب بإنعام الرب، والشكر ينقسم إلى: شكر باللسان: وهو اعترافه بالنعم بنعت الاستكانة.
وشكر بالبدن والأركان: وهو اتصاف بالوفاء والخدمة. وشكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة. ويقال: شكر هو شكر العالمين، يكون من جملة أقوالهم. وشكر: هو شكر العارفين، يكون باستقامتهم له في عموم أحوالهم.
وقال أبو بكر الوراق: شكر النعمة مشاهدة المنة، وحفظ الحرمة. قال حمدون القصار شكر النعمة: أ، ترى نفسك فيه طفيلياً. وقال الجنيد: الشكر فيه علة، لأنه طالب لنفسه المزيد، فهو واقف مع الله، سبحانه، على حظ نفسه.
وقال أبو عثمان: الشكر: معرفة العجز عن الشكر. ويقال: الشكر على الشكر أتم من الشكر، وذلك بأن ترى شكرك بتوفيقه، ويكون ذلك التوفيق من أجل النعم عليك، فتشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر، إلا ما لا يتناهي. وقيل: الشكر: إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة. وقال الجنيد: الشكر: أن لا ترى نفسك أهلاً للنعمة.
وقال رويم: الشكر: استفراغ الطاقة. وقيل: الشاكر: الذي يشكر على الموجود، والشكور: الذي يشكر على المفقود. ويقال: الشاكر: الذي يشكر على الرفد، والشكور: الذي يشكر على الرد. ويقال الشاكر: الذي يشكر على النفع، والشكور: الذي يشكر على المنع. ويقال: الشاكر: الذي يشكر على العطاء، والشكور: الذي يشكر على البلاء.
ويقال: الشاكر: الذي يشكر عند البذل، والشكور: الذي يشكر عند المطل. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول: سمعت المرتعش يقول: سمعت الجنيد يقول: كنت بين يدي السريِّ ألعب، وأنا ابن سبع سنين، وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي: يا غلام، ما الشكر؟ فقلت: ألا تعصي الله بنعمة. فقال: يوشك أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد، رحمه الله، فلا أزال أبي على هذه الكلمة التي قالها السري.
وقال الشبلي: الشكر: رؤية المنعم، لا رؤية النعمة. وقيل الشكر: قيد الموجود، وصيد المفقود. وقال أبو عثمان: شكر العامة على المطعم والمبس، وشكر

الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني. وقيل: قال داود، عليه السلام، إلهي، كيف أشكرك، وشكري لك نعمة من عندك؟ وقيل: قال داود، عليه السلام، إلهي، كيف أشكرك، وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى الله إليه: الآن قد شكرتني. وقيل: قال موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي، خلقت آدم بيدك، وفعلت.. وفعلت. فكيف شكرك؟ فقال: علم أن ذلك مني، فكانت معرفته بذلك شكره لي.

وقيل: كان لبعضهم صديق، فحبسه السلطان، فأرسل إليه، فقال له صاحبه: أشكر الله تعالى؛ فضرب الرجل؛ فكتب إليه، فقال: اشكر الله تعالى، فجيء بمجوسي مبطون، وقيد، وجعلت حلقة من قيده على رجل هذا، وحلقة على رجل المجوسي، فكان يقوم المجوسي بالليل مرات وهذا يحتاج أن يقوم على رأسه حتى يفرغ، فكتب إلى صاحبه، فقال: أشكر الله تعالى، فقال: إلى متى تقول، وأي بلاء فوق هذا؟ فقال له صاحبه: لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك، كما وُضع القيد الذي في رجله في رجلك، ماذا كنت تصنع؟ وقيل: دخل رجل على سهل بن عبد الله، فقال له: إن اللص دخل داري، وأخذ متاعي!! فقال له أشكر الله تعالى، لو دخل اللص قلبك - وهو الشيطان - وأفسد التوحيد، ماذا كنت تصنع! وقيل: شكر العينين: أن تستر عيباً تراه بصاحبك. وشكر الأذنين: أن تستر عيباً تسمعه فيه. وقيل: الشكر: التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه عن عطائه.

سمعت السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسن بن يحيى يقول: سمعت جعفراً يقول سمعت الجنيد يقول: كان السري إذا أراد أن ينفعني يسألني؛ فقال لي يوماً: يا أبا القاسم، ما الشكر! فقلت له: أن لا يستعان بشيء من نعم الله، تعالى، على معاصية. فقال: من أين لك هذا! فقلت: من مجالستك.

وقيل: التزم الحسن بن علي الركن وقال: إلهي. نعمتني فلم تجدني شاكراً.! وابتليتني فلم تجدني صابراً، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم. وقيل: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. وقيل: اربعة لا ثمرة لأعمالهم: مسارة الأصم، ووضاع النعمة عند من لا يشكر، والباذر في السبخة، والمسرج في الشمس.

وقيل: لما بُشر إدريس، عليه السلام؛ بالمغفرة سأل الحياة، فقيل له فيه، فقال لأشكره فإني كنت أعمل قبله للمغفرة، فبسط الملك جناحه وحمله عليه إلى السماء.

وقيل، مر بعض الأنبياء عليهم السلام بحجر صغير يخرج منه الماء الكثير، فتعجب منه، فانطقه الله معه، فقال: مذ سمعت الله، تعالى يقول، " ناراً وقودها الناس والحجارة " وأنا أبكي من خوفه قال؛ فدعا ذلك النبي أن يجير الله ذلك الحجر؛ فأوحي الله تعالى إليه أني قد أجرته من النار، فمر ذلك النبي، فلما عاد وجد الماء يتفجر منه مثل ذلك؛ فعجب منه فانطق الله ذلك الحجر معه، فقال له لم تبكي، وقد غفر الله لك؟ فقال: ذلك كان بكاء الحزن والخوف، وهذا بكاء الشكر والسرور.

وقيل: قدم وفد على عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، وكان فيهم شاب. فأخذ يخطب، فقال عمر: الكبر. الكبر. فقال له الشاب: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسنِّ، لكان في المسلمين من هو أسنُّ منك!!. فقال: تكلمَّ فقال: لسنا وفد الرغبة، ولا وفد الرهبة. أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما الرهبة فقد أمنتنا منها عدلك. فقال له: فمن أنتم؟ فقال: وقد الشكر، جئناك نشكرك ونتصرف. وأنشدوا:

ومن الرزية أن شكري صامت ... عما فعلت وأن برك ناطق
أرى الصنيعة منك ثم أسرها ... إني إذن ليد الكريم لسارق

وقيل: أوحى الله تعالى لى موسى عليه السلام: أرحم عبادي: ألمبتلي، والمعافى. فقال: ما بال المعافى؟ فقال: لقلة شكرهم على عافيتي إياهم.

وقيل: الحمد على الأنفاس، والشكر على نعم الحواس. وقيل الحمد: ابتداء منه، والشكر: اقتداء منك. وفي الخبر للصحيح: " لو من يدعى إلى الجنة الحامدون لله على كل حال " وقيل: الحمد: على ما دفع، والشكر: على ما صنع.

وحكي عن بعضهم أنه قال: رأيت في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن في السن، فسألته عن حاله، فقال: إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي؛ وهي كذلك كانت تهواني؛ فانفق أنها زوجت مني، فليلة زفافها قلنا: تعال: حتى تحيي هذه الليلة شكراً لله تعالى على ما جمعنا فصلينا تلك الليلة، ولم يتفرغ أحدنا لصاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فمنذ سبعين؛ أو ثمانين سنة، نحن على تلك الصفة كل ليلة: أليس كذلك يا فلانة، فقالت العجوز: كما يقول الشيخ.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

-"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো তবে তোমাদেরকে আরো দেবো"। [ইব্রাহিম : ১৪]

হযরত আ'তা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ েকোজটি আপনার নিকট সবচেয়ে চমকপ্রদ মনে হয়েছে? তিনি একথা শুনে কাঁদলেন। বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ েকোজটি চমকপ্রদ ছিলো না? এক রাতে তিনি আমার ঘরে আসলেন। বিছানায় শুয়ে আমাকে ছুঁইলেন। তারপর বললেন, হে আবু বকরের কন্যা! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করবো। আরজ করলাম, আমি আপনার সান্নিধ্য কামনা করছি। তিনি অনুমতি দিলেন। এরপর পাত্র থেকে বেশ কিছু পানি ব্যবহারের মাধ্যমে অযু সারলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। এতো বেশী কাঁদলেন, চোখ মুবারকের পানিতে বুক মুবারক ভেসে গেলো। অতঃপর রুকু, সিজদা ও মাথা মুবারক উত্তোলন করে কাঁদলেন। তিনি কাঁদতেই ছিলেন। শেষে বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে তাঁকে [ফযরের] নামাযের কথা অবগত করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিসের জন্য এতো ক্রন্দন? আল্লাহ তা'আলা তো আপনার পেছন-সামনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞপরায়ণ বান্দা হবো না? আমি কেনো [ইবাদত-বন্দেগী] করবো না? আল্লাহ তা'আলা আমার উপর নাজিল করেছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...

-"নিশ্চয়ই আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে .... নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" [বাক্বারাহ : ১৬৪]

উস্তাদ [ইমাম কুশাইরী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তত্ত্ববিদদের মতে, বিনয়ের সাথে করুণাময়য়ের দয়ার স্বীকারোক্তিকে বলে শুকুর। আল্লাহ তা'আলাকে 'আস-

শাকুর’ বলা হয় যার অর্থ তিনি বান্দাদেরকে শুকুরের বিনিময় প্রদান করেন। শুকুরের বিনিময়কে তিনি শুকুর আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

-“আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই”। [শুরা : ৮০]

বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ তা’আলার শুকুরের অর্থ হলো, অল্প আমলে অধিক বিনিময় প্রদান করা। আরো বলা হয়, শুকুরের মাহাত্ম্য হচ্ছে, দয়াকারীর প্রশংসা করা। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বান্দার শুকুরের অর্থ হলো, আল্লাহর করুণা ও দয়ার প্রশংসা করা। যবানের শুকুর হয় কথা দ্বারা আর অন্তরের শুকুর হয় আত্মিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। বলা হয়, যবানের শুকুর হচ্ছে, বিনয়ের সাথে করুণার স্বীকারোক্তি করা। শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুকুর হলো, খিদমাত ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা। আরো বলা হয়, আমিলদের শুকুর হয় তাঁদের কথা-বার্তা দ্বারা আর ’আরিফদের সর্বাবস্থায় ইস্তাক্বামাতের [অবিচল-অটলতার] মাধ্যমে।

হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “নিয়ামতের শুকুর হয়, করুণা দর্শনের মাধ্যমে।” হযরত হামদুন কাস্সার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “নিয়ামতের শুকুর হলো, তুমি নিজের মধ্যে শিশু-সূলভ অবস্থা দেখবে।” হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “শুকুর আদায়ের অক্ষমতা জানার নামই শুকুর।”

বলা হয়ে থাকে, শুকুর উপর শুকুর আদায় করা হলো প্রকৃত শুকুর। এ কথার অর্থ, শুকুর আদায়ের যে তাওফিক মিলেছে তা-তে ত্রূটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য রাখা। শুকুর আদায়ের তাওফিক লাভ করা একটি নিয়ামত। এভাবে শুকুরের উপর শুকুর, শুকুরের উপর শুকুর চলতে থাকবে অবিরাম। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “নিজেকে নিয়ামতের যোগ্যতাসম্পন্ন না দেখাই হলো শুকুর।” হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে শূন্য করে নেওয়ার নামই শুকুর।”

বলা হয়, উপস্থিত বস্তুর উপর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে বলে শাকির। আর হারানো বস্তুর উপর কৃতজ্ঞতা করাকারী হলো শাকুর। আরো বলা হয়, দান প্রাপ্ত হয়ে যে কৃতজ্ঞতা আদায় করে তাকে বলে শাকির। বিপদে পড়েও যে কৃতজ্ঞতা আদায় করে তাকে বলে শাকুর। আরো বর্ণিত আছে, স্বচ্ছলতার সময় কৃতজ্ঞতাকারী হলো শাকির। আর সংক্ষীর্ণতার সময়ও যে কৃতজ্ঞতা করে তাকে বলে শাকুর।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি হযরত সিররি সাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে একদা খেলাধুলা করছিলাম। আমার বয়স তখন ৭ বছর। তাঁর পাশে বসে একদল মানুষ আলোচনা করছিলেন শুকুর নিয়ে। হযরত আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! বলতো শুকুর কি জিনিষ? আমি জবাব দিলাম, করুণা পেয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা না করা। এটা শ্রবণে তিনি বললেন, আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে তোমার জিহ্বায় করুণা বর্ষিত হউক।”

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “করুণা নয়- বরং করুণাদাতাকে দেখার নামই হলো শুকুর।” বলা হয়, প্রাপ্ত বস্তুর উপর সন্তুষ্ট থাকা আর হারানো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার নাম শুকুর।

হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সাধারণ লোকের কৃতজ্ঞতা হলো, খাবার ও বস্ত্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর বিশেষ লোকদের কৃতজ্ঞতা হলো অন্তরে যে তথ্য-রহস্য উদ্ঘাটন হয় তার স্বীকারোক্তি করা।” বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ আলাইহিস্সালাম বললেন, হে মা’বুদ! আমি কিভাবে আপনার শুকুর আদায় করবো? এটা করাও তো আমার জন্য একটি নিয়ামত। তখন ওহি অবতীর্ণ হলো, “এখন তুমি আমার শুকুর আদায় করতে সক্ষম হলে।”

আরো বর্ণিত আছে, এক দরবেশের একজন বন্ধু ছিলেন। তাকে দেশের বাদশাহ বন্ধী করে রেখেছিল। তিনি এ সংবাদ শুনে বললেন, আমি আল্লাহর শুকুর আদায় করছি।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলো। সে বললো, চোর ঘরে ঢুকে আমার সকল আসবাব-পত্র নিয়ে গেছে- হযরত! তিনি বললেন, আমি আল্লাহর শুকুর আদায় করছি। যদি আসল চোর [অর্থাৎ শয়তান] তোমার অন্তর-কক্ষে ঢুকে পড়তো, আর তাওহীদের বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলতো তাহলে তুমি কী করতে?

বলা হয়ে থাকে, চোখের শুকুর হলো তুমি স্বচক্ষে তোমার সাথীর দোষ-ত্রুটি দেখবে এবং তা তুমি ঢেকে রাখবে। কানের শুকুর হলো, বন্ধুর দোষ-ত্রুটি শোনবে ও তা ঢেকে রাখবে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে শিক্ষা দিতে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন। একদিন প্রশ্ন করলেন, আবুল কাসিম! বলতো শুকুর কি জিনিস? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহর করুণাকে তাঁর নাফরমানীর মাধ্যমে পরিণত না করা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ কথাটি তুমি কোত্থেকে জানলে? বললাম, আপনার সন্নিধ্য লাভের মাধ্যমে।"

বর্ণিত আছে, হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা যখন বাইতুল্লাহ শরীফের রুকনে গিয়ে প্রার্থনা করতেন তখন বলতেন, "হে মা'বুদ! আমাকে করুণা করেছো কিন্তু এর শুকুরগুজার পাও নি। আমাকে পরীক্ষা করেছো কিন্তু ধৈর্যশীল পাও নি। না-শুকরির কারণে আপনি করুণা ছিনিয়ে নিচ্ছেন না। বে-সবরীর কারণে বিপদাপদও স্থায়ী করে রাখছেন না। হে মা'বাদু! দয়াময়ের কাছ থেকে তো কেবল দয়ারই আশা করা যায়।"

বলা হয়, বিনিময় প্রদানে যখন তোমার হাত অক্ষম হবে, জবানের মাধ্যমে শুকুর আদায় করে তা ঘুচিয়ে দাও। আরো বর্ণিত আছে, হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্সালামকে যখন মাগফিরাতের সুসংবাদ প্রদান করা হলো, তিনি তখন দীর্ঘ জীবন কামনা করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, দীর্ঘ জীবন কামনা কেনো করছেন? উত্তর দিলেন, আমি তো ইতোপূর্বে মাগফিরাত লাভের আশায় আমল করেছি। এখন শুকরিয়া

আদায় করতে চাই। এরপর ফিরিশতা নিজের ডানা বিছিয়ে দিলেন ও তাঁকে আকাশে তুলে নিলেন।

বর্ণিত আছে, কোনো একজন নবী এক পাথরের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। লক্ষ্য করলেন পাথরের ভেতর থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি অবাক হলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথরের জবান খুলে দিলেন। পাথর বললো, আমি যখন থেকে শুনেছি দোযখের লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর, তখন থেকে ক্রন্দন শুরু করি। নবী তখন ঐ পাথরের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা এ উসিলায় ঐ পাথরকে দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি দান করলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হলো। নবী পুনরায় ঐ পাথরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এবারও লক্ষ্য করলেন পাথরটি কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলেন, এখন তুমি কাঁদছো কেনো? পাথর জবাব দিলো, আগের কান্না ছিলো ভয়ের আর এখনকার কান্না শুকুরের।

কথিত আছে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট একদল প্রতিনিধি আগমন করলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বক্তব্য শুরু করলে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, বয়স্ক লোকদেরকে প্রাধান্য দাও। যুবক বললেন, হে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ! বক্তব্য যদি বয়সের উপরই নির্ভর করতো তাহলে তো মুসলামনের মধ্যে আপনার থেকেও অনেক বেশী বয়সের মানুষ বিদ্যমান আছেন? তিনি বললেন, তাহলে বলো। যুবক বললেন, আমরা আতঙ্কিত কোনো দল নই কিংবা ত্রাস সৃষ্টিকারী দলও নয়। আপনার করুণা ও ইনসাফ সর্বপ্রকার আতঙ্ক বিলীন করে দিয়েছে। তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তোমরা কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত? যুবক বললেন, আমরা হলাম শুকরিয়া আদায়কারী দল। আপনার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যেই এই দরবারে আগমন।
সুফিয়ায়ে কিরাম আবৃত্তি করতেন:

এটা কী করুণা যে, তোমার কর্মের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নীরব রয়েছে
তবে তোমার উত্তম আচরণ তো এমনিতেই বুলন্দ
আমি তোমার উত্তম কাজগুলো দেখেও গোপন রেখেছি

সুতরাং আমি একজন চোরের মতো, যে দয়ালু লোকের নিকট থেকে
চুরি করে!

বলা হয়ে থাকে, হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের নিকট আল্লাহ তা'আলা ওহি প্রেরণ করলেন: "আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে পরীক্ষা করেছি এবং যাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছি উভয় দলকে ক্ষমা করে দেবো!" তিনি আরজ করললেন: "হে প্রভু! যাদেরকে পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, তাদেরকেও কেনো ক্ষমা করবেন [তারা তো গোনাহ করে নি]?" জবাব আসলো: "কারণ পরীক্ষা থেকে মুক্ত থেকেও তারা আমার শুকুর আদায় করে নি [এ গোনাহ হেতু তাদেরকে মাফ করলাম]"। বলা হয়: "শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদানের জন্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহে চেতনা সৃষ্টির জন্যও আল্লাহ প্রশংসাপ্রাপ্তির যোগ্য।" আরো বলা হয়: "প্রশংসার শুরু তাঁর থেকেই, আর কৃতজ্ঞতা হলো তোমার যা প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্তির প্রতিদানস্বরূপ।" সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "বেহেশতে আমন্ত্রিত প্রথম দলের মধ্যে ওরাও থাকবে, যারা [ভালো-মন্দ] সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছিল।" আরো বলা হয়: "প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে [মন্দ আমল থেকে] ফিরিয়ে রেখেছেন এবং শুকরিয়া তাঁর প্রতি যিনি তোমাকে ভালো আমল করার তাওফিক দিয়েছেন।"

একজন সুফি বলেন, "আমি এক জায়গায় ভ্রমণে ছিলাম। অত্যন্ত বৃদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখে তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, জীবনের প্রারম্ভে আমি চাচাতো বোনের প্রতি আসক্ত ছিলাম- সেও আমার আসক্ত ছিলো। আমাদের বিবাহ হলো। মিলনের রাতে আমি বললাম, এসো! উভয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। যিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে মিলনের সৌভাগ্য দান করেছেন। দ্বিতীয় রাতও অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার করুণার শুকুর আদায় করলাম। এভাবে শুকরিয়া আদায় করে আজ সত্তুর বছর বয়সে পৌঁছেছি। আমি [বর্ণনাকারী] বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনিও বললেন, হ্যাঁ। আমরা এভাবেই শুকরিয়া আদায় করে আসছি।"

باب اليقين
বাবুল ইয়াক্বীন (নিশ্চিততা) অধ্যায়

قال الله تعالى: "والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. "

حدثنا الاستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ الأهوازي بها قال: حدثنا أحمد بن سهل بن ايوب قال: حدثنا خالد، يعني ابن زيد قال. حدثنا سفيان الثوري، وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة، عن سليمان التيمي، عن خيثمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ترضين احداً بسخط الله تعالى، ولا تحمدن أحداً على فضل الله عز وجل، ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك الله تعالى، فإن رزق الله لا يسوقه غليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهة كاره، وإن الله تعالى - بعدته وقسطه - ، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. "

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال: حدثنا عياش بن حمزة قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قال أبو عبد الله الأنطاكي: إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يملأ القلب نوراً، وينفي عنه كل ريب، ويمتلىء القلب به شكراً، ومن الله تعالى خوفاً.

ويحكى عن أبي جعفر الحداد قال:رآني أبو تراب النخشبي، وأنا في البادية جالس على بركة ماء، ولي ستة عشر يوماً لم آكل ولم أشرب فقال لي: ما جلوسك؟ فقلت: أنا بين العلم والقين أنتظر ما يَغلب فأكون معه، يعني " إن غلب على العلم شربت، وإن غلب اليقين مررت " فقال لي: سيكون لك شأن.

وقال أبو عثمان الحيري اليقين: قلة الاهتمام لغد. وقال سهل بن عبد الله: اليقين: من زيادة الإيمان ومن تحقيقه. وقال سهل أيضاً: اليقين: شعبة من الإيمان، وهو دون التصديق. وقال بعضهم: اليقين: هو العلم المستودع في القلوب. يشير هذا القائل إلى إنه غير مكتسب. وقال سهل: ابتداء اليقين: المكاشفة، ولذلك قال بعض السلف: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، ثم المعاينة والمشاهدة.

وقال أبو عبد الله بن خفيف: اليقين تحقق الأسرار بأحكام المغيبات.
وقال أبو بكر بن طاهر: العلم: بمعارضة الشكوك، واليقين: لاشك فيه. أشار إلى العلم السكبي وما يجري مجرى البديهي، وكذلك علوم القوم في الابتداء كسبى، وفي الانتهاء بديهي.
سمعت محمد بن الحسين يقول: قال بعضهم: أول المقامات. المعرفة، ثم اليقين، ثم التصديق، ثم الإخلاص، ثم الشهادة، ثم الطاعة. والإيمان اسم يجمع هذا كله. أشار هذا القائل إلى أن أول الواجبات، هو المعرفة الله سبحانه والمعرفة لا تحصل ألا بتقديم شرائطها.وهو النظر الصائب، ثم إذا توالت الأدلة، وحصل البيان، صار بتوالي الأنوار، وحصول الاستبصار، كالمستغني عن تأمل البرهان وهو حال اليقين، ثم تصديق الحق، سبحانه، فيما أخبر عند إصغائه إلى إجابة الداعي فيما يخبر من أفعاله، سبحانه في المستأنف؛ لأن التصديق إنما يكون في الإخبار، ثم الإخلاص فيما يتعقبه من أداء الأوامر، ثم بعد ذلك إظهار الإجابة بجميل الشهادة، ثم اداء الطاعات بالتوحيد فيما أمر به، والتجرد عما زجر عنه.
وإلى هذا المعنى أشار الإمام أبو بكر محمد بن فورك، فيما سمته، يقول ذكر اللسان فضيلة يفيض بها القلب. وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله تعالى. وقال ذو النون المصري: اليقين داع إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، والحكمة تورث النظر في العواقب.
وسمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: ثلاثة من أعلام اليقين: قلة المخالطة الناس في العشرة، وترك المدح لهم في العطية، والتنزه عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من أعلام يقين اليقين: النظر إلى الله تعالى في كلِّ شيء، والرجوع إليه في كلِّ أمر ولا الاستعانة به في كل حال.
وقال الجنيد، رحمه الله اليقين: و استقرار العلم الذي لاينقلب ولايحول ولا يتغير في القلب. وقال ابن عطاء: على قدر قربهم من التقوى أدركوا ما أدركوا من اليقين.

وأصل التقوى: مباينة النهي، ومباينة النهي مباينة النفس، فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. وقال بعضهم: اليقين: هو المكاشفة، والمكاشفة على ثلاثة أوجه: مكاشفة الإخبار ،ومكاشفة بإظهار القدرة، ومكاشفة بحقائق الإيمان.
وأعلم أن المكاشفة في كلامه، عبارة، عن ظهور الشيء للقلب بستيلاء ذكره من غير بقاء للريب، وربما أرادوا بالمكاشفة ما يقرب مما يراه الرائي بين اليقظة والنوم. وكثيراً ما يعبر هؤلاء عن هذه الحالة بالثبات.
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يقول: سألت أبا عثمان المغربي، فقلت: ما هذا الذي تقول؟ قال الأشخاص أراهم كذا.. وكذا، فقلت: تراهم معاينة أو مكاشفة؟ فقال: مكاشفة. وقال امر بن عبد قيس: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. وقيل: اليقين: رؤية العيان بقوة الإيمان.
وقيل: اليقين: زوال المعارضات.
وقال الجنيد، رحمه الله، اليقين: ارتفاع الريب في مشهد الغيب.
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في عيسى ابن مريم عليه السلام: " لو ازداد يقيناً لمشيء في الهواء كما مشيت فيه ".
قال رحمه الله: أنه أشار بهذا إلى حال نفسه، صلى الله عليه وسلم، ليلة المعراج؛ لأن في الطائف المعراج أنه، صلى الله عليه وسلم، قال: " رأيت البراق قد بقي ومشيت. "
سمعت محمد الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت إبراهيم بن فانك يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السريَّ يقول، وقد سئل عن اليقين، فقال: اليقين: سكونك عند جولان الموارد في صدرك، لتبينك أن حركتك فيها لا تنفك ولا ترد عنك مقضياً.
وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت أبا جعفر الأصبهاني يقول: سمعت علي بن سهل يقول: الحضور أفضل من اليقين، لأن الحضور وطنات،واليقين خطرات. كأنه جعل اليقين ابتداء الحضور، والحضور دوام ذلك، فكأنه جوَّز حصول اليقين خالياً من الحضور، وأحال جواز الحضور بلا يقين؛ ولهذا قال النوري: اليقين: المشاهدة، يعني أن في المشاهدة يقيناً لا شك فيه؛ لأنه لا يشاهده، تعالى من لايثق بما منه.

وقال أبو بكر الوراق: اليقين: ملاك القلب،وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله تعالى، وبالفعل عقل عن الله تعالى.
وقال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء، ومات بالعطش أفضل منهم يقيناً.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفراً يقول: قال إبراهيم الخواص: لقيت غلاماً في التيه، كأنه سبيكة فضة، فقلت: إلى أين يا غلام؟ فقال: إلى مكة: فقلت: بلا زاد، ولا راحلة، ولا نفقة! فقال لي: يا ضعيف اليقين، الذي يقدر على حفظ السموات والأرضين لا يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا علاقة قال: فلما دخلت مكة إذا أنا به في الطواف وهو يقول:
يا عين سحى أبداً ... يا نفس موتي كمداً
ولا تحبي أحدً ... إلا الجليل الصمدا
فلما رآني قال لي: يا شيخ، أنت بعد على ذلك الضعف من اليقين؟! وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت النهرجوري يقول: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة، والرخاء مصيبة.
وقال أبو بكر الوراق: القين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة.
وقال أبو تراب النخشبي: رأيت غلاماً في البادية يمشي بلا زاد، فقلت: إن لم يكن معه يقين فقد هلك. فقلت: يا غلام، في مثل هذا الموضع بلا زاد؟ فقال: يا شيخ ارفع رأسك هل ترى غير الله عزَّ وجلَّ؟ فقلت: الآن إذهب حيث شئت.
سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت محمد بن عيسى يقول: قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك، واليقين: ما حملك.
وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازيَّ يقول: سمعت أبا عثمان الآدمي يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: طلبت المعاش لأكل الحلال! فأصطدت السمك، فيوماً وقعت في الشبكة سمكة، فأخرجتها، وطرحت الشبكة في الماء فوقعت أخرى فيها فرميت بها ثم عدت، فهتف بي هاتف: لم تجد معاشاً إلا أن تأتي من يذكرنا فتقتلهم..! قال: فكسرتُ القبصة، وتركت الاصطياد.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

-"এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে [বাক্বারাহ : ৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কেউ যেনো আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে অন্যকে সন্তুষ্ট করে না। আল্লাহর করুণা প্রাপ্ত হয়ে অন্যকে যেনো প্রশংসা করে না। অপরের মধ্যে কোনো নিয়ামত পতিত হলে তোমার মধ্যে না হলেও তার প্রতি তিরস্কার জ্ঞাপন করবে না। কারণ কোনো লোভির লালসা বা কোনো নিন্দুকের নিন্দা আল্লাহর করুণাকে তাড়াতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তা'আলা আপন ইনসাফে রেজা ও ইয়াক্বীনের মধ্যে আনন্দ-খুশী রেখেছেন। আর সন্দেহ ও ক্রোধের মধ্যে রেখেছেন চিন্তা-পেরেশানী।"

হযরত আবু আবদুল্লাহ আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইয়াক্বীনের সামান্যতম স্তরও যদি অন্তরে এসে পড়ে তাহলে তা নূরে নূরান্বিত হয়ে যায়। সর্বপ্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। আর আল্লাহর শুকুর ও ভয়ে ভরপুর হয়ে ওঠে।"

বর্ণিত আছে, হযরত আবু জাফর হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "জঙ্গলের এক পুকুরের পাশে আবু তুরাব নকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বসা অবস্থায় দেখেন। দীর্ঘ ১৬ দিন যাবৎ আমি পানাহার বর্জন করে সেখানে বসা ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেনো এখানে বসে আছেন? বললাম, আমি এখনও ইলম ও ইয়াক্বীনের মধ্যখানে অবস্থান করছি। এর যেটির প্রভাব প্রবল হবে আমি সে অনুসারে চলবো। ইলমের প্রভাব হলে পানাহার করবো আর ইয়াক্বীনের প্রভাব দেখলে এভাবেই সময় কাটাতে থাকবো। একথা শুনে তিনি বললেন, অচিরেই তুমি কোনো এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে।"

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আগামীকালের প্রতি অল্প গুরুত্ব দেওয়ার নাম হলো ইয়াক্বীন।”

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইয়াক্বীন হলো ঈমান বৃদ্ধির একটি লক্ষণ।” তিনি আরো বলেছেন, “ইয়াক্বীন তো ঈমানের একটি শাখা।” একজন সুফি বলেন, “ইয়াক্বীন এমন জ্ঞান যা অন্তরে দান করা হয়- এটা চেষ্টা-সাধনায় অর্জিত হয় না।”

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, “ইয়াক্বীনের সূচনা হলো মুকাশাফা।” এজন্য সালাফে-সালিহীনরা বলেছেন, “পর্দা ওঠে গেলে ইয়াক্বীন বাড়তে থাকে। পরের স্তর হলো মুশাহাদা।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “অদৃশ্য জগতের নিয়ম-কানুন ও রহস্য নিয়ে চিন্তা-গেবষণার নামই ইয়াক্বীন।”

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন সুফি থেকে বর্ণনা করেন, “মাক্বামাতের প্রথম স্তর মা’রিফাত [পরিচিতি], দ্বিতীয় স্তর ইয়াক্বীন [নিশ্চিততা], তৃতীয়টি হলো তাসদিক্ব [নিশ্চয়তা], চতুর্থ স্তর ইখলাস [আন্তরিকতা], পঞ্চমটি শাহাদাত [সরাসরি দর্শন] এবং ষষ্ঠ স্তর হলো তাআ’ত [পূর্ণাঙ্গ বাধ্যতা]। আর সমস্ত স্তরের সমষ্টি হলো ঈমান [বিশ্বাস]।” এই সুফির উদ্দেশ্য হলো, আবশ্যিক কাজে প্রথমটি হলো মা’রিফাত। আর মা’রিফাত তার শর্ত ছাড়া কখনো অর্জন হবে না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিকেই বলে মা’রিফাত। যখন দলীল-প্রমাণ পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন পরবর্তীতে আর প্রমাণ অর্জনের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এটাই হলো ইয়াক্বীনের স্তর। পরবর্তী স্তরের নাম তাসদিক্ব। এর অর্থ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় আল্লাহ তা’আলা যে সাড়া দেন তাতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখা। এরপর আসে ইখলাসের স্তর। হুকুম-আহকাম পালনে এই ইখলাস থাকতেই হবে। এরপর হচ্ছে শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি নিজের সাড়া প্রদানকে প্রকাশ করা। এরপর আল্লাহর ইবাদতে তাওহীদ অবলম্বনে তা’আত আদায় করা।”

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইয়াক্বীনের ঘ্রাণ যে পেয়ে যাবে, সে কখনো গাইরুল্লাহর [আল্লাহ ছাড়া যাকিছু] মধ্যে শন্তি লাভ করতে পারবে না।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইয়াক্বীনের দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা লোপ পায়। তাতে করে লাভ হয় যুহুদের দরজা। আর যুহুদের দ্বারাই পাওয়া যায় হিকমাত। হিকমাতের মাধ্যমে পরিণাম ও পরিণতির প্রতি দৃষ্টিশক্তি অর্জিত হয়।” তিনি আরো বলেন, “ইয়াক্বীনের তিনটি আলামত: মানুষের সঙ্গে অল্প মিলামিশা, কোনো অনুদান পেলে দাতার প্রতি প্রশংসা বর্জন এবং কিছু না পেলে মানুষের প্রতি নিন্দাবাদ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে ইয়াক্বীনের ইয়াক্বীন অর্জনেরও তিনটি আলামত আছে: প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখা। প্রত্যেক কাজে তাঁর দিকে রুজু হওয়া। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইয়াক্বীন এমন একটি ইলম যা অন্তরে স্থায়ী বা অবিচল হয়ে যায়।”

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সালফে সালিহীন তাক্বওয়ার স্তর অনুসারে ইয়াক্বীনের দরজা লাভ করেছেন। তাক্বওয়ার মূল কথা হলো নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। নফসকে তাঁরা যতো বেশী হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ততোবেশী ইয়াক্বীনের স্তরে পৌঁছেছেন।”

একজন সুফি বলেন, “ইয়াক্বীন [নিশ্চিততা] হলো মুকাশাফা [উন্মোচন]। মুকাশাফার স্তর তিনটি: অদৃশ্য জগতের মুকাশাফা, কুদরতের মুকাশাফা ও ঈমানের মুকাশাফা।” সুফিদের ভাষায়, অন্তরে কোনো সন্দেহ ছাড়া কোনো বিষয় বিকাশমান থাকার নাম মুকাশাফা। তাঁরা আরো বলেন, একজন ব্যক্তির সজাগ ও ঘুমন্ত অবস্থা যখন সমান হয়ে যাবে তখনই তার মুকাশাফা অর্জন হলো। হযরত আমর ইবনে আবদে কায়েস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “পর্দা উন্মুক্ত হলে ইয়াক্বীন বৃদ্ধি হয়।” বলা হয়, ঈমানের শক্তি দিয়ে পর্যবেক্ষণের নাম হলো ইয়াক্বীন। আরো বলা হয়, যুক্তিতর্ক দূরে ফেলে দেওয়ার নাম হলো ইয়াক্বীন। হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “গায়েব দর্শনে সর্বপ্রকার সন্দেহ দূর করা হলো ইয়াক্বীন।” তিনি আরো বলেন, “হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ইয়াক্বীন

সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, অন্তরে যখন তত্ত্ব-রহস্যের আগমন হয় তখন তুমি স্থির থাকবে। এটাই হলো ইয়াক্বীন।”

হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইয়াক্বীন দ্বারা অন্তর ভরে যায়, ঈমান পরিপূর্ণ হয়, লাভ হয় আল্লাহর মা’রিফাত।” জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইয়াক্বীন ধারণ করে একদল লোক পানির উপর দিয়ে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তিনি, যিনি পিপাসার্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।”

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ময়দানে তীহ-তে আমি একজন যুবককে দেখলাম। তার চেহারা রূপার মতো জ্বলজ্বল করছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, ওহে যুবক! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? জবাব দিলেন মক্কা মুয়াজ্জমায়। আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মাল-সামান ও সওয়ারী কোথায়? তিনি জবাব দিলেন, ওহে দুর্বল ইয়াক্বীনের মানুষ শোনো! যে সত্তা আকাশ এবং জমিন হিফাজত রাখার ক্ষমতা রাখেন, তিনি কি কোনো মাধ্যম ছাড়াই মক্কা নগরীতে আমাকে প্রবেশ করাতে সক্ষম নন? এরপর যখন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে আমি তাওয়াফ করছিলাম, সাক্ষাৎ ঘটলো সেই যুবকের সঙ্গে। তিনি আবৃত্তি করছিলেন:

হে আমার চক্ষুদ্বয়! ক্রন্দন করতে থাকো নীরবচ্ছিন্নভাবে,
হে আমার আত্মা! নিশ্চিহ্ন হও যন্ত্রণার বেদনা হেতু,
ভালোবাসিও না কাউকে শুধু তাঁকে ছাড়া, যিনি মহিমান্বিত ও চিরন্তন!

আমাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, হে শায়খ! এখনো কি দুর্বল ইয়াক্বীনের উপর আছেন আপনি?”

হযরত নহরজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বান্দার মধ্যে যখন ইয়াক্বীনের হাক্বিক্বাত পূর্ণতা লাভ করে, তখন কষ্ট তার জন্য হয়ে ওঠে আরাম আর বিলসিতা পরিণত হয়ে যায় কষ্টে।”

হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইয়াক্বীনের স্তর তিনটি: খবরের ইয়াক্বীন, প্রমাণের ইয়াক্বীন ও মুশাহাদার ইয়াক্বীন।” হযরত আবু তুরাব নকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জঙ্গলে এক যুবককে দেখলাম। তার সাথে কোনো মাল-সামানা নেই। মনে মনে ভাবলাম, তার মধ্যে ইয়াক্বীন না থাকলে সে ধ্বংস হবে। জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক! এ রকম স্থানে তুমি খালি হাতে কোন্ সাহসে বের হলে? জবাব দিলেন, হে শায়খ! মাথা উত্তোলন করুন। আল্লাহ ছাড়া কি আর কিছু দেখতে পান? আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি যেথায় ইচ্ছে চলে যেতে পারো।”

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইলম তোমাকে ব্যবহার করে আর ইয়াক্বীক তোমাকে বহন করে।” হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হালাল খাবারের জন্য উপার্জনের সন্ধানে লাগলাম। মাছ শিকার করতাম। একদিন জালে একটি মাছ আটকা পড়লো। আমি তা ধরলাম। এরপর আবার জাল পানিতে ফেললে আরেকটি ধরা পড়লো। আমি উভয়টি নিয়ে বাড়িতে চলে গেলাম। গায়েব থেকে এক আওয়াজ শোনলাম, তুমি উপার্জনের আর কোনো পথ পাও নি বুঝি? যে প্রাণী আমার জিকিরে লিপ্ত, তাকে ধরে হত্যা করছো!” একথা শুনে আমি জাল ছুড়ে মারলাম। মাছ শিকারের পেশা ছেড়ে দিলাম।”

باب الصبر
বাবুস সাবর (ধৈর্যধারণ) অধ্যায়

قال الله، عزَّ وجلَّ: " واصبر وما صبرك إلا بالله. "
وأخبرنا عليُّ بن أحمد الأهوازي، قال: أخبرنا أحمدبن عبيد البصري، قال: حدثنا أحمد بن علي الخراز قال: حدثنا أسيد بن زيد قال: حدثنا مسعود بن سعد، عن الزيات، عن أبي هريرة، عن عائشة، رضي الله عنها، رفعته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الصبر عند الصدمة الأولى. "
وأخبرنا علي بن أحمد قال: أخبرنا بن عبيد قال: حدثنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا محمد بن مرداس قال: حدثنا يوسف بن عطية، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصبر عند الصدمة الأولى. "
ثم الصبر على أقسام: صبر على ما هو كسب للعبد، وصبر على ما ليس بكسب له. فالصبر على المكتسب، على قسمين: صبر على ما أمر الله تعالى به، وصبر على من نهى عنه. وأما الصبر على ما ليس بمكتسب للعبد: فصبره على مقاساة ما يتصل به من حكم الله فيما يناله فيه مشقة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت السحين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله تعالى شديد، والمسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد، والصبر مع الله أشد.
وسئل الجنيد عن الصبر، فقال: هو تجرع المرارة من غير تعبيس. وقال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بنزلة الرأس في الجسد. وقال أبو القاسم الحكيم: قوله تعالى: " واصبر " أمر بالعبادة، وقوله: " وما صبرك إلا بالله " عبودية، فمن ترقىَّ من درجة لك إلى درجة بك؛ فقد انتقل من درجة العبادة إلى درجة العبودية. قال صلى الله عليه وسلم: " بك أحيا وبك أموت. "
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يقول: سمت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت عياشاً يقول: سمعت أحمد يقول: سألت أبا سليمان عن الصبر، فقال: والله

ما نصبر على ما نحب، فكيف على ما نكره؟ وقال ذو النون: الصبر: التباعد عن المخالفات، والسكونُ عند تجرع قصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقال ابن عطاء: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل: هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى.
وقال أبو عثمان: الصبار: الذي عوَّد نفسه الهجوم على المكاره. وقيل: الصبر: المقام مع البلاء بحسن الصحبة، كالمقام مع العافية. وقال أبو عثمان: أحسن الجزاء على عبادة: الجزاء على الصبر، ولا جزاء فوقه، قال الله عزَّ وجلَّ: " ولنجزين الذين صبرواأجرهم بأحسن ما كانون يعملون " . وقال عمرو بن عثمان: الصبر. هو الثبات مع الله سبحانه وتعالى، وتلقي بلائه بالرحب والدعة.
وقال الخوَّاص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشدُّ من صبر الزاهدين، واعجباً، كيف يصبرون؟ وأنشدوا:
الصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه لايحمد
وقال رويم: الصبر: ترك الشكوى. وقال ذون النون: الصبر: هو الاستعانة بالله تعالى. سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدقاق، رحمه الله، يقول: الصبر كأسمه. وأنشدني الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أنشدني أبو بكر الرازي قال: أنشدني ابن عطاء لنفسه:
سأصبر، كي ترضى، وأتلف حسرة ... وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري
وقال أبو عبد الله بن خفيف: الصبر على ثلاثة أقسام، متصبر، وصابر،وصبار.
وقال عليٌّ بن أبي طالب، رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت علي بن عبد الله البصري يقول: وقف رجل على الشبليَّ فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله عزَّ وجلَّ، فقال: لا، فقال: الصبر لله، قال: لا. قال: الصبر مع الله، قال: لا. قال: فاي شيء؟ قال: الصبر عن الله.
قال: فصرخ الشبلي صرخة طادت روحه أن تتلف. وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان، يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: الصبر: أن لايفرق بين حال النعمة والمحنة، مع سكون الخاطر فيهما. والتصبر: هو السكون، مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة. وأنشد بعضهم:

صبرت ولم أطلع هواك على صبري ... وأخفيت ما بي منك عن موضع الصبر
مخافة أن يشكو ضميري صبابتي ... إلى دمعتي سرّاً فتجري ولا أدري سمت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: فاز الصابرون بعزِّ الدارين؛ لأنهم نالوا من الله تعالى معيته: قال الله تعالى: " إن الله مع الصابرين. "

وقيل في معنى قوله تعالى: " اصبروا وصابروا ورابطوا " الصبر: دون المصابرة، والمصابرة: دون المرابطة. وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله تعالى، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. وقيل: أصبروا في الله، وصابروا بالله، ورابطوا مع الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: تخلق بأخلاقي، وإنَّ من أخلاقي أنني أنا الصبور. قويل: يجرَّع الصبر، فإن قتلك قتلك شهيداً، وإن أحياك أحياك عزيزاً. وقيل: الصبر لله: عناء، والصبر بالله: بقاء، والصبر في الله: بلاء. والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله: جفاء.

وأنشدوا:

والصبر عنك فمذموم عواقبه ... والصبر في سائر الأشياء محمود

وأنشدوا:

وكيف الصبر عمن حل منى ... بمنزلة اليمين من الشمال
إذا لعب الرجال بكلِّ شيء ... رأيت الحب يلعب بالرجال

وقيل: الصبر على الطلب عنوان الظفر، والصبر في المحن علامة الفرج.

سمعت منصور بن خلف المغربي، رحمه الله، يقول: جُرِّد واحد للسياط، فلما ردَّ إلى السجن دعا ببعض أصحابه فتفل على يده، وألقى من فمه دقاق الفضة على يده فسئل، فقال: كان في فمي درهمان، وكان على حاشية الحلقة لي عين، فلم أرد أن أصيح لرؤيته إياي.. فكنت أعض على الدرهمين.. فتكسروا في فمي. وقيل: حالك التي أنت فيها رباطك، وما دون الله تعالى أعداؤك، فأحسن المرابطة في رباط حالك. وقيل: المصابرة: هي الصبر على الصبر، حتى يستغرق الصبر في الصبر فيعجز الصبر عن الصبر، كما قيل: صابر الصبر فاستغاث به فصاح المحب بالصبر صبراً وقيل: حبس الشبلي وقتاً في المارستان، فدخل عليه جماعة؛ فقال: من أنتم؟ فقالوا: أحباؤك جاءوك زائرين. فأخذ يرميهم بالحجر، وأخذوا يهربون. فقال: يا كذابون، لو كنتم أحبائي لصبرتم على بلائي. وفي

بعض الأخبار. بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي. وقال الله تعلى: " واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. "

وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لو كان الصبر والشكر بعيرين، لم أبال أيهما ركبت. وكان ابن شبرمة، رحمه الله، إذا نزل به بلاء قال:سحابة ثم تنقشع.

وفي الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الإيمان، فقال: " الصبر والسماحة. "

أبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن طاهر الصوفي قال: حدثنا محمد بن التيجاني قال: حدثنا محمد أبن إسماعيل البخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا سويد بن حاتم قال:حدثنا عبد الله بن عبيد، عن عمير، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: " الصبر والسماحة. "

وسئل السري عن الصبر، فجعل يتكلم فيه، فدب على رجله عقرب، وهي تضربه بابرتها ضربات كثيرة، وهو ساكن: فقيل له: لِمَ لم تنحها؟.

فقال: استحييت من الله تعالى أن أتكلم في الصبر، ولم أصبر. وفي بعض الأخبار: الفقراء الصبر هم جلساء الله تعالى يوم القيامة.

وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: أنزلت بعبي بلائي، فدعاني، فماطلته بالإجابة، فشكاني، فقلت: يا عبدي، كيف أرحمك من شيء به أرحمك.

وقال ابن عيينة في معنى قوله تعالى: " وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا " ،قال: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤساء.

سمعت الأستاذ أبا عليٍّ الدقاق يقول: أن الصبر حده أن لا تعترض على التقدير؛ فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر، قال الله تعالى في قصة أيوب: " إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أوَّاب " مع ما أخبر عنه تعالى أنه قال " مسنى الضر. "

وسمعته يقول: استخرج الله منه هذه المقالة: يعني قوله: " مسني الضر " ؛ لتكون متنفسا لضعفاء هذه الأمة. وقال بعضهم: إنا وجدناه صابراً، ولم يقل صبوراً لأنه لم يكن جميع أحواله الصبر، بل كان في بعض أحواله يستلذ البلاء، ويستعذبه، فلم يكفني حال الاستلذاذ صابراً؛ فلذلك لم يقل: صبوراً.

سمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله، يقول: حقيقة الصبر: الخروج من البلاء على حسب الدخول فيه، مثل أيوب عليه السلام فإنه قال في آخر بلائه: " مسني الضر وأنت أرحم الراحمين " فحفظ أدب الخطاب حيث عرض يقول: " وأنت أرحم الراحمين " ولم يصرح بقوله ارحمني. واعلم أن الصبر على ضربين: صبر العابدين، وصبر المحبين. فصبر العابدين، أحسنه: أن يكون محفوظاً، وصبر المحبين أحسنه: أن يكون مرفوضاً. وفي معناه أنشدوا:

تبين يوم البين أن اعتزامه ... على الصبر من إحدى الظنون الكواذب

وفي هذا المعنى سمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله، يقول: أصبح يعقوب، عليه السلام، وقد وعد الصبر من نفسه فقال: " فصبر جميل أي: فشأني صبر جميل، ثم لم يمس حتى قال: يا أسفاً على يوسف. "

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

-"আপনি সবর করবেন; আপনার সবর আল্লাহর জন্য ছাড়া অপর কারের জন্য নয়"। [নাহল : ১২৭]

হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এবং হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেন, "প্রথম বিপদেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।"

সবর কয়েক প্রকারের। একটি বান্দার অর্জনে হয়, আর আরেকটি হয় অর্জন ছাড়া। প্রথমটি আবার দুই প্রকার: আল্লাহর নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর নিষেধ মান্য করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ। অর্জন ছাড়া যে সবর লাভ হয় তাহলো, আল্লাহর হিকমাত বুঝতে যে চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন তাতে ধৈর্যাবলম্বন। হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মু'মিনের জন্য দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে যাত্রা তো সহজ। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সৃষ্টির সান্নিধ্য ত্যাগ বড়োই কঠিন। অনুরূপ নফস থেকে বের হয়ে আল্লাহর দিকে যাত্রাও খুব কঠিন ব্যাপার। আর এরচেও অধিক কঠিন কাজ হলো আল্লাহর সাথে ধৈর্য ধারণ করে অবস্থান করা।"

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “শরীরের মধ্যে মাথার যে অবস্থান অনুরূপ অবস্থান হলো ঈমানের মধ্যে সবরের।” হযরত আবুল কাসিম হাকীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, وَاصْبِرْ -এখানে সবর মানে ইবাদাত।

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ -এখানে সবরের অর্থ উ’বুদিয়াত। বান্দা ইবাদাত থেকে উ’বুদিয়াতের স্তরে উন্নীত হয়। এজন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আপনার জন্য বেঁচে থাকি এবং আপনার জন্য মরণকে বরণ করবো।”

হযরত আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবু সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সবর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! পছন্দের কাজে শপথ করতে পারি না, তাহলে অপছন্দের কাছে শপথ কিভাবে করবো?” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সবর হলো আল্লাহর বিরোধিতা থেকে দূরে থাকা। বিপদ-আপদে ঢেঁকুর খেলেও নীরব থাকা। দারিদ্রে নিমজ্জিত হলেও স্বচ্ছলতার প্রকাশ ঘটানো।” হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ভদ্রতা ও নীরবতার সাথে বিপদে অটল থাকার নাম হলো সবর।”

বলা হয়, বিপদে পতিত হয়ে কোনো অভিযোগ ছাড়া অটল-অবিচল থাকার নাম সবর। হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি বিপদে-আপদে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেয় তাকে আরবিতে বলে সাব্বার বা অতিধৈর্যশীল।” তিনি বলেছেন, “ইবাদতের ক্ষেত্রে সবরের বিনিময় সর্বোত্তম। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

-“আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ- যা তারা করত।” [নাহল : ৯৬]

হযরত আমর ইবনে উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলার সাথে অটল-অবিচল থাকা ও তাঁর পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষা-নীরিক্ষাকে স্বাগত জানানোর নাম সবর।” হযরত খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানে অবিচলন থাকার নামই সবর।”

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু’আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যাহিদদের ধৈর্যধারণ থেকে মুহিব্বীনদের ধৈর্যধারণ আরো বেশী কঠোর। তাঁদের ধৈর্য দেখলে অবাক হতে হয়। সুফিয়ায়ে কিরাম আবৃত্তি করতেন:

ধৈর্য সর্বাবস্থায়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু তোমার (হে প্রভু) ক্ষেত্রে নয়,
কারণ এটা তো প্রশংসনীয় হতে পারে না।

হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “অভিযোগ থেকে বিরত থাকাই হলো সবর”। হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার নামই সবর।” হযরত আবু বকর রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে নিজে আবৃত্তি করতেন:

তোমাকে [হে প্রভু] সন্তুষ্ট করতে আমি ধৈর্যধারণ করবো, যদিও আমার
বেদনা আমাকে মৃত্যু দেয়
আপনি সন্তুষ্ট, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট কারণ, যদিও আমার ধৈর্যধারণ
আমাকে মেরে ফেলে।

হযরত আবু আবদুল্লাহ খফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সবর তিন প্রকার: ১. ধৈর্যের ভঙ্গি করা, ২. সাধারণ ধৈর্য এবং ৩. অতিধৈর্য।”

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “সবর হলো একটি সওয়ারী যা কখনো হোচট খায় না।”

এক ব্যক্তি হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলো, ধৈর্যশীলদের নিকট কোন্ প্রকারের ধৈর্যধারণ সবচে কঠিন? তিনি উত্তর দিলেন "আল্লাহর মধ্যে ধৈর্যধারণ হলো সবচে কঠিন।" লোকটি বললো, না- তা নয়। তিনি বললেন, তাহলে "আল্লাহর জন্য ধৈর্যধারণ?" লোকটি এবারও বললো, না- তা-ও নয়। তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর সাথে ধৈর্যধারণ?" লোকটি বললো, না- এটাও নয়। তিনি এবার বললেন, "তাহলে কোনটি?" লোকটি বললো, "আল্লাহ থেকে ধৈর্যধারণ।" একথা শোনে শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এতো উচ্চস্বরে চিৎকার দিলেন, মনে হলো তাঁর প্রাণপাখি উড়ে গেছে।

হযরত আবু মুহাম্মদ জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সবর হলো আনন্দ-বেদনায় অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। উভয় অবস্থায়ই প্রাণ স্থির থাকবে। একজন সুফি আবৃত্তি করতেন:

আমি ধৈর্যশীল ছিলাম এবং তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাকে আমার
ধৈর্যের নিকট প্রকাশ করি নি।
আমার ধৈর্যের জন্য যা কিছু তুমি করেছিলে তা গোপন রেখেছি
কারণ আমি ভীত ছিলাম যে, আমার আত্মা অশ্রুর নিকট গোপনে
অভিযোগ আনবে, ফলে তা ঝরে পড়বে আমার অজান্তে।

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ধৈর্যশীলরা উভয় জগতে সম্মানলাভে ধন্য। কারণ তারা তো আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

-"হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" [বাক্বারাহ: ১৫৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার”। [আলে ইমনার: ২০০]

সবর হচ্ছে মুসাবারাহ’র নিম্ন স্তর। আর মুসাবারাহ হলো মুরাবাতাহ থেকে নিম্নে। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা’আলা হযরত দাউদ আলাইহিস্সালামের নিকট অহি প্রেরণ করলেন: “আমার আদর্শে আদর্শবান হও! আর আমার আদর্শ হলো আমি সাবূর [অর্থাৎ আমি ধৈর্যশীলকে বিনিময় প্রদান করি]।”

বলা হয়, ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নাও। যদি তার দ্বারা মৃত্যু আসে তাহলে শহীদী দরজা লাভ করবে আর বেঁচে থাকলে সম্মানের অধিকারী হবে। সুফিয়ায়ে কিরাম আবৃত্তি করতেন:

তুমি ছাড়া ধৈর্যশীলতার পরিণাম হলো দোষের
অপরদিকে বাকি সবকিছুতে ধৈর্যধারণ হলো প্রশংসনীয়।

তাঁরা আরো আবৃত্তি করেছেন:
আমি কী করে ওকে ছাড়া ধৈর্যধারণ করবো যে থাকে নিজের ডান ও বাম
হতের মতো নিকটে?
মানুষ আমার জিনিস নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতা করতে পারে, কিন্তু আমি
দেখেছি কিভাবে প্রেম তাদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতা করে!

বলা হয়, কারো কাছে কিছু চাইতেও ধৈর্যধারণ হলো সফলতার লক্ষণ। আর বিপদে ধৈর্যধারণ হলো প্রশস্ততার আলামত। বর্ণিত আছে শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মারিস্তান নামক জায়গায় বন্দী হলেন। একদল লোক তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘আপনারা কারা?’ তারা জবাব দিলেন, ‘আপনার বন্ধুজন! সাক্ষাতের জন্য এসেছি।’ একথা শোনে তিনি তাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তারা ছুটে পলায়ন করলেন। এরপর তিনি বললেন, “মিথ্যুকের দল! সত্যিকার অর্থে আমার বন্ধুজন হলে তোমরা এই বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে!”

একজন দরবেশ বলেন, আমি মক্কা শরীফ ছিলাম। এক ব্যক্তিকে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করছেন দেখলাম। তিনি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তা গভীর দৃষ্টিতে দেখছেন। পরদিনও অনুরূপ কাজ করলেন। এভাবে বেশ ক'দিন তাকে দেখতে পেলাম। হঠাৎ একদিন তাওয়াফকালে কাগজটির দিকে লক্ষ্য করতে করতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন ও এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। লোকে তার পকেটের কাগজখানা বের করলেন। এতে লিখা ছিলো:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

-"আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। নিশ্চয়ই আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন"। [তূর : ৫২]

বর্ণিত আছে, হিন্দুস্থানে এক চোখ দ্বারা দেখতেন এরূপ একজন ছিলেন। তিনি সমাজে 'সাবূর' বা ধৈর্যশীল হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এর কারণ হিসাবে জানা যায়, যৌবনকালে তার এক বন্ধু সফরে বেরিয়েছিলেন। বন্ধুকে বিদায় দেওয়ার সময় তার এক চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো কিন্তু অপরটিতে কোনো পানিই আসলো না। তিনি নিজের এ চোখকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধুর বিদায়ক্ষণে তুমি কাঁদলে না কেনো? তোমার জন্য দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত এখন থেকে হারাম করে দিলাম! একথা বলে তিনি ঐ চোখটি বন্ধ করে দিলেন। দীর্ঘ ষাট বছর কেটে গেলো, কিন্তু তিনি আর ঐ চোখটি খুললেন না।

বলা হয়, আল্লাহর কালাম- "فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا" অর্থাৎ: "অতএব আপনি উত্তম সবর করুন" [মাআরিজ : ৫]। এখানে "সাবরান জামিলা"-এর অর্থ হলো, একজন মানুষ ধৈর্য্য ধারণ করবে, কিন্তু অন্যরা জানবেই না তিনি যে বিপদের মধ্যে আছেন। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "সবর এবং শুকুর যদি দু'টি সওয়ারী হতো, তাহলে যে কোনো একটির উপর আরোহণ করতে আমি দ্বিধাবোধ করতাম না।"

হযরত ইবনে শুবরুমাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "বিপদ হলো একটি মেঘখণ্ড, যা কিছুক্ষণ পর আড়াল হয়ে যায়।" হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাসকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তিনি জবাব দিলেন, "ঈমান ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার নাম।"

হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি এ বিষয় আলোচনা শুরু করলেন। এমন সময় একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করলো। বেশ ক'বার দংশন করার পরও তিনি নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হযরত! আপনি এ বিচ্ছুকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেনো? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। সবরের উপর আলোচনা করছি অথচ নিজেই সবরকারী নই!"

এক হাদীসে আছে, "ধৈর্যশীল দরবেশরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে বসবেন।" আল্লাহ তা'আলা তাঁর একজন নবীর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, "আমি আমার অমুক বান্দাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি। সে আমাকে ডাকলো, আমি তাতে সাড়া দিই নি। সে অভিযোগ করলো, তখন আমি বললাম, হে আমার বান্দাহ! তোমাকে আমি কী করুণা করবো? আমি তো সবচেয়ে উত্তম বস্তু দ্বারাই [অর্থাৎ ধৈর্য দ্বারা] তোমার করুণা করছি।"

হযরত ইবনে ওয়াইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,
"وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا" ["তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম"-আলে ইমরান : ২৪] -অর্থাৎ "যখন তারা দ্বীনের একটি স্তম্ভকে আটকে ধরলো তখন আমি তাদেরকে সমাজের নেতা বানালাম।"

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সবরের সংজ্ঞা হলো তুমি তাকদীর নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবে না। তবে অভিযোগের মানসিকতা ছাড়া বিপদ-আপদের বর্ণনা দেওয়া ধৈর্যের বিপরীত নয়। কারণ, হযরত আইয়ুব আলাইহিস্সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালামকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

-"আমি তাকে পেলাম সবরকারী। সে নিশ্চয়ই ছিলো চমৎকার বান্দাহ। সে ছিলো প্রত্যাবর্তনশীল।" [ছোয়াদ : ৪৪]"

বলা হয়, সবর দুই প্রকার: আ'বিদদের সবর ও মুহিব্বীনদের সবর। আ'বিদদের সবর হেফাজত করা হয়। আর মুহিব্বীনদের সবর আবার ফিরে দেওয়া হয়। সুফিয়ায়ে কিরাম আবৃত্তি করতেন:

বিচ্ছেদের দিন স্পষ্ট হলো, সবর থাকার তার চেষ্টাটুকু
অলস মায়া ছাড়া কিছু ছিলো না।

এ মর্মে উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম নিজে নিজে সবরের প্রতিজ্ঞা করেছেন, সবরে শামিলই হলো আমার বৈশিষ্ট্য। এরপর তিনি ইউসুফ আলাইহিস্সালামকে নিয়ে আক্ষেপ করেছেন, "হায় আফসোস ইউসুফের জন্য!"। এ আক্ষেপ সবরের জন্য ক্ষতিকর নয়।"

باب المراقبة
বাবুল মুরাক্বাবাহ (ধ্যান) অধ্যায়

قال الله تعالى: " وكان الله على كل شيء رقيباً. "
أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن اسحق، قال: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن اسحق، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: " جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، فقال: يا محمد، ما الايمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته " وكتبه، ورسله، والقدر: خيره وشره، وحلوه ومره. قال: صدقت. قال: فتعجبنا من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني ما الاسلام؟ قال: الاسلام أن تقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال فأخبرني ما الاحسان؟ قال: الاحسان: " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت.. " الحديث.
قال الشيخ: هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك " إشارة إلى حال المراقبة، لأن المراقبة، علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه، فاستدامته لهذا العلم مراقبة لربه، وهذا أصل كل خير له.ولا يكاد يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد فراغه من المحاسبة، فإذا حاسب نفسه على ما سلف له، وأصلح حاله في الوقت، ولازم طريق الحق، وأحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب، وحفظ مع الله تعالى الأنفاس، وراقب الله تعالى في عموم أحواله، فيعلم أنه سبحانه؛ عليه رقيب، ومن قلبه قرب، يعلم أحواله، ويرى أفعاله، ويسمع أقواله، ومن تغفل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة، فكيف عن حقائق القربة.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق. رحمه الله، يقول: كان لبعض الأمراء وزير، وكان بين يديه يوماً، فالتفت إلى بعض الغلمان الذين كانوا وقوفاً، لا لريبة، ولكن لحركة أو صوت أحس به منهم، فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزير في تلك الحالة فخاف الوزير أن يتوهم الأمير أنه نظر إليهم، فجعل ينظر إليه كذلك، فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير يدخل على هذا الأمير، وهو أبداً ينظر إلى جانب، حتى توهم الأمير أن ذلك خلقه؛ وحول فيه. فهذه مراقبة مخلوق لمخلوف، فكيف مراقبة العبد لسيده؟ سمعت بعض الفقراء يقول: كان أمير له غلام يقبل عليه أكثر من إقباله على غيره من غلمانه؛ ولم يكن أكثرهم قيمة، ولا أحسنهم صورة، فقالوا له في ذلك، فأراد الأمير أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوماً من الأيام كان راكباً، ومعه الحشم، وبالبعد منهم جبل عليه ثلج، فنظر الأمير إلى ذلك الثلج وأطرق رأسه، فركض الغلام فرسه، ولم يعلم القوم لماذا ركض!. فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ومعه شيء من الثلج. فقال له الأمير: ما أدراك أني أردت الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غيره قصد صحصح فقال الأمير: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي، لأن لكل أحد شغلاً، وشغله مراعاة لحظائي، ومراقبة أحوالي.

وقال بعضهم: من راقب الله تعالى في خواطره، عصمه الله في جوارحه.

وسئل أبو الحسين بن هند: متى يهش الراعي غنمه بعصا الرعاية عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيباً.

وقيل: كان ابن عمر؛ رضي الله عنه، في سفر، فرأى غلاماً يرعى غنماً، فقال له: تبيع من هذه الغنم واحدة؟ فقال: إنها ليست لي فقال: قل لصاحبها إن الذئب أخذ منها واحدة، فقال العبد: فأين الله!! فكان ابن عمر يقول بعد ذلك إلى مدة: قال ذلك العبد: فأين الله.

وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف فوت حظه من ربه عز وجلا لا غير.

وكان بعض المشايخ له تلامذة.. فكان يخص واحداً منهم بإقباله عليه أكثر مما يقبل على غيره، فقالوا له في ذلك، فقال: أين لكن ذلك.. فدفع إلى كل واحد من تلامذته طائراً، وقال له: إذبحه بحيث لا يراه أحد، ودفع إلى هذا أيضا، فمضوا.. ورجع كل واحد منهم وقد ذبح طائره، وجاء هذا بالطائر حياً فقال: هلا ذبحته؟ فقال: أمرتني أن اذبحه بحيث لا يراه أحد، فقال: لهذا أخصه بإقبالي عليه. وقال

ذو النون المصري: علامة المراقبة: إيثار ما آثر الله تعالى، وتعظيم ما عظم الله تعالى، وتصغير ما صغر الله تعالى.

وقال النصراباذي: الرجاء: يحركك إلى الطاعات، والخوف: يبعدك عن المعاصي، والمراقبة: تؤديك إلى طرق الحقائق. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سألت جعفر بن نصير عن المراقبة، فقال: مراعاة السر، لملاحظة نظر الحق سبحانه مع كل خطرة.

وسمعته يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الجريري يقول: أمرنا هذا مبني على فصلين: وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى، ويكون العلم على ظاهرك قائماً.

وسمعته يقول: سمعت أبا القاسم البغدادي يقول: سمعت المرتعش يقول: المراقبة: مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة.

وسئل ابن عطاء: ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحق على دوام الأوقات.

وقال إبراهيم الخواص: المراعاة تورث المراقبة، والمراقبة تورث خلوص السر والعلانية لله تعالى. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: أفضل ما يلزم به الإنسان نفسه في هذه الطريقة: المحاسبة، والمراقبة، وسياسة عمله بالعلم.

وسمعته يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول سمعت أبا عثمان: يقول: قال لي أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ولنفسك،ولا يغرنك إجتماعهم عليك، فنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك.

وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعتأبا جعفر الصيدلاني يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: قال لي بعض مشايخي عليك بمراعاة سرك والمراقبة. قال: فبينا أنا يوماً أسير في البادية، إذ أنا بخشخشة خلفي، فهالني ذلك.. وأردت أن ألتفت فلم ألتفت.. فرأيت شيئاً واقفاً على كتفي.. فانصرف، وأنا مراع لسري.. ثم التفت، فإذا أنا بسبع عظيم. وقال الواسطي: أفضل الطاعات حفظ الأوقات. وهو: أن لا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن غير وقته. انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب الرضا.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

-"আল্লাহ সর্ববিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।" [আযহাব " ৫২]

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম একদা একজন মানুষের আকৃতিতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে মুহাম্মদ! ঈমান কী? তিনি জবাব দিলেন, আপনি বিশ্বাস স্থাপন করবেন, আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাদের উপর, তাঁর কিতাব ও তাঁর নবীগণের উপর। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন ভালো ও মন্দ, মিষ্ট ও তিক্ত তাকদীরের উপর। তিনি জবাব দিলেন, আপনি সত্য বলেছেন! [বর্ণনাকারী বলেন] তাঁর কথা শোনে আমরা আশ্চর্য হলাম, তিনি প্রশ্ন করছেন এবং নিজেই আবার সত্যায়িত করছেন! জিব্রাঈল আলাইহিস্সলাম এবার প্রশ্ন করলেন, ইসলাম কী, আমাকে অবগত করুন? তিনি জবাব দিলেন, ইসলাম হচ্ছে - আপনি নামায কায়েম করবেন, যাকাত দিবেন, রমজানে রোযা রাখবেন এবং হজ্জ করবেন। এবারও তিনি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। ফিরিশতা প্রশ্ন করলেন, এখন ইহসান সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন? তিনি জবাব দিলেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেনো আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি না দেখেন, তবে এটা মনে রাখবেন তিনি তো আমাকে দেখছেন। তিনি এবারও বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।"

হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেছেন, যদি তুমি আল্লাহকে না দেখো, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন- এ কথাটি মুরাক্বাবার ইঙ্গিত দেয়। মুরাক্বাবার অর্থ হলো, আল্লাহ যে তোমার ব্যাপারে অবগত আছেন এই জ্ঞান ও অনুভূতি। এই অনুভূতির উপর অটল থাকলেই আল্লাহর মুরাক্বাবা লাভ হয়। আর এই স্তরে পৌঁছতে হলে মুহাসাবার [হিসাব-নিকাশ করা] প্রয়োজন। যদি মানুষ তার অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে হিসাব-নিকাশ করে, বর্তমান জীবনকে সংশোধন করে, হক্বের রাস্তাকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্তরের সম্পর্কও সাজিয়ে তুলে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ তা'আলার সাথে রাখে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে ধ্যান করে, তখনই সে বুঝতে সক্ষম হবে,

আল্লাহ তা'আলা তার রাকীব অর্থাৎ তাকে দেখছেন এবং তিনি অন্তরের অতি নিকটে আছেন। তিনি তার সার্বিক অবস্থা জানেন, তার কর্মকাণ্ড দেখছেন, তার কথা শোনছেন। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে যে ব্যক্তি উদাসীন, সে তো আল্লাহর সন্নিধ্য লাভের সূচনা থেকেও অনেক দূরে। সে আল্লাহর সান্নিধ্যের হাক্বিক্বাত বুঝবে কিভাবে?

হযরত আবু বকর জুরাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তাক্বওয়া [আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা] এবং মুরাক্বাবার [আল্লাহর ধ্যান] সম্পর্ক সৃষ্টি করলো না, সে কখনো কাশফ [অন্তর চক্ষু উন্মোচন] ও মুশাহাদার [আল্লাহদর্শন] স্তরে পৌঁছুতে পারবে না।"

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "এক আমীরের একজন মন্ত্রী ছিলেন। একদিন আমীরের সামনে থাকাবস্থায় ঐ মন্ত্রীর দৃষ্টি এক বালকের প্রতি পড়লো। আমীর এটা বুঝতে পেরে উজিরের দিকে লক্ষ্য করলেন। এতে তিনি ভীত হলেন। এরপর থেকে এই মন্ত্রী যখনই আমীরের নিকট যেতেন, তিনি ভয়ের মধ্যে থাকতেন। না জানি কখন শাসক তার প্রতি [সে-ই ব্যাপারে] দৃষ্টিপাত করবেন? এটা হলো এক মাখলুকের প্রতি আরেক মাখলুলের মুরাক্বাবার দৃষ্টান্ত। এখন বুঝো, মাওলার সাথে বান্দার মুরাক্বাবা কিরূপ হবে!"

এক দরবেশকে বলতে শুনেছি, একজন শাসক ছিলেন যার নিকটে থাকতো অনেক বালক। কিন্তু তার দৃষ্টি ছিলো শুধুমাত্র একটি বালকের প্রতি। অথচ সে অন্যদের তুলনায় না ছিলো দামী কিংবা সুন্দর। অন্য বালকেরা জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? আমীর কেবল তাকেই স্নেহ করেন? আমীর বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাইলেন। তিনি একবার বাইরে বের হলেন। হঠাৎ করে বরফে আবৃত এক টিলার প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো। তখন ঐ বালকটি তার ঘোড়া থেকে নেমে টিলায় চলে গেলো ও একখণ্ড বরফ নিয়ে আসলো। আমীর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে বুঝতে পারলে আমি যে বরফ চাচ্ছি? সে জবাব দিলো, আপনি তো তাতে দৃষ্টিপাত করছিলেন। আর কোনো বস্তুর প্রতি বাদশাহর দৃষ্টি তো উদ্দেশ্যহীনভাবে হয় না। তখন আমীর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখো আমি যে তার প্রতি দৃষ্টিপাত ও স্নেহ করি-

এটাই তার কারণ। তোমরা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত আর সে ব্যস্ত আমাকে নিয়ে। সে আমার কাজকর্মের মুরাক্বাবা করছে।

একজন সুফি বলেন, যে ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও কল্পনায় আল্লাহ তা'আলার মুরাক্বাবা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাজতে রাখবেন। আবুল হুসাইন ইবনে হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, কতক্ষণ পর্যন্ত রাখাল তার বকরীগুলোকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে চলে? তিনি জবাব দেন, "যতক্ষণ সে মনে করবে তার একজন রাকীব বা পাহারাদার আছেন।"

বর্ণিত আছে হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক সফরে ছিলেন। একজন ক্রীতদাসকে দেখলেন বকরী রাখালী করছে। তিনি বললেন, তুমি একটি বকরী আমার নিকট বিক্রি করে দাও। সে জবাব দিলো, এটা তো আমার নয়! তিনি বললেন, তুমি মালিককে বলবে, এটা বাঘে খেয়ে ফেলেছে। সে জবাব দিলো, তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন? এ ঘটনার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঐ রাখালের কথাটি বার বার বলতেন, "তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন? তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন?"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে ব্যক্তি মুরাক্বাবার চর্চা করে, সে সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকে, না জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি এই নিয়ামত উঠিয়ে নেওয়া হয়?" একজন শায়খ তাঁর বহু শিষ্য থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র একজনকে বেশী মায়া করতেন ও তাঁর প্রতি নজর রাখতেন। অন্যরা এ সম্পর্কে কারণ জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, কোথায়, না তো ... । এরপর তিনি প্রত্যেক শিষ্যকে একেকটি করে পাখি হাতে দিয়ে বললেন, যাও! এমন এক জায়গায় চলে যাও যেখানে কেউ নেই। এবং এগুলে জবাই করে নিয়ে আসো। সবাই চলে গেল এবং পাখি জবাই করে নিয়ে আসলো। কিন্তু ঐ শিষ্য ফিরে এল পাখিটি নিয়ে জীবিত অবস্থায়। শায়খ প্রশ্ন করলেন, এ কী! তুমি পাখিটি জবাই করলে না কেনো? সে জবাব দিল, আপনি তো নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই স্থানে যেয়ে জবাই করবে যেখানে কেউ নেই? আমি এমন জায়গা খুঁজে পাই নি, যেখানে কেউ নেই। কারণ আল্লাহ তো

সব জায়গায়ই আছেন। এরপর তিনি সবাইকে বললেন, এবার বুঝে নাও আমি কেনো এই শিষ্যকে বেশী মুহাব্বাত করি।

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুরাক্বাবার আলামত হলো, আল্লাহ যে জিনিসকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাকে প্রাধান্য দেওয়া। যাকে সম্মান দিয়েছেন, তাকে সম্মান করা। আর যেটিকে হীন ও ছোট মনে কেরেছেন এটিকে ছোট মনে করা।”

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রত্যাশা তোমাকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে। ভয় তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে রাখে। আর মুরাক্বাবা তোমাকে হাক্বিক্বাতের রাস্তায় নিয়ে যাবে।”

হযরত জাফর ইবনে নুসায়ের রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মুরাক্বাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, “একটি শঙ্কার সাথে অন্তর দ্বারা চিন্তা করা যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।” হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ দু’টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: একটি হলো, আল্লাহর মুরাক্বাবাকে নিজের উপর আবশ্যক করা এবং অপরটি হলো বাহ্যিক জীবনে ইলম অনুযায়ী আমল প্রতিষ্ঠিত করা।”

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, উত্তম আনুগত্য কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, “আল্লাহর মুরাক্বাবা করা।”

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ধ্যানের দ্বারা মুরাক্বাবা অর্জন হয়। আর মুরাক্বাবার দ্বারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর সাথে থাকার ঘনিষ্ঠতা লাভ হয়।” হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এই তরীকার মানুষের জন্য জরুরী হলো, মুহাসাবা, মুরাক্বাবা এবং ইলমের সাথে আমলের সামঞ্জস্যতা।”

হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমাকে আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যখন মানুষের সমাগমে বসবে তখন নিজের ক্বলব এবং নফসকে উপদেশ দেবে, ওহে! তোমাকে কেন্দ্র করে লোকজনের এতো জমায়েত থেকে প্রতারিত হবে না! কারণ মনে রাখবে, মানুষ তোমার জাহির অবস্থা দেখছেন আর আল্লাহ দেখছেন তোমার [জাহির ও] বাতিন।”

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একজন শায়খ আমাকে বললেন, সবসময় মুরাক্বাবায় থাকবে। ইতোমধ্যে আমি একদা জঙ্গলে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পেছনে খসখস আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি কিছুটা আতঙ্কিত হলাম। আমি পেছনের দিকে তাকানোর ইচ্ছা করেও তাকালাম না। একবার মনে হলো আমার কাঁধের উপর কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সে চলে গেল। আমি মুরাক্বাবার মধ্যেই ছিলাম। এরপর আমি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, এটা তো এক মস্তবড় হিংস্র প্রাণী!”

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হলো, সময়ের হিফাজত করা। এ কথার মানে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো মুরাক্বাবা করবে না।”

এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি হলো। এবার শুরু হবে দ্বিতীয় খণ্ড। আর এর প্রথম অধ্যায় হলো ‘বাবুর রিদ্বা’।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত